সায়ং প্রাতো মনুষ্যাণামশনং শ্রুতিরোধিতম্।
নান্তরাভোজনং কুর্য্যাদগ্নিহোত্রসমো বিধিঃ॥
যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ।
যামমধ্যে রসোৎপত্তির্যামযুগ্মাদ্ বলক্ষয়ঃ॥" (ভাবপ্র০)

মানবগণ যথোক্ত বিধানানুসারে দোষ-কালাদি এবং প্রাতঃ ও সায়ংকাল বিচার করিয়া ভোজন করিবে। সাগ্নিকের প্রাত্যহিক হোমবিধির ন্যায় মনুষ্যগণ প্রাতঃকালে অর্থাৎ এক প্রহর বেলার উর্দ্ধে দুই প্রহর বেলার মধ্যে এবং সায়ংকালে ও এক প্রহর রাত্রির উর্দ্ধে ও দুই প্রহর রাত্রির মধ্যে ভোজন করিবেন। এতদ্ব্যতিরেকে অন্য সময়ে ভোজন করা নিষিদ্ধ। অতএব এক প্রহরের মধ্যে অথবা দুই প্রহর বেলা অতিক্রম করিয়া ভোজন করিবে না। কেন না, এক প্রহরের মধ্যে ভোজন করিলে রসের উৎপত্তি এবং দুই প্রহর অতিক্রম করিয়া ভোজন করিলে বীর্য্যক্ষয় হইয়া থাকে।

বৈদ্যকশাস্ত্রমতে দিবা ৯টার পর ১২টার মধ্যে এবং রাত্রিকালেও ৯টার পর ১২টার মধ্যে ভোজন প্রশস্ত। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার একটু ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়,—

"যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং ত্রিযামন্ত ন লঙ্ঘয়েৎ।
যামমধ্যে রসস্তিষ্ঠেৎ ত্রিযামে তু রসক্ষয়ঃ॥
প্রাগুক্তদক্ষবচনাৎ তত্রাপি পঞ্চমযামার্দ্ধো মুখ্যকালঃ"
(আহ্নিকতত্ত্ব)

যামমধ্যে ভোজন করিবে না, এবং ত্রিযাম অতিক্রম করাও বিধেয় নহে। পঞ্চম যামার্দ্ধই ভোজনের মুখ্যকাল। ১২টার পর ১॥টা পর্য্যন্তই পঞ্চম যামার্দ্ধ, অতএব এই সময়ই ভোজন প্রশস্ত। আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র উভয়ই প্রথম যামে (৯টার মধ্যে) ভোজন নিষেধ করিয়াছেন। বৈদ্যকমতে ৯টার পর ১২টার মধ্যে ও ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ১২ টার পর ১॥ টার মধ্যে ভোজন বিহিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, যে সময়ে দোষ ও মলের পরিপাক হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, সেই সময়ই ভোজনের কাল।

"ক্ষুৎ সম্ভবতি পক্কেষু রসদোষমলেষু চ।
কালে বা যদি বাকালে সোঽন্নকাল উদাহৃতঃ॥" (ভাবপ্র০)

ধূম ও অম্লাদি রহিত উদ্গার, শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়াতে অধ্যবসায়, উপযুক্তরূপে মলমূত্রাদির বেগ ও উৎসর্জ্জন, শরীরের লঘুতা এবং ক্ষুধা ও পিপাসার উদ্রেক এই সকল লক্ষণ হইলে বুঝিতে হইবে যে, ভুক্ত দ্রব্য সম্যকরূপে জীর্ণ হইয়াছে। মানবগণ প্রত্যহই ভোজন এবং মলমূত্রত্যাগ করিবে, কারণ এই উভয় কার্য্য দ্বারাই শরীরের শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু এই উভয় ক্রিয়াই নির্জ্জনস্থানে করা আবশ্যক। কারণ প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া ভোজন ও মলমূত্রোৎসর্গ করিলে শ্রীহানি হইয়া থাকে।*

ভোজনকালে শুভাশুভ দৃষ্টি।—আহারের সময় পিতা, মাতা, সুহৃদ্জন, চিকিৎসক, পাচক, হংস, ময়ূর, সারস ও চকোর পক্ষীর দৃষ্টি শুভজনক। দরিদ্র, হীনলোক, ক্ষুধিত, পাপী, পাষণ্ড, রোগী, কুকুর ও কুক্কুটাদির দৃষ্টি অশুভজনক।

সুবর্ণ পাত্রে ভোজন ত্রিদোষনাশক, দর্শনশক্তিবর্দ্ধক এবং হিতজনক। রৌপ্যপাত্র চক্ষুর হিতজনক, পিত্ত, কফ ও বায়ুনাশক। কাংস্যপাত্র বুদ্ধিজনক, রুচিকারক এবং রক্তপিত্তপ্রসাদক। পিত্তলপাত্র—বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ, উষ্ণ, কৃমি ও কফনাশক। লৌহ ও কাচপাত্র—সিদ্ধিদায়ক, বলকারক এবং কামলানাশক। প্রস্তর ও মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে ভোজন শ্রীহানিজনক, কাষ্ঠময় পাত্রে ভোজন রুচিকারক এবং কফনাশক। পত্রময় পাত্র রুচিকারক, অগ্নিপ্রদীপক এবং বিষ ও পাপনাশক। স্ফটিক ও বৈদূর্য্যমণি নির্ম্মিত পাত্র পবিত্র এবং শীতল।

"তাম্রপাত্রে ন ভুঞ্জীত ভিন্নকাংস্যে মলাবিলে।
পলাশে পদ্মপত্রেষু গৃহী ভুক্ত্বেন্দবঞ্চরেৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ধর্ম্মশাস্ত্রমতে তাম্রপাত্র ও ভগ্ন কাংস্যপাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ। কাংস্যপাত্র সম্বন্ধে বিশেষ এই একের পাত্রে অপরের ভোজন করিতে নাই।

"অর্কপাত্রে তথা পৃষ্ঠে আয়সে তাম্রভাজনে।
করে কর্পটকে চৈব ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥"
'পৃষ্ঠে কদলীপাত্রাদিপৃষ্ঠে' (আহ্নিকতত্ত্ব)

গৃহীর পলাশপত্র ও পদ্মপত্রেও ভোজন নিষিদ্ধ। গৃহী যদি অর্কপত্র,তাম্রপাত্র,লৌহপাত্র এবং কদলীপাত্রের পশ্চাদ্ভাগে ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।

"তৈজসানাং মণীনাঞ্চ সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ।
ভস্মনাদ্ভির্মৃদা চৈব শুদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

সুবর্ণ, রজত, প্রস্তর, শুক্তি ও স্ফটিক পাত্রই ভোজনে প্রশস্ত। এই সকল পাত্র অপবিত্র হইলে ভস্ম জল অথবা মৃত্তিকা দ্বারা মাজিয়া ফেলিলে পবিত্র হয়।

গোময়াদি দ্বারা উপলিপ্ত ও সম স্থানে ও লঘু আসনে উপবেশন করিয়া ভোজনপাত্রের নিম্নে মণ্ডল করিয়া ভোজন করিতে হয়। এই মণ্ডল ব্রাহ্মণ চতুরস্র, ক্ষত্রিয় ত্রিকোণ,

* "আহারং বিজনে কুর্য্যাৎ নির্হারমপি সর্ব্বদা।
উভাভ্যাং লক্ষ্মপেতঃ স্যাৎ প্রকাশে হীয়তে শ্রিয়া॥
আহারনির্হারবিহারযোগাঃ সদৈবসদ্ভির্বিজনে বিধেয়াঃ।" (ভাবপ্র০)

বৃত্ত বর্ত্তুল এবং শূদ্র অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে করিবে। যদি কেহ মণ্ডল না করিয়া ভোজন করে, তাহা হইলে তাহাদের অন্ন যক্ষ-রাক্ষসাদি বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া থাকে। *

"আসনে পাদমারোপ্য যো ভুঙ্‌ক্তে ব্রাহ্মণ ক্বচিৎ।
মুখেন চান্নমশ্নাতি তুল্যং গোমাংসভক্ষণৈঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ভোজনকালে পা মাটিতে রাখিয়া ব্রাহ্মণকে খাইতে হয়। আসনে পা রাখিয়া মুখে ভোজন করিতে থাকিলে তাহা গোমাংস ভক্ষণ তুল্য হয়।

পাদদ্বয় আর্দ্র এবং ভূমিতে রাখিয়া ব্রাহ্মণের পূর্ব্বমুখে ভোজন করা কর্ত্তব্য।

"আর্দ্রপাদস্ত ভুঞ্জীত প্রাঙ্মুখশ্চাসনে শুচৌ।
পাদাভ্যাং ধরণীং স্পৃষ্ট্বা পাদেনৈকেন বা পুনঃ॥"(আহ্নিকতত্ত্ব)

যাহা কিছু ভোজন করা যায়, তাহা ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়া ভোজন করা বিধেয়।

পাদপ্রসারণ করিয়া ভোজন করা নিষিদ্ধ। ভোজন করিবার সময় প্রথমে অন্ন দর্শন করিয়া প্রণাম করিতে হয়, পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করা বিধেয়।

"অন্নং দৃষ্ট্বা প্রণম্যাদৌ প্রাঞ্জলিঃ প্রার্থয়েত্ততঃ।
অস্মাকং নিত্যমস্ত্বেতদিতি ভক্ত্যাথ বন্দয়েৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ভোজনের সময় প্রথমে আপোশন করিয়া পরে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই বহিস্থ পঞ্চবায়ুকে ভূমিতে অন্ন নিবেদন করিয়া দিয়া পরে পঞ্চপ্রাণকে অন্ন দিয়া ভোজন করিতে হয়।

"নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।
বহিস্থা বায়বঃ পঞ্চ তেষাংভূমৌ প্রদীয়তে॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

মৌন হইয়া ভোজন করা বিধেয়। পূর্ব্বমুখে ভোজন করিলে আয়ুঃ, দক্ষিণমুখে ভোজন করিলে যশঃ ও প্রত্যঙ্মুখে ভোজন করিলে শ্রীবৃদ্ধি হয়। উত্তরমুখে ভোজন করিতে নাই। দক্ষিণমুখে ভোজন সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, জীবৎপিতৃক ব্যক্তি দক্ষিণমুখে ভোজন করিবে না। ইহাতে কেহ কেহ বলেন, কেবল পিতা জীবিত থাকিলে দক্ষিণমুখে ভোজন করিতে নাই, মাতৃসম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই, কিন্তু পিতা ও মাতা উভয়ই জীবিত থাকিতে দক্ষিণমুখে ভোজন নিষিদ্ধ। *

ভোজনের পূর্ব্বে হস্তদ্বয়, পদদ্বয় এবং মুখ এই পাঁচস্থান উত্তমরূপে ধুইয়া ভোজন করিতে হয়। ইহাকে পঞ্চার্দ্র কহে।

"পঞ্চার্দ্রো ভোজনং কুর্য্যাৎ প্রাঙ্মুখো মৌনমাস্থিতঃ।
হস্তৌ পাদৌ তথৈবাস্যমেষু পঞ্চার্দ্রতা মতা॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

বৈদ্যক শাস্ত্রে লিখিত আছে, প্রত্যহ ভোজনের প্রাক্‌কালে লবণাদ্রক ভোজন করিবে। ইহা হিতজনক, অগ্নির উদ্দীপক, রুচিজনক এবং জিহ্বা ও কণ্ঠশোধক। ইহাতে কেহ কেহ বলেন, লবণ পিত্তজনক এবং আদ্রকও কটুরস-প্রযুক্ত পিত্তজনক, ক্ষুধিত ব্যক্তির স্বভাবতঃই পিত্ত বর্দ্ধিত থাকে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় লবণ ও আদ্রক ভোজনের ব্যবস্থা কিরূপ সঙ্গত হইতে পারে? ইহাতে এইরূপ মীমাংসা লিখিত আছে যে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত লবণ স্থানে সৈন্ধব এবং চন্দনস্থলে রক্তচন্দন ইত্যাদি। সৈন্ধব ত্রিদোষনাশক, সুতরাং পিত্তবর্দ্ধক নহে। দ্রব্যগুণে লিখিত আছে, সৈন্ধব লবণ মধুররস, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিজনক, শীতবীর্য্য, শুক্রজনক, সূক্ষ্ম, চক্ষুর হিতকর, এবং ত্রিদোষনাশক। আদ্রক কটুরস হইলেও পিত্তবর্দ্ধক নহে ও বিপাকে মধুরতা প্রাপ্ত হয়। অতএব ভোজনের পূর্ব্বে সৈন্ধব ও আদ্রক ভোজন করিবে। ইহা বিশেষ উপকারক।

ভোজনের পূর্ব্বে দৃষ্টিদোষ বিনাশের জন্য ব্রহ্মাদিকে স্মরণ করিবে অর্থাৎ ভোজনকালে এইরূপ চিন্তা করিতে হয়, ভক্ষ্যদ্রব্য ব্রহ্মা, ভক্ষ্যদ্রব্যগত মধুরাদি ৬টী রস বিষ্ণু এবং মহাদেব ভোক্তা, এইরূপ স্মরণ করিয়া ভোজন করিলে দৃষ্টিদোষ ঘটে না এবং অঞ্জনাতনয় ব্রহ্মচারী হনুমান্‌কে স্মরণ করিলেও দৃষ্টিদোষ হয় না।

"অন্নং ব্রহ্মা রসো বিষ্ণুর্ভোক্তা দেবো মহেশ্বরঃ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভুঞ্জানং দৃষ্টিদোষো ন বাধতে॥
অঞ্জনাগর্ভসম্ভূতং কুমারং ব্রহ্মচারিণম্।
দৃষ্টিদোষবিনাশায় হনূমন্তং স্মরাম্যহম্॥" (ভাবপ্রকাশ)

ভোজনকালে প্রথমতঃ মধুররস, তৎপরে অম্ল ও লবণ-রসবিশিষ্ট দ্রব্য, তদনন্তর কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত দ্রব্য

---

* "উপলিপ্তে সমে স্থানে শুচৌ লঘ্বাসনান্বিতে।
চতুরস্রং ত্রিকোণঞ্চ বর্ত্তুলকার্দ্ধচন্দ্রকম্॥
কর্ত্তব্যমানুপূর্ব্বেণ ব্রাহ্মণাদিষু মণ্ডলম্॥
অকৃত্বা মণ্ডলং যে তু ভুঞ্জতেঽধমযোনয়ঃ।
তেষান্ত যক্ষরক্ষাংসি হরন্ত্যন্নাদি তদ্বলাৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

* "যাবদেবান্নমশ্নীয়ান্নক্রয়াত্তদ্ গুণাগুণান্।
অতো মৌনেন যো ভুঙ্‌ক্তে স ভুঙ্‌ক্তে কেবলামৃতম্॥
আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ।
শ্রিয়ঃ প্রত্যঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে ঋতং ভুঙ্‌ক্তেহ্যুদঙ্মুখঃ॥
নোদঙ্মুখাঽশ্নীয়াৎ, জীবন্মাতৃকস্ত দক্ষিণামুখনিষেধমাহ
ক্ষুহস্নানং গয়াশ্রাদ্ধং তিলতর্পণমেব চ।
ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাদ্দক্ষিণামুখভোজনম্॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ভোজন করিবে। প্রথমে দাড়িমাদি ফল ভোজন বিধেয়, কিন্তু কদলী ও কর্কটফল কথনই ভোজন করিবে না। পদ্মের নাল, বিস, কন্দ এবং ইক্ষু প্রভৃতি ভোজনের পূর্ব্বেই আহার করিবে, ভোজনের পরে ঐ সকল কথন আহার করিবে না।

গুরুদ্রব্য, পিষ্টময় দ্রব্য (লুচি প্রভৃতি), তণ্ডুল ও চিপিটক এই সকল ভুক্তব্যক্তি কথন ভোজন করিবে না। যদি বিশেষ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে অতি অল্পমাত্রায় ভোজন করিতে পারে।

ভোজনের প্রথমে ঘৃত ও কঠিন দ্রব্য ভোজন করিবে, তৎপরে কোমল দ্রব্য ভোজন এবং আহারের শেষ অবস্থায় দ্রবদ্রব্য অর্থাৎ দধি দুগ্ধাদি পান করিবে। এই নিয়মে ভোজন করিলে বল ও স্বাস্থ্য স্থিরভাবে থাকে। ভোজ্য-বস্তুর মধ্যে যাহা যাহা যথাক্রমে স্বাদু, তাহাই উত্তরোত্তর ভোজন করিতে হয়। এক বস্তু ভোজনের পর অন্য যে বস্তু ভোজন করিতে অভিলাষ হয়, তাহাকেই স্বাদু বলিয়া জানিতে হইবে।

স্বাদু অন্ন—মনের প্রফুল্লতাজনক, বলকর, পুষ্টিকারক, উৎসাহ ও পরমায়ুবর্দ্ধক। অস্বাদু অন্ন ইহার বিপরীত গুণযুক্ত। অতিশয় উষ্ণ অন্ন বলনাশক। অতি শীতল ও অতি শুষ্ক অন্ন দুষ্পাচ্য। অত্যন্ত স্নিগ্ধ অন্ন গ্লানিকর। অতএব যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ অতিশয় উষ্ণশীতাদি দোষযুক্ত না হয়, এইরূপ অন্ন ভোজন বিধেয়।

অতিশয় দ্রুতভাবে আহার করিলে আহারীয় দ্রব্যের গুণ ও দোষ জানিতে পারা যায় না এবং বিলম্ব করিয়া আহার করিলে আহারীয় দ্রব্য শীতল ও হীনাস্বাদযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব অতিশয় দ্রুত অথবা অতিশয় বিলম্ব করিয়া ভোজন করা বিধেয় নহে।

ভোজনে গুরুদ্রব্য তিন প্রকার—মাত্রাগুরু, স্বভাবতঃ গুরু, এবং সংস্কার জন্য গুরু। মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তি এই তিন প্রকার গুরুদ্রব্যই পরিত্যাগ করিবে। ইহাদের মধ্যে মাত্রা-গুরু মুদ্গাদি, অর্থাৎ ইহারা স্বভাবতঃ গুরু নহে, পরিমাণের বাহুল্যেই ইহাদের গুরুত্ব। মাষকলায়াদি স্বভাবতঃ গুরু, এবং নানাবিধ সামগ্রী সহযোগে পাকবিশেষ দ্বারা সংস্কৃত হয় বলিয়া তাহা বিশেষ গুরু।

আহারীয় দ্রব্য ৬ প্রকার—চুষ্য, পেয়, লেহ্য, ভোজ্য, ভক্ষ্য এবং চর্ব্ব্য। ইহারা যথোত্তর ক্রমে গুরু। চুষ্য—ইক্ষু ও দাড়িম্ব প্রভৃতি। পেয়—পানক ও চিনিমিশ্রিত জল প্রভৃতি। লেহ্য—রসালী ও ক্বথিত প্রভৃতি। ভোজ্য—ভক্ত ও সূপাদি। ভক্ষ্য—লাড়ু ও মণ্ডকাদি। চর্ব্ব্য—চিপিটক প্রভৃতি। গুরু ও লঘু দ্রব্য যে পরিমাণে ভোজন করিলে তৃপ্তিবোধ হয়, সেই পরিমাণে ভোজন করিবে। মাষকলায় ও পিষ্টক প্রভৃতি অর্দ্ধমাত্রায় এবং মুদ্গাদি স্বভাবতঃ লঘুতাপ্রযুক্ত পূর্ণমাত্রায় ভোজন করিবে। পেয়াদি তরল দ্রব্য এবং তক্র প্রভৃতি বহু তরল দ্রব্য মিশ্রিত ভক্তাদি অধিকমাত্রায় প্রয়োজিত হইলেও তাহাকে গুরু বলা যায় না। যে হেতু পেয় সর্ব্বপ্রকার লঘুগুণান্বিত।

পেয় ও লেহ্য প্রভৃতি যথোত্তরক্রমে গুরু। সুতরাং পেয় সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। অধিক তরল দ্রব্য মিশ্রিত। শুষ্ক অর্থাৎ স্রোতোরোধক পদার্থ হইলেও উত্তমরূপে পরিপাক হয়। কিন্তু তরল পদার্থ মিশ্রিত ভিন্ন কেবল শুষ্ক দ্রব্য ভোজন করিলে তাহা সুচারুরূপে পরিপাক হয় না। কেন না আর্দ্রতার অভাবে পিণ্ডীকৃত অর্থাৎ অষ্ঠীলা সদৃশ পিণ্ডাকারে পরিণত হইয়া বিদগ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শুষ্কদ্রব্য—চিড়া প্রভৃতি, বিরুদ্ধ দ্রব্য—ক্ষীর মৎস্যাদি এবং বিষ্টম্ভী দ্রব্য—ছোলা প্রভৃতি, ইহারা জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করে।

যথাকালে অধিক মাত্রায় আহার করিলে অথবা অসময়ে অধিক কিম্বা অল্প আহার করিলে, সেই আহারকে বিষমাশন কহে। অধিক অন্ন ভোজন করিলে আলস্য, সামর্থ্য সত্ত্বেও অনুৎসাহ, শরীরের গুরুত্ব, উদরের স্তব্ধীভাব ও গুড়-গুড় শব্দ হইয়া থাকে। অল্প অন্ন অর্থাৎ উপযুক্ত মাত্রা হইতে ন্যূনেতর অন্ন ভোজন দ্বারা শরীরের কৃশতা এবং বল হ্রাস পায়। অপ্রাপ্তকালে অর্থাৎ ক্ষুধা উপস্থিত না হইলে ভোজন করিলে সামর্থ্য-বিহীন হয় এবং শিরোবেদনা, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। ভোজনের উপযুক্ত সময় অতীত করিয়া ভোজন করিলে জঠরাগ্নি বায়ু কর্তৃক উপহত হইয়া ভুক্তদ্রব্য অতি কষ্টে পরিপাক করে, এবং পুনর্ব্বার ভোজন করিতে অভিলাষ হয় না।

ভোজনকালে উদরগহ্বরের চারি অংশের দুই অংশ ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা এবং এক অংশ জল দ্বারা পূরণ করিবে। অবশিষ্ট এক অংশ বায়ু গমনাগমনের জন্য অপূর্ণ রাখিবে, এইরূপ ভোজন করিলে শীঘ্র পরিপাক হয়।

আহারীয় দ্রব্যগত রস দ্বারা প্রথমতঃ রসনেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়, কিন্তু পরে আর তদ্রূপ আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ কারণ মধ্যে মধ্যে জলপান করিয়া জিহ্বা শোধন করিবে। অত্যন্ত জলপান দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয় না এবং একেবারে জলপান না করিলেও ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হওয়ায়

প্রতিবন্ধকতা জন্মে। অতএব ভোজনের সময় জঠরাগ্নি উদ্দীপিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে জলপান করা কর্ত্তব্য। ভোজনের প্রথমে জলপান করিলে শরীরের কৃশতা এবং অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয়। ভোজনের মধ্যে জলপান করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, ভোজনান্তে জলপান করিলে শরীরের স্থূলতা এবং কফ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং ভোজনের মধ্যে জলপান বিশেষ আবশ্যক। বাগ্‌ভটেও লিখিত আছে যে, ভোজনের মধ্যে জলপান করিলে শরীর স্থূল অথবা কৃশ না হইয়া সমভাবে থাকে।

পিপাসিত ব্যক্তির ভোজন এবং ক্ষুধিত ব্যক্তির জলপান এই উভয়ই নিষিদ্ধ। যে হেতু তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির ভোজন করিলে গুল্ম রোগ এবং ক্ষুধিত ব্যক্তি জলপান করিলে জলোদর হইয়া থাকে।

কেহ কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরাও আহারান্তে দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? কারণ ভোজনের কাল তিনভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে প্রথম ভাগ বায়ুর. দ্বিতীয় ভাগ পিত্তের, ও তৃতীয় ভাগ কফের প্রকোপ কাল। এইজন্য ভোজন করিবার সময় তন্মনা হইয়া প্রথমতঃ মধুর রসযুক্ত দ্রব্য, ভোজনের মধ্যে অম্ল ও লবণসংযুক্ত দ্রব্য এবং শেষে কটু তিক্তাদি ভোজন করিবার বিধি আছে। ভোজনের প্রথমাবস্থায় মধুররস ভোজন করিলে ভুক্ত ব্যক্তির বায়ু ও পিত্ত প্রশমিত হয়। ভোজনের মধ্যাবস্থায় লবণরসযুক্ত ও অম্লরসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিলে অগ্ন্যাশয় গত পাচকাগ্নি বৃদ্ধি হয় এবং ভোজনান্তে কটু, তিক্ত এবং কষায়রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিলে কফ নষ্ট হইয়া থাকে। এখন সংশয় এই যে, ভোজনান্ত সময় কফের প্রকোপ কাল, অতএব কফের প্রকোপকালে কফবর্দ্ধক দুগ্ধ কিরূপে ভোজন সঙ্গত হইতে পারে? ইহার মীমাংসা এইরূপ,—মানবগণ যে সমস্ত বিদাহী অন্ন-পানীয় দ্রব্য ভোজন করে, ভোজনান্তে দুগ্ধ পান করিলে ঐ সকল দ্রব্যের দোষ প্রশমিত হয় এবং ব্রহ্মপুরাণেও কথিত হইয়াছে যে, আহারান্তে দুগ্ধ পান কর্ত্তব্য, কিন্তু আহারান্তে কখন দধিপান করিবে না। লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণাদি যে সকল বিদাহী দ্রব্য খাওয়া যায়, আহারান্তে দুগ্ধ পান করিলে ঐ সকল দোষ অপহৃত হয়, এ কারণ দুগ্ধান্ত-ভোজনই শাস্ত্রসঙ্গত। অতএব বুঝিতে হইবে যে, আহারের পর দুগ্ধভোজনজনিত বর্দ্ধিত কফ লবণ, অম্ল, কটু প্রভৃতি ভোজন-জনিত বর্দ্ধিত পিত্তকে বিনষ্ট করে; অতএব পিত্ত বিনষ্ট হইলে কফ-বৃদ্ধিকারিত্ব শক্তির হ্রাস হয়। সুতরাং কফ বর্দ্ধিত হইতে পারে না। এ কারণ অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি ব্যাধি উৎপাদনেও অক্ষম হইয়া পড়ে, সুতরাং ভোজনান্তে দুগ্ধ ভোজন অবশ্যকর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পূর্ণ হইলে খড়িকা গ্রহণপূর্ব্বক আচমনে প্রবৃত্ত হইয়া দন্তান্তর্গত অন্নাদির কণা বাহির করিয়া আচমন করিবেন। দন্তসংলগ্ন পদার্থ দূরীকৃত না হইলে মুখে অতিশয় দুর্গন্ধ হয়। অতএব অল্পে অল্পে দন্তসংলগ্ন দ্রব্য বাহির করিবেন। যদি কোন পদার্থ অতিশয় দৃঢ়রূপে দন্তে লগ্ন হইয়া থাকে, তাহা দন্তস্বরূপ জ্ঞান করিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন না। আচমন শেষ হইলে জল দ্বারা নেত্রদ্বয় ধুইয়া ফেলিবেন। ইহাতে দৃষ্টিগত তিমির বিনষ্ট হয়।

তৎপরে প্রত্যহ ভুক্তান্ন সুখপাক হওয়ার জন্য এইরূপে অগস্ত্যাদি মহাত্মগণের নাম স্মরণ করিবে। যথা—বিষ্ণু আত্মা, বিষ্ণু অন্ন ও বিষ্ণু পরিপাক এই সত্যে আমার এই ভুক্ত অন্ন পরিপাক হউক। অগস্তি, অগ্নি ও বড়বানল ইহারা আমার ভুক্তান্ন নিঃশেষে পরিপাক করুন এবং পরিপাকজনিত সুখে সুখী করিয়া আমার শরীর সর্ব্বদা নীরোগ ভাবে রাখুন।

অঙ্গারক, অগস্ত্য, বৈশ্বানর, সূর্য্য এবং অশ্বিনীকুমার প্রত্যহ ভোজনান্তে এই পঞ্চজনকে স্মরণ করিবে। কারণ ইহাদিগের স্মরণে ভুক্ত সামগ্রী শীঘ্র পরিপাক হয় এবং ইহাদের নাম স্মরণ করিয়া উদরে হাত বুলাইতে হইবে।* ভুক্ত মাত্রই নিদ্রা সেবন কর্ত্তব্য নহে। কারণ ভোজন করিয়া তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইলে তাহার জঠরাগ্নির মান্দ্যতা উপস্থিত হইয়া কফ কুপিত হয়। ভোজনের পর তাম্বুল-সেবনও বিশেষ উপকারক। (ভাবপ্রকাশ)

স্মৃতিতে লিখিত আছে, ভোজনের পর উপবেশন করিয়া বাম হস্ত দ্বারা উদর মার্জ্জন করিতে হইবে। মন্ত্র—

"ওঁ অগ্নিরাপ্যায়য়ত্বন্নং পার্থিবং পবনেরিতঃ।
দত্তাবকাশো নভসা জরয়ত্বস্ত মে সুখম্॥

---

* "ভুক্ত্বা চ সংস্মরন্নিত্যমগস্ত্যাদীন্ সুখাবহান্।
বিষ্ণুরাত্মা তথৈবান্নং পরিণামশ্চ বৈ যথা॥
সত্যেন তেন মদ্ভুক্তং জীর্য্যত্বন্নমিদন্তথা॥
অগস্তিরগ্নির্বড়বানলশ্চ ভুক্তং মমান্নং জরয়ত্বশেষম্।
সুখঞ্চ মে তৎপরিণামসম্ভবং যচ্ছত্বরোগং মম চাস্তু দেহে॥
অঙ্গারকমগস্তিঞ্চ পাবকং সূর্য্যমশ্বিনৌ।
পঞ্চৈতান্ সংস্মরেন্নিত্যং ভুক্তং তস্যাশু জীর্য্যতি॥
ইত্যুচ্চার্য্য স্বহস্তেন পরিমার্জ্য তথোদরম্।
অনায়াসপ্রদায়ীনি কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ॥" (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখ•)

অন্নং বলায় মে ভূমেরপামগ্ন্যনিলস্য চ।
ভবত্বেতৎ পরিণতো মমাস্ত্বব্যাহতং সুখম্ ॥
প্রাণাপানসমানানামুদানব্যানয়োস্তথা।
অন্নং তুষ্টিকরঞ্চাস্ত মমাস্ত্বব্যাহতং সুখম্ ॥
অগস্তিরগ্নির্বড়বানলশ্চ ভুক্তং মমান্নং জরয়ত্বশেষম্।
সুখং মমৈতৎ পরিণামসম্ভবং যচ্ছত্বরোগং মম চাস্ত দেহে ॥
বিষ্ণুঃ সমস্তেন্দ্রিয়দেহদেহিপ্রধানভূতো ভগবান্ যথৈকঃ।
সত্যেন তেনান্নমশেষমেতদারোগ্যদং মে পরিণামমেতু ॥
বিষ্ণুরত্তা তথৈবান্নং পরিণামশ্চ বৈ যথা।
সত্যেন তেন মদ্ভুক্তং জীর্য্যত্বন্নমিদং তথা ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পাদশত গমন করিবে, তৎপরে বামপার্শ্বে কিঞ্চিৎকাল শয়ন করা আবশ্যক। তৎপরে তাম্বুলসেবন কর্ত্তব্য।

ভোজনের দোষে অগ্নিমান্দ্য হইয়া নানা প্রকার ব্যাধি হইয়া থাকে। এইজন্য শাস্ত্রে ভোজনের ত্রিবিধ দোষ অভিহিত হইয়াছে, যথা—দৃষ্টদ্বারক, অদৃষ্ট-দ্বারক এবং দৃষ্টাদৃষ্টদ্বারক। মৎস্যভোজনের পর দুগ্ধভোজন ইহা দৃষ্টদ্বারক; স্মৃতিতে যাহা নিষিদ্ধ তাহা অদৃষ্টদ্বারক এবং স্মৃতি ও আয়ুর্ব্বেদ উভয় মতে যাহা নিষিদ্ধ, তাহা দৃষ্টাদৃষ্টদ্বারক। এই ত্রিবিধ নিষিদ্ধ দ্রব্য কখনই ভোজন করিবে না। এই ত্রিবিধ ভোজনদোষেই নানা প্রকার ব্যাধি হইয়া থাকে। এইজন্য ভোজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। (আহ্নিকতত্ত্ব)

সুশ্রুত ভোজন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—মধুররস অগ্রে, অম্ল ও লবণরস মধ্যে এবং পরিশেষে অবশিষ্ট রস সকল ভোজন করা বিধেয়। প্রথমে দাড়িম ফল, তৎপরে পানীয়, পশ্চাৎ ভক্ষ্য ভোজ্য গ্রহণ করিবে। কেহ কেহ ইহার বিপরীত বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—গাঢ় পদার্থ সকল অগ্রে ভোজন করা উচিত। ভোজনের প্রারম্ভে, মধ্যে বা শেষেই হউক, ফলের মধ্যে স্বাস্থ্যকর দোষনাশক আমলক ফল ভোজন করাই প্রশস্ত। মৃণাল, বিস, শালু, কন্দ, ইক্ষু প্রভৃতি আহারের পূর্ব্বে ভোজন করিবে। আহারাবসানে এ সকল কখনই ভোজন করিবে না।

ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যথাকালে উচ্চ আসনে সমভাবে সুখে উপবেশন করিয়া মাত্রাদি বিবেচনাপূর্ব্বক আপন প্রকৃতির অনুগত স্নিগ্ধ, দ্রব,প্রধান, লঘু ও উষ্ণ দ্রব্য সকল সত্বর ভোজন করিবে। এই প্রকার অন্ন যথাকালে ভুক্ত হইলে তৃপ্তিকর হয়, এবং ভুক্তব্যক্তির পীড়াকর হয় না। লঘু দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক হয়। সত্বর ভোজন করিলে ভুক্ত অন্ন সমকালেই পরিপাক হয়। দোষশূন্য প্রধান দ্রব্য সকল সুখে জীর্ণ হয় এবং মাত্রানুসারে সেবিত অন্ন ধাতুর সমতা বিধান করিয়া থাকে। যে সকল ঋতুতে রাত্রি অত্যন্ত দীর্ঘ, সেই সকল ঋতুতে ঋতুদোষ খণ্ডনের উপযোগী ভোজনদ্রব্য সকল প্রাতঃকালে ভোজন করিবে। যে সকল ঋতুতে দিবা অতিশয় দীর্ঘ, সেই সকল ঋতুতে তৎকালবিহিত দ্রব্য সকল অপরাহ্ণে ভোজন করা বিধেয়। যে সকল ঋতুতে দিবা রাত্রি সমান, সেইকালে অহোরাত্র সমান বিভাগ করিয়া ভোজন করিবে। অপ্রাপ্তকালে অর্থাৎ ক্ষুধা হইবার পূর্ব্বে এবং অতীতকালে অর্থাৎ ভোজনের সময় গত হইলে কখনই ভোজন করিবে না; যথা সময়েই ভোজন করিবে। অল্প অধিক পরিমাণে ভোজন করিবে না। পরিমিতরূপে ভোজন করিবে। অপ্রাপ্তকালে শরীর লঘু হয় না, সুতরাং তৎকালে আহার করিলে নানা ব্যাধি জন্মে। এমন কি, মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। অতীতকালে জঠরাগ্নি বায়ু দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, সুতরাং তৎকালে আহার করিলে ভুক্ত অন্ন অতি কষ্টে পরিপাক হয় ও দ্বিতীয় বার ভোজনের ইচ্ছা থাকে না। অল্পমাত্রায় ভোজন করিলে অসন্তোষ জন্মে ও বলক্ষয় হয়। অধিকমাত্রায় ভোজন করিলে আলস্য জন্মে, শরীরভার, আটোপ অর্থাৎ বায়ুজন্য উদরাধ্মান এবং শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। অতএব দিবা ও রাত্রিকালের সময় ও দোষাদি বিভাগ করিয়া দোষবর্জ্জিত গুণসম্পন্ন সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করাই বিধেয়।

নিঃসার, দোষযুক্ত, উচ্ছিষ্ট, পাষাণ, তৃণ বা লোষ্ট্রবিশিষ্ট, দ্বিষ্ট (যে দ্রব্য ভোজন করিতে প্রবৃত্তি হয় না), পর্য্যুষিত, স্বাদুরসবিহীন ও দুর্গন্ধযুক্ত অন্ন ভোজন করিবে না। অধিক সিদ্ধ বা অল্প সিদ্ধ অন্ন এবং অতিশয় উষ্ণ ও উপদগ্ধ অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ। অন্ন শীতল হইলে পুনরায় সেই অন্ন গরম করিয়া ভোজন বিশেষ অনিষ্টজনক। ভোজনের মধ্যে মধ্যে ও ভোজনের পর জলপান বিধেয়।

ভোজন করিয়া ভোজনের শ্রম বিগত হওয়া পর্য্যন্ত রাজবৎ আসীন হইবে। তৎপরে শতপদ গমন করিয়া বামপার্শ্বে শয়ন করিবে। ভুক্ত ব্যক্তি অভীপ্সিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ সেবন করিবেন, অপ্রিয় শব্দস্পর্শাদি সেবনে বা অশুচি অন্নগ্রহণে, অথবা ভোজনান্তে অতিশয় হাস্যকরণে বমি হয়; এইজন্য উহা পরিত্যাগ করিবে। দ্রবপ্রধান অন্ন অর্থাৎ দ্রবদ্রব্য অধিক এবং অন্নভাগ অল্প, ইহা ভোজন করিয়া শয়ন বা উপবেশন করিবে না। ভোজনের পরই অগ্নি বা আতপসেবন, সন্তরণ বা যান বাহন দ্বারা গমন করিবে না। একেবারে একটীমাত্র রস অথবা একত্র সমস্ত রস ভোজন করিতে নাই। একবার ভোজন করিয়া অগ্নির

দীপ্তি না হইলে পুনর্ব্বার অন্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ। ভুক্ত অন্ন বিদগ্ধ হইলে অর্থাৎ অম্লরস হইয়া গলা জ্বলিলে অগ্নিমান্দ্য হয়। কঠিন দ্রব্য অধিক পরিমাণে আহার করিবে না। পিপাসায় ভোজন করিবে না, অথবা অল্পমাত্রায় ভোজন করিয়া দ্বিগুণ জলপান করিবে, ইহাতে অনায়াসে জীর্ণ হইবে।

গুরুপাক দ্রব্য অর্দ্ধ পরিমাণে ভোজন করা হিতকর ও লঘু দ্রব্য সম্পূর্ণ পরিমাণে ভোজন করা যাইতে পারে। সাতিশয় তরল দ্রবদ্রব্যের কোন পরিমাণই গুরুপাক হয় না।

পিণ্ডীকৃত বা অসম্যক্‌রূপে ক্লিন্ন হইলে অন্ন বিদগ্ধ হয়। অথবা পরিপাককালে অন্নবাহিপথে (যে পথ দ্বারা জঠর মধ্যে অন্ন প্রবেশ করে) পিত্ত থাকিলে অথবা অন্য কোন বিদাহী অন্ন ভোজন করিলে অন্নবিদগ্ধ হয়। শুষ্ক, বিদগ্ধ ও বিষ্টম্ভী অন্ন দ্বারা অগ্নি নাশ হয়। অপক্ক, বিদগ্ধ ও বিষ্টব্ধ অন্ন; বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মার সংযোগে অজীর্ণ রোগ জন্মে। অতিশয় জল পান করিলে, অকালে ভোজন করিলে, মলমূত্রের বেগধারণ করিলে, সময়ে নিদ্রা না যাইলে, লঘু ও স্বাভাবিক ভক্ষ্য অন্ন যথাকালে ভোজন করিলেও পরিপাক হয় না।

হিতাহিত বিবেচনা করিয়া যে ভোজন করা যায়, তাহাকে সমশন কহে। অধিক হউক বা অল্প হউক, অকালে আহার করিলেই বিষমাশন ও ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইতে হইতেই ভোজন করিলে অধ্যশন কহে। সমশন, বিষমাশন ও অধ্যশন এই তিনটী অহিতাচার দ্বারা জীবন ক্ষয় হয়, অথবা নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। অন্ন বিদগ্ধ হইলে শীতল জল দ্বারা পরিপাক হয়। শীতলতা দ্বারা পিত্তনাশ হয় এবং অন্ন ঈষৎ ক্লিন্ন হইয়া অধোভাগে গমন করে। ভোজনমাত্রে হৃদয়, কণ্ঠ ও গলদেশ জ্বলিতে থাকিলে দ্রাক্ষা ও হরিতকী, অথবা মধু ও হরিতকী লেহনে বিশেষ উপকার হয়। (সুশ্রুত)

ভোজন জন্য অজীর্ণ হইলে অজীর্ণ রোগাধিকারোক্ত নিয়মানুসারে ঔষধ সেবন বিধেয়। [অজীর্ণ দেখ] শাস্ত্রে ভোজন সম্বন্ধে বিশেষ বাঁধাবাঁধি আছে, কারণ একমাত্র ভোজন দ্বারাই মানবের প্রকৃতি পর্য্যন্তও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে ভোজনের বিষয় লিখিত আছে,—

"স্নাতো যথাবৎ কৃত্বা চ দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
প্রশস্তরত্নপাণিস্তু ভুঞ্জীত প্রযতো গৃহী॥"
(বিষ্ণুপুরাণ ৩।১১।৭৪)

গৃহস্থ স্নানের পর যথাবিধানে দেবর্ষি ও পিতৃতর্পণ করিয়া হস্তে রত্নাঙ্গুরীয়ক ধারণপূর্ব্বক ভোজন করিবে। প্রথমে অতিথি, ব্রাহ্মণ, গুরু ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইয়া পরে ভোজন করা কর্ত্তব্য। ভোজনের সময় আর্দ্রপাণি ও আর্দ্রপাদ হইয়া পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে ভোজন করিবে। ভোজনকালে একবস্ত্র ধারণ ও বিদিঙ্মুখ বা অন্যমনা হওয়া উচিত নহে। অন্ন প্রোক্ষণোদক দ্বারা প্রোক্ষিত করিবে। কুৎসিৎ ব্যক্তির আনীত অন্ন, যাহা কদর্য্য বা অসংস্কৃত, তাহা ভোজন করা নিষিদ্ধ। অন্নের কিয়দংশ শিষ্য ও ক্ষুধিত ব্যক্তিদিগকে দান করিয়া বিশস্ত ও বিশুদ্ধপাত্রে আহার করিবে। কাষ্ঠময় ত্রিপদাদির উপরিস্থিত পাত্রে, অযোগ্যস্থানে, অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে বা অসময়ে ভোজন করিবে না। অন্নের অগ্রভাগ অগ্নিকে প্রদান না করিয়া ভোজন করা উচিত নহে। ফল, মাংস ও শাক শুষ্ক হইলে অভোজ্য। পর্য্যুষিত অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ। বদরিকা-বিকার এবং গুড়পক্ক দ্রব্য শুষ্ক হইলে ভোজন করিবে না। বিবেকী ব্যক্তি মধু, অম্ল, দধি, ঘৃত ও শক্তু ভিন্ন আর কোন দ্রব্য নিঃশেষরূপে ভক্ষণ করিবে না। তন্মনা হইয়া ভোজন করিতে হয়। প্রথমে কটু তিক্তাদি মধ্যে লবণ ও অম্ল, শেষে মধুর রস আহার করিবে। যে ব্যক্তি প্রথমে দ্রবদ্রব্য ও মধ্যে কঠিন আহার করিয়া শেষে আবার দ্রবদ্রব্য আহার করে, তাহার বল ও আরোগ্য নষ্ট হয় না। এই প্রকার নিয়মে অনিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করিবে। প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর তৃপ্তির জন্য আহারসময় বাগ্‌যত থাকিতে হয়। ভোজ্য অন্নের নিন্দা করা বিধেয় নহে। ভোজনারম্ভ সময়ে মহামৌনী ও হুঙ্কারাদি বর্জ্জিত হইয়া পঞ্চ গ্রাস ভক্ষণ করিবে। ভোজনান্তে আচমন করিয়া পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে যথাবিধানে মূলদেশ পর্য্যন্ত হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া পুনরায় আচমন করিবে।

ভোজনের পর আসন পরিগ্রহ করিয়া প্রার্থনা করিবে যে, বায়ু কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত অগ্নি, আকাশ কর্ত্তৃক দত্তাবকাশ মদীয় অন্নকে জীর্ণ করুন্। পরে সেই জীর্ণ অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত পার্থিব ধাতুসকল পরিপুষ্ট হইয়া আমার সুখ বর্দ্ধিত হউক। এই অন্ন প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ও ব্যান এই পঞ্চপ্রাণের পুষ্টিকর হইয়া আমার স্বাস্থ্যলাভ হইবে।

গৃহস্থ প্রতিদিন স্বেচ্ছানুসারে অন্ন লইয়া পবিত্র ভূমিতে অশেষ প্রাণীকে প্রদান করিয়া, এইরূপ চিন্তা করিবেন,—দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সিদ্ধ, যক্ষ, উরগ, দৈত্য, প্রেত, পিশাচ ও তরুগণ ও অন্যান্য যে সকল জীব মদ্দত্ত অন্ন ইচ্ছা করেন; তাঁহারা এবং পিপীলিকা, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যাহারা কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ ও বুভুক্ষিত আছে, আমি তাহাদের জন্য এই অন্ন

প্রদান করিতেছি ; ইহাতে সকলেই পরিতৃপ্ত ও সুখী হউন। যাঁহাদের মাতা, পিতা বা বন্ধু নাই ও অন্ন প্রস্তুত করিবার সাধ্য নাই এবং অন্নও নাই, আমি তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য পৃথিবীতে এই অন্ন প্রদান করিতেছি, তাঁহারা এই অন্নে তৃপ্তি ও হর্ষলাভ করুন। নিখিল জীব, এই অন্ন এবং আমি, সকলই বিষ্ণুস্বরূপ ; কারণ বিষ্ণুব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। আমি সমুদায় জীবস্বরূপ, সুতরাং আমি সমুদয় প্রাণিবর্গের তৃপ্তির জন্য অন্ন প্রদান করিলাম। চতুর্দ্দশ প্রকার প্রাণীর অন্তর্গত সকল প্রাণীকে তৃপ্তির জন্য অন্ন প্রদান করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা সকলেই সন্তোষ লাভ করুন। গৃহস্থ এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে ভূতগণের উপকারের নিমিত্ত পৃথিবীতে অন্ন দিবেন। কারণ গৃহস্থই সকলের আশ্রয়। অনন্তর কুক্কুর, চণ্ডাল, বিহঙ্গ এবং পতিত ও যে সকল অপাত্র মনুষ্য আছে, তাহাদের তৃপ্তির জন্যও ভূমিতে অন্ন দেওয়া আবশ্যক।*

এই সকল কার্য্যের পর গৃহস্থ ভোজন করিবেন। (বিষ্ণুপু০ ৩।১১ অ০) প্রায় সকল পুরাণেই অন্ন বিস্তর ভোজনের বিধি, নিষেধ ও ব্যবস্থা সকল দেখিতে পাওয়া যায়, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ভোজনে নিষেধ—

"তাম্রপাত্রে পয়ঃ পানমুচ্ছিষ্টে ঘৃতভোজনম্।
দুগ্ধে চ লবণং দত্বাৎ সদ্যো গোমাংসভক্ষণম্ ॥
যঃ শূদ্রেণ সমাহূতো ভোজনং কুরুতে দ্বিজঃ।
সুরাপশ্চ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥
স্নানং রজকতীর্থেষু ভোজনং গণিকালয়ে।
শয়নং পূর্ব্বপাদে চ ব্রহ্মহত্যা দিনে দিনে ॥" (কর্ম্মলোচন)

তাম্রপাত্রে দুগ্ধপান, উচ্ছিষ্টে ঘৃতভোজন এবং দুগ্ধে লবণ ভোজন করিলে গোমাংসভক্ষণতুল্য পাতক হয়। যে ব্রাহ্মণ শূদ্র কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ভোজন করেন, সে সুরাপান-কারীর ন্যায় সকল ধর্ম্মে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে, রজকতীর্থে স্নান, গণিকালয়ে ভোজন এবং পূর্ব্বপাদে শয়ন করে, তাহার প্রতিদিনে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। [অন্নপ্রাশন শব্দ দেখ।]

ভোজন আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ।

সাত্ত্বিক ভোজন।—আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, উৎসাহ, সুখ ও প্রীতি যে আহারে বর্দ্ধিত হয় এবং রস ও স্নেহযুক্ত, দীর্ঘকালস্থায়ী ও মনোহর ভোজনই সাত্ত্বিক ভোজন।

রাজসিক ভোজন।—অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ ও অতিশয় বিদাহী এবং রোগ ও শোকপ্রদ যে ভোজন, তাহাই রাজসিক।

তামসিক ভোজন।—যাহা প্রস্তুত হইবার পর এক প্রহর কাল গত হইয়াছে, গতরস, পূতিগন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র ভোজনই তামস ভোজন। এই তিন প্রকার ভোজনই যথাক্রমে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক লোকের প্রিয়।*

সাত্ত্বিক-প্রকৃতির লোকও তামস ভোজন করিতে করিতে ক্রমে তামসিক-প্রকৃতি হইয়া পড়ে, এইজন্য যাঁহারা ইহ ও পরলোকে কল্যাণকামনা করেন, তাঁহারা ভোজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন—

"আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি।"

আলস্য ও অন্নদোষেই অকালমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এই জন্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই ভোজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ভোজনকাল (পুং) ভোজনস্য কালঃ। ভোজন-সময়।

ভোজনগর (স্ত্রী) ভোজস্য নগরং। ভোজদেশস্থিত নগর, ধারাপুর, ভোজপুরাদিরও এই অর্থ।

ভোজনত্যাগ (পুং) ভোজনস্য ত্যাগঃ ৬তৎ। ভোজনপরিত্যাগ, ভোজন ছাড়িয়া উঠা। এক পঙ্ক্তিতে ভোজন করিতে বসিলে তাহাদের মধ্যে যদি কেহ উঠিয়া যায়, তাহা হইলে সেই পঙ্ক্তিস্থ অপর যে সকল লোক ভোজন করিতেছিল, তাহাদের ভোজন ত্যাগ করাই বিধেয়। (স্মৃতি)

ভোজনপাত্র (স্ত্রী) ভোজনস্য পাত্রং। ভক্ষ্যদ্রব্যাধার। যে পাত্রে ভোজন করিতে হয়। [ভোজন দেখ]

---

* "দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসঙ্ঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তাঃ যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্ ॥
পিপীলিকাঃ কীটপতঙ্গকাদ্যা বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ।
প্রয়ান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যো বিসৃষ্টং সুখিনো ভবন্তু ॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু ॥
ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেতদহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূতনিকায় ভূতমন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাম্ ॥"
(বিষ্ণুপু০ ৩।১১।৪৯—৫২)

* "আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৭ অ০)

ভোজনভাণ্ড (ক্লী) ভোজনস্য ভাণ্ডং। ভোজনের ভাণ্ড, ভোজনপাত্র।

ভোজনরেন্দ্র (পুং) কাশ্মীরের জনৈক রাজা। (রাজতরং ৭।২৫৯) ২ ভোজরাজা।

ভোজনবৃত্তি (স্ত্রী) ১ ভোজন-ব্যবসা। ২ খাদ্য।

ভোজনবেলা (স্ত্রী) ভোজনস্য বেলা। ভোজনের বেলা, ভোজনকাল।

ভোজনব্যগ্র (পুং) ভোজনে ব্যগ্রঃ। ভোজনবিষয়ে ব্যগ্র, খাবার জন্য ব্যতিব্যস্ত।

ভোজনাধিকার (পুং) ভোজনে অধিকারঃ। ভোজন-বিষয়ে অধিকার।

ভোজনানন্দ, অদ্বৈতদর্পণটীকারচয়িতা।

ভোজনীয় (ত্রি) ভুজ্-অনীয়র্। ভোজনযোগ্য।

ভোজনৃপতি (পুং) ভোজদেব। [ভোজরাজ দেখ।]

ভোজপতি (পুং) ভোজানাং ভোজবংশীয়ানাং পতিঃ। ১ কংস-রাজ। (ভাগ০ ১০।৪৩।১৭) ২ ভোজরাজ, ভোজদেশাধিপতি।

ভোজপত্র (হিন্দি) ভূর্জ্জপত্রের অপভ্রংশ।

ভোজপুত্রী (স্ত্রী) ভোজস্য পুত্রী ভবৎ। ভোজদুহিতা।

ভোজপুর (ক্লী) ভোজস্য ভোজরাজস্য পুরম্। স্বনামখ্যাত দেশ, ভোজরাজার নগর।

"আজিরভূদ্ ভোজপুরে সাকমসুরবরৈঃ।
হরেরেবাপারে সবলো নূনং তে লঘীয়াংসঃ॥" (বিদগ্ধমুখমণ্ডন)

২ প্রাচীন মগধের অন্তর্গত দেশভেদ। প্রবাদ, জরাসন্ধ-রাজধানী রাজগৃহে আগমনকালে শ্রীকৃষ্ণ এখানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এখানকার অধিবাসিগণের ভাষা ভোজপুরী নামে খ্যাত, উহা মাগধী প্রাকৃত হইতে স্বতন্ত্র।

ভোজপুর, উঃ পঃ প্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২৮°৫৭´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৮°৫২´ পূঃ, মোরাদাবাদ নগর হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।

ভোজপুর, বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২৫°৩১´৮″ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৪°৯´৪৮″ পূঃ।

ভোজপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নাসিক জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানকার গিরিদুর্গে খণ্ডোবার গুহা-মন্দির বিদ্যমান আছে।

ভোজপুরী (স্ত্রী) ১ ভোজরাজার রাজধানী। ২ বেহার প্রদেশের ভোজপুর নগরবাসীর ভাষা। ৩ ভোজপুরনগরবাসী লোক। ইহারা বলিষ্ঠ ও কুস্তিগীর বলিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে এখনও ভোজপুরী পালোয়ানের সমাদর দেখা যায়।

ভোজয়িতৃ (ত্রি) ভুজ্-ণিচ্ কর্ত্তরি তৃচ্। ভোজনকারয়িতা, যিনি ভোজন করান।

"কর্ত্তা চ দেহী ভোক্তা চ আত্মা ভোজয়িতা সদা।
ভোগো বিভবভেদশ্চ নিষ্কৃতিমুক্তিরেব চ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ প্রকৃতিখ০ ২৩ অ০)

ভোজয়িতব্য (ত্রি) ভুজ্-ণিচ্-তব্য। ভোজন করাইবার যোগ্য,—যাঁহাকে ভোজন করান যাইতে পারে।

ভোজরাজ, কান্যকুব্জের একজন পরাক্রান্ত রাজা। মহারাজা-ধিরাজ রামভদ্রদেবের পুত্র। এক সময়ে উত্তরভারতের অধিকাংশ এই অধিরাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। রাজ-তরঙ্গিণী হইতে জানা যায় যে, ইনি এক সময় কাশ্মীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। পেহেবা, গোয়ালিয়র ও দেওগড়ের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইনি ৮৬২-৮৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইঁহার বিরুদ আদিবরাহ। এই নামেই 'আদিবরাহদ্রম্ম' নামক মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা সীয়-ডোণির শিলালিপি হইতে জানা যায়। ইঁহার পুত্র ও উত্তরা-ধিকারী মহারাজাধিরাজ মহেন্দ্রপাল।

ভোজরাজ, মালবের পরমারবংশীয় বিদ্বজ্জনবন্দিত সুপ্রসিদ্ধ রাজা, ধারাধীশ্বর নামে বিখ্যাত। কীর্ত্তিকৌমুদী, সুকৃত-সংকীর্ত্তন, মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণি ও বল্লালপণ্ডিতের ভোজপ্রবন্ধে বিদ্যোৎসাহী ভোজরাজের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।

ভোজপ্রবন্ধে লিখিত আছে,—ধারানাম্নী নগরীতে সিন্ধুল নামে রাজা ও সাবিত্রী নামে তাঁহার মহিষী থাকিতেন। তাঁহাদের বৃদ্ধ বয়সে ভোজ নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ভোজের যখন বয়স পঞ্চবর্ষ, সেই সময়ে বৃদ্ধ রাজের মরণকাল উপস্থিত! রাজা কাহাকে রাজ্যভার অর্পণ করেন? শিশু ভোজকে দিবেন কি সহোদর মুঞ্জকে দিয়া যাইবেন? শেষে স্থির করিলেন, মুঞ্জকেই রাজ্যভার দেওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ মুঞ্জ রাজ্যলোভে ভোজকে মারিয়া ফেলিবে। সুতরাং তাহারই হস্তে রাজ্যভার ও বালক ভোজের রক্ষাভার অর্পণ করিয়া বৃদ্ধরাজা ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

উক্ত ভোজপ্রবন্ধে মুঞ্জ ধারাধিপ সিন্ধুলের কনিষ্ঠ সহো-দররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু পদ্মগুপ্তের নবসাহসাঙ্কচরিতে লিখিত আছে,—মুঞ্জ-বাক্‌পতি সিন্ধুরাজের জ্যেষ্ঠ সহোদর, তাঁহার মৃত্যু হইলে সিন্ধুরাজ রাজ্যলাভ করেন।* এই উভয়ের

* "দিবং যিযাসুর্মম বাচি মুদ্রামদত্ত যাং বাক্‌পতিরাজদেবঃ।
তস্যানুজন্মা কবিবান্ধবস্য ভিনত্তি তাং সম্প্রতি সিন্ধুরাজঃ॥"
(নবসাহসাঙ্কচরিত ১।৭)

সভাতেই পদ্মগুপ্ত রাজকবিরূপে মহাসম্মানিত হইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে পদ্মগুপ্তের উক্তিই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

উদেপুরপ্রশস্তি, নাগপুরপ্রশস্তি, ভোজের তাম্রশাসন ও নবসাহসাঙ্কচরিতে সিন্ধুরাজ নাম থাকিলেও ভোজপ্রবন্ধ, প্রবন্ধচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে 'সিন্ধুল' নামই দৃষ্ট হয়। ইহার নবসাহসাঙ্ক ও কুমারনারায়ণ এই দুইটী বিরুদ ছিল, তাহা পদ্মগুপ্তের নবসাহসাঙ্কচরিত পাঠে জানিতে পারি।

মেরুতুঙ্গ প্রবন্ধচিন্তামণিতে লিখিয়াছেন, সিন্ধুল বড়ই অবাধ্য ছিলেন, সেজন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুঞ্জ-বাক্‌পতি সর্ব্বদাই তাঁহাকে শাসন করিতেন। এক সময় মুঞ্জ কনিষ্ঠের দুর্ব্ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। তিনি গুজরাতে আসিয়া কাসহ্রদের * নিকট বাস করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে মালবে ফিরিয়া আসিলেন, বাক্‌পতিরাজও এবার সাদরে ভ্রাতাকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কথায় বলে, স্বভাব যায় না ম'লে। এত করিয়াও তাঁহার কুপ্রবৃত্তি দূর হইল না। তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত হইল ও তিনি কাষ্ঠপিঞ্জরে আবদ্ধ হইলেন। এই বন্দিত্বকালে ভোজের জন্ম হয়। একদিন দৈবজ্ঞ বলিয়াছিল যে, ভোজ বড় হইয়া রাজ্য গ্রাস করিবেন। সে কথা শুনিয়া মুঞ্জ চিন্তিত হইলেন ও অবিলম্বে ভোজের শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন। তখন ভোজ একটু বড় হইয়াছেন, লেখা পড়া শিখিয়াছেন। রাজাদেশ প্রতিপালিত হইবার পূর্ব্বেই ভোজ মুঞ্জরাজের নিকট একটী শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন। শ্লোক পাঠ করিয়া মুঞ্জের মত ফিরিল। এখন ভোজ 'যুবরাজ' পদে অভিষিক্ত হইলেন।

ভোজপ্রবন্ধে একটু পৃথক্‌ভাবে উক্ত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ—

মুঞ্জ রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দুশ্চিন্তা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যদি রাজলক্ষ্মী শেষে ভোজকেই বরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার বাঁচিয়া সুখ কি? অনেক ভাবিয়া শেষে তিনি বঙ্গালদেশের অধিপতি বৎসরাজকে আনিবার জন্য নিজ অঙ্গরক্ষককে পাঠাইয়া দিলেন। মহাবল বৎসরাজ ধারারাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনেক পরামর্শ হইল। ধারাধিপের প্রিয়চিকীর্ষার জন্য বৎসরাজই ভোজবিনাশের ভার লইলেন। তিনি পাঠাগার হইতে ভোজকে মহামায়ার মন্দিরে আনিলেন। এখানে দেবীসমক্ষে ভোজকে বলি দিবার কথা। এখানে ভোজ দুইটী বটপত্র তুলিয়া লইলেন, একখানি ছুরি লইয়া নিজ জঙ্ঘা ভেদ করিলেন, রক্ত বাহির হইল, সেই রক্ত দ্বারা বটপত্রে লিখিয়া বৎসরাজের হস্তে দিয়া বলিলেন, 'মহাভাগ! এই পত্রখানি রাজাকে দিবেন।' এই বলিয়া ভোজ প্রাণত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রাণপরিত্যাগসময়ে তাঁহার মুখজ্যোতিঃ দেখিয়া বৎসরাজের অনুজ জ্যেষ্ঠকে কহিলেন, 'ভাই! একমাত্র ধর্ম্মই মরিবার পর সঙ্গে যায়, আর কিছুই যায় না। পিতাই বল, মাতাই বল, পুত্রই বল, ভার্য্যাই বল, এখানে কিছুই থাকে না, কেবল ধর্ম্মই থাকে। তোমার হৃদয় বজ্রের সমান, দেখ, মৃত্যু জাতি, বয়স ও রূপ সকলই হরণ করে জানিয়াও কি তোমার ত্রাস হইতেছে না।' কনিষ্ঠের এই কথা শুনিয়া বৎসরাজের বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, তিনি আর ভোজের মস্তকে খড়্গাঘাত করিতে পারিলেন না। বরং সসম্মানে ভোজকে নিজ বাসভবনে আনিয়া লুকাইয়া রাখিলেন এবং শিল্পী দ্বারা ভোজের মুখসদৃশ অবিকল একটী মুণ্ড প্রস্তুত করাইয়া রক্ত মাখাইয়া মুঞ্জরাজের নিকট উপস্থিত করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের মুণ্ড দেখিয়া রাজার মন কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বৎসরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল বৎসরাজ! বৎস খড়্গাঘাতের পূর্ব্বে তোমায় কি বলিয়াছিল? বৎসরাজ কহিলেন, কুমার কিছুই বলেন নাই, এই পত্রখানি মাত্র আপনাকে দিয়াছেন। মুঞ্জ পত্র লইয়া গৃহ মধ্যে গিয়া দীপালোকে সেই পত্রখানি পাঠ করিলেন,—

"মান্ধাতেতি স মহীপতিঃ কৃতযুগেঽলঙ্কারভূতো গতঃ
সেতুর্যেন মহোদধৌ বিরচিতঃ ক্বাসৌ দশাস্যান্তকঃ।
অন্যে চাপি যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতয়ো যাবন্তবান্ ভূপতে!
নৈকেনাপি সমং গতা বসুমতী মন্যে ত্বয়া যাস্যতি ॥"

পত্রমর্ম্ম অবগত হইয়া মুঞ্জরাজ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, সংজ্ঞালাভের পর তিনি ভোজের জন্য কতই বিলাপ করিলেন। সিন্ধুরাজের আদেশ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, অবশেষে প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন। রাজ্যময় হাহারব পড়িয়া গেল। পরদিন রাজা সভায় আসিলেন। আজই তিনি জীবন বিসর্জ্জন করিবেন, স্থির করিয়াছেন। অকস্মাৎ একজন কাপালিক সভায় উপস্থিত! কাপালিক রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! কোন চিন্তা নাই। তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র মরিবে না, আমি তাহাকে বাঁচাইয়া আনিতেছি।' কাপালিকের আদেশমত শ্মশানে নানা হোমদ্রব্য প্রেরিত হইল। যথাসময়ে কাপালিক ভোজকে লইয়া রাজসভায় আসিল। বাস্তবিকই এ সকল বৎসরাজের কৌশল মাত্র। জীবিত কুমারকে লইয়া

* ইহার বর্ত্তমান নাম কাসিন্দ্র পালড়ী, আহ্মদাবাদের নিকট অবস্থিত। Ras-mala, p. 641.

মুঞ্জ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। বৃদ্ধ মুঞ্জ আর সিংহাসনে বসিলেন না, ভোজকে রাজ্যভার দিয়া সস্ত্রীক বনগমন করিলেন। (ভোজপ্রবন্ধ)

প্রবন্ধসমূহে মুঞ্জের পরই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভোজের রাজ্য-গ্রহণের কথা থাকিলেও ইহা প্রকৃত বা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ পদ্মগুপ্তের নবসাহসাঙ্কচরিতে যে সকল সাময়িক ঘটনার উল্লেখ আছে, প্রবন্ধে তাহার বিপরীত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবি পদ্মগুপ্ত মুঞ্জ-বাক্‌পতি ও তাঁহার অনুজ সিন্ধুরাজের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এই কবি লিখিয়াছেন, বাক্‌পতি পৃথিবীভার সিন্ধুরাজের বাহুতে ন্যস্ত করিয়া অম্বিকাপুরে গমন করিয়াছিলেন। (১১।৯৮) সিন্ধুরাজ কোশলাধিপ, বাগড়, লাট ও মুরলদিগকে জয় করিয়াছিলেন। (১০।১৪-২০) এতদ্ব্যতীত তিনি নর্ম্মদার ৫৫ গব্যূতি দূরে অবস্থিত রত্নবতা নামক স্থানে বজ্রাঙ্কুশকে বধ করিয়া স্বর্ণপদ্মসহ নাগরাজকন্যা শশিপ্রভাকে লাভ করিয়াছিলেন। উদেপুরপ্রশস্তিতেও বর্ণিত রহিয়াছে যে, সিন্ধুরাজ হূণরাজকে পরাজয় করিয়াছিলেন।

সিন্ধুরাজের অগ্রজ মুঞ্জ-বাক্‌পতির কিরূপে মৃত্যু হইল ও কোন্ সময় সিন্ধুরাজ রাজা হইলেন, সে কথা পদ্মগুপ্ত কর্ত্তৃক অথবা কোন প্রশস্তিতে বর্ণিত হয় নাই। মেরুতুঙ্গ লিখিয়াছেন যে, প্রধান অমাত্য রুদ্রাদিত্যের পরামর্শে বাক্‌পতিরাজ তৈলপের রাজ্যজয়ার্থ যুদ্ধযাত্রা করেন। গোদাবরী উত্তীর্ণ হইয়া তৈলপের রাজ্যসীমায় উপস্থিত হইলে তিনি তৈলপের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হন। বহুদিন কারাবাসের পর তিনি পলায়নের চেষ্টা করিলে ধৃত ও নিহত হন। চালুক্যরাজ ২য় তৈলপের শিলালিপিতেও মুঞ্জ-বাক্‌পতির পরাজয়কথা বিঘোষিত হইয়াছে। অমিতগতির শুভাসিতরত্ন-সন্দোহগ্রন্থের উপসংহারে লিখিত আছে, ১০৫০ বিক্রমসংবতে (=৯৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দে) মুঞ্জের রাজত্বকালে উক্ত গ্রন্থ রচিত হয়। এদিকে চালুক্যবংশপরিচয় হইতে জানা যায় যে, ২য় তৈলপ ৯১৯ শকাব্দে (৯৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে) ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এরূপ স্থলে ৯৯৫ হইতে ৯৯৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুঞ্জ-বাক্‌পতির নিধন ও সিন্ধুরাজের সিংহাসনারোহণ-কাল অবধারিত হইতে পারে।

সিন্ধুরাজের পরাক্রম ও বহুস্থান জয়ের বিবরণ পাঠ করিলে, অন্ততঃ ৭।৮ বর্ষকাল তাঁহার রাজত্ব চলিয়াছিল বলা যাইতে পারে।-

কবিবর পদ্মগুপ্ত সিন্ধুরাজের পরাক্রম ও রাজ্যসমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিলেও তৎপুত্র ভোজরাজের নামটা পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, ইহার কারণ কি? অধিক সম্ভব, তখনও ভোজরাজের জন্ম হয় নাই, অথবা তিনি অতি বালক ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামোল্লেখের প্রয়োজন মনে করেন নাই।

উদেপুরপ্রশস্তিতে ভোজের শৌর্য্য, বীর্য্য, প্রতাপ ও বিদ্যা-বত্তার পরিচয় আছে। এই প্রশস্তিতে ঘোষিত হইয়াছে,—'কবিরাজ শ্রীভোজের আর কি প্রশংসা করিব? তিনি যাহা সাধন করিয়াছেন, যাহা বিধান করিয়াছেন, যাহা লিখিয়াছেন, বা তিনি যাহা জানেন, অন্য কোন লোকের যে তাহা নাই। চেদিরাজ ইন্দ্ররথ, তোগ্‌গল ও ভীমপ্রমুখ কর্ণাট, লাট, গুর্জ্জরপতি ও তুরুষ্কগণ যাঁহার ভৃত্যের নিকট পরাজিত হইয়াছিল, যাঁহার মৌলশূরগণ নিজ নিজ বাহুবলই ধারণা করিত, যোদ্ধাগণের সংখ্যা কখন মনেও ভাবিত না। কেদার, রামেশ্বর, সোমনাথ, সুণ্ডীর, কাল, অনল ও রুদ্র প্রভৃতির দেবালয় স্থাপন করিয়া তিনি জগতে প্রকৃতই 'জগতী' নাম রক্ষা করিয়াছিলেন।'*

ভোজরাজ যে কর্ণাট আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা কল্যাণের চালুক্যরাজ ৩য় জয়সিংহের ৯৪১ শকে (১০১৯-২০ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতেও বুঝা যায়। কিন্তু এই শিলালিপিতে ভোজরাজের পরাজয় বিঘোষিত হইয়াছে। প্রায় ১০১১ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ ঘটে। গুর্জ্জরপতি চৌলুক্য-ভীমের সহিত (১০২১-১০৬৩ খৃঃ অঃ) ভোজের যুদ্ধকথা প্রবন্ধচিন্তামণিতেও বর্ণিত হইয়াছে। মেরুতুঙ্গ লিখিয়াছেন, 'যৎকালে ভীম সিন্ধুজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় ভোজ কুলচন্দ্র নামে এক দিগম্বর (জৈন)-কে সসৈন্যে অণ্‌হিলবাড়ে পাঠাইয়াছিলেন। রাজধানী শত্রুহস্তে পতিত হইল। কুলচন্দ্র জয়পত্র লইয়া মালবে ফিরিয়া আসিলেন।' মহাকবি বিল্‌হণ 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' নামক ঐতিহাসিক কাব্যে লিখিয়াছেন, যে বিক্রমাঙ্কের পিতা ২য় সোমেশ্বর (রাজ্যকাল ১০৪৩ হইতে ১০৬৮-৬৯ খৃঃ অঃ) ক্ষিপ্রগতিতে ধারা অধিকার করেন, ভোজ পলায়ন করিতে বাধ্য হন। (১।৯১-৯৪)

ভোজকন্যা ভানুমতীর সহিত বিক্রমার্কের বিবাহপ্রবাদ প্রচলিত আছে। অনেকে তাহা বিক্রমার্কের পিতার নিকট ভোজরাজের পরাজয়ের পর বলিয়া মনে করেন।

* "সাধিতং বিহিতং দত্তং জ্ঞাতং তদ্ যন্ন কেনচিৎ।
কিমন্যৎ কবিরাজস্য শ্রীভোজস্য প্রশস্যতে॥
চেদীশ্বরেন্দ্ররথতোগ্‌গল-ভীমমুখ্যান্ কর্ণাটলাটপতিগূর্জ্জররাট্‌তুরুষ্কান্।
যদ্ভৃত্যমাত্রবিজিতানবলোক্য মৌলা দোষ্ণাং বলানি কলয়ন্তি ন যোদ্ধৃলোকান্॥
কেদাররামেশ্বরসোমনাথসুণ্ডীরকালানলরুদ্রসংজ্ঞকৈঃ।
সুরাশ্রয়ৈর্ব্ব্যাপ্য চ যঃ সমন্তাদ্‌যথার্থসংজ্ঞাং জগতীং চকার॥"
(উদেপুরপ্রশস্তি ১৮-২০ শ্লোক)

সুলতান মান্মূদের সোমনাথমন্দির আক্রমণ ভারত-ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। পরমশৈব ভোজরাজ সেই দেবমন্দিররক্ষার জন্য তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রশস্তিতে তাহাই তুরুষ্কসমর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

ভোজরাজ কেবল যে একজন দেবভক্ত ও পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত যেমন সুকবি ছিলেন, এই ভোজরাজও তাঁহাদের অপেক্ষা মহাকবি, মহাপণ্ডিত ও পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রতিপালক ছিলেন। ভোজ-প্রবন্ধে দেখা যায়, শত শত মহাকবি ভোজের সভা উজ্জল করিতেন এবং ভোজরাজ কবিতা শুনিয়া প্রত্যেক শ্লোকের জন্য এক এক কবিকে লক্ষ লক্ষ দীনার দান করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাস্থ কবিগণের মধ্যে রামদেব, হরিবংশ, শঙ্কর, কলিঙ্গকর্পূর, বিনায়ক, মদন, বিদ্যাবিনোদ, কোকিল, তারেন্দ্র, লক্ষীধর, রামেশ্বর প্রভৃতি পুরুষকবি ব্যতীত কএকজন স্ত্রীকবিও ছিলেন। তাঁহার সভাস্থ স্ত্রীকবিগণের মধ্যে সীতাই সর্ব্বপ্রধানা। ভোজ প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন, ভোজের প্রধানামহিষী লীলাবতীও বিদুষী ছিলেন। যাদব সিজ্বনের সময়কার শিলালিপিপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের অতিবৃদ্ধ-পিতামহ ভাস্করভট্ট ভোজরাজ কর্ত্তৃক 'বিদ্যাপতি' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি দর্শন, কি অলঙ্কার, কি জ্যোতিষ ও কি কাব্য ভোজরাজের সভায় সর্ব্বশাস্ত্রেরই আলোচনা হইত। এ দেশের অনেক পণ্ডিতেরই বিশ্বাস যে, এই ভোজের সভা-তেই সর্ব্বশাস্ত্রের উপর ভাষ্যনিবন্ধাদি রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 'কামধেনু' গ্রন্থই প্রধান। এখন মহারাজাধিরাজ ভোজরাজের রচিত সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, রাজমার্ত্তণ্ড নামে যোগসূত্রভাষ্য, রাজমার্ত্তণ্ড, রাজমৃগাঙ্ককরণ ও বিদ্বজ্জনবল্লভ নামে জ্যোতিঃশাস্ত্র, সমরাঙ্গণ নামে বাস্তশাস্ত্র ও শৃঙ্গারমঞ্জরী কথা নামে খণ্ডকাব্য পাওয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন ভোজরাজের নামে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রচলিত আছে, আদিত্যপ্রতাপসিদ্ধান্ত (জ্যোতিষ), আয়ুর্ব্বেদসর্ব্বস্ব (বৈদ্যক), চম্পূরামায়ণ, চারুচর্য্যা (ধর্ম্মশাস্ত্র), তত্ত্বপ্রকাশ (শৈব), নামমালিকা (কোষ), যুক্তিকল্পতরু, বিদ্যাবিনোদ কাব্য, বিদ্বজ্জনবল্লভপ্রশ্নচিন্তামণি, বিশ্রান্তবিদ্যাবিনোদ (বৈদ্যক), ব্যবহারসমুচ্চয় (ধর্ম্মশাস্ত্র), শব্দানুশাসন, শালিহোত্র, শিব-দত্তরত্নকলিকা, সমরাঙ্গণসূত্রধার, সিদ্ধান্তসংগ্রহ (শৈব), ও সুভাষিতপ্রবন্ধ।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ভোজরাজের সভাস্থ বিভিন্ন পণ্ডিতের রচনা বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন।

কেবল যে বহুগ্রন্থ ভোজরাজের নামে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নহে। নানা শাস্ত্রকার স্ব স্ব গ্রন্থে ভোজের মত বা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে শূলপাণি, দশবল, অল্লাড়নাথ ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন কর্ত্তৃক ভোজরাজ নিবন্ধকাররূপে, ভাবপ্রকাশ ও মাধবের রুগ্বিনিশ্চয়ে বৈদ্যক-গ্রন্থকাররূপে, কেশবার্ক কর্ত্তৃক জ্যোতিঃশাস্ত্রকাররূপে, ক্ষীরস্বামী, সায়ণ ও মহীপ কর্ত্তৃক আভিধানিক ও বৈয়াকরণরূপে, এবং চিত্তপ, দেবেশ্বর, বিনায়ক ও সরস্বতীকুটুম্বদুহিতা প্রভৃতি কবিগণ কর্ত্তৃক কবিরূপে প্রশংসিত বা তন্নাম উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র নিজ তত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে 'ভোজরাজবার্ত্তিক' উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বল্লালপণ্ডিত ব্যতীত মেরুতুঙ্গ আচার্য্য, রাজবল্লভ, বৎসরাজ, বল্লভ, মুনিসুন্দরশিষ্য শুভশীল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 'ভোজপ্রবন্ধ' লিখিয়া ভোজরাজের চরিত্র কীর্ত্তনে অগ্রসর হইয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধে ভোজরাজের কীর্ত্তিকাহিনী ও মাহাত্ম্য বিশেষরূপে ঘোষিত হইলেও ঐতিহাসিকের নিকট ঐ সকল গ্রন্থের মুল্য বড় বেশী নহে।

উদেপুর, নাগপুর ও বড়নগরের প্রশস্তি, কীর্ত্তিকৌমুদী, সুকৃতসংকীর্ত্তন ও প্রবন্ধচিন্তামণি আলোচনা করিলে জানা যায় যে, চেদিরাজ কর্ণ ও গুর্জ্জরপতি চৌলুক্যভীমের সমবেত আক্রমণে ভোজরাজের ধ্বংসকার্য্য সাধিত ও ধারারাজ্য শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছিল। উদেপুর-প্রশস্তিতে লিখিত আছে, ভোজের উপযুক্ত পুত্র উদয়াদিত্য প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধার করিয়া-ছিলেন। প্রায় ১০১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৪২ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত ভোজরাজ ধারা ও মালবরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই ভোজই ভোজবিদ্যার প্রবর্ত্তক বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

ভোজরাজচৌরকবি, শার্ঙ্গধরপদ্ধতিধৃত জনৈক কবি। চৌরকবিকৃত পদ্যাবলী উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে।

ভোজরায়, বুন্দীর শাসনকর্ত্তা। ইনি সম্রাট্ অকবরশাহের রাজত্বকালের দ্বাবিংশ বর্ষে এই পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পিতা রায় সুরজন হাড়া চিতোররাজের অধীনে রণস্তম্ভগড়ের সামন্ত ছিলেন। অকবর চিতোর আক্রমণ করিলে রণস্তম্ভ-গড় তাঁহার করতলগত হয়। তদবধি পিতা-পুত্রে মোগল-সম্রাটের আশ্রয়ভিক্ষা করিতে বাধ্য হন। উভয়েই বীর ও যোদ্ধা ছিলেন। ভোজরায় উড়িষ্যার আফগান যুদ্ধে মানসিংহের এবং দাক্ষিণাত্যের মোগল অভিযানে শেখ আবুল ফজলের সহকারিরূপে গমন করেন।

তিনি মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের সহিত নিজ কন্যার

বিবাহ দেন। জাহাঙ্গীর পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া এই কন্যার পাণিগ্রহণে প্রত্যাশী হন। কিন্তু মোগলকে কন্যা-দান ভোজরায়ের অভিপ্রেত ছিল না। সুতরাং তাঁহার অনভিমতে বিবাহ কার্য্য সমাধা হয় নাই। এই সময়ে ভোজ-রায় যুদ্ধকার্য্যে কাবুলে ছিলেন। জাহাঙ্গীর ইহার প্রতি-শোধ লইতে কৃতসংকল্প হইলেন। ভোজরায় ইহা বুঝিতে পারিয়া ১০১৬ হিজিরায় আত্মহত্যা করেন। পর বৎসর তাঁহার দৌহিত্রীর সহিত সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া যায়।

ভোজরাজীয় (ত্রি) ভোজরাজ-সম্বন্ধীয়।

ভোজবন্দর, বোম্বাই প্রদেশের কাঠিয়াবাড় বিভাগের গোহেল-বাড় জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দারেরা গাইকবাড়রাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

ভোজবর্ম্মন্, কালঞ্জরের চন্দেল্লবংশীয় জনৈক সুপ্রসিদ্ধ রাজা। [চন্দ্রাত্রেয়-রাজবংশ দেখ।]

ভোজবাজী, ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া। ব্যায়ামাদি শিল্পকুশল ও কৌতুকনিপুণ ব্যক্তিগণ অত্যদ্ভুত ক্রীড়াকৌশল দ্বারা যে রহস্যপূর্ণ কার্য্যাবলী প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহাই ভোজ-বাজী বা ভেল্‌কি নামে খ্যাত। যে ঘটনা বা কার্য্য সহজে ঘটিতে পারে না, সেইরূপ ঘটনাবিশেষের অপূর্ব্ব অবতারণা এবং যাহাতে সহজে কেহ সেই বিস্ময়কর ক্রিয়া-পরম্পরার রহস্য-ভেদ করিতে না পারে, তদ্রূপ অত্যাশ্চর্য্যকর অভ্যাসই ভোজ-বাজীকরদিগের শিক্ষার বিষয়। সূতাকে পশমে রূপান্তরিত করণ, সহসা বহুসর্প-সমাগম-প্রদর্শন, হস্তস্থিত মুদ্রা উড়াইয়া দেওন, কয়লাকে হীরকে প্রবর্ত্তন, জীবিত ব্যক্তির জিহ্বা-চ্ছেদ, নরহত্যা ও পুনর্জ্জীবনদান, সহসা নদীনির্ম্মাণ ইত্যাদি ভৌতিক ক্রিয়া সহজসাধ্য। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জ্ঞাত না থাকিলে কিরূপে মানব অপর মৃতব্যক্তির জীবন দান করিতে সমর্থ হইবে। ইংরাজরাজের এরূপ কঠোর সুশাসনে কখন ক্রীড়াপ্রদর্শনীতে নরহত্যা হইতে পারে না। তবে তাহারা যে এরূপ অদ্ভুত ক্রীড়া প্রদ-র্শন করিয়া থাকে, তাহা কেবল চক্ষের ভ্রম বই আর কি বলা যাইতে পারে?

ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আগম, পুরাণ, বেদ ও ডামর তন্ত্রাদিতে এরূপ কতকগুলি অভিচার মন্ত্র পাওয়া যায় যে, তদ্দ্বারা অনেক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা অসম্ভব হইলেও সম্ভবপর করিয়া লইতে পারা যায়। ঐ সকল কার্য্যে দ্রব্যগুণই প্রধান অবলম্বন, অপর কতকগুলিতে মন্ত্রাদিরও আবশ্যকতা দেখা যায়। আর কতকগুলিতে অভ্যাসের আবশ্যক, কিন্তু সকল-গুলিতেই গুরুর দীক্ষা প্রয়োজন, নচেৎ গ্রন্থলিখিত মন্ত্রে কোন কাজ হয় না। যে প্রক্রিয়া দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধ হয়, তাহাই করা আবশ্যক।

এই ভোজবাজীকর অনেকাংশে ইংরাজী Juggler-দিগের মত। উহাদের কার্য্যপ্রণালীতে অধিক মন্ত্রতন্ত্রের আবশ্যকতা নাই; কেবল অভ্যাসই তাহাদের কার্য্যোদ্ধারের প্রকৃষ্ট উপায়। কোন জাগ্‌লারকে সর্প ধরিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায় জ্ঞাত হওয়া গেল যে, তাহারা মন্ত্রতন্ত্রের আবশ্যকতা বোধ করে না। অভ্যাসই তাহাদের মূলমন্ত্র। তাহারা বলে যেমন A, B, বা ক, খ, হইতে অভ্যাস দ্বারা ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় পারদর্শী হইতে পারা যায়, তদ্রূপ অভ্যাস-বলে একটী ছেলে সাপ হইতে ক্রমশঃ গোক্ষুরা সর্প পর্য্যন্ত ধরিতে পারা যায়। অভ্যাসবলে হস্তের পরিচালনক্রিয়াদিও পরিষ্কার হইয়া আইসে। তখন দুই হাতে দুইটী টাকা লইয়া এক হাতের টাকা উড়াইয়া অপর হস্তে লইতে পারা যায়; চক্ষের কোণে ৩ ইঞ্চি পরিমাণ শলাকা প্রবেশ করান যায় ইত্যাদি।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান ভোজবাজীকর সম্প্রদায় যে ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহাতে দ্রব্যগুণ, মন্ত্র ও ব্যায়া-মাদি ক্রীড়া কৌতুকের কার্য্যকুশলতা দৃষ্ট হয়। কখনও তাহারা নিরবলম্বনে দড়ির উপর ভর রাখিয়া (Rope-dancing) শূন্যমার্গে গমন করিয়া থাকে। কখনও হস্তের উপর সমস্ত শরীরের ভর রাখিয়া পদদ্বয় শূন্যদেশে উত্তোলন (Peacock) করিয়া ভ্রমণ করে। কখন বা দ্রব্যবিশেষের গুণ দেখাইয়া আপনাদিগের অভ্যাসনিপুণতার পরিচয় দিয়া থাকে। যেমন কাপড়ে চাল রাখিয়া মুড়িভাজা, আম্রের আঁটি পুতিয়া সদ্যোজাত বৃক্ষে ফলোৎপাদন ও সদ্য সদ্যই জলে পদ্মপ্রস্ফুটন ইত্যাদি। যে সকল দ্রব্যের গুণে ইহা সাধিত হয়, তাহা ভোজবিদ্যা শব্দে বিবৃত হইয়াছে। [ভোজবিদ্যা দেখ।]

বাজীকরগণ এই খেলাকে ভানুমতীর খেলা বলিয়া থাকে। প্রবাদ, ভোজরাজকন্যা ভানুমতী এই খেলার উদ্ভাবন করেন। সাধারণের বিশ্বাস, তাহারা খেলারম্ভের পূর্ব্বে মন্ত্র দ্বারা লোকের দৃষ্টিবিভ্রম জন্মাইয়া থাকে। খেলারম্ভের পূর্ব্বে তাহারা 'লাগ লাগ ভেল্‌কী লাগ, মামীর মায়ের খেল্ দ্যাখ্!' এই পদ কয়টী বারম্বার উচ্চারণ করে। এই ভেল্‌কি-খেলা দেখিতে অতি সুন্দর ও আশ্চর্য্যজনক।

ভোজবিদ্যা, ইন্দ্রজালবিদ্যা, জাদুগিরি। *অনেকের বিশ্বাস, ভারতপ্রসিদ্ধ ভোজরাজ এই কুহকবিদ্যার প্রবর্ত্তক। এই

অঘটন-ঘটনা-পটু বিজ্ঞানের নাম তন্নামানুসারেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রবাদ, বিদ্যানুরাগী ভোজরাজ এই অপূর্ব্ব মায়াবিদ্যার প্রকৃষ্টতা-সাধনের জন্য বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহারই আশ্বাস বাক্যে ও আশ্রয়ে এই বিদ্যার বিশেষ সমাদর দেখিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী তাহারই উৎকর্ষ সাধনে বদ্ধপরিকর হন। তাহারই ফলে, অথর্ব্বাদি বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রাদি হইতে অভিচার মন্ত্রসমূহ উদ্ধৃত হইয়া স্বতন্ত্র বিজ্ঞান বা বিদ্যায় পর্য্যবসিত হয়। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, রোগনিরাকরণ, ভূতপ্রসাধন, আকর্ষণ, মোহন, বিদ্বেষণ প্রভৃতি নৈসর্গিক ক্রিয়াকাণ্ড এই বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কিরূপে ও কি প্রকারে তাহা সম্ভব হইতে পারে, তাহার সমাবেশ নির্ণয় করা এই বিদ্যার প্রধান উদ্দেশ্য। কোন্ দ্রব্যের কি গুণ এবং অপর কোন্ দ্রব্যের সহিত তাহার রাসায়নিক প্রয়োগে কি ফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার সমন্বয় সাধন দ্বারা যে অত্যাশ্চর্য্য গুণপরম্পরা উপলব্ধি হয়, তাহাকেই ভোজবিদ্যা বলা হইয়া থাকে।

প্রবাদ, রাজা ভোজ-প্রবর্ত্তিত এই অদ্ভুত কলাবিদ্যায় তাঁহার রূপগুণবতী কন্যা বিক্রমাদিত্যপত্নী ভানুমতীই বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। ভানুমতীর এই ক্রীড়াকুশলতার উপাখ্যান সর্ব্বত্র প্রচারিত আছে। কিম্বদন্তী আছে, ভানুমতী একদিন স্বীয় যাদুবিদ্যা দ্বারা প্রান্তরমধ্যে সমুদ্র সৃষ্টি করিয়া বিক্রমাদিত্যের গতিরোধ করিয়াছিলেন। বত্রিশ-সিংহাসন-নামক পুস্তকে দ্বাত্রিংশপুত্তলিকাকথন ভোজবিদ্যাকুশলতার নিদর্শনমাত্র।

এই ভোজবিদ্যা অনেকাংশে ইংরাজী ম্যাজিকের (magic) ন্যায়। এক্ষণে আমাদের দেশে ভোজবিদ্যার যেরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থোপপত্তি হইয়া থাকে, ইংরাজী magic শব্দেও সেইরূপ অর্থগোচর হয়। ভোজবিদ্যা বলিলে এক্ষণে যেমন কেবলমাত্র ভৌতিক-ক্রীড়াকুশলী বাজীকরদিগের কার্য্যমাত্র বুঝায়, সেইরূপ ইংরাজী magic বলিলে এখন ছায়াবাজী বুঝায়।

পূর্ব্বে কাগজে প্রতিমূর্ত্তি কাটিয়া তাহাতেই ছায়াবাজী প্রদর্শিত হইত। প্রথমে একটী অন্ধকার-গৃহের এক কোণে আলোক রাখিয়া বস্ত্রদ্বারা এরূপভাবে ঘিরিবে যে, তাহা আলোকান্ধকারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পরে ঐ অন্ধকারগৃহাংশে দর্শকমণ্ডলীকে বসাইয়া আলোকভাগ হইতে কাপড়ের সন্নিকটে কাগজের যেরূপ চিত্র প্রদর্শন করিবে, তাহাই সুস্পষ্টরূপে ভিজা বস্ত্রখণ্ডের উপর প্রতিবিম্বিত হইবে। ঐ চিত্র যতই আলোকের সন্নিকটে লইয়া যাওয়া যায়, উহা কাপড়ে ততই বৃহদাকার দেখায়। পরে যখন (magic lantern) ভৌতিক-প্রদীপের আবিষ্কার হয়, তখন এই ক্ষুদ্রতর ভোজবিদ্যারও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই আলোকদণ্ড এরূপভাবে নির্ম্মিত যে, তাহার আলোকরশ্মি একটা মাত্র ছিদ্রপথে নিষ্কাশিত হয়। ঐ ছিদ্র মুখে একখানি পেটমোটা কাচ থাকে। উহার অধিশ্রয়ণ (Focus) স্থানে আলোককিরণসঙ্ঘ একীভূত হইয়া এরূপ বিস্তৃতরূপে বিকীর্ণ হয় যে, তদ্দ্বারা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট কাচাঙ্কিত ক্ষুদ্র চিত্রাবলী সুস্পষ্টরূপে ও বৃহদাকারে দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে।
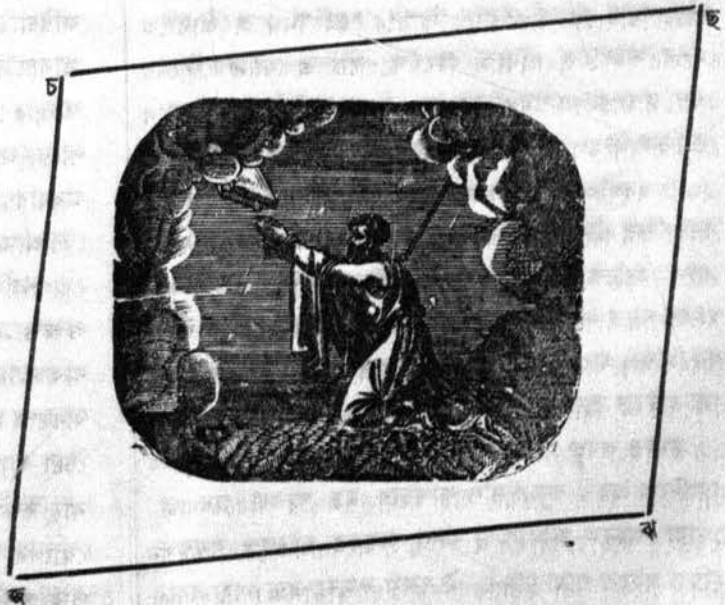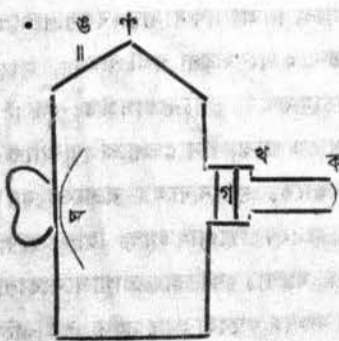
পূর্ব্বপৃষ্ঠায় ভৌতিক-প্রদীপের চিত্র প্রদর্শিত হইল। ক হইতে খ পর্য্যন্ত স্থান একটী গোলাকার নল। ক মুখে পূর্ব্ব কথিত কাচ,গ পথ চিত্রপ্রসারণের স্থান, ঘ লণ্ঠনমধ্যস্থ বর্ত্তিকা, ঘ পৃষ্ঠ দীপ্তিপ্রসাধক (Reflector) এবং ঙ ধূমনির্গম স্থান। চ, ছ, জ, ঝ আর্দ্র কার্পাস বস্ত্রপ্রতিফলিত চিত্র।

এই ভৌতিক ছায়াপ্রদর্শনীতে যে সমস্ত চিত্র প্রদর্শিত হয়, তাহা কাচের উপর নানা বর্ণে চিত্রিত এবং এরূপ শিল্প-নৈপুণ্যপূর্ণ যে, তাহা অজ্ঞলোকের পক্ষে সজীব চিত্র বলিয়া অনুভূত হয়। ক চিহ্নের অধিশ্রয়ণ স্থানে আলোকমালা সংযুক্ত হইলে গ পথে প্রবিষ্ট চিত্র পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হয়। অধিশ্রয়ণ স্থির করিবার জন্য নলটী বাড়াইয়া বা কমাইয়া লইতে পারা যায়।

এখন যে Bioscope-নামধেয় চিত্রপ্রদর্শনী বাহির হইয়াছে, তাহাও একরূপ ভৌতিক ছায়াবাজী বলা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ভোজবাজীর ন্যায় বর্ত্তমানে ইংরাজী magic শব্দে আর এক প্রকার ক্রীড়াকৌতুক প্রদর্শিত হইয়া থাকে। উক্ত ক্রিয়াগুলিতে ঐন্দ্রজালিক কৌতুকের ন্যায় হস্তপরিচালনা অভ্যাস করিতে হয়। একজন শিক্ষিত সহযোগী ভিন্ন একার্য্য নির্ব্বাহ করা দুরূহ। তাস খেলার সাজান ব্যাপারগুলি যেরূপ আশ্চর্য্যবোধক, সেইরূপ সাজগোজ ও আড়ম্বরেই ইংরাজী প্রথায় magic সমাহিত হইয়া থাকে। পরের রুমাল লইয়া সর্ব্বসমক্ষে ছিঁড়িবার সময় ঐ রুমাল এরূপ ভাবে সরাইয়া লইবে, যেন কেহ তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে না পারে। পরে আপনার সংগৃহীত একখানি রুমাল টুকরা করিয়া কাটিয়া তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবে এবং নিজ সহকারীকে দর্শকের গৃহীত রুমালখানি দিয়া তাহাকে একখানি ফ্রেমের মধ্যে সাজাইবে। যথা সময়ের মধ্যে উহা সজ্জিত হইলে ফ্রেমটা দর্শকের সম্মুখে রঙ্গমঞ্চে আনিয়া রাখিবে। এদিকে একটা বন্দুকের মধ্যে সেই খণ্ডবিখণ্ড রুমালখানি পূরিয়া ঘোড়া টিপিয়া আওয়াজ করিবে। বন্দুকটীও একটু স্বতন্ত্র ধরণে প্রস্তুত থাকে। বন্দুকের নলের পার্শ্বদেশে ঐরূপ আর একটা নল থাকে। ঐ নলের মধ্যেই রুমালকে এরূপ ভাবে প্রবেশ করা যায় যে দর্শকমণ্ডলী তাহার কোন সন্ধান পায় না। বন্দুকের আওয়াজ হইলে রুমালখানি কখনও বাহিরে টোটার মত ছড়াইয়া পড়ে না। কেবলমাত্র রঙ্গমঞ্চে রক্ষিত ফ্রেমেই প্রতিভাত হয়। সুতরাং উহা সজ্জাকুশলতার পরিচয় মাত্র। এইরূপে তাহারা আরও অনেকগুলি অনৈসর্গিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকে। উহা অত্যাশ্চর্য্যকর ও হাস্যোদ্দীপক। Mesmerism দ্বারা জ্ঞানহরণপূর্ব্বক তাহারা মুখে ভূতাবেশের ন্যায় অভূতপূর্ব্ব বাক্যসমুচ্চয়ের উদ্ভাবন অথবা Ventriloquism রূপ বিভিন্ন স্বরবিন্যাসে ভূতপ্রেতাদি যোগিনীর অবতারণা ও তাহাদের সহিত নানাবিষয়ের কথাবার্ত্তায় অনেকাংশে ভোজবিদ্যা বা Magical Artএর অনুরূপ বলা যাইতে পারে; কিন্তু পূর্ব্বে ইংরাজী সাহিত্যে অথবা বাইবেল ধর্ম্মগ্রন্থে Magic শব্দের যেরূপ প্রয়োগ দেখা যায়, তাহা স্বতন্ত্র অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে উপদেবতা (Evil Spirits) বা প্রেতাত্মার উপর শক্তিসঞ্চারক জ্ঞানকে ভৌতিক-বিদ্যা বলা হইয়াছে। Balaam ও Rab mag প্রভৃতি ভোজবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। পূর্ব্বতন খৃষ্টান্, কাল্‌দীয়-বাবিলোনীয়, ইজিপ্তীয় প্রভৃতি দেশবাসিগণ ভোজবিদ্যায় অভ্যস্ত ছিলেন।

পূর্ব্বতন ইস্রাইলগণ ও মিসরবাসিগণ ভৌতিক-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাহা বাইবেল গ্রন্থ পাঠে জানা যায় (Exod. VII. 11)। হেঙ্গ্‌ষ্টেনবর্গ লিখিয়াছেন যে,—ইজিপ্তীয় পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায়, তদ্দেশে ভোজবিদ্যাবিশারদ এক শ্রেণী লোকের বাস ছিল। তাঁহারা প্রায়শঃ দুইরূপ কার্য্য করিতেন। দেবমন্দিরাদিতে দেবতার আরাধনা ও উপাসনা এবং ভোজবিদ্যারূপ বিজ্ঞানের পরিচর্য্যা। যাঁহারা এই বিদ্যায় পারদর্শী হইতেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র সন্ন্যাসীর ন্যায় পূজিত ও সমাদৃত হইতেন। অনেক সময়ে তাঁহারা ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় দেবাদেশ জানাইতেন, আবার কখন বা পবিত্র মন্ত্রসমুচ্চয় পাঠ দ্বারা রোগীর মনে এরূপ ভক্তির উদ্রেক করিয়া দিতেন যে, তদ্দ্বারা অতি সত্বরেই তাহার রোগমুক্তি ঘটিত। এই সকল লোক সাধারণ জ্ঞানের অতীত অর্থাৎ পূর্ণমাত্রায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সেই সাধুহৃদয় মহাত্মগণ জ্ঞানযোগে মনুষ্যের জ্ঞানাতীত বস্তুসমূহ নিরীক্ষণ করিতে পাইতেন। তাঁহাদের এই Magic বিদ্যা দূরদর্শিতা ও বহুজ্ঞানসঞ্চয়ের ফল বলা যাইতে পারে, অথবা তাঁহারা যোগবলে অলোকসামান্য বস্তুসাধারণের অবধারণ করিতে পারিতেন, ইহাই ধারণা করা যায়।

আমাদের দেশে মৃত্যুমুখশায়ী কঠিনরোগগ্রস্ত ব্যক্তির রোগশান্তির জন্য যেরূপ গ্রহশান্তি, নারায়ণকে তুলসীদান ও স্বস্ত্যয়নাদির ব্যবস্থা আছে, খৃষ্টানদিগের মধ্যেও এরূপ ব্যবস্থা ছিল। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানী পুরোহিতগণ, চিকিৎসকের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র মন্ত্রপাঠ করিয়া রোগাপনোদনের চেষ্টা পাইতেন। কখন কখন তাঁহারা রোগীর শরীরগত সামুদ্রিক চিহ্ন পর্য্যালোচনা ও গ্রহাদির পরিচালনা করিয়া রোগের সাধ্যাসাধ্যতা নিরূপণ করিয়া দিতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা স্বপ্নাদিরও ফলাফল গণনা করিতেন। যখন কোন স্থানে মড়ক দেখা দিত, তখন এই পুরোহিতসম্প্রদায় আপনাপন

অভ্যস্ত ভৌতিকবিদ্যাপ্রভাবে তাহা বিদূরিত করিতে চেষ্টা পাইতেন। লুসিয়ান্ (Lucian) গ্রন্থে 'ইজিপ্টীয়' ভোজবিদ্যার আভাস আছে। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, 'ইজিপ্টীয়' ভোজবিদ্যাপারদর্শী জনৈক মেম্‌ফি ২৩ বর্ষকাল পাতাললোকে বাস করিয়া আইসিসের (Isis) নিকট ভোজবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ইজিপ্ত ও বাবিলন রাজ্য এক সময়ে ভোজবিদ্যাবিশারদ পুরোহিতগণের কেন্দ্রভূমি ছিল। তৎপরে য়িহুদিগণ এই বিদ্যা অভ্যাস করিত। তাহারাও মন্ত্র দ্বারা প্রেতাত্মার আহ্বান, ভূতাদির অবতারণা ও তাহার প্রতিষেধ এবং সলোমনের নামে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া রোগ নাশ করিত। জেসেফাসের বিবরণী পাঠে এতদ্বিষয়ের সবিস্তার ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়।

'সেফের টোল্‌দাথ্ জেসু' নামক গ্রন্থে যীশুখৃষ্টের অলৌকিক ক্রিয়াবলীর অভিনয় সম্বন্ধে এইরূপ একটী উপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে,—ডেভিড্ জেরুসালেমের পবিত্র মন্দিরের ভিত্তিখনন কালে একখানি প্রস্তরখণ্ডে বিশ্বপাতার জ্ঞানদ্যোতক মন্ত্র অঙ্কিত দেখিতে পান। পাছে কুতূহলপরবশ অজ্ঞযুবকগণ সেই নাম মন্ত্র পাইয়া অত্যদ্ভুত কার্য্য (Miracles) সম্পাদন দ্বারা জগতের মহা অমঙ্গলসমূহ সমুপস্থিত করে, এই ভয়ে, তিনি সেই মন্ত্র গর্ভগৃহস্থ পীঠস্থানে রাখিয়া দেন। অপরে যাহাতে ঐ মন্ত্র পাঠ করিতে না পারে, তজ্জন্য তৎকালীন সাধুচেতা মনীষিগণ সেই পবিত্র পীঠের (Holy of the Holies) প্রবেশদ্বারে দুইটী সিংহমূর্ত্তি স্থাপন করেন। প্রবাদ, যদি কোন ব্যক্তি মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক সেই মন্ত্র দ্বারা জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়া মন্দির বাহিরে আসিত, ঐ সিংহদ্বয় বিকট গর্জ্জন দ্বারা তাহাকে সেই মন্ত্র বিস্মরণ করাইয়া দিত। একদা প্রভু যীশু স্বীয় অলৌকিক ভোজবিদ্যা ও মন্ত্রাদির প্রভাবে পুরোহিতগণের অজ্ঞাতসারে সেই মন্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া তাহা একখণ্ড পার্চমেণ্ট কাগজে লিখিয়া লন। পরে স্বীয় গাত্রচর্ম্ম ভেদ করিয়া তন্মধ্যে সেই লেখনী প্রবেশ করাইয়া দেন। মন্দির বাহিরে আসিবার সময় সিংহের গর্জ্জনে তিনি সেই নাম মন্ত্র ভুলিয়া যান, কিন্তু তাঁহার গাত্রাভ্যন্তরস্থিত লিপি তাঁহাকে পুনরায় সেই জ্ঞানালোক প্রদান করে। সেই মন্ত্রপ্রভাবেই তিনি অলৌকিক কর্ম্মসমূহ সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যীশুখৃষ্ট ও খৃষ্টান্ সাধুগণ যে সকল অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোন কোনটীতে ভোজবিদ্যার মন্ত্রাভাস জ্ঞাপিত হইয়াছে। প্রাচীন হিদেনগণ এবং পিথাগোরস্ প্রভৃতি গ্রীকদার্শনিকগণ ভোজবিদ্যার অভ্যাস রাখিতেন। ইফেসাস্ একজন ভোজবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। (Acts. XIX. 9)। তাঁহার শক্তিসঞ্চারক গুপ্তলিপিযুক্ত কবচ ধারণ করিয়া লোকে বিশেষ উপকার পাইত। স্বয়ং যীশু স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীর জন্য কএকখানি ভোজবিদ্যাবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেন। সেলসাস্ প্রভৃতি লিখিয়াছেন যে, আমাদিগের ত্রাণকর্ত্তা ইজিপ্ত হইতে ভোজবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই ভোজবিদ্যা সাধারণের আদরণীয় ছিল। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিমাত্র এবং দার্শনিকগণ প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের সমন্বয়, গ্রহাদির সংস্থান ও তাহার সঞ্চারজন্য সুখদুঃখাদির অনুভব আলোচনা করিতেন। তাঁহারা ভৌতিক-জগতের ক্রিয়াসমুচ্চয় লক্ষ্য করিয়া তাহারই অনুশীলনপর হইয়াছিলেন। এই ভৌতিক-বিদ্যা তৎকালে Magic নামে অভিহিত হইত। তৎপরে উহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যায়। ১ Natural বা স্বভাবজ—পার্থিব পদার্থসমূহের সহযোগে অপূর্ব্ব ঘটনা-সমূহের সমন্বয়সাধন, ২ Planetary বা গ্রহবিষয়ক—গ্রহবিশেষের সঞ্চারশক্তি এবং গ্রহাদিতে অবস্থিত প্রেতাত্মসমূহ মনুষ্যের কার্য্যাদিতে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ তাহার নির্ণয় ও প্রতিকার; ৩য় Diabolical বা ভূতবিদ্যা, ইহাতে মন্ত্র দ্বারা ভূতাদির আবাহন এবং তাহাদের দ্বারা অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ সম্পাদন। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত Miracle (অঘটন-ঘটন) ও Oracle of Delphiর ন্যায় ঐশিকশক্তি দ্বারা কথিত ভাবিবাক্যে কতকাংশ ভোজবিদ্যা পরিস্ফুট আছে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, অস্মদ্দেশীয় ভোজবিদ্যা ও য়ুরোপীয় Magic একই বিজ্ঞান। যে বিদ্যা আমাদের দেশে বহু প্রাচীন কালে প্রবর্ত্তিত হইয়া পরে ভোজবিদ্যা আখ্যা লাভ করিয়াছিল, সেই বিদ্যা খৃষ্ট জন্মের বহুপূর্ব্বে ইজিপ্ত, গ্রীস্, বাবিলন ও কাল্‌দীয় রাজ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়া Magic বা ভৌতিক বিদ্যা নামে প্রথিত হয়।

আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এই বিদ্যা প্রথমে একস্থানে বিস্তৃতি ও উন্নতি লাভ করিয়া পরে বিভিন্ন দেশবাসী কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। পুরাণানুসন্ধানে জানা যায় যে, শাকদ্বীপবাসী ভোজক ব্রাহ্মণগণ গ্রহাদি চালনা, সূর্য্যপূজা, স্তব ও স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা রোগ শান্তি প্রভৃতি অলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ ছিলেন। সাম্বের কুষ্ঠরোগ মুক্তি এই ভোজক ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। ভোজকগণ যে ভৌতিকবিদ্যা জানিতেন, তাহাতে আর বিশেষ সন্দেহ নাই।

[ভোজকব্রাহ্মণ দেখ।]

যে শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্রগণ ভারতে আসিয়া ভোজকসংজ্ঞা

লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারই অন্যতম শাখা মগ বা মগি নামে পারস্য ও মিডিয়া রাজ্যে বহু পূর্ব্বকালে পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। ঐতিহাসিক গবেষণায় জানা গিয়াছে যে, এই মগ ব্রাহ্মণগণ সেই প্রাচীন যুগে বহুতর শাস্ত্রালোচনা করিতেন*। মগি (Magi) ব্রাহ্মণগণের যশঃখ্যাতি সুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহাদের উদ্ভাবিত ও অভ্যস্ত গোপ্য গ্রহবিদ্যা কালে সাধারণের আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। এই মগবিদ্যার আলোচনাপর ব্যক্তিবর্গ ক্রমে একটী দার্শনিক সম্প্রদায়রূপে গঠিত হইয়াছিলেন। আকাশস্থ গ্রহগণের বলাবল পর্য্যবেক্ষণই তাঁহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই সম্প্রদায় মগীয় (Magians) নামে খ্যাত ছিল। তৎকালে জ্ঞানচর্চ্চায় তাঁহাদের ন্যায় উন্নত আর কোন জাতি জগতে ছিল না। মিডিয়াবাসী মহাত্মা দানিএল দরায়ুস্ কর্ত্তৃক কাল্‌দীয় ও বাবিলনের জ্ঞানিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি তৎকালে গ্রহবিদ্যাতৎপর দার্শনিকসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সাবিয়ান্ সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে ক্রমে মগীয় সম্প্রদায়ের লোপ হইতেছিল। পরে দরায়ুস্ বিস্তাস্পের রাজত্বকালে জরথুস্ত্রের অভ্যুদয়ে পুনরায় মগী-সম্প্রদায়ের প্রসার বৃদ্ধি হয়। স্বয়ং রাজা দরায়ুস্ এই মগীয় ধর্ম্মমতের পোষকতা করিয়াছিলেন। অবস্তাই তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল।

[পারস্য দেখ।]

মহম্মদ কর্ত্তৃক ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার পর মগিধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত হয়। এখনও পারস্যে গবর (guebres) এবং ভারতে পার্শী (Parsees) নামে এই সম্প্রদায়ের ভগ্ন শাখা বর্ত্তমান আছে, কিন্তু এক্ষণে তাহারা আর পূর্ব্ব পুরুষগণের উদ্ভাবিত ভৌতিক বিদ্যার অনুশীলন করেন না, বরং নিরীহ ভাবেই কালাতিপাত করিয়া থাকেন।

এই মগ-পুরোহিতগণের উদ্ভাবিত বিদ্যা তাঁহাদের বংশধরগণ কর্ত্তৃক অনাদৃত ও পরিত্যক্ত হইলেও ভারতে বা য়ুরোপখণ্ডে বৃথায় অপব্যয়িত হয় নাই। শাকদ্বীপবাসী মগপুরোহিতগণের এই গ্রহজ্ঞানবিদ্যা ভারতানীত ভোজক ব্রাহ্মণগণের নামানুসারেই ভোজকের বিদ্যা, এই অর্থে ভোজবিদ্যা নামে আখ্যাত হইয়াছিল এবং তাহাই পশ্চিম-এসিয়া ও য়ুরোপখণ্ডে মগিদিগের নামানুসারে মগীয়-বিদ্যা Magianism বা Magic নামে আখ্যাত হয়।

উহা প্রবাদোক্ত ভোজরাজের বিদ্যা নহে। যে শাকদ্বীপী ভোজকগণ আপনাদিগের ভোজবিদ্যাপ্রভাবে সাম্বের কুষ্ঠরোগ অপনোদন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের বংশধরগণ ভারতে ভোজবিদ্যার উন্নতিকল্পে আলোচনাপর হইয়া যে গূঢ় তত্ত্বসমূহ উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কার্য্য ও গুণাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সেই একই গ্রহাচার্য্যগণের পশ্চিমদেশাভিমুখী শাখা পশ্চিম এসিয়ার কাল্‌দীয়, বাবিলন, ইজিপ্ত প্রভৃতি দেশে আপনাপন মগীয়-বিদ্যা বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

হিন্দু পুরাণে ভোজবিদ্যার যেরূপ পরিচয় আছে, গ্রীক পুরাতত্ত্ব ও বাইবেল গ্রন্থেও তাহার ভূয়োনিদর্শন পাওয়া যায়। মারীচের মায়া-হরিণ, মায়াসীতাবধ, কালনেমির মায়া-আশ্রম, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ ও কালীয় দমনকথা এবং হর্কিউলিস্ ও ইউলিসিসের বীরত্বকাহিনী কেহ কেহ ঐরূপ কোন ভোজবিদ্যাপ্রসূত বলিয়া মনে করেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, পার্থিব পদার্থ, গ্রহ ও ভূতযোনির আবাহন (চণ্ডুনামান) লইয়া য়ুরোপীয়ের Magic বিদ্যা সংগঠিত হইয়াছিল। আমাদের দেশেও ঐ তিন বিষয় লইয়াই ভোজবিদ্যার পুষ্টি হইয়াছে। এদেশীয় ভোজবিদ্যা বা ইন্দ্রজালে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং তাহাদের দ্বারা কি গুণ লাভ করিতে পারা যায়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

ভোজবিদ্যার মধ্যে শান্তিকর্ম্ম, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ এই ষট্ কর্ম্মই প্রধান। যে কর্ম্ম দ্বারা রোগ, কুকৃত্যা ও গ্রহাদি দোষ শান্তি হয়, তাহা শান্তিকর্ম্ম ও যাহাতে প্রাণিগণ বশীভূত হয়, তাহাকে বশীকরণ বলা যায়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা প্রাণীর প্রবৃত্তি রোধ হয়, তাহার নাম স্তম্ভন, যাহাতে পরস্পর প্রণয়িব্যক্তিদিগের প্রণয় ভঞ্জন হইয়া উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিদ্বেষণ; যে কর্ম্ম দ্বারা কোন ব্যক্তিকে স্বীয় দেশাদি হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারা যায়, তাহার নাম উচ্চাটন ও যাহাতে প্রাণিবর্গের বিনাশ সাধন হয়, তাহাই মারণ নামে উক্ত হইয়াছে। এই সকল কার্য্যে দেবতা, দিক্ ও কালাদি পরিজ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিলে তাহা সফল হইয়া থাকে।

শান্তি কার্য্যের দেবতা রতি, বশীকরণের বাণী, স্তম্ভনকার্য্যের রমা, উচ্চাটনের দুর্গা ও মারণের দেবতা ভদ্রকালী।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ৪র্থ অংশ দ্রষ্টব্য। বাইবেল গ্রন্থের (Matthew II. 1) স্থানবিশেষে 'জ্ঞানী' শব্দে পূর্ব্বাঞ্চলবাসী মগি (Magi) পুরোহিতগণের উল্লেখ আছে। উক্ত ম্যাথুর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, এই মগিগণ পালেস্তিনের পূর্ব্বাংশ সম্ভবতঃ পারস্য ও মিসোপোটেমিয়া হইতে জেরুসালেমে আসিয়া থাকিবেন।

কর্ম্মের আদিতে যথাক্রমে এই সকল দেবতার যথাবিধি পূজা করিয়া কার্য্যারম্ভ করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর দিঙ্নিয়ম পালন করা উচিত। যে যে কার্য্যে যে যে দিক্ প্রশস্ত, সেই সেই দিকে সেই সেই কর্ম্ম সম্পাদন করা বিধেয়। যথা—শান্তি কার্য্যে ঈশানদিক্, বশীকরণে উত্তরদিক্, স্তম্ভনে পূর্ব্বদিক্, বিদ্বেষণে নৈর্ঋতদিক্ এবং উচ্চাটনে বায়ুকোণ ও মারণে অগ্নিকোণই প্রশস্ত জানিবে। সূর্য্যোদয় হইতে দশ দশ দণ্ড করিয়া দিবা ও রাত্রিতে বসন্তাদি ছয় ঋতু হইয়া থাকে, অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর প্রথম দশদণ্ড কাল বসন্ত ঋতু, তৎপর দশদণ্ড গ্রীষ্ম, তৎপর দশদণ্ড বর্ষা, তৎপর দশদণ্ডকাল শরৎ, তৎপর দশ দণ্ড হেমন্ত ও শেষ দশ দণ্ড কাল শিশির বলিয়া উক্ত। মতান্তরে দিবসের পূর্ব্বভাগ বসন্ত, মধ্যাহ্ন গ্রীষ্ম, অপরাহ্ন বর্ষা, প্রদোষ শিশির, মধ্যরাত্র শরৎ ও উষা হেমন্ত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ক্রিয়ার্থী এই রূপে সময় নিরূপণ করিয়া ষট্কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবে।

হেমন্ত ঋতুতে শান্তিকার্য্য, বসন্তে বশীকরণ, শিশিরে স্তম্ভন, গ্রীষ্মে বিদ্বেষণ, বর্ষাঋতুতে উচ্চাটন এবং শরৎকালেই মারণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। এতদ্ভিন্ন তিথি, বার ও নক্ষত্রাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী তিথিতে এবং বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও সোমবারে শান্তি-কর্ম্ম প্রশস্ত। বৃহস্পতি কিম্বা সোমবার-যুক্ত ষষ্ঠী, চতুর্থী, ত্রয়োদশী, নবমী, অষ্টমী অথবা দশমী তিথিতে পুষ্টি-কর্ম্ম করিবে। যে কর্ম্ম দ্বারা ধন-জনাদির বৃদ্ধি হয়, তাহাকে পুষ্টি-কর্ম্ম বলে। দশমী, একাদশী, অমাবস্যা, নবমী বা প্রতিপদ্ তিথিতে এবং রবি কিংবা শুক্রবারে আকর্ষণ কার্য্য করিবে। বিদ্বেষণ কার্য্যে শনি কিংবা রবিবারযুক্ত পূর্ণিমা তিথিই প্রশস্ত। ষষ্ঠী, চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী তিথিতে এবং শনিবারে উচ্চাটন কার্য্য প্রশস্ত। বিশেষতঃ প্রদোষ সময়েই উচ্চাটন কার্য্য করণীয় জানিবে। কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী, অষ্টমী অথবা অমাবস্যা তিথিতে এবং শনি, মঙ্গল বা রবিবারে মারণ কার্য্য করিতে হয়। বুধ কিংবা সোমবারে এবং পঞ্চমী, দশমী অথবা পূর্ণিমা তিথিতে স্তম্ভন কার্য্য বিধেয়।

শুভগ্রহের উদয়ে শান্তি পুষ্ট্যাদি শুভ কর্ম্ম এবং অশুভ গ্রহের উদয়ে অশুভ কার্য্য সমুদয় নিষ্পন্ন করিবে। বিদ্বেষণ ও উচ্চাটনাদি ক্রূরকার্য্য সকল রবিবার রিক্তা তিথিতে এবং মৃত্যুযোগে মারণ কার্য্য সমাধা করিতে হয়।

কোন্ কোন্ নক্ষত্রে কোন্ কর্ম্ম করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহা পরে বলা যাইতেছে। স্তম্ভন, মোহন ও বশীকরণ এই ত্রিবিধ কর্ম্ম, মাহেন্দ্র ও বারুণ মধ্যগত নক্ষত্রে আরম্ভ করিলে সিদ্ধি হয়। জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, অনুরাধা ও রোহিণী নক্ষত্র মাহেন্দ্রমণ্ডলস্থিত এবং উত্তরভাদ্রপদ, মূলা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও অশ্লেষা নক্ষত্র বারুণমণ্ডল-মধ্যগত। এই সকল নক্ষত্রে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, সেই কার্য্যই সফল হইয়া থাকে। পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রেও উক্ত কার্য্যসমূহ অনুষ্ঠিত হইলে সিদ্ধি হয়।

বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন কর্ম্ম বহ্নি ও বায়ুমণ্ডলস্থিত নক্ষত্রে করিতে হয়। স্বাতী, হস্তা, মৃগশিরা, চিত্রা, উত্তরফল্গুনী, পুষ্যা ও পুনর্ব্বসু বহ্নিমণ্ডলমধ্যস্থিত নক্ষত্র এবং অশ্বিনী, ভরণী, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা, মঘা, বিশাখা, কৃত্তিকা, পূর্ব্বফল্গুনী ও রেবতী নক্ষত্র বায়ুমণ্ডল মধ্যস্থিত। এই সকল নক্ষত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য যথাযথ সম্পন্ন করিলে সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যেমন তিথি ও নক্ষত্রের কথা বলা হইল, তদ্রূপ লগ্ন ও কালমান নির্দ্দেশে এই সকল কার্য্যানুষ্ঠান করা বিধেয়। দিবসের পূর্ব্বভাগ যাহা বসন্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা বশীকরণের প্রশস্ত কাল। মধ্যভাগ বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন, শেষভাগ শান্তি ও পুষ্টি কর্ম্ম এবং সায়ংকালে মারণ কর্ম্ম করা বিধেয়। সিংহ বা বৃশ্চিক লগ্নে স্তম্ভন, কর্কট বা তুলা লগ্নে বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন, মেষ, কন্যা, ধনু বা মীন লগ্নে বশীকরণ, শান্তি ও পুষ্টি কর্ম্ম করিতে হয়। মারণ, উচ্চাটন ও শত্রু-নিরাকরণাদি কার্য্য ও মেষ, কন্যা, ধনু ও মীন লগ্নে প্রশস্ত। অনন্তর উক্ত ষট্কর্ম্মের ভূতোদয় দেখিতে হইবে। জলতত্ত্বের উদয়ে শান্তিকর্ম্ম, বহ্নিতত্ত্বের উদয়ে বশীকরণ, পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে স্তম্ভন, আকাশতত্ত্বের উদয়ে বিদ্বেষণ, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে উচ্চাটন এবং পৃথ্বী অথবা বহ্নিতত্ত্বের উদয়ে মারণ কার্য্য করিবে। এই প্রকারে তত্ত্বোদয় বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য, কিন্তু শত্রুভয় বা অন্য কোন প্রকার মহাভয় উপস্থিত হইলে তন্নিবারণার্থ কালাকাল বিচার করিবে না। যখনই এইরূপ বিপদ্ উপস্থিত হইবে, তখনই তাহার শান্তি বিধান করিবে।

এই ষড়্বিধ কর্ম্মসাধনের জন্য দেবতাবিশেষের আরাধনা করিবার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বশীকরণ, ক্ষোভণ ও আকর্ষণ কার্য্যে দেবতাকে রক্তবর্ণ চিন্তা করিবে। বিষ-নিবারণ, শান্তিকরণ, ও পুষ্টি কার্য্যে শ্বেতবর্ণ, স্তম্ভনে পীতবর্ণ, উচ্চাটনে ধূম্রবর্ণ, উন্মাদকরণে রক্তবর্ণ এবং মারণকার্য্যে দেবতার কৃষ্ণবর্ণ রূপ ধ্যান করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন কার্য্যকালে শয়ন, উত্থান ও উপবেশনাদি অবস্থানু চিন্তা করিবার বিধি আছে। মারণকার্য্যে দেবতাকে উত্থানাবস্থায় চিন্তা করিবে। উচ্চাটনে সুপ্ত এবং অন্যান্য কার্য্যে তত্তৎ কার্য্যোক্ত দেবতাকে

উপবিষ্ট ভাবিয়া ধ্যান করিতে হইবে। সাত্ত্বিককার্য্যে উপবিষ্ট ও শ্বেতবর্ণ, রাজসকার্য্যে পীত, রক্ত অথবা শ্যামবর্ণ এবং তামস কার্য্যে যানমার্গস্থিত ও কৃষ্ণবর্ণ জানিবে। মোক্ষকামী ব্যক্তি সাত্ত্বিক কার্য্য করিবেন। রাজ্যাভিলাষী রাজস কার্য্য করিবে। শত্রুনাশার্থ ও সর্ব্বরোগ নিবারণার্থ এবং সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব প্রশমনের জন্য তামস কার্য্য করা বিধেয়।

উপরি উক্ত কর্ম্মসাধনের জন্য একএকটী মন্ত্র আছে। কর্ম্মবিশেষে মন্ত্রে হুঁ, ফট্, বৌষট্ ও নমঃ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ বিহিত হইয়াছে। বন্ধন, উচ্চাটন ও বিদ্বেষণ কার্য্যে হুঁ এই মন্ত্র জপ করিতে হয়। ছেদনে ফট্, গ্রহরিষ্টি নিবারণে হুঁ ফট্, পুষ্টিকার্য্যে ও শান্তিকরণে বৌষট্ এবং অগ্নিকার্য্যে অর্থাৎ হোমাদিতে স্বাহা মন্ত্রে কার্য্য করিবে।

সর্ব্বপ্রকার পূজাতে নমস্ শব্দের প্রয়োগই বিধি। শান্তি ও পুষ্টিকার্য্যে স্বাহা, বশীকরণে স্বধা, বিদ্বেষণে বৌষট্, আকর্ষণে হুঁ, উচ্চাটনে বৌষট্ ও মারণে ফট্ মন্ত্রে জপ করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন বশীকরণ, আকর্ষণ ও জ্বর সন্তাপনিবারণে স্বাহা; ক্রোধনিবারণ, শান্তিকার্য্য ও প্রীতিবর্দ্ধনে নমঃ; সম্মোহন, উদ্দীপন, পুষ্টিকার্য্য ও মৃত্যুনিবারণ কার্য্যে বৌষট্; প্রণয়নাশ, ছেদন ও মারণে হুঁ, উচ্চাটনে ও বিদ্বেষণে বৌষট্, অন্ধীকরণে বৌষট্ এবং মন্ত্রোদ্দীপন ও লাভালাভ কার্য্যেও বৌষট্ মন্ত্র স্মরণ করিবে।

এই মন্ত্র সাধারণতঃ দুই প্রকার, যোজন ও পল্লব। যে মন্ত্রের আদিতে নামযুক্ত থাকে, তাহাই পল্লব। মারণ, সংহার, গ্রহভূতাদি নিবারণ, উচ্চাটন ও বিদ্বেষণকার্য্যে পল্লব মন্ত্রই প্রশস্ত। যাহার অন্ত নামযুক্ত, তাহাই যোজন মন্ত্র। শান্তি, পুষ্টি, বশীকরণ, প্রায়শ্চিত্ত, মোহন, স্তম্ভন, উচ্চাটন ও বিদ্বেষণ কার্য্যে যোজন মন্ত্রই ব্যবহার করিবে। নামের আদি, মধ্য বা অন্তে মন্ত্র থাকিলে তাহাকে রোধ মন্ত্র বলা যায়। অভিমুখীকরণ, সর্ব্বরোগনিবারণ, জ্বরগ্রহ-বিষপীড়াদি শান্তি ও সম্মোহন কার্য্যে রোধ মন্ত্র দ্বারা কার্য্য করাই বিধি। যাহাতে নামের এক এক অক্ষরের পর মন্ত্র থাকে, তাহাকে গ্রন্থন মন্ত্র বলে। ইহা শান্তি কার্য্যে প্রশস্ত। যে স্থলে নামের আদিতে অনুলোমে এবং নামের অন্তে বিলোমে মন্ত্র থাকে, তাহাকে সংপুট মন্ত্র কহে। এই মন্ত্রে কীলক কার্য্য করিবে। স্তম্ভন, মৃত্যুনিবারণ ও রক্ষাদি কার্য্য ইহাতে প্রশস্ত। মন্ত্রের দুই দুইটী অক্ষর ও সাধ্য নামের দুই দুইটী অক্ষর ক্রমশঃ পাঠ করিলে সবিদর্ভ মন্ত্র হয়। উহা বশীকরণ, আকর্ষণ ও পুষ্টি কার্য্যে প্রশস্ত।

এই মন্ত্রসমূহের পঞ্চদশটী অধিষ্ঠাতৃ দেবতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, রুদ্র, মঙ্গল, গরুড়, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর, পিশাচ, ভূত, দৈত্য, ইন্দ্র, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও অসুর এই পঞ্চদশ প্রকার। মন্ত্রগুলি বর্ণসংখ্যাভেদে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। একাক্ষর মন্ত্র—কর্ত্তরী, দ্ব্যক্ষর মন্ত্র—সূচী, ত্র্যক্ষর মন্ত্র—মুদ্গর, চতুরক্ষর মন্ত্র—মুষল, পঞ্চাক্ষর মন্ত্র—ক্রূর, ষড়ক্ষর মন্ত্র—শৃঙ্খল, সপ্তাক্ষর মন্ত্র—ক্রকচ, অষ্টাক্ষর মন্ত্র—শূল, নবাক্ষর মন্ত্র—বজ্র, দশাক্ষর মন্ত্র - শক্তি, একাদশাক্ষর মন্ত্র—পরশু, দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র—চক্র, ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্র—কুলিশ, চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র—নারাচ, পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র—ভুষুণ্ডী এবং ষোড়শাক্ষর মন্ত্র—পদ্ম আখ্যায় অভিহিত। এই ষোড়শবিধ মন্ত্রের কোন্‌টী কোন্ কার্য্যে প্রশস্ত, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। মন্ত্রচ্ছেদে কর্ত্তরী, ভেদকার্য্যে সূচী, ভঞ্জনে মুদ্গর, ক্ষোভণে মুষল, বন্ধনে শৃঙ্খল, ছেদনে ক্রকচ, ঘাতকার্য্যে শূল, স্তম্ভনে বজ্র, বন্ধনে শক্তি, বিদ্বেষে পরশু, সর্ব্বকার্য্যে চক্র, উন্মাদকরণে কুলিশ, সৈন্যভেদে নারাচ, মারণে ভুষুণ্ডী এবং শান্তি পুষ্ট্যাদি কর্ম্মে পদ্মমন্ত্র প্রশস্ত। এই সকল শান্ত্যাদি কর্ম্ম বামাচারবিরোধী জানিবে।

মন্ত্রসমূহের পুং স্ত্রী ও নপুংসক সংজ্ঞা অভিহিত হইয়াছে। যে মন্ত্রের অন্তে স্বাহা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা স্ত্রীসংজ্ঞক। নমঃ শব্দযুক্ত মন্ত্র নপুংসক এবং হুঁ ফট্ শব্দসমন্বিত মন্ত্রই পুরুষ নামে কথিত। বশীকরণ ও শান্ত্যাদি অভিচার কার্য্যে পুরুষ, ক্ষুদ্রক্রিয়াদি বিনাশে স্ত্রীমন্ত্র এবং অন্যত্র নপুংসক মন্ত্র ব্যবহার করিবে। এতদ্ভিন্ন মন্ত্রের আগ্নেয় ও সৌম্যভেদ আছে। মন্ত্রের অন্তে ওঁ শব্দ থাকিলে তাহা আগ্নেয় মন্ত্র জানিবে। ইন্দু ও অমৃতাক্ষর যুক্ত মন্ত্রই সৌম্য নামে অভিহিত। আগ্নেয় মন্ত্রের অন্তে নমঃ শব্দ থাকিলে তাহা সৌম্য এবং সৌম্যমন্ত্র পল্লবিত হইলে আগ্নেয় বলা যায়। বামনাসায় শ্বাসবহনকালে মন্ত্রের নিদ্রাবস্থা ও দক্ষিণনাসায় বহনকালে জাগ্রদবস্থা জানিতে হইবে। মন্ত্রের নিদ্রাকালে জপ করিলে সেই জপ ফলপ্রদ হয় না। দক্ষিণনাসায় শ্বাসবহনকালে আগ্নেয় মন্ত্র এবং বামনাসায় শ্বাসবহনকালে সৌম্য মন্ত্র প্রবুদ্ধ থাকে। উভয় নাড়ীর বহনকালে সকল মন্ত্রই প্রবুদ্ধ থাকে। প্রবুদ্ধমন্ত্রে জপ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ঐ ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালে বিভিন্ন আসন বিহিত হইয়াছে। পুষ্টিকর্ম্মে পদ্মাসন, শান্তিকার্য্যে স্বস্তিকাসন, আকর্ষণ, পুষ্টিকর্ম্ম ও বিদ্বেষণে কুক্কুটাসন, উচ্চাটনে অর্দ্ধ স্বস্তিকাসন, মারণ ও স্তম্ভনে বিকটাসন এবং বশীকরণে ভদ্রাসনই প্রশস্ত। বশীকরণে মেষ চর্ম্ম, আকর্ষণে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, উচ্চাটনে উষ্ট্রচর্ম্ম, বিদ্বেষণে ঘোটকচর্ম্ম, মারণকার্য্যে মহিষচর্ম্ম, মোক্ষসাধনে

গজচর্ম্ম এবং সকল কর্ম্মে রক্তবর্ণ কম্বলাসনে উপবেশন করিয়া কার্য্য করিবে। অনন্তর শান্তিকার্য্যে পদ্মমুদ্রা, বশীকরণে পাশমুদ্রা, স্তম্ভনে গদামুদ্রা, বিদ্বেষণে মুষলমুদ্রা, উচ্চাটনে বজ্রমুদ্রা এবং মারণে খড়্গমুদ্রা বিন্যাসে কার্য্য করিতে হইবে। ইহার প্রত্যেক কর্ম্মেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কুণ্ড করিবার বিধি আছে। বিদ্বেষ কার্য্যে ত্রিকোণ কুণ্ড করিতে হয়। ঐ কুণ্ড এক হস্ত পরিমিত হওয়া আবশ্যক। শত্রুপক্ষের উচ্চাটনে নৈর্ঋতকোণে এবং দেবোচ্চাটনে মণ্ডপের বায়ুকোণে কুণ্ডের মুখ রাখিতে হইবে।

শত্রুতাপন কার্য্যে যোনিকুণ্ডই প্রশস্ত। মণ্ডপের অগ্নি-কোণে এই কুণ্ড করিতে হয়। শত্রুমারণে মণ্ডপের দক্ষিণ দিকে অর্দ্ধচন্দ্র কুণ্ড করিবে। শত্রুর রোগবর্দ্ধনে মণ্ডপের নৈঋতকোণে ত্রিকোণ কুণ্ড করিয়া কার্য্য করিবে। বিদ্বেষণ কার্য্যে অগ্নিকোণে পূর্ণচন্দ্র সদৃশ অথবা চতুরস্র কুণ্ড করিয়া কার্য্য করা উচিত। চতুরস্র কুণ্ডে বশীকরণ, ত্রিকোণ কুণ্ডে আকর্ষণ, স্তম্ভন ও উচ্চাটন এবং ষট্‌কোণ কুণ্ডে মারণ কার্য্য করিবে।

পুষ্টিকার্য্যে মণ্ডপের উত্তরদিকে, শান্তিকর্ম্মে পশ্চিম-দিকে, উচ্চাটনে বায়ুকোণে এবং মারণে দক্ষিণদিকেই কুণ্ড-নির্ম্মাণ প্রশস্ত। অভিচারকার্য্যে কুণ্ড পরিমাণের ন্যূনাধিক্য হেতু বিশেষ কোন দোষ জন্মে না, কিন্তু কার্য্যকালে উহা-দিগকে সর্ব্ব সুলক্ষণান্বিত করিয়া কর্ম্মসাধনই বিধেয়।

অথর্ব্ববেদবিদ্ জনৈক পরমজ্ঞানী ব্রাহ্মণকে বহু অর্থ ও নানা রত্নভূষণাদি দিয়া সন্তুষ্ট করণানন্তর বিধানানুসারে বরণ করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রতী হইয়া উৎসব ও যত্নসহকারে সর্ব্ব-প্রকার রক্ষাবিধানপূর্ব্বক কৃতীর হিতকামনায় মারণকার্য্য অনুষ্ঠান করিবেন। অভিচারকার্য্যে বিত্তের শঠতা করিতে নাই, যদি অর্থব্যয়ের শঠতা হেতু কার্য্যের কোন প্রকার অঙ্গভঙ্গ হয়, তাহা হইলে কর্ম্মকর্ত্তার পুত্র, আয়ু, ধন ও যশ নষ্ট হইয়া থাকে। দেশরক্ষার জন্য অভিচার করিলে রাজা বা কর্ম্মকর্ত্তা পাপভাগী হন না। নিম্নে সংক্ষেপে উদাহরণস্বরূপ কএটী মন্ত্র ও তাহাদের ক্রিয়া বিবৃত হইল,—অথর্ব্বণোক্ত জ্বরশান্তিমন্ত্র অগস্ত্য ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ কালিকা দেবতা জ্বরস্য সদ্যঃ শান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ। ওঁ কুবেরস্তে মুখং রৌদ্রং নন্দিমানন্দিমাবহন্। জ্বরং মৃত্যুভয়ং ঘোরং জ্বরং নাশয়তে ধ্রুবম্॥

ওঁ কুবেরস্তে মুখং রৌদ্রং ইত্যাদি মন্ত্র সহস্র বা দশ সহস্র বার জপ করিয়া আম্রপত্র দ্বারা হোম করিলে নিশ্চয় জ্বর-শান্তি হয়।

'ওঁ নমো ভগবতি মৃতসঞ্জীবনি অমুকস্য শান্তিং কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্ব প্রকার উপদ্রবের বিনাশ হয়। হারীতে জ্বরশান্তিবিধানকল্পে অনেকগুলি মন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থের জ্বরহারাবলির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

ওঁ হ্রাং ক্লীং ঠঃ ঠঃ ভো ভো জ্বর শৃণু শৃণু হন হন গর্জ্জ গর্জ্জ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চতুরাহিকং সাপ্তাহিকং মাসিকং আর্দ্ধমাসিকং বার্ষিকং দ্বৈবার্ষিকং মৌহূর্ত্তিকং নৈমেষিকং অট অট ভট ভট হুং ফট্ অমুকস্য জ্বরং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ গচ্ছ স্বাহা।

ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য উৎপন্নজ্বরক্ষয়ায় তন্নক্ষত্রায় এষ রচিতপুত্তলকবলির্নমঃ। ইত্যুৎসৃজ্য নিমজ্জয়িত্বা উত্তরস্যাং দিশি পুত্তলকবিসর্জ্জনং কর্ত্তব্যম্।

প্রথমে ওঁ হ্রীং ক্লীং ইত্যাদি মন্ত্রে বলি প্রদান করিতে হইবে। জ্বরাযুক্ত ব্যক্তির নবমুষ্টি পরিমিত তণ্ডুল লইয়া বলি পিণ্ড পাক করিতে হয়। তৎপরে তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা একটা জ্বর-প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া হরিদ্রা দ্বারা সেই মূর্ত্তির অঙ্গ রঞ্জিত করিবে এবং তাহার চতুর্দ্দিক্ হরিদ্রাক্ত ধ্বজচতুষ্টয় দ্বারা শোভিত করিয়া হরিদ্রারসপূর্ণ চারিটী পুটপাত্র স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে ঐ পুত্তলিকাকে গন্ধপুষ্প দ্বারা ভূষিত করণান্তর বলি প্রদানপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিবে। এইরূপ তিন দিবস বলি প্রদান করিলে জ্বরশান্তি হইয়া থাকে। জ্বরমূর্ত্তি উৎসর্গ করিয়া উত্তরদিকে বিসর্জ্জন করিতে হয়। গর্গাদিতে এই প্রথাই ভিন্নরূপে উক্ত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তৎসমুদায় উদ্ধৃত হইল না।

মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র,—হৌঁ ওঁ জুঁ সঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাং হৌঁ ওঁ জুঁ সঃ।

শূলরোগপ্রতিকার,—ওমদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রী অমুকদেবশর্ম্মণঃ শূলরোগপ্রতিকারকামনয়া ওঁ মিঢ়ুষ্টমঃ ইত্যাদি পিনাকং বিভ্রদাগাহি ইত্যন্তং মন্ত্রং সহস্রং অযুতং লক্ষং বা জপমহং করিষ্যামি ইতি সংকল্প্য শিবলিঙ্গে ত্র্যম্বকবিধানেন সংপূজ্য ইমং মন্ত্রং জপেৎ। ওঁ মিঢ়ুষ্টমঃ শিবতমঃ শিবোনঃ সুমনা ভব পরমে ব্রক্ষ আয়ুধন্নিধায় কৃত্তিং বসান আচর পিনাকং বিভ্রদাগহি।' ইতি জপ্ত্বা দক্ষিণাং কুর্য্যাৎ।

গর্ভজননোপায়,—ওঁ মুক্তাপাশাবিপাশশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ। মুক্তসর্ব্বভয়াদ্ গর্ভ এহ্যেহি মারীচ স্বাহা। এই মন্ত্রে জল অষ্টবার অভিমন্ত্রণ করিয়া গর্ভিণীকে দিবে। ইহাতে সুখপ্রসব হইবে।

নিগড়বন্ধন,—ওঁ নমশ্বতে নির্ঋতে তিগ্মতেজো যন্ময়ং বিব্রেতা বন্ধকেয়ং যমেন দত্তং তৎসংবিদানোত্তমেনাকে অধিরোহয়ৈনং। অস্য নিগড়ভঞ্জনমন্ত্রস্য প্রজা পতির্ঋষি নির্ঋতির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বন্ধনাদি ব্যসনপরিহারার্থে বিনিয়োগঃ। অযুত জপে নিগড়াদি স্খলন হয়।

বৃষ্টিকরণ,—ওঁ পুষ্করাবর্ত্তকৈর্ম্মেঘৈঃ প্লাবয়ন্তং বসুন্ধরাং। বিদ্যুদ্গর্জ্জিত-সন্নদ্ধতোয়াত্মানং নমাম্যহং। যস্য কেশেষু জীমূতো নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চত্বারস্তস্মৈ তোয়াত্মনে নমঃ ইতি ধ্যাত্বা বাহ্য বরুণমুপচারৈঃ পূজয়িত্বা মূলমন্ত্রং জপেৎ। প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বরুণদেবতা এতদ্রাজ্যমভিবাপ্য সুবৃষ্ট্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। মন্ত্রস্ত বঁ গুরুমুখাজ্জ্ঞেয়ঃ নাভিমাত্রজলে স্থিত্বা জপেন্মন্ত্রং প্রসন্নধীঃ। বহুসহস্রং জপেন্মন্ত্রং ত্রিদিনং ব্যাপ্য যত্নত অথবা ষট্সহস্র জপেন্মন্ত্রং তদাবৃষ্টির্ভবেদ্ ধ্রুবম্।'

এই সকল কার্য্যের অভ্যাস জন্য গুরুর সাহায্য আবশ্যক হয়। গুরু কর্ত্তৃক মন্ত্র সংজ্ঞার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না হইলে কর্ম্মকর্ত্তা কিছুই কার্য্যের সুফল লাভ করিতে পারিবেন না। এই সকল কার্য্য এতই গুহ্য যে, গ্রন্থ হইতে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় লাভ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

অতঃপর মন্ত্রাংশ বাদ দিয়া পার্থিবপদার্থের সমন্বয়-গুণ বিবৃত করা যাইতেছে। কএকটী পদার্থের সংমিশ্রণে এরূপ একটী অভাবনীয় বস্তুর উদ্ভাবন করা যায় যে, তাহার গুণাবলী ভৌতিকব্যাপারে সমুৎপন্ন বলিয়া অনুমান হয়। য়ুরোপে এক সময়ে এক দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তাঁহারা দ্রব্যগুণে অন্যান্য ধাতুকে সোণা-রূপায় পরিণত করিতে চেষ্টা পান। তাঁহাদের উদ্ভাবিত এই কিমীয়বিদ্যা (Alchymy) হইতে কালে রসায়ন-বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে।

আমাদের দেশের ভোজবিদ্যাবিদ্গণ এই দ্রব্যগুণের অন্বেষণ করিতে করিতে একটী অভিনব বিদ্যায় সমুপস্থিত হন। তাহাই আমাদের ভোজবিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ। নিম্নে দ্রব্যাদির সংমিশ্রণ গুণে বশীকরণাদি বিষয়ে যে ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহাই উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

বশীকরণ।

বশীকরণ বিজ্ঞান দ্বারা নর নারী উভয়কেই বশীভূত করিতে পারা যায়। লজ্জালু লতা, অপামার্গের জটা, বহেড়া, অপরাজিতা ও চাণ্ডালী লতা একত্র দুগ্ধের সহিত কর্দ্দমবৎ পেষণ করিবে। পরে সেই কর্দ্দম একখণ্ড পট্টবস্ত্রে লেপন করিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিবে। পরে তাহা পদ্মনাল-মধ্যগত সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে এবং একবর্ণা গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ঘৃত দ্বারা সেই পূর্ব্বকৃত বর্ত্তিকা আর্দ্র করিয়া লইবে। অনন্তর চতুর্দ্দশী রাত্রিতে ভৈরবের পূজা করিয়া ঐ বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করণান্তর তাহার শিখায় কজ্জলপাত করিবে। ঐ কজ্জল দ্বারা স্ত্রী, পুরুষ, এমন কি, যাহাকে ইচ্ছা করা যায়, তাহাকেই বশীভূত করা যাইতে পারে।

মন্ত্র দ্বারাও বশীকরণ করা যাইতে পারে। সাধক 'ওঁ হ্রীঁ মোহনি স্বাহা' এই মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে, চন্দন, পুষ্প, বস্ত্র, অথবা কোন প্রকার উত্তম ফল, উক্ত মন্ত্রে অষ্টোত্তর শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার হস্তে প্রদান করিবে সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে।

'ওঁ চিটি চিটি চাণ্ডালি মহাচাণ্ডালি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা' এই মন্ত্র সপ্ত দিবস জপ করিলে রাজাকে বশীভূত করিতে পারা যায়। তালপত্রে এই মন্ত্র লিখিয়া ঐ তালপত্র দুগ্ধমিশ্রিত জলে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। ঐ মন্ত্র মধ্যে যাহার নাম থাকিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশীভূত হইবে। মতান্তরে বিল্বকণ্টক দ্বারা তালপত্রে লিখিয়া দুগ্ধে পাক করণান্তর তিন দিবস ঐ তালপত্র কর্দ্দম মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। দিবসত্রয় পরে ঐ তালপত্র পুনরায় উঠাইয়া দুর্গোৎসব মণ্ডপ-দ্বারে প্রোথিত করিবে। এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই বশীকরণ হইয়া থাকে। ষট্কর্ম্মদীপিকা, ক্রিয়োড্ডীশ, শাবর ও উড্ডীশ প্রভৃতি গ্রন্থে মন্ত্র ও প্রক্রিয়ার বাহুল্য দেখা যায়।

স্ত্রীলোকদিগকে বশ করিবার জন্য দ্রব্যসত্ত্বের গুণাগুণ নিম্নে লিখিত হইতেছে। রবিবারে কৃষ্ণধুতুরার পুষ্প, লতা শাখা, পত্র ও মূল গ্রহণ করিয়া পেষণ করিবে। পরে তাহার সহিত কর্পূর, কুঙ্কুম ও গোরোচনা সংযুক্ত করিয়া কপালে তিলক ধারণ করিবে। ঐ তিলক দর্শনমাত্রে রমণীমাত্রই বশীভূতা হইবে। ১ চিতাভস্ম, বচ, কুড় ও তগরপুষ্প একত্র চূর্ণ করিয়া কোন স্ত্রীর মস্তকে দিলে সেই রমণী তৎক্ষণাৎ বশীভূতা হইবে। ২ জিহ্বামল, দন্তমল ও নাসামল তাম্বুলের সহিত খাওয়াইলে স্ত্রীলোক বশ্যা হয়। ৩ ব্রহ্মদণ্ডী ও চিতাভস্ম কোন পুরুষ যে রমণীর অঙ্গে নিক্ষেপ করিবে, সেই রমণী সেই পুরুষের বশীভূতা হইবে। ৪ তাম্বুলের রসে হরিতাল ও মনঃশিলা পেষণ করিয়া মঙ্গলবারে ললাটে তিলক ধারণ করিলে রমণী বশীভূতা হয়। ৫ বৃহস্পতিবারে সিন্দুর ও কদলীকন্দ একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলকধারণ করিলে দর্শনমাত্রেই রমণী বশ্যা হইবে। ৬ গোরুর দন্ত ও মনুষ্যের দন্ত একত্র তৈলের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক দিলে কান্তা স্বীয় প্রণয়ীর একান্ত বশীভূত হয়। ৭ যবচূর্ণ, হরিদ্রা, গোমূত্র, ঘৃত ও শ্বেতসর্ষপ একত্র পেষণ করিয়া মুখে ম্রক্ষণ করিলে পদ্মের ন্যায় মুখকান্তি হয় এবং

সেই পুরুষ স্ত্রীদিগের ও রাজকুলের প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। ৮ গোরোচনা ও পদ্মপত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে স্ত্রী বশীভূতা হয়। ৯ মালতীপুষ্প লইয়া পট্টসূত্র দ্বারা বর্ত্তিকা প্রস্তত করিয়া এরণ্ডতৈলে প্রদীপ জ্বালিবে। এই প্রদীপের শিখায় শুক্রবারে নৃকরোটীতে কজ্জলপাত করিয়া সেই কজ্জল দ্বারা চক্ষু রঞ্জিত করিলে তাহাকে যে নারী দর্শন করিবে, সেই নারীই বশীভূতা হইবে। ১০ 'ওঁ নমঃ কামাখ্যা দেবি অমুকীং মে বশংকরী স্বাহা' এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিলে সিদ্ধি হইবে।

সিদ্ধনাগার্জ্জুনকক্ষপুটে স্ত্রীলোকদিগের পতিবশীকরণোপায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'ওঁ নমো মহাযক্ষিণি পতিং মে বশ্যং কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে, পরে বিধানানুসারে নিম্নোক্ত ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করিলে পতি বশ হয়।

'রোচনং মৎস্যপিত্তঞ্চ পিষ্ট্বা তু তিলকে কৃতে।
বামহস্তকনিষ্ঠায়াং পতির্দ্দাসো ভবত্যলম্ ॥'১
'পুত্রজীবী চ রক্তা চ মোহিনী গিরিকর্ণিকা।
শ্বেতাপরাজিতামূলং সমাংশং চূর্ণমধ্যতঃ।
দীয়তে পশ্চিমে রাত্রৌ সতাম্বুলেঽতিবশ্যকৃৎ ॥'২
'সুশ্বেতং কণ্টকার্য্যাশ্চ মূলঞ্চ গিরিকর্ণিকা।
তাম্বুলেন প্রদাতব্যং দাসবৎ কুরুতে পতিম্ ॥'৩
'সমূলচূর্ণা ভূধাত্রী বস্ত্রে বদ্ধা নিবেশয়েৎ।
নবনীতে বিনিক্ষিপ্তং তচ্চূর্ণং পাচয়েদ্ ঘৃতে।
তদ্ ঘৃতং ভোজনে দেয়ং পতির্দ্দাসো ভবত্যলম্ ॥'৪
'যত্র মূত্রয়তে ভর্ত্তা তত্র মৃদ্বামপাণিনা।
যত্নাদ্‌গ্রাহ্যং সমন্ত্রেণ প্রজপন্ পঞ্চভির্ দিনৈঃ ॥
মৃদং কুলালচক্রস্থাং বিপরীতস্থ বা হরেৎ।
উভাভ্যাং বৃষভং কৃত্বা সূত্রেণাসাঞ্চ প্রোতয়েৎ ॥
দ্বারদেশে স্থিতং তস্থ যাবদ্ভর্ত্তা তু লঙ্ঘয়েৎ।
তথা তু নিখনেচ্চৈব পতির্বশ্যো ভবত্যলম্ ॥
তদ্‌গৃহে কামদেবোঽসৌ অন্যত্র ষণ্ডতাং ব্রজেৎ ॥'৫

'ওঁ হোং নাথং তুচ্ছং মন্ত্রয়তী হোং পঞ্চনখে উচ্চণ্ডং পনী হোং সামোহি নীলদ্রতি সোং সাং যোগিনী কামিনী যালী বন্ধো সুখেন সাং জবেন জাম্বুয় সং রাং স্বাহা।' অনেক মূত্রস্থানমৃত্তিকা গ্রাহ্যা সিদ্ধিযোগঃ ॥৬

'পুংবিন্দুং গ্রাহ্য কার্পাসাদ্রতাবস্থে স্বযোনিগং।
সজীবমণ্ডূকস্যাস্যে কার্পাসং তং বিনিক্ষিপেৎ ॥
কন্যাবর্ত্তিতসূত্রেণ পুং পাদান্তং শিরোমিলেৎ।
শুক্লাঙ্গং বেষ্টয়েৎ সূত্রে চতুষ্পাদং ততঃ পুনঃ ॥
তেন সূত্রেণ মণ্ডূকং বদ্ধাস্যং হণ্ডিকান্তরে।
রুদ্ধ্যাতল্লিখনেদ্ভূমৌ পতির্ব্বশ্যো ভবত্যলম্।
অন্যত্র ষণ্ডং মদনো ভবত্যত্র তয়া সহ ॥'৭
'কার্পাসধূনিতাপত্রং তত্র তচ্ছেষমাহরেৎ।
তং কার্পাসং স্বপুংশুক্রে ভাবয়েত্তঞ্চ শুক্রকং।
বিবস্ত্রকন্যকাহস্তাদ্বিপরীতেন কর্ত্তয়েৎ ॥
ধনুর্দ্দর্ভময়ং কুর্য্যাৎ সূত্রৈশ্চ ত্রিগুণৈর্গুণং।
পত্যুঃ পুংস্তং ভবেত্তাবদ্ যাবদারোপিতং ধনুঃ।
অবতীর্ণে গুণে ষণ্ডো জায়তে চ বশীভবেৎ ॥'৮
'পঞ্চাঙ্গং দাড়িমং পিষ্ট্বা শ্বেতসর্ষপসংযুতম্।
যোনিলেপে পতিং দাসং করোত্যপি চ দুর্ভগা। 'ওঁ কামমালিনি ঠঃ ঠঃ। উক্ত যোগানাং সপ্তাভিমন্ত্রিতে সিদ্ধিঃ ।৯
'মালতীপুষ্পসংযুক্তং কটুতৈলং সুপাচিতম্।
এতল্লিপ্তভগানারী রতৌ মোহয়তে পতিম্ ॥১০
'স্বযোনাবৃতকালে তু রোচনং নিক্ষিপেৎ পুনঃ।
স্বপুষ্পং ভাবয়েত্তেন তিলকং পতিবশ্যকৃৎ ॥
ধুস্তূরবীজচূর্ণন্তু সপ্তাহং ভাবয়েন্মলৈঃ।
সর্ব্বদ্বারোত্থবৈস্তেন খানে পানে পতির্বশঃ ॥১১

ইহা ব্যতীত আরও অসংখ্য মুষ্টিযোগ উক্ত হইয়াছে। অশ্লীলতানিবন্ধন তৎসমুদায় আলোচিত হইল না। অনন্তর রাজবশীকরণোপায় কথিত হইতেছে।

১ কুঙ্কুম, রক্তচন্দন, কর্পূর ও তুলসীপত্র একত্র গব্যদুগ্ধে পেষণ করিয়া কপালে তিলকধারণ করিলে রাজাকেও বশীভূত করিতে পারা যায়। ২ হস্তে শ্বেতবেড়েলার মূল বন্ধন করিলে রাজার প্রিয়পাত্র হইতে পারে এবং হরিতাল, অশ্বগন্ধা, কর্পূর ও মনঃশিলা ছাগদুগ্ধে পেষণপূর্ব্বক তিলক ধারণ করিলে রাজা বশীভূত হন। ৩ পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতবেড়েলার মূল আনিয়া, সেই মূল কর্পূর ও তুলসীপত্র সহযোগে একত্র পেষণপূর্ব্বক বস্ত্রখণ্ডে লেপনপূর্ব্বক অপরাজিতাবীজের তৈল দ্বারা বর্ত্তিকা প্রস্তত করিবে। রাত্রিতে শুচি অবস্থায় ঐ বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিয়া দীপশিখায় কজ্জলপাত করিতে হয়। সেই কজ্জল দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে রাজা বশীভূত হন। পুষ্যা নক্ষত্রে অপামার্গের বীজ সংগ্রহ করিয়া সেই বীজ খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যের সহিত রাজাকে সেবন করাইলে ফল দর্শে। এই সকল কার্য্য 'ওঁ নমো ভাস্করায় ত্রিলোকাত্মনে অমুকমহীপতিং মে বশী কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপে সিদ্ধ হইয়া কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হয়।

ব্রহ্মদণ্ডী, বচ ও কুড় একত্র চূর্ণ করিয়া তাম্বুলের সহিত যাহাকে খাওয়াইবে, সেই ব্যক্তিই বশ্য হইবে। বটের মূল

জলে ঘর্ষণ করিয়া, বিভূতিমিশ্রণে কপালে তিলক ধারণ করিলে সর্ব্বজন বশীভূত হয়। পুষ্যা নক্ষত্রে পুনর্ণবার মূল উত্তোলন করিয়া সপ্তবার মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক হস্তে ধারণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। অপামার্গের মূল কপিলার দুগ্ধে পেষণ করিয়া তিলক করিলে অথবা উহার মূল ছায়াতে শুকাইয়া, পরে সেই মূলচূর্ণ তাম্বূলসহযোগে সেবন করাইলে ত্রিজগৎ বশীভূত হইতে পারে। গোরোচনা ও অপামার্গের মূল, অথবা যজ্ঞ-ডুম্বুরের মূল পেষন করিয়া তিলক ধারণে ফল পাওয়া যায়। দেবদানী ও শ্বেত সর্ষপ একত্র পেষণ করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। সেই গুটিকা মুখে নিক্ষেপ করিলে এবং কুঙ্কুম, তগরকাষ্ঠ, কুড়, হরিতাল ও মনঃশিলা অনামিকার রক্তে মিশ্রিত করিয়া তিলক করিলে সাধারণে বশ্য হয়। গোরোচনা, পদ্মপত্র, প্রিয়ঙ্গু ও রক্তচন্দন একত্র করিয়া নেত্রাঞ্জন করিলে অথবা শ্বেতকুঁচ ছায়াতে শুষ্ক করিয়া কপিলার দুগ্ধে মিশ্রণান্তর তিলক দিলে কার্য্যোদ্ধার হয়। শ্বেতদূর্ব্বা কপিলাদুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া শরীরে লেপন করিলে অথবা শ্বেত আকন্দের ছায়াশুষ্ক মূল কপিলার দুগ্ধে মাড়িয়া তিলক করিলে কার্য্য নিষ্ফল হয় না। বিল্বপত্র ও মাতুলুঙ্গ ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিয়া এবং ঘৃতকুমারীর মূল ও সিদ্ধিবীজ একত্র পিষিয়া তিলক ধারণ করিলে বশকার্য্য সফল হয়। হরিতাল, অশ্বগন্ধা, সিন্দুর ও কদলীবৃক্ষের রস একত্র মর্দ্দন করিয়া তিলকদানে, অপামার্গের বীজ ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিয়া গাত্রলেপনে, হরিতাল ও তুলসী-পত্র পিষিয়া কপিলাদুগ্ধের সহিত তিলকদানে এবং অশ্বগন্ধা ও মনঃশিলা আমলকীর রসে ভাবনা দিয়া তিলক করিলে সর্ব্বলোক বশীভূত হয়। এই সকল বশীকরণকার্য্যে 'ওঁ নমঃ সর্ব্বলোকবশঙ্করায় কুরু কুরু স্বাহা' মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে।

রবিবারে তুলসীর বীজ বেড়েলার রসে পেষণ করিয়া ললাটে তিলক দিলে ত্রিজগতের লোক মোহিত করিতে পারা যায়। হরিতাল ও অশ্বগন্ধা কদলীর রসে পেষণ করিয়া পরে গোরোচনা মিশ্রিত করিবে। উহার তিলক ধারণে ত্রিজগৎ মোহিত হয়। কাঁকড়াশৃঙ্গী, রক্তচন্দন ও বচ একত্র ধূপ প্রস্তুত করিয়া বস্ত্রে ও মুখে সেই ধূপ গ্রহণপূর্ব্বক রাজা, প্রজা বা পশুপক্ষীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই মোহিত হইবে। সিন্দুর, কুঙ্কুম ও গোরোচনা, আমলকীর রসে মনঃশিলা ও কর্পূর এবং শ্বেত আকন্দের মূল ও সিন্দুর কদলীর রসে পেষণপূর্ব্বক কপালে তিলকধারণেও ফল দর্শে। ভৃঙ্গরাজ, অপামার্গ, লজ্জাবতীলতা ও বেড়েলার মূল একত্র পেষণ করিয়া তিলক করিলে ত্রিভুবন মোহিত হয়। শ্বেত গুঞ্জারস দ্বারা বামণহাটীর মূল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলে এবং শ্বেত আকন্দের মূল ও শ্বেতচন্দন একত্র বাটিয়া কপালে তিলক দিলে জগৎ মোহিত হয়।

বিল্বপত্র ছায়াতে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া কপিলাদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা ঘসিয়া কপালে তিলক করিলে সমগ্র জগদ্‌বাসীকে মোহিত করিতে পারা যায়। বিজয়া (সিদ্ধি) পত্র ও শ্বেতসর্ষপ পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে মোহনকার্য্য সমাধা হয়। প্রথমে তুলসীপত্র ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত বিজয়াবীজ ও অশ্বগন্ধা মিশ্রিত করিয়া কপিলাদুগ্ধে পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে সকলকে মোহিত করিতে পারা যায়। দাড়িম্বের মূল, ছাল, পত্র, চাল ও বীজ এবং শ্বেতকুঁচ একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে অথবা তিত লাউবীজের তৈল দ্বারা প্রদীপ জালিয়া, তাহার শিখা ধূমের কজ্জল দ্বারা নেত্রা-ঞ্জন করিলে সকল ব্যক্তিকে মোহিত করা যায়।

স্তম্ভন।

ভেকের বসা রক্তবর্ণ ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া সর্ব্ব শরীরে লেপন করিলে অগ্নি স্তম্ভন হয়, অর্থাৎ সেই ব্যক্তির শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। শ্বেত আকন্দের মূল রক্তবর্ণ ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া গাত্রে ম্রক্ষণ করিলে অগ্নিতাপ বিদূরিত হয়। কদলীবৃক্ষের রস ও রক্তবস্ত্র ঘৃত-কুমারীর রসে একত্র মিশ্রিত করিয়া শরীরে লেপন করিলে গাত্রে অগ্নিদগ্ধ হয় না। ভেকের বসা ও কর্পূর একত্র মিশ্রিত করিয়া শরীরে লেপন করিলে অগ্নির উত্তাপ লাগিতে পারে না। ঘৃতকুমারীর মূল ও কদলীবৃক্ষের মূল একত্র মর্দ্দন করিয়া শরীরে প্রলেপ দিলে অগ্নিতে দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। পিপ্পলী, মরিচ ও শুঁট একত্র বারংবার চর্ব্বণ করিলে অনায়াসে জলন্ত অঙ্গার ভক্ষণ করিতে পারা যায়। শর্করা ও ঘৃত পান করিয়া শুঁঠ চর্ব্বণ করিলে মুখ মধ্যে তপ্তলৌহ নিক্ষেপ করিলেও মুখ দগ্ধ হয় না। 'ওঁ নমো অগ্নিরূপায় মম শরীরে স্তম্ভনং কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র একশত অষ্টবার জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে অগ্নিস্তম্ভনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

চর্ম্মকারের কুণ্ড অর্থাৎ চর্ম্মকারগণ যে স্থানে চর্ম্ম ভিজাইয়া রাখে, তাহার কর্দ্দম, চটকী পক্ষীর রক্তযুক্ত করিয়া যাহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিবে, তাহারঃ আসন স্তম্ভিত হইবে অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যে স্থানে থাকিবে, সেই স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে পারিবে না।

একটা মনুষ্য-মস্তকের খুলিতে মৃত্তিকা স্থাপনপূর্ব্বক

শ্বেতগুঞ্জাবীজ বপন করিয়া ক্রমাগত দুগ্ধ সেচন করিবে। ঐ বীজোৎপন্ন বৃক্ষের শাখা, মূল বা কাণ্ড যাহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিবে, তাহার আর স্থানান্তরে যাইবার শক্তি থাকিবে না।

এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে 'ওঁ নমো দিগম্বরায় অমুকাসনস্তম্ভনং কুরু কুরু স্বাহা' অষ্টোত্তর শতবার জপ দ্বারা এই মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিতে হয়।

পেচকের বিষ্ঠা ছায়াতে শুষ্ক করিয়া তাহা তাম্বুলের সহিত কাহাকে ভক্ষণ করাইলে সেই ব্যক্তির বুদ্ধি স্তম্ভন ঘটিয়া থাকে। শ্বেতসর্ষপ ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে পেষণ-পূর্ব্বক কপালে তিলক ধারণ করিলে বুদ্ধিস্তম্ভন হয়। শ্বেত বেড়েলার মূল ও অপামার্গের মূল লৌহপাত্রে পেষণ করিয়া যাহার ললাটে তিলক দিবে, তাহারই বুদ্ধিস্তম্ভন হইয়া থাকে। 'ওঁ নমো ভগবতে শত্রূণাং বুদ্ধিং স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা' এই মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে বুদ্ধিস্তম্ভনকার্য্য সিদ্ধ হয়।

রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত অপরাজিতার মূল সংগ্রহ-পূর্ব্বক মুখে ও মস্তকে রাখিলে শত্রু কর্ত্তৃক প্রযুক্ত অস্ত্রে তাহার কোন অপকার হয় না। জাতীবৃক্ষের মূল মুখে ধারণ করিলে ব্যাঘ্র, রাজা ও শত্রুভয় নিবারিত হয়।

সুদর্শনার মূল হস্তে ও কেতকীমূল মস্তকে বন্ধন করিলে অস্ত্রস্তম্ভন হয়। তালমূল মুখে ও খর্জ্জুরমূল হস্তে ধারণ করিলে খড়্গাস্তম্ভন হইয়া থাকে। সুদর্শনা, খর্জ্জুর ও কেতকী এই ত্রিবিধ মূল চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত পান করিলে শত্রুর অস্ত্র স্তম্ভিত হইয়া যায়। পুষ্যা নক্ষত্রে অপামার্গের মূল সংগ্রহ করিয়া শরীরে লেপন করিলে এবং মুখে খর্জ্জুরমূল, কটিতে কেতকীমূল ও বাহুতে আকন্দের মূল ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র স্তম্ভিত হইয়া থাকে। রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতগুঞ্জা-লতার মূল উত্তোলনপূর্ব্বক যে ব্যক্তির হস্তে দিবে, তাহার আর অস্ত্রভয় থাকিবে না। রবিবারে কোমল বিল্ব-পত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা পদ্মমৃণালের সহিত একত্র পেষণ-পূর্ব্বক অঙ্গে প্রলেপ দিলে অস্ত্র স্তম্ভিত হয়। 'ওঁ অহো কুম্ভকর্ণ মহারাক্ষস নৈকষগর্ভসম্ভূত পরসৈন্যস্তম্ভনে মহাভগবান্ স্বাহা' এই মন্ত্রে একশত অষ্টবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে শত্রুস্তম্ভন-কার্য্য করা বিধেয়।

'ওঁ নমো বিকরালরূপায় মহাবলায় পরাক্রমায় অমুকস্য ভুজ-বলং বন্ধয় বন্ধয় দৃষ্টিং স্তম্ভয় স্তম্ভয় পাতয় পাতয় মহীগে হুঁ।' অষ্টোত্তর শতবার এই মন্ত্র জপে সিদ্ধ হইয়া শ্বেত অপরাজিতার বীজ সংগ্রহপূর্ব্বক তৈল নিষ্কাশন করিবে। পরে সেই তৈল কোন পাত্রে রাখিয়া তাহার সহিত বিষ, ভেলার তৈল, অহি-ফেন, ধুস্তুরবীজচূর্ণ, তালের রস, গন্ধক ও মনঃশিলা মিশ্রিত করিয়া পাঁচ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা দ্বারা অস্ত্রে প্রলেপ দিলে সেই অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধস্থানে শত্রুর অস্ত্র খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। ঐ অস্ত্র দর্শনে শত্রুগণ যুদ্ধকাতরের ন্যায় পলায়ন করে।

'ওঁ নমঃ কালরাত্রি ত্রিশূলধারিণি মম শত্রুসৈন্যস্তম্ভনং কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শত জপে সিদ্ধ হইয়া শ্বেতগুঞ্জাফল গ্রহণপূর্ব্বক শ্মশানে প্রোথিত করিবে। পরে তদুপরি একখণ্ড পাষাণ স্থাপন করিয়া রৌদ্রী, মাহেশ্বরী, বারাহী, নারসিংহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, মহালক্ষ্মী ও ব্রাহ্মী এই অষ্ট যোগিনীর অর্চ্চনা করিবে এবং গণপতি, বটুক ও ক্ষেত্রপালের পৃথক্ পৃথক্ পূজা ও বলিদান করিয়া মাংস ও মদ্য দ্বারা ঐ সকল দেবতার পূজা করিলে শত্রুসেনা স্তম্ভিত হয়।

'ওঁ নমো ভয়ঙ্করায় খড়্গাধারিণে মম শত্রুসৈন্যং পলায়িনং কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র জপে সিদ্ধ হইয়া মঙ্গলবারে কাক ও পেচকপক্ষী ধরিয়া ভূর্জ্জপত্রে গোরোচনা দ্বারা ঐ মন্ত্র লিখিয়া তাহার গলায় বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিবে। যৎকালে ঐ পক্ষী দুইটী শত্রুর সম্মুখে গমন করিবে, তৎক্ষণাৎ শত্রুসৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে এবং রাজা প্রজা ও গজাশ্বাদি বাহক-গণ পক্ষিদর্শনমাত্রেই ভয়ভীত হইবেন।

শ্মশানের ভস্ম আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা একটী মৃত্তিকা-পাত্রের মধ্যভাগ লেপন করিবে। অনন্তর তদুপরে ঐ মন্ত্রের সহিত শত্রুর নাম লিখিয়া নীলসূত্র দ্বারা ঐ মৃত্তিকাপাত্রে বন্ধন করিবে। পরে ঐ মৃৎপাত্র গর্ত্তমধ্যে নিহিত করিয়া তদুপরি একখণ্ড প্রস্তর চাপা দিবে। এই যোগ শত্রুস্তম্ভনে বিশেষ কার্য্যকর।

গোষ্ঠস্থানে অথবা গোশালার চতুর্দ্দিকে উষ্ট্রের অস্থি প্রোথিত করিলে গোমেষাদি স্তম্ভিত হইবে অথবা উষ্ট্রের লোম যে পশুর গাত্রে নিক্ষেপ করিবে, সেই পশুই স্তম্ভিত হইয়া যাইবে।

রজস্বলা স্ত্রীর বস্ত্র আহরণ করিয়া গোরোচনার সহিত শত্রুর নাম উচ্চারণপূর্ব্বক কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে শত্রু স্তম্ভিত হয়।

দুই খণ্ড ইষ্টক শ্মশানের অঙ্গারসংপুটে স্থাপন করিয়া কোন নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে রাখিলে মেঘস্তম্ভন হইয়া থাকে।

বৃহতীর মূল ও যষ্টিমধু একত্র পেষণ করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে নিদ্রা স্তম্ভিত হয়।

পঞ্চাঙ্গুল পরিমিত ক্ষীরিবৃক্ষের (অশ্বথ বটাদি) কীলক নৌকা মধ্যে নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই নৌকা স্তম্ভিত হইয়া থাকে।

'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় ঠঃ ঠঃ ঠঃ ॥' এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপপূর্ব্বক পদ্মকাষ্ঠচূর্ণ কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতিতে নিক্ষেপ করিলে জলস্তম্ভন হয়।

'ওঁ গর্ভং স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা' অষ্টোত্তর শত জপ দ্বারা সিদ্ধ হইয়া ঋতুস্নানের পর এরণ্ডবীজ ভক্ষণ করিয়া ধুস্তূর মূল কটিতে বন্ধন করিলে গর্ভস্তম্ভন হয়।

মতান্তরে স্তম্ভন, মোহন ও বশীকরণাদির বিষয় লিখিত আছে। উহাতে দ্রব্যাদির প্রক্রিয়া বিভিন্ন থাকায় অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তৎসমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

ভূমিকুষ্মাণ্ড ও বটের মূল জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া বিভূতির সহিত কপালে তিলক করিবে। উক্ত রূপ ব্যক্তিকে দর্শনমাত্র ত্রিলোক বশ্য হয়।

পুষ্যানক্ষত্রে পুনর্নবার মূল ও রুদ্রদন্তীর মূল উত্তোলন করিয়া পরে উহার সহিত যববীজ হস্তে বন্ধন করিবে। বন্ধন কালে 'ওঁ ঐঁ পুরং ক্ষোভয় ভগবতি গম্ভীরয় ব্লুং স্বাহা।' ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে এবং এই সকল প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে উক্ত মন্ত্র বিংশতি সহস্রবার জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে কার্য্যারম্ভ করিবে। এই সাধনা দ্বারা সাধক সর্ব্বত্র পূজিত হন।

বাতোৎক্ষিপ্ত পত্র, মঞ্জিষ্ঠা, অর্জ্জুনবৃক্ষ ও তগরকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগে যাহাকে ভক্ষণ ও পান করাইবে, কিংবা যাহার অঙ্গে স্পর্শ করাইবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হইবে।

পুষ্যানক্ষত্রে কণ্টকারীর মূল উত্তোলন করিয়া কটীতে বন্ধন করিলে সেই ব্যক্তি সকলের প্রিয় পাত্র হয় এবং কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শ্মশানস্থিত মহানীল বৃক্ষের মূল উদ্ধৃত করিয়া নরতৈল দ্বারা অঞ্জন করিলে জগৎ বশীভূত করিতে পারা যায়। শ্মশানজাত মহানীল বৃক্ষের মূল ও স্বীয় শুক্র একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে বশীকরণ করিতে পারা যায় এবং উক্ত মূল হস্তে বন্ধন করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বলোকপ্রিয় হয়।

পুষ্যানক্ষত্রে ইড়ানাড়ীবহনসময়ে ব্রহ্মদণ্ডীর মূল উদ্ধৃত করিয়া ভক্ষণ করাইলে সর্ব্ব প্রাণীকে বশীভূত করিতে পারে এবং পেঁচকের হৃদয়, ঘৃতকুমারী ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সম পরিমাণে লইয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে ত্রিভুবন বশ্য করিতে পারা যায়। 'ওঁ নমো মহাযক্ষিণি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা।' মন্ত্র দশসহস্র বার জপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সমস্ত প্রক্রিয়া করিতে হয়।

মন্ত্র সকলের জপসংখ্যা পৃথক্ পৃথক্ নির্ণীত আছে। যে মন্ত্রের যেরূপ সংখ্যা উক্ত হইয়াছে, সেই মন্ত্র তৎসংখ্যায় জপ করিবে। আর যে স্থলে কোন সংখ্যা উক্ত নাই, তথায় এক অযুত অর্থাৎ দশ সহস্র জপ করা বিধি।

মৃগশিরা নক্ষত্রে রক্তকরবীর মূল উদ্ধৃত করিয়া তাহার নবাঙ্গুল পরিমিত কীলক 'ওঁ ঐঁ স্বাহা' এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার নাম উল্লেখপূর্ব্বক ভূমিতে নিখনন করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশ্য হইবে। 'ওঁ ঐঁ স্বাহা' এই মন্ত্র প্রথমে দশ সহস্র বার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে পরে এই কার্য্য সম্পাদন করিবে।

অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া তাহার তিন অঙ্গুল পরিমিত কীলক সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহ মধ্যে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বশ্য হইবে। 'ওঁ মদনকামদেবায় ফট্ স্বাহা', এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে এই কার্য্য করিবে এবং অপামার্গের মূল দ্বারা কপালে তিলক করিলে বশীকরণ হয়।

বস্ত্র মধ্যে স্বয়ম্ভূকুসুম গ্রহণ করিয়া ত্রিপথের মধ্যভাগে শনিবারে কিংবা মঙ্গলবারে দগ্ধ করিবে। তৎপরে ঐ বস্ত্রদগ্ধ ভস্ম দ্বারা 'ওঁ নমো ভৈরবীতরে আজ্ঞাকালে কমলমুখে রাজমোহনে প্রজাবশীকরণে স্ত্রীপুরুষরঞ্জনি লোকবশ্য মোহিনি মে সোঽহং ওঁ গুরুপ্রসাদেন' এই মন্ত্রে কপালে তিলক করিবে। অন্যের কথা কি ইহাতে রাজা পর্য্যন্ত বশীভূত হন। কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ঈষালাঙ্গলিয়া বৃক্ষের মূল, নরতৈল, মধু ও হরিতাল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কপালে তিলক করিলে সমস্ত লোক বশীভূত করিতে পারা যায়।

'ওঁ অশ্বকর্ণেশ্বরি ছর্ব্বলে আইকেশিক জটাকলাপে ঢক্কার ফেৎকারিণি স্বাহা' এই মন্ত্রে কামিনীবৃক্ষের মূল ও হরিতাল একত্র পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে। ঐ গুটিকা মুখ মধ্যে রাখিয়া যাহার নিকট যে যে দ্রব্য প্রার্থনা করিবে, সেই সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সেই সেই দ্রব্য প্রদান করিবে। বটপত্র ও ময়ূরশিখা তুল্য পরিমাণে লইয়া তিলক করিলে সমস্ত লোক বশীভূত হয়। কৃষ্ণাপরাজিতা ভৃঙ্গরাজের মূল, গোরোচনা, বেড়েলা ও শ্বেতাপরাজিতার মূল এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া অবিবাহিত কন্যার হস্তে লেপন করিবে। তৎপরে ঐ লিপ্তবস্তু জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া তিলক করিলে সর্ব্বলোক বশীভূত হইবে। রক্ত করবীর পুষ্প, কুড়, শ্বেত সর্ষপ, শ্বেত আকন্দের মূল, তগর, শ্বেত গুঞ্জা ও রাখাল সসার মূল এই সকল এবং পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী অথবা চতুর্দ্দশী তিথিতে একত্র পেষণ করিয়া পরে ঐ পিষ্ট দ্রব্য দ্বারা তিলক করিলে উহাতে সর্ব্বলোক বশীভূত কারতে পারা যায়।

'ওঁ নমো বরজালিনী সর্ব্বলোকবশঙ্করী স্বাহা' এই মন্ত্র অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে, পরে অপামার্গের মূল ও গোরোচনা একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত করিতে পারা যায়।

পেচকের চক্ষু আনিয়া তাহার সহিত গোরোচনা মিশ্রিত করিয়া যাহাকে জলের সহিত পান করিতে দিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে।

পেচকের দুই কর্ণ এবং চটক পক্ষীর চক্ষু, এই দুই দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ দ্বারা কপালে তিলক করিলে জগৎ বশীভূত করিতে পারা যায়। আর এই চূর্ণ কোন ব্যক্তির ভক্ষ্য দ্রব্য ও পানীয় জলের সহিত প্রদান করিলে অথবা গন্ধ দ্রব্য ও পুষ্পের সহিত আঘ্রাণ করাইলে কিংবা কোন ব্যক্তির মস্তকে অর্পণ করিলে সেই সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে। ওঁ হ্রী হুঁ হ্রীঁ ক্ষঃ হ্রেঃ ফট্ নমঃ' এই মন্ত্র সহস্র বার জপ করিয়া পেচকের মাংস, কুঙ্কুম, অগুরু, রক্ত চন্দন ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে একত্র পেষণ করিয়া ভক্ষণে কিংবা পানে প্রদান করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত হয়। ইহাতে স্ত্রী বা পুরুষ সকলেই বশীভূত হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব দিবস উপবাসী থাকিয়া রাখালশসার মূল উত্তোলন করিবে। পরে উত্তরাভিমুখী হইয়া উদূখলে ঐ মূল কুট্টিত করিবে। পরে ঐ কল্ক ও ত্রিকটু অর্থাৎ মরিচ, পিপুল, ও শুঁঠ তুল্য পরিমাণে লইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণপূর্ব্বক ছায়াতে শুষ্ক করিয়া বটী করিবে। তৎপরে ঐ বটিকা ও রক্তচন্দন একত্র ঘর্ষণ করিয়া স্বীয় অঙ্গুলীতে লেপনপূর্ব্বক যাহাকে স্পর্শ করিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে। পূর্ব্বোক্ত বটী, দেবদারু, ও শ্বেতচন্দন তুল্য পরিমাণে লইয়া একত্র জলে ঘর্ষণ করিয়া যাহাকে অঙ্গে লেপনার্থ প্রদান করা যায়, সেই বশীভূত হইয়া থাকে। 'ওঁ নমঃ শচী ইন্দ্রাণী সর্ব্ববশঙ্করী সর্ব্বার্থসাধিনী স্বাহা' এই মন্ত্র সহস্র বার জপ করিয়া পূর্ব্বকৃত বটী ও গোরোচনা এই দুই দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া জলের সহিত পেষণপূর্ব্বক কপালে তিলক করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বত্র জয় লাভ করিবে।

কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী কিংবা অষ্টমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া দেবতাকে বলি প্রদানপূর্ব্বক বেড়েলার মূল উত্তোলন করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ যাহাকে তাম্বূলের সহিত ভক্ষণ করিতে দিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে। গোরোচনা ও বেড়েলা একত্র পেষণপূর্ব্বক তিলক করিলে এবং মনঃশিলা ও বেড়েলার মূল একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে সমস্ত লোক বশীভূত হইতে পারে। বেড়েলার মূল সপ্তাহ কাল তাম্বূলসহযোগে প্রয়োগ করিলে রাজাও বশীভূত হন। 'ওঁ নমো ভগবতি মাতঙ্গেশ্বরি সর্ব্বমুখরঞ্জনি সর্ব্বেষাং মহামায়ে মাতঙ্গি কুমারিকে লেপে লঘু লঘু বশং কুরু স্বাহা।' এই মন্ত্র জপ করিয়া নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করিতে হয়। বেড়েলার মূল চূর্ণ মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব্ব লোক বশ্য হয় এবং ঐ মূল মুখে নিক্ষেপ করিয়া অথবা কটিতে বন্ধন করিয়া যে নারীকে কামনা করে, সেই নারীই তাহার বশীভূতা হইয়া থাকে।

শ্মশানের অঙ্গার ও শৃগালের রক্ত একত্র করিয়া যাহার মস্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। ময়ূরের পিত্ত, গোরম্ভা, জাতিপুষ্প ও গোরোচনা একত্র কুমারী দ্বারা পেষণ করাইয়া স্পর্শ বা পান করিলে ত্রিজগৎ বশ করিতে পারা যায়। চন্দ্রগ্রহণকালে শ্বেত অপরাজিতার মূল আহরণ করিয়া তাহার অঞ্জন করিলে অথবা তিলকধারণ করিলে সর্ব্বলোক বশ্য হয়। কাঁটানটিয়ার মূল মুখে রাখিলে অপরে বশ্য হয় এবং প্রতিবাদী মূক হয় অথবা দিগন্তরে পলায়ন করে। কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে শ্বেত গুঞ্জার মূল উদ্ধৃত করিয়া তাম্বূলের সহিত যাহাকে ভক্ষণ করাইবে, সেই ব্যক্তিই বশীভূত হইবে। মনঃশিলা, গোরোচনা ও শ্বেত অপরাজিতার মূল একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক ধারণ করিলে যাহার সহিত আলাপ করা যায়, সেই ব্যক্তিই বশ হয়।

স্বর্ণবেষ্টিত শ্বেত অপরাজিতামূল মুদ্রামধ্যগত করিয়া যে ব্যক্তি ধারণ করে, তাহার বাক্যে সকলেই বশীভূত হয়। 'ওঁ বজ্রকিরণে শিবে রক্ষ রক্ষ ভগবতি মমাদি অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা।' সহস্র জপে সিদ্ধ হইয়া শ্বেতাপরাজিতামূল চর্ব্বণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা তিলক করিবে। নর কিংবা নারী উক্ত তিলকধারী ব্যক্তিকে দেখিবা মাত্র বশীভূত হইয়া থাকে।

পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে সাধক উপবাসী থাকিয়া পুষ্প, ধূপ, বলি ও ঘৃতপ্রদীপ প্রদানপূর্ব্বক 'ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতপর্ব্বতবাসিনি অপ্রতিহতে মম কার্য্যং কুরু কুরু ঠঃ ঠঃ স্বাহা।' এই মন্ত্র অষ্টাধিক সহস্রবার জপ করিবে, তৎপরে শ্বেতগুঞ্জাফল ও সেই স্থানের মৃত্তিকা আহরণ করিয়া ঐ ফল ঘৃত দ্বারা লেপন করিবে। পরে বীজ ও মৃত্তিকা উত্তম একটী নূতন পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী কিংবা অষ্টমী তিথিতে মৃত্তিকামধ্যে পুতিয়া রাখিবে। অনন্তর যতকাল ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিয়া ফল না উৎপন্ন হয়, ততকাল "ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতবাসিনি শ্বেতপর্ব্বতনিবাসিনি সর্ব্বকার্য্যাণি কুরু কুরু অপ্রতিহতে নমো নমঃ স্বাহা' এই

মন্ত্রে জলসেক করিবে। ঐ বৃক্ষের ফল হইলে পুনরায় শুচিপূর্ব্বক উপবাসী হইয়া ধূপাদি উপহার প্রদানপূর্ব্বক "ওঁ শ্বেত হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ পদ্মমুখে শিরসে স্বাহা ওঁ নমঃ সর্ব্বজ্ঞানময়ে শিখায়ৈ বষট্। ওঁ নমঃ সর্ব্বশক্তিময়ৈ কবচায় হুঁ। ওঁ নমঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ পরমন্ত্রভেদনে অস্ত্রায় ফট্। সর্ব্বাণ্যঙ্গানি ওঁ নমোঽনন্তাদিনি ইত্যাদি মন্ত্রে ন্যাস করিয়া ওঁ নমো ভগবতি হ্রীঁ শ্বেতবাসে নমো নমঃ স্বাহা।" মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ঐ শ্বেত গুঞ্জার মূল উৎপাটন করিবে। পরে বশীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে 'ওঁ নমো ভগবতি, ইত্যাদি মন্ত্র দশ সহস্র বার জপ এবং ঘৃতমিশ্রিত তিল ও শ্বেত দূর্ব্বা দ্বারা সহস্র হোম করিতে হইবে। উক্ত শ্বেত গুঞ্জার মূল ও শ্বেতচন্দন একত্র পেষণ করিয়া অথবা মধুর সহিত ঘসিয়া অঙ্গে লেপন করিলে সকলে বশীভূত হয়।

মনঃশিলা, পূর্ব্বোক্তরূপে শ্বেত গুঞ্জার মূল ও শ্বেতচন্দন একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক ধারণ করিলে সকলে বশীভূত হয়। পূর্ব্বরূপে শ্বেতগুঞ্জার মূল, শ্বেতসর্ষপ ও প্রিয়ঙ্গু সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া, সেই চূর্ণ 'ওম্ নমঃ শ্বেতপাত্রে সর্ব্বলোকবশঙ্করি দুষ্টান্ বশং কুরু কুরু মে বশমানয় স্বাহা।' এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপে সিদ্ধ হইয়া যাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিবে, সেই বশীভূত হইবে।

বাসকের মূল, প্রিয়ঙ্গু, কুড়, এলাচি, নাগকেশর ও শ্বেতসর্ষপ একত্র করিয়া যাহার অঙ্গে ধূপ প্রদান করিবে, সেই বশীভূত হইবে। 'ওঁ কামিনি মাধবি মাধবি নমঃ।' এই মন্ত্রে ধূপ শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে। উক্ত মন্ত্রে শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া একটী পুষ্প যাহার হস্তে দেওয়া যায়,সেই ব্যক্তি বশ্য হইয়া থাকে। কিম্বা উক্ত মন্ত্রে অন্ন অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার নামোল্লেখপূর্ব্বক প্রতিদিন ৭ গ্রাস করিয়া সপ্তাহ কাল ভোজন করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশীভূত হয়। "ওঁ কটং কটে ঘোর রূপিণি ঠঃ ঠঃ' এই মন্ত্র উক্ত প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে সহস্রবার জপ করিয়া কার্য্য করিলে কার্য্য সিদ্ধি হয়।

'ও ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ।' এই মন্ত্র অযুতবার জপান্তে সেই মন্ত্র দ্বারা পুনরায় এক খণ্ড প্রস্তর সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া গ্রাম কিংবা পুরীমধ্যে নিক্ষেপ অথবা সেই গ্রামস্থিত কোন বৃক্ষে উক্ত প্রস্তর খণ্ড দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিলে সেই গ্রামে যে কোন সুখভোগ ইচ্ছা করে, তাহাই প্রাপ্ত হয়।

'ওঁ জনকে স্বাহা'। সাধক এই মন্ত্র দ্বিলক্ষবার জপ করিয়া ঘৃতাক্ত গুগ্‌গুল্ দ্বারা বিংশ সহস্র হোম করিলে দেবী সৌভাগ্য প্রদান করেন এবং সাধক যাহা স্পর্শ করিবেন,তাহা তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইবে।

'ওঁ মহাযক্ষসেনাধিপতয়ে মালিভদ্রায় অপ্রার্থিতমন্নং দেহি স্বাহা।' এই যক্ষমন্ত্রে ক্ষীরিবৃক্ষকে (যে গাছে আঁটা থাকে) সাতবার তাড়ন ও উক্ত মন্ত্রে একবিংশতিবার অভিমন্ত্রিত এবং সেই বৃক্ষের একখানি কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ করে ধারণ করিলে অপ্রার্থিত অন্নও লাভ হয়।

'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় সিদ্ধরূপিণে শিখিবদ্ধ সর্ব্বেষাং শিবমস্তু শিবমস্তু হন হন রক্ষ রক্ষ সর্ব্বভূতেভ্যশ্চ নমঃ।' এই মন্ত্র অযুতবার জপ করিয়া এবং উক্ত মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত একটী করবীপুষ্প যাহাকে দেওয়া যায়, সে তৎক্ষণাৎ বশীভূত হয়।

'ওঁ নমো ভূতনাথায় যং ভূপাল বশং কুরু কুরু ভুবনক্ষোভক সর্ব্বলোকান্ ক্ষোভয় ক্ষোভয় স্কেং ক্লীং ব্রীং ব্লুং স্বাহা।' রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া এই মন্ত্র অযুতবার জপ করিলে সকল নরনারী ক্ষোভিত হয়।

'ওঁ ঐঁ অমুকং রঞ্জয় হ্রীং স্বাহা।' এই মন্ত্র দশ হাজারবার জপ করিয়া শর্করা, মধু ও দুগ্ধমিশ্রিত পদ্মকেশর দ্বারা এক হাজার হোম করিলে সকল লোক বাধ্য করিতে পারে এবং তাহাকে দেখিলে সকল লোকের সন্তোষ জন্মে।

'ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি বাধাদিনি রাজমেহনি প্রজামোহন স্ত্রীমোহন আন্ আন্ বেবে বায়ু বায়ু উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি সত্যবাদিনি কী শক্তি ফুরৈ।' সাধক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া উচ্ছিষ্ট মুখে এই মন্ত্র অযুতবার জপ করিয়া উক্ত মন্ত্রে কোন দ্রব্য স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়।

'ওঁ নমো ভূতনাথায় সমস্তভুবনভূতানি সাধয় হং।' এই মন্ত্র জপ করিলে মহাদেব প্রসন্ন হন এবং সাধক যাহাকে স্মরণ করিবেন, সে তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইবে।

'ওঁ ক্লীং সঃ অমুকং মে বশং কুরু কুরু স্বাহা।' এই মন্ত্র দশ হাজারবার জপ এবং কুঙ্কুম, রক্তচন্দন, গোরোচনা ও কর্পূর এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণ লইয়া গাভীদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে উক্ত মন্ত্র দ্বারা সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া ললাটে তিলক ধারণ করিবে। ইহাতে রাজা বশীভূত হন।

'ওঁ সুদর্শনায় হুঁ ফট্ স্বাহা।' এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিয়া হস্তা নক্ষত্রে চাকুলীয়ার মূল উঠাইয়া হস্তে ধারণ করিবে। ইহাতে রাজদ্বারে পুজনীয় হয় এবং বিবাদে জয় লাভ করিয়া থাকে।

মঞ্জিষ্ঠা, কুঙ্কুম, যমানী, ঘৃতকুমারী, চিতার ভস্ম ও নিজ

শরীরের রক্ত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া স্বীয় শুক্র দ্বারা ভাবনা দিয়া পুষ্যানক্ষত্রে গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা যাহাকে ভক্ষ্য দ্রব্য কিংবা পানীয় জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করান যায়, সে নিশ্চয় বশ্য হইয়া থাকে এবং উক্ত গুটিকা রাজাকে স্পর্শ করাইলে চণ্ডমন্ত্র-প্রভাবে রাজাও বশীভূত হন।

'ওঁ হ্রীঁ রক্তচামুণ্ডে কুরু কুরু অমুকং মে বশমানয় স্বাহা' এই মন্ত্রবলে চন্দ্রগ্রহণ সময়ে উত্তোলিত শ্বেতাপরাজিতার মূল স্বীয় প্রভুকে ভোজন করাইলে বশ্য হইয়া থাকেন। উত্তর-ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া কিংবা উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে প্রাতঃকালে অশ্বথ বৃক্ষের মূল তুলিয়া হস্তে ধারণ করিলে রাজদ্বারে জয় লাভ হয়। ভরণী নক্ষত্রে আমলকী বৃক্ষের মূল, বিশাখা নক্ষত্রে আম্র বৃক্ষের মূল ও পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্রে দাড়িম্বের মূল গ্রহণ করিয়া হস্তে ধারণ করিলে দেবরাজ ইন্দ্রও বশীভূত হন। অশ্লেষা নক্ষত্রে নাগকেশরের মূল তুলিয়া করে বন্ধন করিলে অথবা রক্তোৎপলের মূল আকোঁড় ফলের তৈলে ঘর্ষণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত চণ্ডমন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রণপূর্ব্বক ললাটে তিলক ধারণ করিলে রাজা বশীভূত হন। কটু তৈল দ্বারা রক্তচন্দন ও শ্বেত সর্ষপের সহস্র হোম করিলে এবং রাত্রি-কালে স্বীয় গৃহে ছাগরক্তের সহিত সর্ষপ দ্বারা সহস্র হোম করিলে রাজা বশীভূত হন। রাত্রিকালে মধুর সহিত সর্ষপ-পুষ্প দ্বারা সহস্র হোম করিলে চণ্ডমন্ত্রপ্রভাবে সসাগরাধীশ্বরও বাধ্য হন।

পরবাদিজয়।

পুষ্যানক্ষত্রে গোজিহ্বামূল ও অপামার্গের মূল উঠাইয়া মুখে কিংবা মস্তকে ধারণ করিলে বিবাদে জয় লাভ হয়। অগ্রহায়ণী পূর্ণিমায় অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া বাহুতে বা মস্তকে ধারণ করিলে বিবাদে জয়ী হইতে পারে। উক্ত মূল শিখাতে বন্ধন করিলে বন্ধনমুক্ত হইয়া থাকে। নটীয়া শাকের মূল রূপার মাদুলীতে পূরিয়া মুখমধ্যে রাখিলে বিবাদী ব্যক্তি মূক হইয়া থাকে অথবা দিগন্তর পলায়ন করে। কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শ্মশানজাত মহা নীলিবৃক্ষের মূল আনয়ন করিয়া হস্তে ধারণ করিলে বিবাদে জয়ী হয়। শ্বেতগুঞ্জা বৃক্ষের মূল মুখে রাখিলে দুষ্ট ব্যক্তির বাক্যরোধ হয়। চণ্ডমন্ত্র দ্বারাই এই সকল কার্য্য করিতে হয়। "ওঁ নমো ভস্মি জয় ধূলি ধূসরি অর রণি জয় বাগধ্যং যস্ত স্বাহা" মস্তকোপরি হস্ত-স্থাপনপূর্ব্বক তিন দিবস ত্রিসন্ধ্যা যাহার মস্তকে এই মন্ত্র জপ করা যায়, সে বিবাদে জয় লাভ করে।

দুর্দ্দান্ত দমন।

শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রে গুঞ্জামূল উঠাইয়া মস্তকে ও শয্যায় রাখিলে চোরের ভয় থাকে না। অশ্লেষা নক্ষত্রে আমলকী বৃক্ষের মূল আহরণ করিয়া হস্তে ধারণ করিলে চোর, বাঘ ও রাজার ভয় হয় না। আর্দ্রা নক্ষত্রে বাঁশের শিকড় আনিয়া কাণে বান্ধিয়া রাখিলে নিঃসন্দেহ বিবাদে রিপু জয় করিয়া থাকে। আকোঁড় ফলের তৈলের সহিত অমরাফলচূর্ণমিশ্রিত করিয়া হস্তিগাত্রে স্পর্শ করাইলে মত্তহস্তী বাধ্য হয়। হস্তা নক্ষত্রে ছুঁচো মারিয়া তাহা চূর্ণ করিবে, তৎপর উক্ত চূর্ণ দ্বারা শরীর লেপন করিলে দর্শনমাত্র অবনতমস্তকে হস্তী দূরে পলা-য়ন করে। বিল্বপুষ্প ও ছুঁচো একত্র চূর্ণ করিয়া অঙ্গবিলেপন করিলে দেখিবামাত্র হস্তী সকল দূরে পলায়ন করে। অপা-মার্গমূল বাহু ও মস্তকে ধারণ করিলে দুষ্টহস্তিভয় ও সমরাদির ভয় বিনাশ হইয়া থাকে। শ্বেতাপরাজিতার মূল হস্তে ধারণ করিলে হস্তীকে নিবারণ করা যায় এবং শ্বেত বৃহতীর মূলে ব্যাঘ্রভয় নিবারিত হয়।

'ওঁ চিত্তচিত্তলো বৃচ্ছে আবে কুরু কুরু কুরুর্জ্জি পুচ্ছ ড়োলাকে হসে চলে তরি মুহি ভাবে গৌরিকার্ত্ত মহাদেব বৃণজাল আহাবাধীং পুতাকিজে মহারা উত্তরাজে ইহ তু ভুমি ছর্দজে তারিতৈপ্যানুধরু কীজৈ বিবাহ জপে সা পুটাপৈ ভুজৈ মোবিহিস্কালং যে হনুমণ্ডকী আজা'। এই মন্ত্রে নিজ শরীর হইতে এক ফোঁটা রক্ত ব্যাঘ্রের গাত্রে নিক্ষেপ করিলে ব্যাঘ্র দূরে পলায়ন করে। কোন গ্রামে বা নগরে কিংবা বনে ব্যাঘ্র ক্ষিপ্ত হইলে এই মন্ত্র হাজার জপ করিয়া একটা শূকর রক্ষা করিবে, এই মন্ত্রপ্রভাবে ব্যাঘ্র স্বয়ং আগমনপূর্ব্বক শূকর ভক্ষণ করিয়া সেইস্থান পরিত্যাগ করে।

বশীকরণ প্রকার।

পারাবতের চক্ষু ও হৃদয় এবং নিজ দেহরক্ত, গোরোচনা ও জিহ্বার মল একত্র করিয়া অঞ্জন করিলে স্ত্রীলোক বশীভূত হয়। গোরোচনা, চিতাভস্ম, নরতৈল ও স্বীয় শুক্র একত্র পেষণ করিয়া যে রমণীকে প্রদান করা যায়, সেই বশীভূতা হইয়া থাকে। চিতাভস্ম, বসা, কুড়, তগরকাষ্ঠ ও কুঙ্কুম সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। পরে সেই চূর্ণ স্ত্রীলোকের মস্তকে বা পুরুষের পদে নিক্ষেপ করিলে সেই রমণী বা পুরুষ যাবজ্জীবন বশীকারকের দাস হইয়া থাকে। ত্রিশটী ছোলা, ষোলটী ইন্দ্রযব, গোদন্ত ও নরদন্ত তৈলের সহিত একত্র পেষণ করিয়া ললাটে তিলক করিলে রমণী মাত্রেই বশীভূতা হয়। সোহাগা, যষ্টিমধু, গোরোচনা, চিতাভস্ম ও কাকজিহ্বা সমপরিমাণে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তিলক ধারণ করিলে

এবং পুষ্যানক্ষত্রে কৃষ্ণধুস্তূরের পুষ্প ভরণী নক্ষত্রে ফল, মূলা নক্ষত্রে মূল ও বিশাখা নক্ষত্রে পত্র উত্তোলন করিয়া কুঙ্কুম, গোরোচনা ও কর্পূরের সহিত উত্তমরূপ পেষণ করিয়া তিলক ধারণ করিলে ফল দর্শে। কাকজঙ্ঘা, বচ, কুড়, বিল্বপত্র, কুঙ্কুম, ও স্বীয় রক্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া কপালে তিলক ধারণে রমণীগণ বশীভূতা হইয়া থাকে।

কাকজঙ্ঘা, বচ, কুড়, শুক্র ও শোণিত একত্র করিয়া কোন স্ত্রীলোককে ভোজন করাইলে সে এরূপ বশীভূতা হয় যে, সেই পুরুষের মৃত্যুর পর সে তাহার শ্মশানে গিয়াও রোদন করিয়া থাকে। চটক পক্ষীর মস্তক, তৎপরিমাণ শ্বেত আকন্দের মূল, মঞ্জিষ্ঠা ও খদির যাহাকে পান করান যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূতা হইয়া থাকে। সর্পের খোলস, দাড়িম্ব কাষ্ঠ ও এরণ্ড তৈল সমপরিমাণে ধূপ প্রদান করিলে রমণী বশ্যা হয়। অশ্বিনী নক্ষত্রে পলাশ বৃক্ষের মূল সংগ্রহ করিয়া হস্তে বন্ধনপূর্ব্বক নায়িকাকে বশ করিতে পারা যায়। যজ্ঞডুম্বুরের মূল মৃগশিরা নক্ষত্রে আহরণপূর্ব্বক হস্তে বন্ধন করিয়া যাহার অঙ্গে স্পর্শ করাইবে, সেই কামিনীই বশীভূতা হইবে। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে শিরীষ বৃক্ষের মূল, অশ্বিনীনক্ষত্রে পলাশমূল এবং স্বাতি নক্ষত্রে ধাতকীবৃক্ষের মূল আনয়ন করিয়া করে ধারণ করিলে স্ত্রীগণ বশ্যা হয়। রেবতী নক্ষত্রে বটের কুঁড়ি সংগ্রহ করিয়া হস্তে বন্ধন করিলে এবং মূলানক্ষত্রে বদরীমূল উত্তোলন করিয়া স্ত্রীলোককে ভোজন করাইতে পারিলে, সে রমণী অবশ্যই বশীভূতা হইবে। স্বর্ণপাত্রে কুন্দ বৃক্ষের মূল ঘর্ষণ করিয়া স্ত্রীলোকের পৃষ্ঠদেশে লাগাইয়া দিলে এবং অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অপামার্গের বীজ উত্তোলন করিয়া স্ত্রীকে ভোজন করাইলে সে বশীভূত হয়। এই দুই কার্য্য চণ্ডমন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া করিতে হইবে।

শ্বেতগুঞ্জা মূল এবং পঞ্চ মল অর্থাৎ দন্ত, জিহ্বা, কর্ণ, নাসা ও চক্ষু মল একত্র করিয়া স্ত্রীলোককে ভোজন করাইতে পারিলে সে নিশ্চয়ই বশীভূতা হইবে। 'ওঁ নমঃ ক্ষিপ্রং অমুকীং মে বশমানয় হুঁ ফট্ স্বাহা।' প্রাতঃকালে দন্ত প্রক্ষালন করিয়া অভিলষিত রমণীর নামোল্লেখপূর্ব্বক এই মন্ত্রে সপ্তগণ্ডূষ জল সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া পান করিলে সেই স্ত্রী বশ্যা হয়। নাগকেশরপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, তগরকাষ্ঠ, পদ্মকেশর, বচ ও জটামাংসী একত্র চূর্ণ করিয়া যে ব্যক্তি 'ওঁ মূলি মূলি মহামূলি রক্ষ রক্ষ সর্ব্বাসাং ক্ষেত্রয়েভ্যোঃপরেভ্যঃ স্বাহা।' মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উক্ত চূর্ণ দ্বারা স্বীয় শরীরে ধূপ লাগাইবে, সেই ব্যক্তিকে কামদেব সদৃশ জ্ঞান করিয়া রমণীগণ তাহার বশ হইয়া থাকে।

'ওঁ নমঃ সবাস্থৈ নমঃ সবাস্থৈ চ অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা।' এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত সুরার সহিত জিহ্বা, দন্ত, নাসা ও কর্ণমল ভোজন করাইলে, অথবা 'ওঁ নমো বাচাট পথ পথ হিটি দ্রাবহি স্বাহা।' এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া বেড়েলার মূল যে কোন রমণীকে দেওয়া যায়, সেই বশীভূতা হইয়া থাকে।

অপামার্গ বৃক্ষের মধ্যভাগের চতুরঙ্গুল পরিমিত কাষ্ঠ 'ওঁ দ্রাবিণী স্বাহা ওঁ হমিলে স্বাহা' মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া বেশ্যাগৃহে নিক্ষেপ করিলে, সে তাহার অধীন হইয়া থাকে। পেচকের চক্ষু ও মাংস, রক্তচন্দন, গোরোচনা, কুঙ্কুম, মৎস্যতৈল একত্র করিয়া এবং ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ প্লং প্লং ফট্ নমঃ।' এই মন্ত্রে স্বীয় শরীরে অভ্যঙ্গ করিলে স্ত্রীগণ বশীভূত হয়। একটা কৃকলাসের দক্ষিণপদ মুখে রাখিয়া রতিক্রিয়া করিলে রমণী বশ্যা হয়। উক্ত কৃকলাসের বামনেত্র মধু ও তৈল সহ চক্ষুতে অঞ্জন দিলে যে রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই বশীভূত হইয়া থাকে। 'ওঁ আনন্দ ব্রহ্ম স্বাহা ওঁ হ্রাং ক্লীং প্লাং কালি কপালি স্বাহা' মন্ত্র দ্বারা উক্ত প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

'ওঁ পূজিতায় স্বাহা।' মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া কৃকলাসের দক্ষিণ চক্ষু কাঁজি ও মধু একত্র করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে 'ওঁ নমঃ কামদেবায় সহকল সহদশ, সহযম সহালিমে বহ্নে ধুনন জনং মম দর্শনং উৎকণ্ঠিতং কুরু কুরু দক্ষ দণ্ডধর কুসুমং বাণেন হন হন স্বাহা।' এই মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা ১শত বার জপ করিবে। সপ্তাহ কাল এইরূপে করিলে, নারী তাহাকে দর্শনমাত্রেই বশীভূতা হইয়া থাকে। রাত্রিকালে কামাক্রান্তচিত্তে যাহার নামোল্লেখ করিয়া 'ওঁ সহবল্লীং বল্লীং করবল্লীং কামপিশাচ অমুকীং কামং গ্রাহয় স্বপ্নেন মম রূপেণ নখৈর্ব্বিদারয় দ্রাবয় স্বেদেন বন্ধয় শ্রী ফট্।' মন্ত্র জপ করিলে সে অবশ্যই বশ হইবে। লবণ, তিল, দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত, অথবা সর্ষপ, লবণ, দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত লইয়া সপ্তাহ কাল হোম করিলে রূপগর্ব্বিতা নারীও বশীভূতা হইয়া থাকে। মহানিম্বের পুষ্প প্রতিদিন ঘৃত দ্বারা হোম, 'ওঁ হ্রীঁ চামুণ্ডে তুরু তুরু অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা।' মন্ত্রে সপ্তাহ কাল হোম করিলে কার্য্য সিদ্ধি হয়। তিনটী গোমুণ্ড দ্বারা চুল্লী প্রস্তুত করিয়া নৃকরোটি ধান দিয়া খৈ গুলি খুলি হইতে মৃত্তিকায় পড়িবে, তাহা এবং খুলিস্থিত খৈগুলি পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে সংস্থাপন করিবে। ঐ বহিস্থ খৈচূর্ণগুলি স্ত্রীবশীকরণে এবং খুলিস্থিত চূর্ণগুলি তন্নিরাকরণে সমর্থ। মনুষ্যমস্তকের মধ্যভাগ গর্দ্দভের মস্তিষ্কে পূর্ণ

করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে সপ্তাহকাল ভাবনা দিবে। অনন্তর কার্পাস তূলার সলিতা প্রস্তুত করিয়া ঐ মজ্জাপাত্রে দিয়া প্রদীপ জ্বালিবে। শনিবারে এই প্রদীপের শিখায় নৃকপালে কজ্জলপাত করিবে। সেই কজ্জল দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে দর্শনমাত্রেই রমণী দাসীর ন্যায় বশীভূতা ও অনুগামিনী হইয়া থাকে।

মনঃশিলা, হরিতাল, স্বীয় বীর্য্য, আকোঁড় ফলের তৈল, হস্তিগণ্ডের মদ একত্র মিশ্রিত করিয়া কপালে তিলক ধারণ করিলে, সহজে রমণী বশ করা যাইতে পারে। মনঃশিলা, প্রিয়ঙ্গু, নাগকেশর ও গোরোচনা একত্র মর্দ্দন করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে কামিনী বশীভূত হয়। প্রিয়ঙ্গু, বচ, তেজপত্র, গোরোচনা, রসাঞ্জন ও রক্ত চন্দন দ্বারা প্রস্তুত অঞ্জন চক্ষে লেপন করিয়া কোন রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সেই নারী বশীভূতা হইয়া থাকে। সোমরাজী, আকন্দের মূল, অথবা চাকুলিয়ার মূল কটিতে ধারণ করিলে, স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বশীভূত হয়। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী কিংবা চতুর্দ্দশী তিথিতে উদ্ধৃত পীত ধুস্তুরার মূল, কুড় ও দেবদারু সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া স্ত্রী কিংবা পুরুষের মস্তকে নিক্ষেপ করিলে বশীকরণ হইয়া থাকে।

জলের সহিত আমলকীর মূল ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে কিংবা কপালে তিলক দিলে স্ত্রী বা পুরুষ বশীভূত হয়। রাখাল শশার মূল পুষ্যানক্ষত্রে নগ্নাবস্থায় উত্তোলিত করিয়া তাহার সহিত মরিচ, পিপ্পলী ও শুট গব্যদুগ্ধে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটিকা রক্তচন্দনের সহিত ঘষিয়া তিলক করিলে স্ত্রীগণ বশীভূত হয়। স্বাতীনক্ষত্রে বর্ব্বটার (বর্ব্বটত্রণ্রক) মূল ও অনুরাধা নক্ষত্রে বদরী মূল উদ্ধৃত করিয়া হস্তে ধারণ করিলে ফল লাভ হয়। উর্দ্ধপুষ্পী, অধঃপুষ্পী, লজ্জাবতী ও অপরাজিতার পুষ্প সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্বীয় শুক্রে ভাবনা দিয়া জিহ্বামল, নাসামল, কর্ণমল ও দন্তমলের সহিত একত্র কোন নারীকে ভক্ষ্য দ্রব্য বা পানীয় জলের সহিত ভক্ষণ করাইলে রমণী বশ্যা হয়। শ্বেত আকন্দ, লাঙ্গলিয়া, বচ, লজ্জাবতীমূল সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া কুক্কুরের দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে ধুতুরা ফলের মধ্যে রাখিয়া সেই ঔষধ কোন রমণীকে সেবন করাইলে ইচ্ছানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

সপ্তবার জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক 'ওঁ বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধর্ব্বঃ কন্যকানামধিপতিঃ স্বরূপাং সালঙ্কারাং দেহি মে নমস্তস্মৈ বিশ্বাবসবে স্বাহা।' এই মন্ত্র এক মাস পর্য্যন্ত জপ করিলে অভিলষিত কন্যা লাভ হয়।

দ্রাবণ।

'ওঁ দ্রবিকাসয় স্বাহা'

"সুসেনং লাঙ্গলীকন্দং মধুপিষ্টং বিলেপয়েৎ।
নাভৌ যোনৌ চ কন্যায়া বালা ভবতি কামিনী॥"

"অর্কমূলং সকর্পূরং হরিদ্রাকনকং মধু।
মেষীপিত্তেন লোপোঽয়ং লিঙ্গস্ত্রীদ্রাবকারকঃ॥"

কর্পূরোন্মত্তমূলস্বালক্তকং নৃকপালকে।
ঘৃষ্ট্বা সমধু লেপোঽয়ং লিঙ্গস্ত্রীদ্রাবকারকঃ॥

"শৈবালপুষ্পং কর্পূরং মুণ্ডিপুষ্পঞ্চ পেষিতং।
লিঙ্গলেপো বশং যান্তি দ্রবন্তি রতিসঙ্গমে॥"

"কপিলিঙ্গং সমানীয় কর্পূরকনকং মধু।

"গৃধ্রবিষ্ঠা নরস্যাস্থি দৃষ্ট্বা লিঙ্গং প্রলেপয়েৎ।
এষ হালাহলো যোগো দ্রাবকো বশ্যকৃৎ স্ত্রিয়ঃ॥"

"শৈবালং মালতীপুষ্পং মুণ্ডিপুষ্পং সমং মধু।
লিঙ্গলেপঃ স্ত্রিয়ো বশ্যা দ্রাবণং ভবতি ধ্রুবম্॥"

"শিলা কাশীশতারেণ কুঙ্কুমক্ষৌদ্রলেপনাৎ।
সৌভাগ্যগর্ব্বিতা বামা সঙ্গে ভবতি কিঙ্করী॥"

কর্পূরং টঙ্কনং সূতমুন্মত্তবীজপিপ্পলী।
মল্লী কাঞ্চনপত্রস্য রসং ক্ষৌদ্রঞ্চ পূরয়েৎ॥
লিঙ্গলেপে কৃতে বামা রাত্রৌ ভবতি কিঙ্করী।
পঞ্চ গন্ধং চতুঃসূতং নরটঙ্কনমানয়েৎ॥

ওঁ কং দং লং ম্রে হ্রীং রসাধিকা স্রবতু অমুকীং রতিকালে দেবদূক্ষীং স্বাহা।"

'মল্লীক্ষৌদ্রবকর্পূরমধুলেপে চ যৎ ফলম্।
পক্কবিল্বফলৈর্দ্রাবৈরর্দ্ধসূতঞ্চ টঙ্কনম্।
রক্তকুঙ্কুনিপুষ্পঞ্চ লিঙ্গলেপে চ বশ্যকৃৎ॥'

"বৃহতীফলমূলানি পিপ্পলীমরিচানি চ।
মধুরোচনয়া সার্দ্ধং লিঙ্গলেপোঽতি বশ্যকৃৎ॥"

"নরাজোলূকগৃধ্রাণাং সমমস্থীনি পেষয়েৎ।
স্বশুক্রেণ সহালেপো লিঙ্গে স্ত্রীদ্রাবকারকঃ॥"

"শ্বেতার্কচন্দনালেপো লিঙ্গে স্যাৎ পূর্ব্ববৎ ফলম্।
বিষ্ঠালেপশ্চ গুল্যা চ লিঙ্গে স্ত্রীদ্রাবকারকঃ॥"

"ক্ষৌদ্রগন্ধকলেপেন শিলাযুক্তেন তৎ ফলম্।
শশিটঙ্কনপিপ্পল্যঃ সূবরং মদনং ফলম্।
মাতুলুঙ্গফলৈঃ পিষ্টং লিঙ্গলেপঃ স্ত্রিয়ো বশঃ॥"

"শুক্লপক্ষযুতে পুষ্যে সংগ্রাহ্যং রতিসঙ্গমে।
যোনিস্থমুভয়োর্ব্বীর্য্যং যত্নতো বামপাণিনা॥"

"তেন স্পৃষ্টাঃ স্ত্রিয়ো বশ্যা বামপাণিতলে কিল।
কৃষ্ণপক্ষযুতে পুষ্যে পূর্ব্ববৎ স্ত্রীবশা ভবেৎ॥"

"জম্বীরমূলমধ্যে তু সূতং বৃশ্চিককণ্টকম্।
ক্ষিপ্ত্বা রুদ্ধা স্ত্রিয়ো দত্বাদ্ ঘ্রাণমাত্রে দ্রবত্যলম্ ॥"
"আহারে বামজঙ্ঘা তু টিট্টিভস্য তু পক্ষিণঃ।
তন্মধ্যে নিক্ষিপেদ্ভূর্জ্জপত্রং ক্লৃংকারলেখিতম্ ॥"
"রক্তাশ্বমারপুষ্পে বা মুখং তস্য নিরোধয়েৎ।
কর্ণোপরি স্থিতং তঞ্চ দৃষ্ট্বা স্ত্রী দ্রবতি ধ্রুবম্ ॥"
"জলেন লাঙ্গলীকন্দং ঘৃষ্ট্বা হস্তং প্রলেপয়েৎ।
হস্তে স্ত্রিয়ঃ করস্পৃষ্টে দ্রবত্যগ্নৌ ঘৃতং যথা ॥"
"সর্ব্বেষাং দ্রাবযোগানাং মন্ত্ররাজং শিবোদিতম্।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা তত্তদ্যোগস্য সিদ্ধয়ে ॥"

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় দ্রাবয় দ্রাবয় স্ত্রীণাং মদং পাতয় পাতয় স্বাহা।' এতদ্ভিন্ন বশীকরণ ও দ্রাবণ বিষয়ে আরও অনেক যোগ কথিত হইয়াছে। অশ্লীলতা নিবন্ধন তাহা উদ্ধৃত হইল না এবং উদ্ধৃতাংশেরও অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

স্তম্ভন প্রকার।

হরিদ্রা কিংবা হরিতাল দ্বারা ভূর্জ্জপত্রের উপর অভি-লষিত ব্যক্তির মূর্ত্তিরূপ চন্দ্র লিখিয়া তাহা হরিদ্বর্ণ সূত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক কোন শিলাতে বন্ধন করিয়া রাখিলে, সেই গতিস্তম্ভন হয়। চর্ম্মকার ও রজকের কুণ্ড হইতে ময়লা উঠাইয়া চণ্ডালপত্নীর ঋতুবাস দ্বারা পুটুলী বদ্ধ করিবে, ঐ পুটুলী যাহার অগ্রে নিক্ষেপ করিবে, তাহার আর উত্থান-শক্তি থাকিবে না।

যে স্থানে গো, মহিষ, মেষ, ঘোটক ও হস্তী বাস করে, সেই স্থানের চারিদিকে, উষ্ট্রের হাড় মাটিতে পুতিয়া রাখিলে উক্ত গো-মহিষাদির গতি স্তম্ভন হয়।

নৃকরোটিতে পীত মৃত্তিকা রাখিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শ্বেতগুঞ্জাবীজ বপন করিয়া তিন দিবস সেই স্থানে জাগ্রত থাকিবে এবং প্রত্যহ জল সিঞ্চন করিবে। তৎপরে 'ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ বজ্রায় নমঃ। ওঁ বজ্রকিরণে শিবে রক্ষ রক্ষ ভবেদ্গাধি অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা।' এই মন্ত্রে পূজা ও জপ করিয়া এই বীজোৎপন্ন বৃক্ষ হইতে শাখা ও লতা গ্রহণপূর্ব্বক শুভ নক্ষত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার আসন-তলে নিক্ষেপ করিবে, সেই ব্যক্তি স্তম্ভিত হইবে। হরিদ্রা-রস দ্বারা তাল পত্রে পদ্ম এবং 'ওঁ মহচথ দশায়ি অমুকস্য মুখং স্তম্ভয় স্বাহা।' এই মন্ত্র লিখিয়া চত্বরমধ্যে প্রোথিত করিলে স্তম্ভন হয়। ভূর্জ্জপত্রে কুঙ্কুম দ্বারা শত্রুর নামের সহিত একটী পদ্ম অঙ্কিত করিয়া নীল সূত্র দ্বারা সেই ভূর্জ্জপত্র বেষ্টন করিয়া রাখিলে শত্রু স্তম্ভন হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ায় 'ওঁ সহধনেশায় স্বাহা।' মন্ত্রে মরার খুলিতে অভিলষিত ব্যক্তির নাম লিখিয়া 'ওঁ সহশ্বেতায় অমুকস্য বাক্ স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা।' মন্ত্রোচ্চরণপূর্ব্বক নীল সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া উহা শ্মশানস্থানে পুতিয়া রাখিলে শত্রুর বাক্য স্তম্ভন হয়। ভৃঙ্গরাজ, অপামার্গ, সর্ষপ, বেড়েলা, বচ ও কণ্টিকারীর রস নিষ্কাশনপূর্ব্বক লৌহপাত্রে রাখিয়া দুইদিন পরে উহার তিলক ধারণ করিলে শত্রুর বুদ্ধি স্তম্ভন হয়। নদীতে প্রবিষ্ট হইয়া 'ওঁ নমো ভগবতে বিশ্বামিত্রায় নমঃ সর্ব্বমুখিভ্যাং বিশ্বামিত্রায় বিশ্বামিত্রোদ্দাপয়তি শক্ত্যা আগচ্ছতু।' মন্ত্রে যাহার নামে শতবার তর্পণ করা যায়, সেই ব্যক্তির মুখ স্তম্ভন হইয়া থাকে।

'ওঁ নমো ব্রহ্মবেশরি রক্ষ রক্ষ ঠঃ ঠঃ' এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সাতখানি পাথর লইয়া তাহার তিনখানি কোমড়ে বান্ধিয়া অপর চারিখানি দুই হাতের মুঠিতে ধরিলে চোরের গতি স্তম্ভন হয়।

আকোঁড় ফল, বেড়েলা, কণ্টকারী, সর্পাক্ষী, অপামার্গের মূল, কৃষ্ণাপরাজিতা, শিবজটা, নীলা, পাঠা ও শ্বেতাপরাজিতা প্রভৃতি দ্রব্যের মূল রবিবার পুষ্যা নক্ষত্রে উত্তোলিত করিয়া মুখে বা মস্তকে ধারণ করিলে বিপক্ষের অস্ত্র স্তম্ভিত হয় এবং ইহা দ্বারা অগ্নি, মূষিক ব্যাঘ্র, রাজা, চোর ও শত্রুভয় নিবারিত হইয়া থাকে। শ্বেতগুঞ্জার মূল উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে উত্তর-মুখী হইয়া উত্তোলনপূর্ব্বক মুখে ধারণ করিলে শত্রুপক্ষের বাণ স্তম্ভন হয়। শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে অপামার্গের মূল, ঘৃতকুমারীর মূল ও বেড়েলার মূল সংগ্রহ করিয়া একত্র পেষণ পূর্ব্বক বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটিকা মস্তকে বা বাহুতে ধারণ করিলে শত্রুভয় নিবারণ হইয়া থাকে। গোজিহ্বা, হঠলী, দ্রাক্ষা, বট, শ্বেতাপরাজিতা, কৃষ্ণাপরাজিতা, হস্তি-কর্ণী ও শ্বেতকণ্টকারী, এই সকল দ্রব্যের মূল রবিবার পুষ্যা নক্ষত্রে আহরণপূর্ব্বক কদলীবৃক্ষের সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া হস্ত-কঙ্কণবৎ ধারণ করিলে এবং আকনাদি, রুদ্রজটা, শ্বেতা, শরপুঙ্খা ও শ্বেতগুঞ্জনামক দ্রব্যসমূহের মূল রবিবার পুষ্যা নক্ষত্রে সংগ্রহ করিয়া মুখে ধারণ করিলে রণক্ষেত্রে শত্রুবর্গকে স্তম্ভিত করিতে পারা যায়। গান্তারিমূল, অথবা দন্তিমূল রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে উত্তোলন করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক তিন দিন পান করিলে শত্রুভয় নিবারিত হইয়া থাকে।

কেতকীবৃক্ষের মূল মস্তকে ও নেত্রে, তালমূলীমুখে এবং খর্জ্জুর বৃক্ষের মূল চরণে ও হৃদয়ে ধারণ করিলে শত্রুবর্গের খড়্গ স্তম্ভিত হয়। উক্ত মূলত্রয় চূর্ণ করিয়া ঘৃত সহযোগে পান করিলে যাবজ্জীবন কোন অস্ত্রে বাধা জন্মাইতে পারে না।

রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে শিরীষবৃক্ষের মূল সংগ্রহ করিয়া জলের সহিত পেষণপূর্ব্বক অর্দ্ধ আহারের পর ঐ জল অর্দ্ধভাগ পান করিয়া পরে অর্দ্ধ আহারের পর পুনরায় সেই জলার্দ্ধ পান করিয়া ফেলিবে। যতদিন পর্য্যন্ত এই ঔষধ পান করিবে, ততদিন তাহার শরীর অস্ত্রবিদ্ধ হইবে না। উক্ত মূল মেষের গলে বাঁধিয়া রাখিলে তাহা খড়্গ দ্বারা ছেদন করা সুকঠিন। পুষ্যানক্ষত্রে আকন্দবৃক্ষের মূল গ্রহণ করিয়া একটী কড়ির মধ্যে পূরিবে, পরে সেই কড়িটী কোন পক্ক ফলের মধ্যে ভরিয়া মুখে রাখিলে শত্রুর শস্ত্রস্তম্ভন হয়।

সূর্য্যগ্রহণকালে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক শরপুঙ্খামূল উত্তোলন করিয়া মুখে ধারণপূর্ব্বক মৌনী হইয়া থাকিবে। ঐ ব্যক্তি কথনই শত্রুখড়্গ-বিদ্ধ হইবে না। 'ওঁ কুরু কুরু স্বাহা' মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মূল, পত্র ও শাখার সহিত অপরাজিতা লতা চূর্ণ করিয়া তৈলের সহিত পাক করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে অস্ত্রভয় থাকে না। কৃকলাসের বামপদ হরিতাল মাথাইয়া তাম্রপাত্রে মুড়িয়া রাখিবে। ঐ মাদুলী মুখে রাখিলে শত্রু-জয় করিতে পারা যায়। এই কার্য্য 'ওঁ চামুণ্ডে ভয়চারিণি স্বাহা।' মন্ত্রে করিতে হয়।

'ওঁ অহো কুম্ভকর্ণ মহারাক্ষস কেশীগর্ভসম্ভূত পরসৈন্য-ভঞ্জন মহারুদ্রো ভগবান্ আজ্ঞা অগ্নিং স্তম্ভয় ঠঃ ঠঃ।' অযুত-জপে এই মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া, হীরক, স্বর্ণ, অভ্র, রৌপ্য, পারদ ও গন্ধক সমপরিমাণে লইয়া জম্বীর রসে তিন দিবসে পুনঃ পুনঃ খলে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। পরে কোন বন্ধ্যা বা জীববৎসা রমণী দ্বারা যজ্ঞডুম্বুরের বীজ, কার্পাসবীজ ও সর্ষপ পেষণ করাইয়া তন্মধ্যে ঐ বটিকা পূরিয়া রাখিবে। তৎপরে সপ্তবার গজপুটে দগ্ধ করিয়া ঐ বটিকা মুখে লইলে শত্রুস্তম্ভন হয়। নানাবিধ রোগ ও জরা মৃত্যুতে এই বটিকা বিশেষ উপকারী।

"ওঁ তপ্তা তপ্তা অঙ্গারি মে ভয়মথ বন্ধকুমারী মূহ সিদ্ধি শালায়াসলং সদৃশৌ গৌরী মহাদেবকী আজ্ঞা ওঁ নমোযকয় তুজ লুলী রুতিকামী কুজলে বলে প্রজ্বলে প্রমাসুচণ্ডে শ্রীমহা-দেবকী আজ্ঞা পাবে পায়ুশলে। ওঁ অগ্নীধতীকাধরৈ ধয়োসৈ গল হজুবাজু মায়াপেত্তকী যে সাস্থিযো হনুমন্তজলে য প্রজ্বলে জুদজে জুড়মে বেষ্ট ঈশ্বর মহাদেবকী পূজা বাবেপাল পুশালাহ অগ্নি জ্বলন্তী মৈধরী জলট্টনী দিত্যোহ মূহ মৈবৈশ্বানরুধা মবিয়ো দেয়ে নারায়ণা শাষু সো অগ্নি উপাইকদৌ হরিমৈ যুহুঁ জুজ্জুজায়োচ্ছন্দ দলীবট্টি বুট্টি বুজ্জীবীজলে প্রজ্বলে ইং কামিলে আজ্ঞয়া পূজা পাপুটালে শ্রীসূর্য্যকী আজ্ঞা। অহো সূর্য্য আবাদাবী দিদোমুজ্জা যাজ্জাহো কায়াম মহত্যারুদ অগ্নি-কুণ্ড ব্রহ্মাণ্ড জ্বালাং ত্রপুর আণৌ পাণি, লিয়েএলা আনিদে বৈশ্বানর নায় মে দ্বিদ্বিনী ধারা ধাকেশ পুষ্ম রোজী মহামদী। ওঁ গুরুমদিশা হুকুকক্কা মহাহুর্গং বিহস্তি।'

উক্তরূপ মহেশমন্ত্র হনুমন্মন্ত্র, নারায়ণ মন্ত্র সূর্য্যমন্ত্র ও ব্রহ্মমন্ত্র দশসহস্রবার জপ করিয়া তপ্তাঙ্গার মধ্যে প্রবেশ করিলে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে পারে না। উক্ত মন্ত্র অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া পরে শ্বেত এরণ্ডদণ্ড অভিমন্ত্রণপূর্ব্বক অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অঙ্গার করিবে। তৎপরে অগ্নিস্তম্ভন মন্ত্র জপ করিয়া নির্ভয়চিত্তে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিলে গাত্র দগ্ধ হইবে না।

ঘৃতকুমারী ও ওল একত্র পেষণপূর্ব্বক হস্তে লেপন করিলে তপ্ত অঙ্গার বা লৌহ দ্বারা হস্ত দগ্ধ হয় না। আকনাদির মূল ঘৃতের সহিত বাটিয়া হস্তে মাখিলে পুড়িবার উপায় নাই। পেঁচক, ভেক ও মেষের বসা অথবা ভেকের বসা ও নিম্বের ছাল একত্র পেষণপূর্ব্বক গাত্রে মর্দ্দন করিতে পারিলে অগ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ হয় না। উক্ত যোগদ্বয়ের 'ওঁ নমো ভগবতি চন্দ্রকান্তে শুভে ব্যাঘ্রচর্ম্মনিবাসিনি চলমাণি স্বাহা।' এই মন্ত্র অভিহিত হইয়াছে। ব্যাঙের চর্ব্বির সহিত নিমগাছের ছাল বাটিয়া শরীরে মাখাইলে সে নিশ্চিতই অগ্নি স্তম্ভন করিতে পারে। স্ত্রীপুষ্প, গর্দ্দভমূত্র ও বকের চর্ব্বি একত্রে পাক করিয়া গাত্র লেপন করিলে তপ্ত লৌহসংযোগেও তাহার গাত্র দগ্ধ হয় না। বজ্রপাতে যে কাষ্ঠ দগ্ধ হয় এবং বিড়ালের হাড় উভয় একত্র জ্বালিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলে শরীর দগ্ধ হয় না। জলৌকা, আকনাদি মূল ও শৈবাল-কুসুম এই তিন দ্রব্য ভেকের চর্ব্বির সহিত পেষণপূর্ব্বক শরীরে লেপন করিলে সে অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। 'ওঁ অগ্নি-বলবন্তী মৈধরী মলীয়ৈ হনুমৈবেশ্বন বথমিজৌ গৌরী মহেশ্বর সাধু।' মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ঘৃতকুমারী ও তৈল একত্রে পেষণ করিয়া হস্তে বিলেপন করিলে প্রতপ্ত লৌহস্পর্শেও হস্ত দগ্ধ হয় না। 'ওঁ নমো ভগবতি চন্দ্রকান্তে শত ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিনদ্ধবসনে চমালয় স্বাহা।' মন্ত্রে মণ্ডূকপিত্ত মেষ-বসা ও জলৌকা এই সকল দ্রব্য একত্রে পেষণপূর্ব্বক গাত্র বিলেপন করিলে অগ্নি স্তম্ভন হয়।

ভেকবসা-সহযোগে উদ্‌ভ্রান্তপত্র, বিল্বপত্র, এরণ্ডপত্র, ও নিম্বপত্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া পাদপ্রলেপন করিলে প্রজ্বলিত অঙ্গারের উপর ভ্রমণ করিতে পারে। 'ওঁ নমো ভগ-বতে চন্দ্ররূপায় বিকলাং দ্বিহস্তি তৎক্রমস্তম্ভন চন্দ্ররূপেণ অগ্নিপুত্র বরং কট্ট ঠঃ ঠঃ।' মন্ত্রে যববৃক্ষ মণ্ডূক বসার সহিত পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে, এই গুটিকা অগ্নিতে নিক্ষেপ-

পূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিলে শরীরে তাপ লাগে না। কৃকলাসের বামপদ ও বাম হস্ত মোম দ্বারা বেষ্টন এবং কৃকলাসের বাম হস্ত পারদের সহিত মর্দ্দন করিয়া পাণপত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক মুখে স্থাপন করিলে অগ্নি স্তম্ভন করিতে পারা যায়। উক্ত দুইটী কার্য্য 'ওঁ অমৃতায় ঈড় পিঙ্গলে স্বাহা' মন্ত্রে অনুষ্ঠান করিবে। ভৃঙ্গরাজ, কদলীমূল ও ভেকবসা একত্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া পাদতলে প্রলেপ দিলে, বিনা ক্লেশে অগ্নিতে ভ্রমণ করিতে পারে। 'ওঁ বজ্র কিরণে অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা।' মন্ত্রে শ্বেতগুঞ্জার রস দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ বিলেপন করিয়া জ্বলদঙ্গার মধ্যে পরিভ্রমণ করিলে শরীর দগ্ধ হয় না। 'ওঁ হিমাচলস্যোত্তরে ভাগে মারীচোনাম রাক্ষসঃ তস্য মূত্র-পুরীষাভ্যাং হুতাশং স্তম্ভয়ামি স্বাহা।' মন্ত্রে গৃহদাহ সময়ে সপ্তবার জপ করিয়া ভূমে তাড়ন করিলে তৎক্ষণাৎ অতি প্রচণ্ড অগ্নিও নির্ব্বাপিত হয়। গোরুর লোম, জলশূক ও ভেকবসা একত্রে পেষণপূর্ব্বক বস্ত্র ম্রক্ষিত করিলে অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। এরণ্ডপত্রের রস ও শিরীষ পত্রের রস সমপরিমাণে একত্র পাক করিয়া মস্তক বিলেপনপূর্ব্বক নরতৈলাক্ত এক খণ্ড কম্বল মস্তকোপরি স্থাপন করিবে। পরে উক্ত কম্বলের উপর অগ্নি রক্ষিত করিবে। ইহাতে মস্তক দগ্ধ হইবে না।

তিলতৈলাক্ত সূত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া একটী কাঁসার পাত্রে দুগ্ধ ও তণ্ডুল প্রদানপূর্ব্বক পায়স পাক করিবে। ইহাতে সূত্র দগ্ধ হইবে না। অধিকন্তু উক্ত পায়স ভক্ষণ করিলে কামলা রোগ প্রশমিত হয়। ভূর্জ্জপত্র অথবা কদলী-পত্রের ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে তৈল নিক্ষেপপূর্ব্বক তৈল ও গোময় দ্বারা বহির্ভাগ লেপন করিয়া উক্ত ঠোঙ্গার মুখে একটী সচ্ছিদ্র পাত্র স্থাপন করিবে। অতঃপর চুল্লিকা-পীঠোপরি ঠোঙ্গা স্থাপন করিয়া অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক পাক করিবে। ইহাতে ঠোঙ্গা দগ্ধ হইবে না। একটী বার্ত্তকী কাঁজিসিক্ত সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলে বার্ত্তকীটাই দগ্ধ হইবে; কিন্তু সূত্র দগ্ধ হইবে না। ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা সূত্রে সাতবার ভাবনা দিয়া যোগপট্ট অর্থাৎ যোগীদের বস্ত্র প্রস্তুত করিবে। ইহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না।

শূকর দুগ্ধ দ্বারা সূত্র লেপন করিয়া যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত করিলে ইহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। 'ওঁ নমো মহামায়ে বহ্নিং রক্ষ স্বাহা।' মন্ত্রে শ্বেতগুঞ্জার মূল অভিমন্ত্রিত করিয়া অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিলে সে অগ্নিতে তণ্ডুলাদি একমাসেও সিদ্ধ হয় না। উক্ত মন্ত্রে প্রথমে মরিচ চূর্ণ ও পিপ্পলী চূর্ণ চর্ব্বণ করিয়া তৎপরে জ্বলন্ত অঙ্গার চর্ব্বণ করিলে মুখ দগ্ধ হয় না এবং তুলসীকাষ্ঠ অথবা শাল্মলী কাষ্ঠের অঙ্গার গর্দ্দভ মূত্র দ্বারা সিঞ্চনপূর্ব্বক উক্ত অঙ্গার পুনরায় প্রজ্বালন করিলে তাহাতে কোনই কার্য্য হয় না। এমন কি, ঐরূপ অঙ্গার শতভারেও একটী দ্রব্য পাক হয় না।

'ওঁ নমো ভগবতে জলং স্তম্ভয় বঃ পঃ।' মন্ত্রে পদ্মকনামক দ্রব্য আনিয়া অতি অতিসূক্ষ্মতর চূর্ণ করিয়া পুষ্করিণী, কূপ ও দীর্ঘিকা জলে নিক্ষেপ করিলে জলাশয়ে জলস্তম্ভন হয়। সর্ব্ব-প্রকার জলস্তম্ভন কার্য্যেই এই প্রয়োগ করিলে হয়। 'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় বলস্য দিদ্রব কলহপ্রিয়ে কলহংসা-ধ্বনি এহ্যেহি স্বাহা।' মন্ত্রে বক পুষ্পের নির্য্যাস ও মহিষীর দুগ্ধ পান করিয়া মহিষী দুগ্ধজাত নবনীত ভক্ষণ করত যে ব্যক্তি ঐরূপ ঔষধ সেবন করে, তাহার আর জল ও অগ্নিতে অবসন্ন হইতে হয় না। যে ব্যক্তি 'ওঁ অগ্নয়ে উদ স্বাহা।' মন্ত্রোচ্চরণপূর্ব্বক কৃকলাসের দক্ষিণ হস্ত ত্রিলোহ বেষ্টন করিয়া মুখে ধারণ করে, তাহাকে সমুদ্র জলমগ্ন হইতে হয় না। পুষ্যা নক্ষত্রে শ্বেতগুঞ্জার মূল কুসুম্ভপুষ্পরস সহযোগে পেষণ করিয়া এক খণ্ড বস্ত্র রঞ্জিত করিবে। পরে ঐ বস্ত্র দ্বারা গাত্র বেষ্টন করিয়া অতল জল মধ্যে যতকাল ইচ্ছা থাকিতে পারে। ইহাতে জলমগ্ন হয় না। পূর্ব্বোক্ত গুঞ্জা-মন্ত্রে গুঞ্জামূল উত্তোলন করিতে হয়। অলাবুচূর্ণ ও পক্ক ঘোষাফল একত্রে পেষণপূর্ব্বক একখণ্ড চর্ম্ম এক অঙ্গুলি মোটা করিয়া বিলেপনপূর্ব্বক ঐ চর্ম্ম শুষ্ক করিবে। পরে ঐ চর্ম্ম নদী ও হ্রদাদির উপর নিক্ষেপ করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলে জলমগ্ন হয় না। ঘোষা ফল ও অলাবু একত্রে পেষণপূর্ব্বক পাদুকা নির্ম্মাণ করিয়া গোসাপের চর্ম্ম দ্বারা বেষ্টন করিবে। এই পাদুকা আরোহণে জলের উপর বিচরণ করিতে পারে।

ঘোষাফলচূর্ণ রাত্রিতে পুষ্করিণী, কূপ ও দীর্ঘিকা প্রভৃতি জলাশয়ে নিক্ষেপ করিলে জল স্তম্ভিত হয়। উক্ত জলে লবণ নিক্ষেপ করিলে জলস্তম্ভন নিবারিত হয়। 'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় বঃ বঃ বঃ বঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ।' মন্ত্রে মৃৎকুম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া ঘোষা ফলের চূর্ণ দ্বারা অঙ্গুলি পরিমাণ স্থূল করিয়া লেপন করিবে। পরে ঐ প্রলেপ শুকাইয়া গেলে উহাতে জল পূর্ণ করিবে। কিছুক্ষণ পরে ঐ কুম্ভ ভগ্ন হইলে কুম্ভমধ্যগত জল পূর্ব্ববৎ থাকিবে, বিচলিত হইবে না।

মকর, শৃগাল ও বেজীর বসা এবং জল সর্পের মস্তক হরিণ তৈলের সহিত পাক করিয়া নাসিকা ও কর্ণে প্রলেপ দিলে বহুক্ষণ জল মধ্যে বাস করা যায়। রক্ত ধুতুরার মূল ও তাহার ফল, গুঞ্জা মূল, মাকড়সা টিকটিকী ও ছুঁচো একত্র পেষণপূর্ব্বক অঙ্গে লেপন করিয়া তদ্দ্বারা একটি রক্ত-

ধুতূরার ফল ছেদন করিলে শত্রুসৈন্ত মরিয়া যায়। হলাহল বিষ, স্থাবর বিষ, বৃশ্চিক, টিকৃটিকী, ছুচো, কৃষ্ণসর্প, গৃহগোধার মস্তক, ষড়্‌বিন্দু কীট, করবীফল, মদনফল, একত্র চূর্ণ করিয়া উষ্ট্রদুগ্ধের সহিত পেষণ করিলে রাজশত্রু বিনাশ হয়। কৃষ্ণসর্পের মাথা ৮টী ও তৎপরিমাণ চিতার মূল, এতদুভয়ের সমান হলাহল বিষ, হরিতাল ৪ পল, পদ্মকাষ্ঠ ৩ পল, পলাশ ফল ১৬ পল, লাঙ্গলিয়া ৩ পল ও নাগকেশর ৩ পল একত্র চূর্ণ করিয়া গর্দ্দভের বসার সহিত পেষণপূর্ব্বক অস্ত্রে মাখাইয়া বিপক্ষকে স্পর্শ করাইলে তাহার নাশ হইয়া থাকে। উক্ত দ্রব্যসমূহের চূর্ণ জলাশয়াদিতে নিক্ষেপ করিলে তাহার জল এরূপ দূষিত হয় যে, উহার জলপান করিলে সেই ব্যক্তির নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিবে।

মোহন।

কৃষ্ণসর্পের ও মহিষের রক্তে চূর্ণ ভাবনা দিয়া তাহাতে আমূল কৃষ্ণধুতূরা বৃক্ষ মিশ্রিত করিয়া ধূপ দিলে মনুষ্যকে মোহিত করিতে পারা যায়। গুড়, করঞ্জবীজ ও ঘুণের গুড়া একত্র বাটিয়া পান করাইলে অথবা ধূপ দিলে মোহন হয়। হস্তিনী ও মহিষীর পাদক্ষুরের মল গ্রহণ করিয়া অপামার্গের ফলসংযোগপূর্ব্বক ধূম লাগাইলে এবং বিষ, ধুতূরার ফল, মূল, পত্র, পুষ্প, ছাল এবং মহিষীর রক্ত, পিপ্পলী ও গুগ্‌গুলু একত্র করিয়া রাত্রিকালে ধূপ দিলে মনুষ্য মোহিত হয়। কুক্কুটের ডিম্ব ও মস্তক, প্রিয়ঙ্গু, হরিতাল, বচ, ধুতূরা ও চিতাকাষ্ঠ দ্বারা ধূপ প্রস্তুত করিয়া কোন ব্যক্তির গায় দিলে, সে মোহিত হইয়া যায়। প্রিয়ঙ্গু, বিষ, ধুতূরার মূল ও ময়ূরের বিষ্ঠা সমভাগে লইয়া অথবা গোরক্ষকর্কটী, চিতা, মনঃশিলা, চূণ, লাঙ্গলিয়া ও অপামার্গের জটা সমপরিমাণে লইয়া ধূপ প্রস্তুত করিলে মনুষ্যমাত্রকে মোহিত করিতে পারা যায়। ছুছুন্দরী, সর্পমুণ্ড, বৃশ্চিকের কণ্টক ও হরিতাল একত্র করিয়া ধূপ দিলে মনুষ্যমাত্রের মোহাবেশ হইয়া থাকে।

ঘুণের গুড়া, বিষ, তেলাকুচা, মোহিনী (ত্রিপুরমালী পুষ্প) আকোঁড় ফল, পিপ্পলী, গোরক্ষকর্কটী, ধুতূরার বীজ, সর্ষপ, মদনফল ও রক্তকরবী সমভাগে চূর্ণ করিবে। পরে আকন্দ ফলের তুলা দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ চূর্ণ মিশাইয়া কুসুম্ভসূত্র দ্বারা মায়াবীজে বন্ধন করিয়া রাখিবে। পরে ধুস্তূরপত্ররসে সাতবার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। অনন্তর জলসর্পের বসা দ্বারা ঐ বর্ত্তি লেপন করিয়া প্রদীপ জালিবে। যে ব্যক্তি দূর হইতে সেই প্রদীপালোক দেখিবে, সেই মোহিত হইয়া যাইবে।

দুগ্ধ, শর্করা ও আকোঁড় ফল একত্র পান করাইলে মোহিত ব্যক্তি স্বাস্থ্য লাভ করে। শলুকা, ঘৃত, দুগ্ধ ও শ্বেতআকন্দের মূল একত্র পান করিলে এবং গব্যঘৃত ও ধূপ একত্র করিয়া তাহার ধূম আঘ্রাণ করিলে মোহিত ব্যক্তি চৈতন্য লাভ করে।

উচ্চাটন।

একটী শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ব্রহ্মদণ্ডী ও চিতাভস্ম প্রলেপ দিবে এবং তাহার সহিত শ্বেত সর্ষপ সংযুক্ত করিয়া শনিবার-রাত্রে যাহার গৃহে নিক্ষেপ করিবে, সেই ব্যক্তি উচ্চাটিত হইবে। শ্বেত সর্ষপ ও বিল্বপত্র একত্র করিয়া যাহার গৃহমধ্যস্থ মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া রাখিবে, তাহার উচ্চাটন হইবে, উহা তুলিয়া ফেলিলেই সেই ব্যক্তি নিষ্কৃতি লাভ করে। রবিবার রাত্রিকালে গৃহ মধ্যে কাকপক্ষ পুতিলে, পেচকের বিষ্ঠা ও শ্বেতসর্ষপ চূর্ণ একত্র অঙ্গে নিক্ষেপ করিলে, মঙ্গলবার রাত্রিযোগে গৃহাভ্যন্তরে পেচকের পক্ষ পুতিলে উচ্চাটন হয়। 'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় দংষ্ট্রাকরালায় অমুকং সপুত্রবান্ধবৈঃ সহ হন হন দহ দহ পচ পচ শীঘ্রং উচ্চাটয় উচ্চাটয় হুঁ ফট্ স্বাহা ঠং ঠঃ।' অষ্টোত্তরশতবার জপে এই মন্ত্র সিদ্ধ হইলে উচ্চাটন কার্য্য করিবে।

উক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কাক ও পেচকের পক্ষ লইয়া যাহার নামে ১০৮ বার হোম করা যায়, তাহার উচ্চাটন হয়। পারাবতের বসা গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রে নামোচ্চারণ করিয়া সেই ব্যক্তির গৃহে নিক্ষেপ করিলে অথবা চতুরঙ্গুল পরিমিত নরাস্থিকীলক উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া শত্রুগৃহে পুতিয়া রাখিলে উচ্চাটন হয়। মধ্যাহ্ন সময়ে যে স্থলে গর্দ্দভ ভূমিলুণ্ঠন করে, সেই স্থানের উত্তর ভাগের ধূলি উত্তরাভিমুখ হইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক বাম হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া যাহার গৃহে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তিই উচ্চাটিত হইয়া থাকে।

গৃহদ্বারে গুঞ্জামূল প্রোথিত করিলে অথবা মূলানক্ষত্রে খদিরকাষ্ঠের মূল শত্রুগৃহদ্বারে পুতিয়া রাখিলে উচ্চাটন হয়, আমলকী ফলের চূর্ণ আকোঁড় ফলের তৈলে ভাবনা দিয়া, পরে মস্তকে লেপনপূর্ব্বক স্নান ও দুগ্ধপান করিলে উচ্চাটনদোষশান্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মদণ্ডী, চিতাভস্ম, বিড়ালের হাড়, শূকরের মাংস ও কচ্ছপের মাথা একত্র সমভাগে লইয়া নৃকপালে স্থাপনপূর্ব্বক যাহার গৃহে পুতিয়া রাখা যায়, সেই ব্যক্তি স্বগণ সহিত উচ্চাটিত হইয়া থাকে। নরমাংস, শূকরমাংস, গৃধিনীর অস্থি, বিষ, গোরুর পাদ, মহিষীর পাদ ও পেচকের পক্ষ একত্র করিয়া শত্রুগৃহে প্রোথিত করিলে এবং ব্রহ্মদণ্ডী, চিতাভস্ম, চিতাবৃক্ষের মূল, রক্ত, বিষ, শূকরের রোম, তিত লাউ ও নিম্ববীজ একত্র করিয়া তদ্দ্বারা

শত্রুর নামে সপ্তাহ কাল হোম করিবে। এতদ্দারা শত্রুর উচ্চাটন সাধিত হয়। পূর্ব্বোক্ত গুঞ্জাদিযোগে 'ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় উচ্ছাদয় উচ্ছাদয় উচ্চাটয় উচ্চাটয় হন হন ঠঃ ঠঃ।" মন্ত্রে কার্য্য করিতে হইবে।

রবিবারে কাকপক্ষ গ্রহণপূর্ব্বক সর্পের খোলস দ্বারা জড়াইবে। তদুপরে কুসুম্ভ সূত্রদ্বারা পুনঃ পুনঃ বেষ্টন করিবে। অনন্তর নিম্বপত্রে শত্রুর নাম লিখিয়া তাহাও পুনরায় উহাতে জড়াইয়া রাখিবে। পরে তদুপরি যথাক্রমে চিতাভস্ম ও মৃত ব্যক্তির বস্ত্র জড়াইবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ বেষ্টিত দ্রব্য যাহার গৃহদ্বারে পুতিবে, সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হইয়া থাকে।

রবিবারে গৃধিনীর বাসা, কাকের বাসা, চিতার কাষ্ঠ ও সর্ষপ সংগ্রহ করিয়া গ্রামের বহির্ভাগে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম লইবে। সেই ভস্ম শত্রুর মস্তকে নিক্ষেপ করিলে শত্রুর উচ্চাটন হয়। অঙ্গে গোময় লেপন করিয়া স্নান করিলে উক্ত দোষ শান্তি হয়। একটী কৃকলাস মারিয়া তাহাকে স্নান ও শ্বেতবস্ত্র পরিধান করাইয়া পূজা করিবে। পরে হত্যা-জন্য রোদন করা বিধি। তৎপরে চণ্ডালগৃহের নিকটস্থ কাকের বাসা আনিয়া শ্মশানের অগ্নি দ্বারা উক্ত দুইটী দ্রব্য দহন করিবে। সেই ভস্ম বস্ত্রে বাধিয়া যাহার গৃহে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তির বন্ধুবান্ধব-সমূহ পর্য্যন্ত উচ্চাটিত হইয়া থাকে। নিম্ববৃক্ষস্থিত কাকের বাসা ব্রহ্মদণ্ডী সহ দগ্ধ করিয়া ভস্ম গ্রহণ করিবে। পরে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ও ম্লেচ্ছের চিতাভস্ম সংগ্রহপূর্ব্বক ভূমধুচ্ছিষ্ট (মম) সহযোগে উক্ত ভস্ম-চতুষ্টয়ের গুটিকা প্রস্তুত করিবে। নদীজলে কিংবা শত্রু-মস্তকে সেই গুটিকা নিক্ষেপ করিলে শত্রুর উচ্চাটন হয়। 'ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় দ্রংষ্ট্রাকরালায় কপিলরূপায় অমুকং সপুত্রপশুবান্ধবং হন হন দহ দহ মথ মথ শীঘ্রমুচ্চাটয় হুঁ ফট্ ঠঃ ঠঃ।' মন্ত্রে উক্ত যোগদ্বয় সমাধান করিবে।

মারণ।

চতুর্দ্দশী তিথিতে কাকের বাসা দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম একাঙ্গুলি দ্বারা লইয়া 'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় মারয় মারয় নমঃ স্বাহা।' মন্ত্রে শত্রুর মস্তকে নিক্ষেপ করিলে অথবা শত্রুর গৃহে নিক্ষেপ করিলে, শত্রু বা তাহার কুল নাশ হইয়া থাকে। অশ্বিনী নক্ষত্রে চতুরঙ্গুল পরিমিত অশ্বাস্থিকীলক 'ওঁ স্থুর স্থুরে স্বাহা।' মন্ত্রে শত্রুর গৃহে প্রোথিত করিলে শত্রুকুটুম্ববর্গের বিনাশ হয়। একাঙ্গুল-পরিমিত সর্পাস্থি-কীলক 'ওঁ জয় বিজয়তি স্বাহা।' মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া অশ্লেষা নক্ষত্রে শত্রুর গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিলে সমস্ত শত্রুসন্ততি বিনাশ পায়।

নেবুর বীজ, যড়্বিন্দু নামক কীট, শূকশিম্বি ফলের রোম, হিঙ্গু ও বহেড়া ফল সমভাগে চূর্ণ করিয়া শত্রুর শয্যা ও আসনাদিতে নিক্ষেপ করিবে, ইহাতে শত্রুর সর্ব্ব গাত্রে স্ফোটক জন্মিয়া দশাহের মধ্যে মৃত্যু সংঘটন করায়। তিল, কুমুদ, রক্ত চন্দন, কুড় ও কুক্কুটের পিত্ত প্রত্যেকে ৮ তোলা পরি-মাণে লইয়া পেষণপূর্ব্বক অঙ্গে লেপন করিলে পূর্ব্বোক্ত স্ফোটকাদির প্রতিকার হয়।

একটা স্বর্ণকেশ (পার্ব্বতীয় জন্তুবিশেষ) ধরিয়া তাহার মস্তক মধ্যে শত্রুর গাত্রমল নিক্ষেপপূর্ব্বক রক্তসূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। পরে ভল্লাতক ফলের সহিত উহা মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়া রাখিলে শত্রুর মরণ হয়। জলসেক দ্বারা ঐ ভল্লাতক-বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে শত্রুর জীবন রক্ষা হইতে পারে। শত্রুর স্নান ও মূত্রস্থানের মৃত্তিকা সর্পের মুখে নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহা কৃষ্ণসূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। পরে তাহা পথিমধ্যে অধোমুখে পুতিয়া রাখিলে শত্রুর মরণ অনি-বার্য্য, কিন্তু উঠাইয়া লইলে দোষ শান্তি হয়।

কর্কটের বামদিকের অধোভাগস্থ দন্ত লইয়া বাণের ফলা করিবে এবং ধনুকনির্ম্মাণপূর্ব্বক গোশিরা দ্বারা রজ্জু বাঁধিবে। অনন্তর মৃত্তিকা দ্বারা শত্রুর প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া উক্ত ধনুর্ব্বাণ লইয়া 'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় যমরূপিণে কালং সংশয়াবর্ত্তে সংহারে শত্রুং অমুকং হন হন ধুন ধুন পাচয় ঘাতয় হুঁ ফট্ ঠঃ ঠঃ ঠঃ।' মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মৃৎপ্রতিমূর্ত্তিকে বিদ্ধ করিবে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ শত্রুর মৃত্যু হইয়া থাকে।

গোসাপের পুচ্ছ, কৃকলাসের মস্তক, ইন্দ্রগোপকীট, বাঁশের শিকড়, হস্তীর মূত্র ও অস্থি এবং হলাহল বিষ সমভাগে নরমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া শত্রুর শরীরে স্পর্শ করাইলে স্ফোটক জন্মাইয়া তাহার মৃত্যু উপস্থিত করে।

মঙ্গলবার ভরণী নক্ষত্রে মৃতব্যক্তির ভস্ম লইয়া শত্রুবিষ্ঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া সরার মধ্যে সরা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। যতদিনে ঐ সরার মধ্যগত পুরীষ শুষ্ক হইবে, ততদিনের মধ্যে সেই শত্রুর মৃত্যু হইয়া থাকে। শ্বেতাপরাজিতার মূল, কুড়, লবণ, বিষ এবং শশক, শূকর, ময়ুর ও গোসাপ ইহাদের পিত্ত ও মহানিম্বের পত্র একত্র করিয়া সপ্তাহ কাল হোম করিলে মহাশত্রুকেও নিপাত করা যায়। কার্য্যকালে 'ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় মম শত্রুং গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা।' মন্ত্রে কার্য্য করিতে হইবে।

রক্তকরবীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত বাণ, কুক্কুটাস্থি-নির্ম্মিত ধনু এবং মৃতব্যক্তির কেশ দ্বারা রজ্জু প্রস্তুত করিয়া লইবে। পরে সিন্দুর দ্বারা ত্রিকোণাকার সপ্তমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া উহার

একটীতে শত্রুর নামে কুক্কুটস্থাপনা করিবে। অনন্তর ১ম হইতে ৬ষ্ঠ মণ্ডলে ধনুকের পূজা করিয়া 'ওঁ হুস্তথ গগুম কুখুগুম কুখুকমলুগু রুসমালুল গগাং অরিতানি মারমারুহীনা তু সিন্ধু বীরুচা নারসিংহবীর প্রচণ্ডকাণ্ড কাণ্ডকী শক্তি লেলেলে জিসিলাবো তিসুজগুজি সুচ্ছু প্রযাতি সুচ্ছাইৎ।' মন্ত্রে ঐ কুক্কুটকে পূর্ব্বকল্পিত ধনু দ্বারা বেধ করিবে। এরূপ করিলে দুরন্ত শত্রুও মরিয়া যায়।

বিদ্বেষণ।

কাক, পেচক, গর্দ্দভ ও ঘোটকের মস্তক কাহারও গৃহ মধ্যে পুতিয়া রাখিলে সেই গৃহে সর্ব্বদা কলহ হইয়া থাকে। ব্রহ্মদণ্ডীর মূল ও কাকপক্ষীর মস্তক সপ্তাহ কাল জাতীপুষ্প-রসে ভাবনা দিয়া তাহাদের সহিত ময়ূরপুচ্ছ ও সাপের খোলস একত্র করিয়া ধূপ দিলে বিদ্বেষ জন্মে। মূষিক, বিড়াল, ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী ইহাদের রোম লইয়া ধূপ দিলে পতি-পত্নী এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব ঘটিয়া থাকে। পেচকের জিহ্বা, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে ভাবনা দিয়া ধূপ দিলে ভ্রাতৃবিরোধ ঘটে।

সোমবারে অধঃপুষ্পী বৃক্ষ সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া আমন্ত্রণ করিয়া রাখিবে। মঙ্গলবারে ঐ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিবে। যে স্ত্রীর নাম করিয়া এই বৃক্ষ নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা যায়, সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই পতিত্যাগ করে।

মহিষী ও ছাগলের বসা এবং ঘৃত একত্র করিয়া প্রদীপ জালিবে। ঐ প্রদীপের শিখায় কজ্জলপাত করিয়া চক্ষু রঞ্জিত করিবে। পরে যে যে ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই সেই ব্যক্তির পরস্পর বিদ্বেষভাব জন্মিবে। পলাশ-বৃক্ষের শুষ্ক কাষ্ঠ ক্রকচ দ্বারা ছেদনপূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণ যে দুই ব্যক্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, তাহাদের বিরোধ উপস্থিত হইবে।

যে দুইজন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্বেষ জন্মাইতে হইবে, তাহাদের পাদধূলি, মার্জ্জারের বিষ্ঠা ও ইন্দুর বিষ্ঠা লইয়া দুইটী পুত্তলিকা করিবে। পরে ঐ পুত্তলিদ্বয়ের উপর ১ শতবার মন্ত্রপাঠ করিয়া একখণ্ড নীলবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। এরূপ করিলে ভ্রাতৃগণ ও পিতাপুত্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। সর্পদণ্ড, বেজীর লোম ও চিতাভস্ম লইয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। যাহাদের নামোচ্চারণপূর্ব্বক এই গুটিকা মন্ত্রপাঠ করিয়া উদ্যান মধ্যে পুতিয়া রাখা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। বেজীর লোম ও কৃষ্ণ-সর্পের খোলস লইয়া এবং কুকুরের লোম ও মার্জ্জারের নখ দ্বারা ধূপ দিলে বিদ্বেষ হয়। ময়ূরের বিষ্ঠা ও সর্পের দন্ত একত্র অথবা হস্তিদন্ত ও সিংহের দন্ত মাখনের সহিত পেষণ করিয়া যে যে ব্যক্তির কপালে তিলক দেওয়া যায়, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ জন্মিয়া থাকে। অশ্ব ও মহিষের লোম একত্র করিয়া ধূপ দিলে বিদ্বেষ হয়। শজারুর কাটা যাহাদের দ্বারদেশে, প্রোথিত করা যায়, তাহাদের প্রত্যহ কলহ হইয়া থাকে। 'ওঁ নমো নারায়ণায় অমুকং অমুকেন সহ বিদ্বেষং কুরু কুরু স্বাহা।' মন্ত্রে হোম ও জপসিদ্ধ করিয়া বিদ্বেষণ কার্য্য সমাধা করিতে হয়।

আকর্ষণ।

কৃষ্ণধুতুরাপত্রের রস ও গোরোচনা দ্বারা করবীমূলের লেখনীতে ভূর্জ্জপত্রে 'ওঁ নম আদিপুরুষায় অমুকং আকর্ষণং কুরু কুরু স্বাহা।' মন্ত্রসহ নাম লিখিয়া জলন্ত খদিরকাষ্ঠের অঙ্গারে তাপিত করিবে। সেই ব্যক্তি শত যোজন অন্তরে থাকিলেও আকৃষ্ট হইয়া আসিবে।

অনামিকার রক্ত দ্বারা মন্ত্র সহ যাহার নাম ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া মধু মধ্যে স্থাপন করিবে, সেই ব্যক্তি আকৃষ্ট হইবে।

নৃকরোটিতে যাহার নাম ও মন্ত্র গোরোচনা দ্বারা লিখিয়া ত্রিসন্ধ্যা খদির কাষ্ঠের অগ্নিতে তাপ দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। শেষোক্ত কার্য্যদ্বয়ে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র প্রযোজ্য। ১০৮ বার মন্ত্রজপে কার্য্য সিদ্ধি হয়।

গুরুদত্ত স্বীয় ইষ্টমন্ত্র ১০ সহস্রবার জপ করিয়া আকর্ষণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। প্রথমে আকর্ষণীয় ব্যক্তিকে চিন্তা করিয়া আত্মাতে দেবতার রূপ চিন্তা করিবে, পরে আকর্ষণীয় ব্যক্তির গলে পাশ ও মস্তকে জলিত অঙ্কুশ চিন্তাপূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যা 'ওঁ হ্রীং রক্তচামুণ্ডে তুরু তুরু অমুকীং আকর্ষয় হ্রীং স্বাহা।' মন্ত্র অযুতবার জপ করিবে। এইরূপ একবিংশতি দিবস ধ্যান ও মন্ত্র জপ করিলে ত্রিভুবন আকর্ষণ করিতে পারা যায়।

রক্তবস্ত্রে লাক্ষারস ও রক্তচন্দন দ্বারা যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া সেই যন্ত্রের উপর দেবতার পূজা করিবে। অনন্তর ঐ যন্ত্র বৃক্ষমূলে মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়া রাখিয়া প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা তণ্ডুলোদক দ্বারা সেচন করিলে তিন সপ্তাহ কাল পরে নিগড়-বদ্ধা নারীও আকৃষ্টা হইয়া থাকে।

অশ্লেষা নক্ষত্রে অর্জ্জুনবৃক্ষের মূল আহরণ করিয়া ছাগী-মূত্রে পেষণ করিবে। এই ঔষধ যাহার মস্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সেই আকৃষ্ট হয়।

জলৌকা ও কৃষ্ণসর্প মারিয়া শুষ্ক করণান্তর চূর্ণ করিবে। পরে জম্বীর কাষ্ঠের অগ্নিতে ঐ চূর্ণ দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে আকর্ষণ হইয়া থাকে। যাহাকে আকর্ষণ করিতে হইবে,

তাহার বামপাদস্থিত মৃত্তিকা ও কৃকলাসের রক্ত মিশাইয়া একটী মূর্ত্তি প্রস্তত করিবে। অনন্তর ঐ প্রতিমূর্ত্তির বক্ষঃস্থলে কৃকলাসের রক্ত দ্বারা আকর্ষণীয় ব্যক্তির নাম :লিখিবে। তদনন্তর ঐ প্রতিমূর্ত্তি মূত্রস্থানে প্রোথিত করিয়া তদুপরি প্রস্রাব করিবে। ইহাতে শতযোজন দূরস্থিতা রমণীও আকৃষ্টা হইয়া থাকে। ইহাতেও মন্ত্রসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

রতিকার্য্যে নিরত দুইটী ভ্রমর আনিয়া পৃথগ্‌ভাবে চিতিকাষ্ঠের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে সেই বিভক্ত ভস্মরাশি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পৃথক্ দুইটী পুটুলী করিবে। উহার একটী পুটুলী ছাগীর সঙ্গে শৃঙ্গে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ছাগীকে ছাড়িয়া দিবে এবং অপরটী নিজ হস্তে রাখিবে। ঐ ছাগী যাহার নিকট গমন করিবে, সেই ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়া আসিবে। যদি ইহাতেও কার্য্য সিদ্ধি না হয়, তবে পুনরায় ছাগীর শৃঙ্গে দ্বিতীয় পুটুলীটী বাঁধিয়া দিবে, অথবা ঐ পুটুলিস্থিত ভস্ম অভিলষিত কামিনীর মস্তকে ছড়াইয়া দিবে। 'ওঁ কৃষ্ণবর্ত্তায় স্বাহা।' মন্ত্র অযুতবার জপ করিবে এবং ভস্মরাশি উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন আকর্ষণ ব্যাপারে আরও অনেকানেক যোগ কথিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে এবং প্রক্রিয়ার কাঠিন্য অনুসারে তৎসমুদায় উদ্ধৃত হইল না।

নিধিদর্শন।

শিরীষ বৃক্ষের মূল, বল্কল, পত্র, ফল ও পুষ্প কটুতৈলে পাক করিয়া তাহার সহিত বিষ, ধুতুরাবীজ, করবীর মূল, বল্কল, পত্র, পুষ্প ও ফল এবং শ্বেতগুঞ্জা, উষ্ট্রের বিষ্ঠা, গন্ধক ও মনঃশিলা একত্র করিয়া যেস্থানে ধনরত্নাদি থাকে, তথায় ধূপ দিবে এবং 'ওঁ নমো বিঘ্নবিনাশায় নিধিগ্রহণং কুরু কুরু স্বাহা।' ইহাতে নিধিস্থান হইতে রাক্ষস, বেতাল, ভূত, দেব, দানব ও সর্পাদি পলায়ন করে এবং অনায়াসেই নিধি লাভ হয়।

বন্ধ্যাগর্ভধারণ।

একটী পলাশপত্র কোন গর্ভিণী রমণীর স্তন্য দুগ্ধে মাড়িয়া ঋতুস্নানের পর ৭ দিন পর্য্যন্ত সেবন করাইলে পুত্র জন্মে। এ সময়ে সেই রমণীকে দুগ্ধ, শালিধান্যের অন্ন ও মুগের ডাইল আহার করিতে দিবে। ঔষধসেবনের কালে সেই বন্ধ্যা নারী উদ্বেগ, ভয় ও শোক বর্জ্জন করিবে।

একটী রুদ্রাক্ষ ও দুই তোলা সর্পাক্ষী একবর্ণা গাভীর দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করাইলে বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়। কদম্বের পত্র ও শ্বেতবৃহতীমূল সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে অথবা গোক্ষুর বীজ নিশিন্দাপত্রের রসে পেষণ করিয়া ত্রিরাত্র কিংবা পঞ্চরাত্র পান করাইলে নিশ্চয়ই পুত্র লাভ হয়।

মৃতবৎসাপুত্রের জীবনরক্ষা।

কাকুরোল বৃক্ষের মূল কদলীর রসে পেষণ করিয়া ঋতুকালে সপ্তাহ সেবন করিলে দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ হয়। শুভ নক্ষত্রে অপামার্গের মূল ও লক্ষণামূল উত্তোলন করিয়া একবর্ণা গাভীর দুগ্ধে পেষণপূর্ব্বক পান করিলে সেই রমণীগর্ভে দীর্ঘজীবি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

অনাহার।

কৃকলাসের হৃদয় ও মজ্জা এবং করঞ্জাবীজ একত্র পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তত করিবে। এ বটিকা ত্রিলৌহ মধ্যগত করিয়া মুখে ধারণ করিলে ক্ষুৎপিপাসাদি জন্মে না। পাণবীজ ছাগীদুগ্ধে বা অপামার্গের বীজ পেষণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত পায়স পাক করিবে। সেই পায়স-ভোজনে দ্বাদশ দিবস অনাহারে থাকিতে পারে। কোকিলাক্ষার বীজ, সিদ্ধিবীজ, তুলসীবীজ ও পাণলতার মূল সমভাগে ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। ঐ বটিকা প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে না।

পদ্মবীজ, অপামার্গের বীজ, তুলসীবীজ ও আমলকীবীজ সমভাগে পেষণপূর্ব্বক বটিকা প্রস্তত করিবে। এ বটিকা ভক্ষণান্ত দুগ্ধ পান করিলে ক্ষুধা পিপাসাদি দূরীভূত হয়।

অত্যাহার।

ধাতকী পত্র ও মিছ্‌রি ১ পল পরিমাণে লইয়া ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিলে, মনুষ্য ভীমসেনের মত আহার করিতে ও কুক্কুরের দন্ত কটিদেশে ধারণ করিলে অধিক পরিমাণে আহার করিতে সমর্থ হয়। কৃকলাসের অধর শিখাস্থানে ধারণ করিলে মনুষ্য পবননন্দনের ন্যায় ভোজন করিতে পারে।

কেশরঞ্জন।

অপরাজিতা পুষ্প এরণ্ডতৈলে পাক করিয়া কেশে ম্রক্ষণ করিলে শুক্লকেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এবং লৌহচূর্ণ একত্র জলে পেষণপূর্ব্বক তত্তুল্য তৈল মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাককালে তৈলের তুল্য ভৃঙ্গরাজের রস দিয়া যতক্ষণ ঐ রস শুষ্ক হইয়া না যায়, ততক্ষণ পাক করিবে। রসভাগ শুষ্ক হইয়া তৈলমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে পাক শেষ করিয়া স্নিগ্ধপাত্রে ঢালিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিবে। একমাস গত হইলে এ তৈল মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে উঠাইয়া কদলীরস মিশ্রিত করিয়া কেশে ম্রক্ষণ করিবে। তৎপরে সপ্তাহ ত্রিফলার সহিত ও তৎপরে সপ্ত দিবস রুদ্রজটার সংযোগে ম্রক্ষণ করিলে তিন সপ্তাহ মধ্যেই কেশ ভ্রমরতুল্য কৃষ্ণবর্ণ হইবে।

কাকোলী পত্র ও মূল, পীতঝিণ্টী এবং কেতকীর মূল

ছায়াতে শুষ্ক করিয়া ভৃঙ্গরাজ ও ত্রিফলার রস মিশাইয়া তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ঐ তৈল লৌহপাত্রস্থ করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত রাখিবে। এক মাস পরে ঐ তৈল লইয়া কেশে মাখিলে কাশকুসুমসদৃশ কেশও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়।

কেশপতন।

ঘোষাফলের বীজোৎপন্ন তৈল কেশে মর্দ্দন করিলে সেই স্থানে আর কখনও কেশ উৎপন্ন হয় না। আমলকী, পলাশ-বীজ, বিড়ঙ্গ, চিতা, শতমূলী, গোক্ষুর ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য মধু, শর্করা ও ঘৃত সহযোগে রাত্রিকালে লেহন করিবে এবং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুনরায় ঐ ঔষধ ভক্ষণ করিলে বৃদ্ধ, কুণ্ঠ, জীর্ণ ও বলহান ব্যক্তি তরুণ হইয়া থাকে।

ভূতগ্রহ-নিবারণ।

রবিবারে শিরীষ বৃক্ষের পত্র ও পুষ্প সংগ্রহ করিয়া পেচকের বিষ্ঠা, উষ্ট্রের লোম, কুক্কুরের বিষ্ঠা, বিড়ালের বিষ্ঠা, গোময়, গন্ধক ও শ্বেতগুঞ্জা একত্র তৈলসহ পাক করিবে। এই তৈলের ধূপপ্রদানপূর্ব্বক 'ওঁ নমঃ শ্মশানবাসিনে ভূতাদি-পালনং কুরু কুরু স্বাহা।' মন্ত্র জপ করিবে। এই ধূপদর্শন-মাত্র ভূতাদি-দোষ বিনাশ এবং রাক্ষস, ভূত, বেতাল, পিশাচ, দেব, দানব, ডাকিনী ও প্রেতিনী সকলে পলায়ন করে।

গ্রহদোষ-পীড়া-নিবারণ।

আকন্দমূল, ধুস্তূরবীজ, অপামার্গের মূল, দূর্ব্বামূল, বটমূল, শমীমূল, আম্রপত্র ও ঔড়ুম্বর পত্র একত্র করিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত মৃৎপাত্রে স্থাপন করিবে। পরে তণ্ডুল, চণক, মুগ, গোধূম, তিল, গোমূত্র, শ্বেতসর্ষপ, কুশ ও চন্দন মিশ্রিত করিয়া শনিবার সন্ধ্যাকালে অশ্বত্থমূলে পুতিয়া রাখিবে। 'ওঁ নমো ভাস্করায় অমুকস্য সর্ব্বগ্রহাণাং পীড়ানাশনং কুরু কুরু স্বাহা।' মন্ত্র জপ করিয়া কার্য্য করিলে গ্রহদোষশান্তি এবং দারিদ্র্য দোষ ও মহাপাতক নাশ হয়। যে ব্যক্তির হিতার্থ এই কার্য্য করা যায়, সে চিরজীবী হইয়া থাকে।

সর্পভয়নিবারণ।

শয়নকালে মুনিরাজ আস্তিককে বারম্বার প্রণাম করিয়া শয়ন করিলে সর্পভয় থাকে না। রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে গুলঞ্চের মূল উত্তোলন করিয়া তাহার মালা গলে ধারণ করিলে সর্প স্পর্শ করিতে পারে না. শ্বেতকরবী ও বিল্বমূল হস্তে থাকিলে সর্পে কোন ভয় রাখিবার কারণ নাই।

সিংহব্যাঘ্রাদি-ভয়নাশন।

সম্মুখে সিংহ দেখিয়া 'ওঁ নমঃ অগ্নিরূপায় হ্রীং নমঃ।' মন্ত্র বারম্বার জপ করিলে সিংহ পলাইয়া যায়। পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত রবিবারে শ্বেত আকন্দের মূল দক্ষিণবাহুতে ধারণ করিলে সিংহভয় দূর হয়। শুভনক্ষত্রে ধুস্তূর মূল উত্তোলনপূর্ব্বক দক্ষিণবাহুতে ধারণ করিলে ব্যাঘ্রভয় নাশ হয়। অপামার্গের মূল শুভনক্ষত্রে উঠাইয়া কর্ণে রাখিলে বৃশ্চিক ভয় থাকে না।

অগ্নিভয়নিবারণ।

"উত্তরস্যাঞ্চ দিগ্‌ভাগে মারীচোনাম রাক্ষসঃ।
তস্য মূত্রপুরীষাভ্যাং হুতোবহ্নিঃ স্তম্ভঃ স্বাহা॥"

এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সপ্তাঞ্জলি পরিমিত জল অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিলে অগ্নিনির্ব্বাপিত হইয়া যায়, রবিবারে শ্বেত-করবীর মূল উত্তোলন করিয়া দক্ষিণহস্তে ধারণ করিলে অগ্নিভয় নিবারণ হয়।

ব্যাধিজনন।

বিল্বকাষ্ঠ দ্বারা একটী করণ্ডক এবং নিম্বকাষ্ঠ দ্বারা তাহার একটী ঢাকনী প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে উত্তানভাবে শত্রুর প্রতি-মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। তৎপরে শত্রুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে মোমবাতি রাখিবে। ঐ বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিয়া, শত্রুর প্রতিমূর্ত্তিকে কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে ঐ করণ্ডক প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ইহাতে শত্রুর অচিরে পীড়া উৎপন্ন হইবে।

ভল্লাতক,শ্বেতগুঞ্জা ও মাকড়সা একত্র চূর্ণ করিয়া রাত্রিতে যাহার অঙ্গে নিক্ষেপ করা যায়,তাহার শরীরে কুষ্ঠ রোগ জন্মে। বহুরূপধারী কৃকলাস ও রক্তসর্ষপচূর্ণ দুই তোলা পরিমাণে যাহাকে ভক্ষণ করান যায়, তাহার শরীরে গলৎকুষ্ঠ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কৃকলাস, গ্রাম্যচিল ও রক্তসর্ষপ শাক একত্র পেষণ করিয়া যাহাকে খাওয়াইবে, তাহারই অঙ্গে বিস্ফোটক দেখা দিবে। পেচকের মস্তকে লবণ পূর্ণ করিয়া বহেড়া কাষ্ঠের অগ্নিতে দাহ করিয়া তাহার শিখায় কজ্জলপাত করিবে। ঐ কজ্জলের সহিত মরিচ ও বহেড়া ফল মিশ্রিত করিয়া যাহার চক্ষু রঞ্জিত করিবে, সেই ব্যক্তির চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয়। একটী ভ্রমর ধুস্তূরাকাষ্ঠের অগ্নিতে পোড়াইয়া মধু সংযোগে সেই ভস্ম জলকুম্ভে নিক্ষেপ করিবে। ঐ জলপান করিলেই বধির হয়। জাতীপুষ্পের রস পান করিলে ইহাতে শান্তি লাভ করা যায়। কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে ভৃঙ্গরাজের মূল উদ্ধৃত করিয়া যাহাকে পান বা ভক্ষণ করান যায়, সেই ব্যক্তির জরাতিসার রোগ জন্মে। অশ্বগন্ধার মূল-ভক্ষণে ইহার উপশম হয়।

শত্রুর চর্ব্বিত তাম্বুল ও দন্তকাষ্ঠ সর্পের মুখে নিক্ষেপ করিলে, সেই শত্রুর বাগ্‌রোধ হয়। শত্রুব্যক্তির মূত্র-স্থানস্থ মৃত্তিকা কৃষ্ণসর্পের মুখে নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণসূত্র দ্বারা সর্পের মস্তক বন্ধন করিলে শত্রুর মূত্ররোধ হইয়া থাকে।

শ্বেতকরবীর মূল, পুষ্প ও ফল কোন শত্রুকে ভক্ষণ করাইলে তাহার ছর্দ্দি হয়। একখণ্ড গুবাক্ সিজের ক্ষীরে সাতবার ভাবনা দিয়া যাহাকে তাম্বূলের সহিত ভক্ষণ করাইলে তাহার ওষ্ঠে শ্বেত কুষ্ঠ রোগ জন্মিবে। গোক্ষুর, শুণ্ঠী, কুলিয়াখাড়ার বীজ, শূকরের মল ও শ্বেতগুঞ্জার মূল একত্র করিয়া পাক-স্থানে প্রোথিত করিলে পাকশালার পাকপাত্রসমূহ ফাটিয়া যায়। গন্ধক চূর্ণ করিয়া জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল উদ্ভিজ্জাদিতে সিঞ্চন করিলে শাকাদি ও উপবনসমূহ নষ্ট হইয়া যায়।

ষণ্ডীকরণ।

মনুষ্য যে স্থলে প্রসাব করে, সেই স্থানে কৃষ্ণ বৃশ্চিকের কণ্টক পুতিয়া রাখিলে সেই মনুষ্য ষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হয়। হরিদ্রা ও ষড়্‌বিন্দু কীট চূর্ণ করিয়া ছাগমূত্রে ভাবনা দিবে, এই চূর্ণ যাহাকে পান করান যায় বা যাহার আসনে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি ক্লীব হইয়া যায়। তিল ও গোক্ষুরচূর্ণ দুগ্ধ ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পূর্ব্বকৃত দোষ নষ্ট হয়। দগ্ধ জলৌকা চূর্ণ করিয়া নবনীতের সহিত ভক্ষণ করিলে যুবা ব্যক্তিও যাবজ্জীবন ক্লীব হইয়া থাকে। ধুস্তূরবীজ সেবন করিলে এই রোগের শান্তি হয়।

বাজীকরণ।

আমগাছের ছাল জলপূর্ণ কলসীতে রাখিয়া বস্ত্রাচ্ছাদন করিবে। পরদিবস প্রাতঃকালে দুগ্ধের সহিত ঐ ঔষধ সেবন করিলে মনুষ্য কামদেব সদৃশ হয় এবং তাহার শরীরে ধাতু বৃদ্ধি ও বল পুষ্টি হয়। ঘৃতকুমারীর মূল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিলে বল বৃদ্ধি, শরীরের পোষণ ও ধাতু জন্মে। রবি-বারে শুচি হইয়া মঞ্জিষ্ঠা গ্রহণপূর্ব্বক ছায়াতে শুষ্ক করিবে। ঐ চূর্ণ, অশ্বগন্ধা, তালমূলী, গোক্ষুর ও বিজয়াবীজ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ধাতু পুষ্টি হয়। অভিমন্ত্রিত গোলক্ষমূল রবিবারে উত্তোলন করিয়া শর্করা সহযোগে ভক্ষণ করিলে মনুষ্য মহাবলশালী হয়।

ভোজবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইতে হইলে ইষ্টমন্ত্র-দীক্ষা, সাধনা ও সিদ্ধিলাভ আবশ্যক। যোগবিশেষে নির্দ্ধা-রিত সংখ্যানুরূপ জপ করিয়া তদ্বিষয়ে নিগূঢ় মর্ম্ম উদ্ঘা-টনপূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি জপসিদ্ধ হন নাই, তাহার কার্য্যেও তদ্রূপ ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে সমস্ত যোগের বিষয় কথিত হইল, তাহা দ্রব্যগুণ ও দৈববল-সাধ্য। দৈববলে বলীয়ান্ না হইলে, মানব কখনই সামান্য শক্তি ও বুদ্ধি লইয়া এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উদ্ভাবনা করিতে পারিত না। যে গ্রহ ও দেবতত্ত্বদর্শী ভোজকগণ এই সাম্প্রদায়িক তত্ত্বাবলীর আলোচনাপর হইয়াছিলেন, তাঁহারাই দিব্যচক্ষুপ্রভাবে ভোজবিদ্যাবিষয়ক যোগ বিশেষের সম্পাদনে দেবশক্তির আভাস পাইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা প্রতি কার্য্যেই দেবশক্তির মৌলিকত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

যেমন মনুষ্যাদি জীবদেহ গ্রহ-নক্ষত্রাদির শক্তি সঞ্চার হেতু সুখ-দুঃখাদি অনুভূত হয়, তদ্রূপ উদ্ভিজ্জজগতেও নক্ষত্রা-দির সমাবেশ হেতু উৎকর্ষাপকর্ষতা সাধিত হইয়া থাকে। বাঁশ গাছে স্বাতী নক্ষত্রের জলপাত হইলে যেরূপ বংশলোচনের উৎপত্তিকথা শুনা যায়, তদ্রূপই কোন কোন বৃক্ষে বিশিষ্ট দিনে এবং বিশিষ্ট নক্ষত্রের আবেশে গুণাধিক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেই হেতু পূর্ব্বতন বেদ ও গ্রহবিদ্ ব্রাহ্মণগণ উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তির আশায় বৃক্ষবিশেষে গ্রহ-নক্ষত্রাদির সঞ্চার লক্ষ্য করিয়া তাহার গুণ-বল নির্দ্ধারিত করিয়া লইতেন।

পার্থিব পদার্থের বিশেষতঃ উদ্ভিজ্জাদির গুণাগুণ নির্ণয় যেরূপ গ্রহবল-সাপেক্ষ, সেইরূপ ইন্দ্রজালাদি ভৌতিক ক্রিয়া-সমূহ দ্রব্যবল ও যক্ষিণী সাধনরূপ আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক জ্ঞানবল-বিজড়িত। ইন্দ্রজাল ও তৎসহগামী রাসায়নিক ক্রিয়াবলীতে যে ভৌতিক রহস্য নিহিত রহিয়াছে, তাহার দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য আলোচনাপর হইয়া সেই বিদ্বন্মণ্ডলী যক্ষিণীসাধন ও ইষ্টমন্ত্রে সিদ্ধ হইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। যে হেতু মানব মন্ত্র সিদ্ধি দ্বারা দৈবশক্তি লাভ না করিলে কখনই কোন অলৌকিক কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয় না। দত্তাত্রেয় তন্ত্রের দ্বাদশ পটলে যোগিনীসাধনের বিষয় উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ দুএকটী মাত্র উদ্ধৃত হইল—

যজ্ঞডুম্বুর বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক 'ওঁ হ্রীঁ শ্রীসারদায়ৈ নমঃ।' দশ সহস্রবার জপ করিলে গ্রন্থসিদ্ধি হয় এবং সাধকের চতুর্দ্দশ বিদ্যা লাভ হইয়া থাকে।

শ্বেতগুঞ্জাবৃক্ষের মূলে উপবেশন করিয়া স্থিরচিত্তে 'ওঁ জগন্মাত্রে নমঃ।' মন্ত্র অযুতবার জপ করিলে যক্ষিণীসিদ্ধ হইয়া বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে। (দত্তাত্রেয়তন্ত্র ১২।১০ ও ১২)

রসায়ন।

গোমূত্র, হরিতাল, গন্ধক ও মনঃশিলা সমভাগে উত্তম-রূপ পেষণ ও শুষ্ক করিয়া বিশুদ্ধ স্থানে রাখিবে। পরে একাদশ দিবস গত হইলে ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি নানা উপ-চারে যক্ষিণীর পূজা করিবে। তদনন্তর 'ওঁ নমো হরিহরায় রসায়নং সিদ্ধিং কুরু কুরু কুরু স্বাহা।' মন্ত্র দশ সহস্রবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে পূর্ব্বপিষ্ট দ্রব্য গোলাকার করিয়া বস্ত্র

দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। তদুপরে মৃত্তিকা লেপ দিয়া কোন গর্ত্তমধ্যস্থ পলাশকাষ্ঠের উপর স্থাপন করিবে এবং উপরে পলাশ কাষ্ঠ আচ্ছাদন দিয়া উপর হইতে অষ্ট প্রহর কাল জাল দিবে। তৎপরে এই ভস্ম উঠাইয়া রাখিবে। অনন্তর কোন তাম্র পাত্র অগ্নিতে উত্তমরূপে পোড়াইয়া তাহাতে একবিন্দু এই ভস্ম দিলে তৎক্ষণাৎ ঐ তাম্র পাত্র স্বর্ণরূপ ধারণ করে। এই রসায়নপ্রক্রিয়ার পূর্ব্বে কোন সিদ্ধক্ষেত্রে বসিয়া লক্ষ গায়ত্রী জপ করিতে হইবে, অন্যথা কার্য্য সিদ্ধি হইবে না।

ঘোড়ার ক্ষুর এবং মূষিক ও বকের অস্থি দ্বারা তাম্র উত্তমরূপে গলান যায়। স্বয়ম্ভুকুসুম দ্বারা পারা উত্তমরূপে ভস্ম করা যায়। যথার্থরূপ পারদ ভস্ম হইল কি না, তাহার পরীক্ষা করিতে হইলে এক রতি পারদ ভস্ম গলিত তাম্রে নিক্ষেপ করিলেই বুঝা যাইবে, অর্থাৎ তাহা তৎক্ষণাৎ সোণা হইবে।

নির্জ্জল বিল্বপত্রের রস, আমরুলীর রস, শ্বেত কণ্টিকারীর রস, শ্বেত অপরাজিতার রস, গুড়গুড়িয়া গাছের রস, কাকজঙ্ঘা বৃক্ষের রস, কৃষ্ণতুলসী পত্রের রস, সিজের রস, ভৃঙ্গরাজের রস, অতসী পুষ্পের পাতার রস এবং সিংহিকা পুষ্পের পাতার ও লতার রস সোণার সাহায্যকারী। কুশারী বৃক্ষের রস ও পদ্মখুরী রাঙ দ্বারা রূপার সাহায্য হয়।

অদৃশ্যকরণ।

বেড়েলার মূল ও তাল পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ মূল, বল্কল, ফল, পুষ্প ও পত্র একত্র স্বর্ণ মাদুলী মধ্যে পুরিয়া ধারণ করিলে তাহাকে দর্শন মাত্রেই অন্য লোকের দৃষ্টি বন্ধ হইয়া যায়।

বলি ও নানা উপহার দ্বারা যক্ষিণী দেবীর পূজা করিয়া অঙ্কোলী তৈলে আকন্দ সূত্র-নির্ম্মিত বর্ত্তি দ্বারা প্রদীপ জ্বালিবে। ঐ প্রদীপের শিখায় নরমুণ্ডে কজ্জল পাত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে অদৃশ্য হইতে পারে। এক খণ্ড বচ সপ্ত দিন অঙ্কুলীতৈলে সিক্ত করিয়া ত্রিলোহ বেষ্টনপূর্ব্বক গুটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ গুটিকা মুখে ধারণ করিলে সেই ব্যক্তিকে কেহ দেখিতে পায় না। সাধক হরিতাল, কৃষ্ণবর্ণা মহিষীর দুগ্ধ ও অঙ্কুলতৈল একত্র গাত্রে মর্দ্দন করিলে অদৃশ্য হন। কৃষ্ণকাকের রক্ত, শৃগালের পিত্ত এবং পেচকের নাম ও ঠোঁট সমভাগে চূর্ণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে ঐ বর্ত্তি দ্বারা চক্ষে অঞ্জন দিলে সর্ব্ব জন সমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারে। দাড়িম বৃক্ষের মূল আকোঁড় ফলের তৈলে সিক্ত করিয়া ত্রিলোহ দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক গুটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ গুটিকা মুখে ধরিলে অদৃশ্য থাকিতে পারা যায়। ডহরকরঞ্জবীজ-তৈলে শ্বেত আকন্দের তুলার বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রদীপ জ্বালিবে। ঐ দীপালোকে সিদ্ধপত্রে কজ্জল পাত করিয়া অঞ্জন লইলে অদৃশ্য হওয়া যায়। নিখুঁত কৃষ্ণবর্ণ বিড়াল মারিয়া চৌমাথা রাস্তায় ২৫ দিন পর্য্যন্ত পুতিয়া রাখিবে। অনন্তর তাহাই উঠাইয়া স্রোতজলে ধৌত করিবে। যে গ্রন্থিখণ্ড স্রোতে চলিয়া যাইবে, তাহা যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। পরে মহাকালের অর্চ্চনা করিয়া গোরোচনা ও বেজীর পিত্তে তাহা ভাবনা দিয়া পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তি দ্বারা তিলক করিয়া সাধারণ সমক্ষে থাকিলে কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। কৃষ্ণমার্জারের মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ গুঞ্জাবীজ বপন করিয়া রাখিবে। ঐ গুঞ্জাবৃক্ষোৎপন্ন ফল ধারণ করিলে কেহ দেখিতে পাইবে না।

বৃক্ষোৎপত্তিকরণ।

ময়ূরকে সপ্তাহ কাল ময়ূরশিখাচূর্ণ খাওয়াইয়া হস্তে লেপন করিলে হস্ত মধ্যে নানাবিধ দ্রব্যদর্শন হইয়া থাকে। আকোঁড় বীজচূর্ণ করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত তিলতৈলে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। তৎপরে উহা পুনঃ পুনঃ পেষণ ও শুষ্ক করিবে। অনন্তর ঐ পিষ্টদ্রব্য হইতে তৈল বাহির করিয়া লইবে। ইহা অঙ্কোলীতৈল নামে খ্যাত। অঙ্কোলী তৈল দ্বারা কোন বৃক্ষকে অভিষিক্ত করিলে তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষ হইতে ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। জলজ কিংবা স্থলজ কোন বীজ চূর্ণ অঙ্কোলী তৈলে মিশ্রিত করিয়া জলে বা স্থলে নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই সেই বৃক্ষের ফলপুষ্পাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্জ্জবৃক্ষের রসে সলিতা ভিজাইয়া তৈল দ্বারা লেপনপূর্ব্বক প্রজ্বলিত করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে দীপ নির্ব্বাণ হয় না।

পাদুকাসাধন।

একখানি লঘুকাষ্ঠফলক গুঞ্জাপিষ্ট দ্বারা লেপন করিয়া জলে ভাসাইয়া তদুপরি ভাসমান হইলে কখনই সেই কাষ্ঠ-ফলক জলনিমগ্ন হয় না। অঙ্কোলী তৈল ও শ্বেত সর্ষপ পেষণ করিয়া হস্তপদ, অথবা উষ্ট্র চর্ম্মপাদুকা লেপনপূর্ব্বক পাদুকারোহণে সেই ব্যক্তি বহুদূর গমন করিতে সমর্থ হয়। নিশিন্দা বৃক্ষের মূল, পারাবতের বিষ্ঠা, পলাশবীজ, রক্ত আকনাদি ফল ও পেচকের হৃদয় শীতল জলে পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা পাদলেপন করিলে শতযোজন ভ্রমণ করা যায়।

ভিন্নরূপদর্শন।

সজিনাবীজের তৈল, পারাবতের বিষ্ঠা, শূকরের বসা ও অপামার্গের মূল সমপরিমাণে পেষণ করিয়া কপালে

তিলক দিলে পঞ্চবদনবিশিষ্ট দেখা যায়। কৃষ্ণচতুর্দ্দশী রাত্রিতে ময়ূরের মুখ মধ্যে বামনহাটীর বীজ ও কৃষ্ণমৃত্তিকা একত্র করিয়া ঐ বীজ কৃষ্ণমৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিলে বীজ হইতে প্রস্তুত রজ্জু দ্বারা কোন পুরুষকে বন্ধন করিলে ময়ূরবৎ দেখা যায়। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীরাত্রিতে কৃষ্ণমার্জ্জারের মাথার খুলিতে কৃষ্ণমৃত্তিকা সহ এরণ্ডবীজ সংস্থাপনপূর্ব্বক ঐ মার্জার-মস্তক মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। ঐ বীজোৎপন্ন বৃক্ষের ফলের বীজ যে ব্যক্তি মুখে ধারণ করিবে, সেই ব্যক্তিকে সকলেই মার্জ্জারের ন্যায় দেখিবে। স্ত্রীর মস্তকের খুলিতে রক্ত গুঞ্জার বীজ বপন করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে রাখিলে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহার ফল মুখে ধারণ করিলে স্ত্রীবৎ দেখায়।

হরিতাল ও মনঃশিলাচূর্ণ অঙ্কোলীতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখ ও মস্তকে লেপন করিলে তাহাকে অগ্নিপুঞ্জের ন্যায় দেখা যায়। উক্ত চূর্ণের সহিত আকোঁড় বীজের তৈল মিশ্রিত করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে তাহার শরীর হইতে অগ্নির ন্যায় স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে থাকে।

সিন্দুর, গন্ধক, হরিতাল ও মনঃশিলা সমভাগে পেষণ-পূর্ব্বক বস্ত্রে লেপন করিলে রাত্রিকালে অগ্নিবৎ দেখা যায়। দূরস্থিত ব্যক্তি এরূপ দর্শনে সাতিশয় কৌতুক অনুভব করেন।

জোনাকীপোকা ও কেঁচো চূর্ণ করিয়া কপালে তিলক-করিলে রাত্রিকালে কপালে জ্যোতি দর্শন হয়। বকপুষ্পের রসে বকপুষ্পের সহিত সৌবীরাঞ্জন ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে মধ্যাহ্ন কালে আকাশের তারকা দর্শন করা যায়।

মনুষ্য মস্তকের খুলিস্থিত কৃষ্ণমৃত্তিকায় বার্ত্তাকুবীজ রোপণ করিলে, সেই বীজোৎপন্ন বৃক্ষের মূল বা ফল মুখে রাখিলে শতযোজন-দূরস্থিত দ্রব্যাদি নিকটবর্ত্তী দর্শন করা যায়।

ভোজবাজী।

ক্ষুদ্রকৌতুক।—বারিমক্ষিকার সহিত জলপান করিলে অধোবায়ু নিঃসরণ হইয়া থাকে। নদীজাত শৈবাল পোড়াইয়া মহিষের দধিতে মাড়িয়া এক প্রহর কাল রাখিয়া দিলে ভেক জন্মে। মৎস্যের পিত্তের সহিত মৎস্যডিম্ব রাখিলে মীন উৎপন্ন হয়। অগস্ত্যপুষ্পের রসে অঞ্জন ঘষিয়া চক্ষে দিলে আকাশের তারকাসমূহ দিবসে দেখা যায়। শ্বেতআকন্দের পত্রচূর্ণ সাপের বসা আকন্দ তুলার পলিতায় মাখিয়া জ্বালিলে রাত্রি-কালে ঘরের বেড়া সর্পপ্রায় দর্শন হয়। বেঙ্গের তৈল চক্ষুতে মাখিলে রাত্রিতে সর্প ও দিনে নক্ষত্র দেখা যায়।

ক্ষীরিগাছের দুগ্ধ ভাবিত করিয়া বাতি প্রস্তুত করিলে তাহা জলমধ্যে জ্বলিতে থাকে।

সর্পকরণ—কালকচুর ডগা শ্বেতবিষ্ণার মূল ১টা, জবাপুষ্প ২টা, রাঙ্গাশাকের ডাঁটা ১টা ও দণ্ডোৎপল ১টা। কালা কচু ও মূল এতদুভয়ের উপর লালশাক খণ্ড খণ্ড করিয়া তদুপরি বস্ত্রাচ্ছাদনপূর্ব্বক 'ওঁ সিদ্ধিঃ স্বয়ং দেবী কায়া কাম্, আইস দেবী হংসরাজ, আসিল দেবী হুঙ্কারে, এইক্ষণ হ'তে জীব সঞ্চারে, ওঁ ভীলি সর্প বল বল স্বাহা। চলসর্প মহাভারে, তোমারে চালাহ্ন দেবীর বরে, ব্রহ্মাণ্ডগিরির আজ্ঞা।' এইরূপ ১০০৮ বার জপ করিলে অমাবস্যায় সর্পোৎ-পত্তি হইয়া থাকে।

'ওঁ হন হন চল চল নবমৃত্তিকার আজ্ঞা। চিচলনি চিচ-লনি শুভদৃষ্টা। মায়াদেবী করোদৃষ্টি মুই কাটিয়া করো মায়া-সর্প দেবী আজ্ঞা। শক্তির বরে যাহারে কাটোম সেই জীব সঞ্চারে, লীলাবতীর আজ্ঞা। পৃথিবী দেবী মায়, মেদিনী আউট হাৎ কায়, কুণ্ডলী দিয়া রাখি মায়াময়, এ কুণ্ডলী ভাঙ্গিয়া যাও, অগ্নি দেবীর মাথা খাও। ওঁ সঃ কর্চ্চি মর্চ্চিক্রে অমুকার নাই জম্মি জালান্ অমুকেরে কর তরাপ।' দ্বাদশ গ্রন্থি-যুক্ত দড়ির মালা করিয়া উদয় কালাবধি দুই প্রহর কাল এই মন্ত্র জপ করিবে। 'ওঙ্কারবিন্দু ওঙ্কারং কালরুদ্র স্বাহা।' নাম সাধ্য। 'ওঁ জীং জীব বিং বিং উং কুং স্বাহা।' মন্ত্র শতবার জপে সিদ্ধি।

ভ্রমদর্শন—মঙ্গলবারে কার্পাসের বীজ সর্পমুখে নিক্ষেপ করিয়া ভূতলে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ঐ বীজোৎপন্ন বৃক্ষের তুলাতে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া এরণ্ডতৈলে প্রদীপ জ্বালিবে। রাত্রিকালে যে ঘরে এই প্রদীপ থাকিবে, সেই ঘরের সকল স্থানেই সর্প দর্শন হইবে। ঐরূপ বৃশ্চিক বা বেজীর মুখে কার্পাসবীজ দিয়া সেই বীজজাত বৃক্ষের তুলায় প্রস্তুত বর্ত্তি দ্বারা এরণ্ডতৈলের প্রদীপ জ্বালিলে সায়ংকালে তত্তদ্ জাতীয় জীবের দর্শন লাভ হইয়া থাকে।

এরণ্ডতৈল, শমীপুষ্প, সাপের খোলোস ও ভেকের বসা একত্র করিয়া রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিলে সর্ব্বত্র সর্পের ন্যায় দেখাইবে। পেচকের মাথার খুলিতে ঘৃত মাখাইয়া কজ্জলপাত করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে রাত্র্যন্ধকারে পুস্তক পাঠ করিতে পারা যায়। কোন একটা মৃত মৎস্যের সর্ব্বশরীরে ভেলার তৈল মাখাইয়া জলে ছাড়িয়া দিলে তৎ-ক্ষণাৎ জীবিত হয়।

বৃহস্পতিবারে হস্তীর মুখে এবং রবিবারে অশ্বের মুখে আকোঁড়বীজ নিক্ষেপ করিয়া, পরে মৃত্তিকায় পুতিয়া জলসিঞ্চন করিলে যে বৃক্ষোৎপন্ন হয় তাহার ফলের বীজ ত্রিলোহ* বেষ্টন

* দশ ভাগ স্বর্ণ, দ্বাদশভাগ তাম্র ও ষোড়শভাগ রৌপ্য একত্র করিলে ত্রিলোহ হয়।

পূর্ব্বক মুখে ধারণ করিলে পরাক্রমশালী হস্তী বা অশ্ব হইতে পারে। এইরূপে বৃষ, সিংহ, ময়ূর, কুক্কুর ও যে কোন প্রকার জলজ ও স্থলজ প্রাণীর মুখে আকোঁড় ফলের বীজ দিয়া তদ্বীজে উৎপন্ন বৃক্ষের বীজ ত্রিলোহবেষ্টনে মুখে ধারণ করিলে তজ্জীবের মূর্ত্তি ধারণ করে। আবার মুখ হইতে মাছলী বাহির করিয়া লইলে পুনরায় স্বীয় স্বভাব প্রাপ্ত হয়। সোমবারে মার্জ্জারের মুখে এরণ্ডবীজ নিক্ষেপ করিয়া পরে তাহাতে যে চক্ষু উৎপন্ন হয়, তাহার বীজ মুখে ধারণ করিলে সেই মনুষ্যকে বিড়ালের মত দেখা যায়।

কৃকলাসের রক্তে, দর্পণের অর্দ্ধভাগ লেপন করিয়া পর্ব্বতাদি উচ্চ স্থানে আরোহণপূর্ব্বক ঐ দর্পণ চক্ষুর উপরে ধরিয়া চন্দ্র বা সূর্য্যের দিকে চাহিলে সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ দৃষ্ট হইবে।

শবমুখে এক বিন্দু আকোঁড় ফলের তৈল দিলে শব জীবিত হইয়া উঠে। বর্ষাকালে একটী ময়ূরকে কীট ভক্ষণ করাইয়া তাহার বিষ্ঠা, মৃত্তিকা ও গোময় অঙ্গে লেপন করিলে সর্ব্বাঙ্গ খণ্ড খণ্ড দেখা যায়।

সজিনা বীজের তৈল, কপোতের বিষ্ঠা, শূকর ও গর্দ্দভের বসা, হরিতাল ও মনঃশিলা সমভাগে পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে রাবণের ন্যায় পরাক্রান্ত রাজা হয়। ছোলঙ্গ নেবুর বীজের তৈল তাম্রপাত্রে লেপনপূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে সেই পাত্র দৃষ্টি করিলে রথারূঢ় সূর্য্যমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। পয়স্বিনী গাভীর মৃতবৎসের হৃদয়ে হরিদ্রা নিক্ষেপ করিয়া সেই হরিদ্রা মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিবে। ছাগদুগ্ধসিঞ্চনে ঐ হরিদ্রা-বৃক্ষ ফলবান্ হইলে সেই হরিদ্রা, শ্বেতদূর্ব্বা, শ্বেতবেড়েলা ও হরিতাল একত্র পেষণপূর্ব্বক অঙ্গে লেপন করিলে পঙ্কজনের ন্যায় দেখা যায়।

কৃকলাসের ডিম্বে সূক্ষ্মছিদ্রপথে পারদ পূর্ণ করিয়া সূর্য্যের দিকে ধরিলে আকাশে গমন করিতে পারে। মহাকালের বীজ ২ সের আমলকার রসে ৭বার ভাবনা দিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। একটী গুটিকা মুখে নিক্ষেপ করিলে কপোত হইতে পারে। ছাগমুণ্ডে কৃষ্ণমৃত্তিকা পূরণ করিয়া ধুস্তূর-বীজ বপন করিবে। ঐ বীজোৎপন্ন বৃক্ষ পুষ্পিত হইলে, সেই পুষ্প লইয়া যে মনুষ্যের মস্তকে নিক্ষেপ করিবে, সেই ব্যক্তি ছাগরূপ ধারণ করিবে। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে কৃষ্ণমৃত্তিকায় ময়ূরমস্তকে শণবীজ বপন করিবে। এই বীজোৎপন্ন বৃক্ষের বীজ গ্রীবাদেশে বন্ধন করিলে ময়ূর হইতে পারে। ঐরূপে কার্পাসবীজ বপন করিলে তজ্জাত বৃক্ষের ফল ও পুষ্প একত্র শিলাখণ্ডে পেষণপূর্ব্বক অঙ্গে লেপন করিলে অনায়াসে জল মধ্যে স্থলের ন্যায় অবস্থিত থাকা যায়। কৃষ্ণবর্ণ কাকের মস্তকে কৃষ্ণমৃত্তিকা স্থাপনপূর্ব্বক কাকমাচী বীজ বপন করিবে। তজ্জাত বৃক্ষের ফল মুখে নিক্ষেপ করিলে মনুষ্য কাকের ন্যায় উড়িতে পারে। এতদ্ভিন্ন মখিচালন, (অন্ন-প্রস্তুত করণ), গাছচালন, বাটীচালন প্রভৃতি কতকগুলি অলৌকিক কার্য্যের কথা শুনা যায়। পূর্ব্বে ডাকিনী যোগিনীগণ গাছ চালিয়া দেশদেশান্তরে গমন করিত। এখনও কামাখ্যার রমণীগণ এতদ্বিষয়ের বহুশত নিদর্শন দিয়া থাকে। বশীকরণবিষয়ে কামাখ্যা-তীর্থবাসী রমণীগণ এরূপ মায়া বা জাদুবিদ্যাপটু যে, তাহারা অনায়াসেই বিভিন্নদেশীয় পুরুষ-গণকে ভেড়া করিয়া রাখে। তাহাদের এই কার্য্যাবলী এবং পূর্ব্বোক্ত গাছ-চালনাদি ভৌতিককার্য্য যে ভোজবিদ্যা-প্রসূত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অস্মদ্দেশীয় ঐন্দ্রজালিকগণ এবং য়ুরোপীয় বর্ত্তমান মেজি-সিয়ান্‌গণ যে সকল কৌতুক প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহার নিপুণতাকৌশল এতই পরিপাটী যে, দেখিলে মনে যুগপৎ বিস্ময় ও কুতূহলের উদয় হয়। সদ্যোজাত আম্র বৃক্ষে ফলাদির উৎপত্তি ক্রিয়া নিম্নে বিবৃত হইল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সাজসরঞ্জমই ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার মুখ্য বস্তু। প্রদর্শনাতে যে যে কৌতুক দেখাইতে হইবে, অগ্রে সেই সেই বস্তু সকলের সংগ্রহ আবশ্যক। দ্রব্যাদি সংগৃহীত না থাকিলে কখনই দর্শকমণ্ডলীর তৃপ্তি বিধান করা যায় না। আম্রবৃক্ষপ্রদর্শনকালে অগ্রে আম্রমুকুল ও ফল এবং কাঁচা ও পাকা ফল সংগ্রহ করিতে হয়। যথাসময়ে ফল ও মুকুলাদি লইয়া খাঁটি মধুপূর্ণ পাত্রে রাখিবে। ইহাতে ঐ চূতফলাদি ১ বৎসর পর্য্যন্ত সদ্যোজাতবৎ সতেজ থাকে।

ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া প্রদর্শনকালে একখানি বস্ত্র-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়। উহার সম্মুখভাগ যবনিকা দ্বারা আবৃত থাকা আবশ্যক। ঐ যবনিকা যেন প্রয়োজন অনুসারে উত্তোলিত ও পাতিত করিতে পারা যায়। ঐ গৃহটী সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত। সম্মুখভাগ যবনিকা-সম্বলিত শূন্যস্থান, কেবল গৃহ সজ্জাদিতে পূর্ণ থাকিতে পারে। পশ্চাদ্ভাগে ইন্দ্রজাল প্রদর্শনের উপকরণাদি সজ্জিত রাখিবে। ঐ পটবাসের অভ্যন্তরে একটী আম্রের আঁটি, নূতন চারা অভিনব পল্লব শাখা-প্রশাখাদিযুক্ত একটী আম্র তরু বা অনতিবৃহৎ আম্রশাখা আহরণ করিয়া পেটিকা মধ্যে লুক্কায়িত রাখিবে।

ইন্দ্রজাল-ক্রিয়া প্রদর্শন কালে প্রথমে বাদ্যোদ্যমাদি আড়ম্বর করিবে, পরে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিবে, যেন এই মন্ত্রপ্রভাবেই ভৌতিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মন্ত্রাড়ম্বর সমাপ্ত হইলে, বাহিরের ঘরে একটী মৃত্তিকা-পূর্ণ টব আনিয়া তাহাতে দর্শকগণসমক্ষে আম্রবীজ রোপণ করিবে এবং সাধারণকে বলিবে যে, অনতিকাল মধ্যেই উহাতে চারা উৎপন্ন হইবে। পরে উহা অন্তরালে রাখিয়া অন্যান্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। এদিকে বস্ত্রান্তরালস্থ পশ্চাদ্‌ভাগে থাকিয়া সহকারী ব্যক্তি ঐ টবে পূর্ব্ব-সমাহৃত আঁটী সহ আম্রের চারা প্রোথিত করিয়া দিবে। উহা দর্শক-মণ্ডলীর সমক্ষে আনিবার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার যবনিকা পাতন-পূর্ব্বক বাদ্যোদ্যম করিবে। অনন্তর সাধারণ সমক্ষে আসিয়া ঐ চারা গাছ দেখাইয়া বলিবে যে, এই গাছে শীঘ্রই মুকুল এবং কাঁচা ও পাকা আম্র ফলিবে। এই প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন শাখায় মুকুল, কাঁচা ও পাকা আম অথবা একই বৃন্তে সকলগুলিই দেখান যাইতে পারে। অতঃপর কএকটী কৌতুক দেখাইয়া যবনিকা ফেলিয়া দিবে।

বস্ত্রগৃহের অভ্যন্তরে থাকিয়া উভয়ে পূর্ব্বনীত পত্রাদি সহ আম্রশাখা ও কলমের বৃক্ষ দুইটী তদাকার বিভিন্ন টবে পুতিবে। তৎপরে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখাগুলি ছুরিকা দ্বারা চাঁচিয়া পূর্ব্বসংগৃহীত মধুকলসস্থিত ফলমুকুলাদি পরিষ্কার জলে ধৌত ও পূর্ব্বাবস্থায় সমানয়ন করিয়া প্রশাখাগ্রে সংলগ্ন করিয়া দিবে। সংযোগস্থল এরূপ পারিপাট্যের সহিত নির্ম্মাণ করিবে যে, দর্শকে তাহা লক্ষ্য করিতে না পারে। পরে বৃক্ষ হইতে কেবল মাত্র ফল ছিঁড়িয়া দর্শকমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণ করিবে। এইরূপে লিচু, জাম, জম্বীর ও পিয়ারা প্রভৃতিও উৎপন্ন করিয়া দেখান যাইতে পারে।

ভানুমতীকথিত আম্রবৃক্ষের উৎপত্তি ইন্দ্রজালগ্রন্থে অন্যরূপ লিখিত আছে, সুহী (মনসা) বৃক্ষের দুগ্ধে সুপক্ক আম্রের বীজ একবিংশতিবার পরিসিক্ত করিয়া একবিংশতি বারই বিশুষ্ক করিবে। ক্রিয়াপ্রদর্শনকালে ঐ সিজদুগ্ধে বিশুষ্ক আম্রবীজ মৃত্তিকায় রোপিত করিয়া কিঞ্চিৎ জল-সিঞ্চন করিবে। ২৷৹ দণ্ড কালের পর উহা হইতে পল্লব প্রশাখাদিযুক্ত এক আম্র তরু উৎপন্ন হইবে।

ঐরূপে কুসুম্ভপুষ্পের তৈলে তুলসীবীজ সিক্ত করিয়া পাত্রসহ মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। পরে ইন্দ্রজাল প্রক্রিয়া প্রদর্শনকালে ঐ বীজ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলে সার্দ্ধদ্বিদণ্ডকাল মধ্যে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে।

করতলে অঙ্গার-ধারণ।—এরণ্ড বৃক্ষের রসে ধুস্তূরবীজ, হরীতকীবীজ এবং আকোঁড় কোরো একত্র পেষণ করিয়া হস্তে মাখিলে অগ্নিতে হস্ত দগ্ধ হয় না। সম্ভারী, লবণ, কতিলা, অহিফেন, ফট্‌কিরি, পারদ ও কুক্কুটাণ্ডের খোসা সিরকার সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া হস্তে প্রদান করিলে দগ্ধ হয় না। স্বর্ণভেকের বসা, নিসাদল ও পলাণ্ডুর রস সম পরিমাণে করতলে পেষণ করিলে হস্ত দগ্ধ হয় না, মর্দ্দন করিয়া হস্তে অঙ্গার রাখিয়া ধুনা দেওয়া যায়।

জলে অগ্নিপ্রজ্বালন।—ক্ষীরিকাবৃক্ষের দুগ্ধে ভাবিত বর্ত্তিকা জলমধ্যে প্রজ্বলিত করিলে নির্ব্বাপিত হইবে না। কর্পূর জ্বালিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে উহা জলের উপর ভাস-মান থাকিয়া জ্বলিতে থাকিবে। Dr. Franklin ও Mr. Cavallo'র মতে পঙ্কিল স্থান ঘাঁটিয়া জলীয় বাষ্প (Marsh Gas) কোন পাত্রে সঞ্চয় করিয়া অথবা জলোপরি উত্থিত হইতে থাকিলে একটী প্রদীপ্ত বর্ত্তিকা তাহার সংস্পর্শে লইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে এবং এককালে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান অগ্নিময় হইয়া বিশেষ কৌতুকাবহ হয়।

অন্ধকার গৃহ আলোকীকরণ।—একখানি লোহার হাতায় গন্ধক গলাইয়া জলন কমিয়া আনিলে তাহাতে তাম্রচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া অন্ধকার গৃহে আনিবে। তখন সর্ব্বস্থান দীপ্তিসমন্বিত হইবে।

অগ্নির সাহায্য ব্যতীত অন্নপাক—নিম্নস্থ পাত্রে সদ্যো-দগ্ধ চূর্ণ অর্দ্ধসের মাত্রায় রাখিয়া তাহাতে সমপরিমাণে জল দিয়া উপরের পাত্রে চাউল নিক্ষেপ করিলে শীঘ্র অন্ন ফুটিয়া পাক হইবে।

বস্ত্রাদি প্রজ্বালন—কাগজ বা বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যে স্পিরিট্‌ নামক মদিরা সিক্ত করিয়া অগ্নিতে ধরিলে মদ্যাংশ পুড়িয়া যায়, কিন্তু বস্ত্র দগ্ধ হয় না। পক্ষিডিম্বের অভ্যন্তরস্থ শুভ্র লালা ফট্‌কিরির সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দিত করিয়া বস্ত্রখণ্ডে মাখাইবে। অনন্তর উহা লবণাক্ত জলে আর্দ্র করিয়া শুকাইয়া লইবে। অগ্নিশিখায় ধরিলে উহা কখনই দগ্ধ হইবে না।

কণ্টকময় কণ্টিকারি চর্ব্বণ—জম্বুপত্র চর্ব্বণ করিয়া উহার রস মুখ মধ্যে রাখিবে। উহাতে অনায়াসে কণ্টকময় বৃক্ষাদি চর্ব্বণ করিতে পারা যায়।

কাচচর্ব্বণ—পাতলা কাচ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া আর্দ্রকের রসে নির্ব্বাপিত করিয়া লইলে অক্লেশে কাচ চর্ব্বণ করিতে পারা যায়।

হস্তে প্রতপ্ত তৈলবিন্দুপাতন। হস্তের তালু ও অঙ্গুলীতে জল ও লবণ উত্তমরূপে মাখিবে। পরে তৈলাক্ত পলিতা জ্বালাইয়া তাহার জ্বলন্ত তৈলবিন্দু হস্তে পড়িতে দিবে। তৈলবিন্দু পতনকালে দুই করতল দৃঢ়রূপে ঘসা আবশ্যক।

অগ্ন্যুৎপাদন—প্রস্ফুরকে আওডিন্‌ সংলগ্ন করিবামাত্র অগ্নি উৎপাদিত হয়। ক্লরেটঅব পটাশ চূর্ণে চিনি মিশাইয়া

গন্ধকদ্রাবক ঢালিয়া দিলে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। নির্ব্বাপিত বর্ত্তিকার পলিতা লাল থাকিতে থাকিতে তাহার ধূমল বর্ণ বাষ্পের সন্নিকটে প্রজ্বলিত একটী বর্ত্তিকা অথবা অম্লজান বাষ্প ধরিলে তাহা পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

একভাগ চিনি ও তিন ভাগ ফট্‌কিরি একত্র মিশ্রিত করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে একটী লৌহ বা প্রস্তরপাত্রে ভরিয়া উহা অগ্নিতে পোড়াইবে। যখন ঐ পাত্রাভ্যন্তর হইতে নীলবর্ণ শিখা নির্গত হইবে, তখন অগ্নি হইতে ঐ পাত্র তুলিয়া লইবে। ঐ মিশ্রিত দ্রব্য ফাঁকা জায়গায় বায়ু লাগাইলে আপনিই জ্বলিয়া উঠিবে।

অগ্নি ব্যতীত কাগজ দগ্ধ করণ—একখণ্ড কাগজে তার্পিণ তৈল মাখাইয়া ক্লোরিন্ বাষ্পের মধ্যে ধরিলে তৎক্ষণাৎ কাগজ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। দুই খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ বা চীনদেশজাত শুষ্ক বেত্র দ্বিখণ্ড করিয়া পরস্পর ঘর্ষণ করিলে জ্বলিয়া উঠে।

কাগজের পাত্রে রন্ধন—প্রথমতঃ কাগজের ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে খানিকটা পরিষ্কৃত তৈল ঢালিয়া দিয়া উনানের উপর বসাইবে। ঐ তৈলযুক্ত কাগজের পাত্রস্থ তৈল ফুটিতে থাকিলে তাহাতে বেগুণ প্রভৃতি দ্রব্য ভাজা যায়।

মুখমধ্যে বিদ্যুৎবৎ আলোককরণ—ওষ্ঠ ও দন্তমাড়ি মধ্যে একখণ্ড দস্তা রাখিয়া জিহ্বাগ্রস্থ গিনিসোণা তাহাতে স্পর্শ করাইলে বিদ্যুতের ন্যায় ঈষৎ উজ্জ্বল আলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। জিহ্বাগ্রে এক খণ্ড দস্তা এবং নাসিকাবিবরে একখণ্ড রূপা রাখিয়া পরস্পরে সংলগ্ন করিতে পারিলে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় *। কাচের নল বিড়ালচর্ম্মে ঘসিয়া লইলে বৈদ্যুতিক আলোক সঞ্চারিত হয়। ৬ ভাগ অলিভতৈলে প্রস্ফুরকের ভাবনা দিয়া অন্ধকারগৃহে সেই তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে সর্ব্বাঙ্গ অগ্নিময় দেখা যায়।

অগ্নিময় কূপ—কাচের গ্লাসে অর্দ্ধভাগ প্রস্ফুরক খণ্ড রাখিয়া তাহাতে পাঁচ ভাগ জল দিবে। তৎপরে তাহাতে দানাদার দস্তা ১ভাগ ও তীব্র গন্ধকাম্ল ৩ ভাগ মিশ্রিত করিবে। এইরূপ উজ্জ্বল বিম্বের আকারে বাষ্প উত্থিত হইতে থাকিবে। একটী কাচের পাত্র পূর্ণ করিয়া তাহাতে ফস্‌ফরেট অব্ লাইম এক ফোঁটা নিক্ষেপ করিলে জলের উপরে ফস্‌ফোরেটেড্ হাইড্রোজেন বাষ্পের বিম্ব উত্থিত হইবে। উহাতে বায়ু লাগিলেই অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে।

অগ্নিময় ঝরণা—একটী কাচপাত্রস্থ ৫ বা ৬ ঔন্স জলে ১ ঔন্স গন্ধকাম্ল ও গ্রানিউলেটেড্ জিঙ্ক এবং দুএকখণ্ড প্রস্ফুরক নিক্ষেপ করিবে। অল্পকাল মধ্যে সমস্ত জলই আলোকময় দেখা যাইবে।

জল মধ্যে আগ্নেয় পর্ব্বত—বারুদ, সোরা ও ফুলগন্ধক প্রত্যেকে ৩ ঔন্স লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। পরে তাহা বস্ত্রে ছাকিয়া মিশ্রণপূর্ব্বক একটা পেষ্টবোর্ড বা কাগজের গোলাকার খোলের মধ্যে পুরিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ মিশ্রিত দ্রব্য খোলের মধ্যে থাকিবে, ততক্ষণ উহা জলমধ্যে জ্বলিতে থাকিবে।

ভৃষ্টপক্ষীর অদর্শন।—ময়দার একটী থালি বা কৌটা গড়িয়া তন্মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পক্ষী পুরিয়া রাখিবে। ঐ পক্ষীর শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য উপরি ভাগে একটী চোঙ্গ করিয়া দিবে। পরে ঐ পক্ষীপূর্ণ ময়দার থালির চতুষ্পার্শ্বে ঘৃতকুমারীর আটা উত্তমরূপে মাখাইবে। পরে আর একটী ময়দার ঠুঙ্গী প্রস্তুত করিয়া তাহার অভ্যন্তরভাগে পুনরায় ঘৃতকুমারীর আটা মাখিয়া পূর্ব্বোক্ত পক্ষিপূর্ণ ঠুঙ্গীর চারিদিকে মুড়িয়া দিবে। পরে ঐ থালির চুঙ্গীতে সূতা বাধিয়া তাহা ফুটন্ত ঘৃতের মধ্যে ফেলিয়া সোজাভাবে ভাজিবে। উহা তুলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলে পক্ষীটী উড়িয়া যাইবে।

কাপড়ের উপর মুড়ি ভাজা।—দুই জন সঙ্গীকে একখানি বস্ত্রের চারি খুঁট ধরিতে দিয়া কৌতুকপ্রদর্শক ভূণাওয়ালাদের কুলার ন্যায় একখানি কুলায় খই কিংবা মুড়ি গোপনে পুরিয়া রাখিবে। পরে ঐ কুলাতে ধান্য বা চাউল লইয়া বস্ত্রের উপর ফেলিবার কালে কৌশলক্রমে ধান্য বা চাউলের পরিবর্ত্তে মুড়ি বা খই অল্পে অল্পে সকলের অজ্ঞাতসারে ও অপ্রত্যক্ষে ফেলিয়া দিবে। ঐ সময় কাপড়খানি হাত দিয়া আলোড়িত করিতে থাকিবে ও ক্রমে হস্তচালনার সঙ্গে সঙ্গে দুএকটী হইতে প্রচুর খই বা মুড়ি দেখাইয়া দিবে।

বোতল মধ্যে ডিম্ব প্রবেশ করণ।—ডিম্ব সির্‌কা মধ্যে কিয়ৎক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে এরূপ নরম হয় যে, তাহা অনায়াসে বোতলের সরু মুখে প্রবেশ করান যাইতে পারে।

পক্ষিশাবকের পক্ষে লিপিপ্রকাশ।—একটী থলে ভেলা,

* ইংরাজী পদার্থবিদ্যায় একথার আভাস আছে,—

When a piece of silver, as a doller, is placed on the tongue and a piece ef zinc under the tongue, and then their two edges made to touch each other the electricity will pass fr)m the zinc to the silver, of which the person will be sensible not only by a peculiar metallic taste but by the perception of a slight flast of light, particularly if the eye be closed.

নিশাদল ও সির্‌কা সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে পেষণপূর্ব্বক কালি প্রস্তুত করিবে। ঐ কালি দ্বারা পক্ষিডিম্বের উপরিভাগে যাহা লিখিয়া রাখা যায়, তাহাই নিয়মিত সময়ে ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইবার পর শাবকের পক্ষে পরিষ্কৃতরূপে দেখিতে পাইবে।

ঐন্দ্রজালিক অণ্ড।—একটী কাচ পাত্রে ৮ ভাগ জল দিয়া তাহাতে ডাইলিউটেড্ মিউরিএটিক্-এসিড্ ১ ভাগ ঢালিয়া দিবে। উহাতে হংসাদি পক্ষীর ডিম্ব ফেলিয়া দিলে প্রথমে অণ্ডটী ডুবিয়া যায়। ক্ষণকাল পরে উহা হইতে কার্বনিক এসিড গ্যাস উঠিয়া ডিম্বের খোলা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। তখন ক্রমে ঐ ডিম্ব জল ছাড়িয়া উপরে ভাসমান হয়। জল হইতে কিয়দংশ জাগিয়া উঠিলে ডিম্বটী আপনাপনিই ঘুরিতে থাকে। ঐ ডিম্বের যত ভাগ এসিড্-পূর্ণ জলে নিমগ্ন থাকিবে, তত ভাগের নিম্নদিকে পুনঃ পুনঃ বিম্ব জন্মাইয়া উপরি ভাগাপেক্ষা নিম্নদিক্ হাল্কা হইতে থাকিবে। যতক্ষণ ঐ ডিম্বটি উল্টাইয়া না পড়ে, ততক্ষণ উহা ঘুরিতে থাকে।

ভ্রমণকারী অণ্ড।—একটী রাজহংসের ডিম্বে ছিদ্র করিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ লালা ও কুসুম বাহির করিয়া তন্মধ্যে একটী চাম্‌চিকা পুরিয়া ছিদ্রভাগে পূর্ব্বকর্ত্তিত খোলাখানি দিয়া শিরীষ দ্বারা এরূপভাবে আটিয়া দিবে, যেন তাহা সহজে খুলিতে না পারে। ডিম্বের ভিতর হইতে পক্ষীটী বাহির হইবার জন্য যতই ছট্‌ফট করিবে, ততই ডিম্বটি গড়াগড়ি খাইবে।

ডিম্বের নৃত্য।—একটি ডিম্বকে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহার এক মুখ ছাড়াইয়া তন্মধ্যে পারদপূর্ণ হংসপুচ্ছ (Swan quill) প্রবেশ করাইয়া মুখদেশ গালা দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিবে। যতক্ষণ ডিমটী উত্তপ্ত থাকিবে, ততক্ষণ উহা নৃত্য করিতে থাকিবে।

ডিম্বের গাত্রে ছিদ্র করিয়া লালাকুসুমাদি নিষ্কাশনপূর্ব্বক তন্মধ্যে গন্ধক দ্রাবক ঢালিয়া উত্তমরূপে মোম দ্বারা ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে অনতিকাল পরেই উহা নড়িতে থাকে।

বরফে অগ্ন্যুৎপাদন।—আতসী কাচের আকারে নির্ম্মল, বায়ু বুদ্‌বুদরহিত একখণ্ড বরফ কাটিয়া সূর্য্যকিরণে বারুদের উপর ধরিলে তৎক্ষণাৎ উহা জ্বলিয়া উঠিবে।

গুপ্তলিপি-প্রকরণ।—দুগ্ধ, নেবু, পলাণ্ডু কিংবা কেঁচোর রসে শুভ্র কাগজের উপর লিখিতব্য বিষয় লিখিয়া রাখিবে। পাঠের সময় অগ্নির উত্তাপ দিলে অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট দেখা যায়। মাজুফল ভাঙ্গিয়া জলে একদণ্ড কাল ভিজাইয়া তাহাতে নাম লিখিবে। উহা শুকাইয়া লইলে অক্ষর অদৃশ্য থাকিবে। পাঠকালে তুঁতে ভিজান জল লিপির উপর দিলে অনায়াসেই পত্রপাঠ করা যাইতে পারে।

টাট্‌কা চূণগোলায় উত্তম কাগজে নূতন লেখনী দ্বারা অভিলষিত বিষয় লিখিয়া রাখিবে। পরে বস্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিলে কাগজের দাগ উঠিয়া যাইবে। পাঠ করিবার ইচ্ছা হইলে ঐ কাগজখানি জলে নিমজ্জিত করিলেই শুভ্রবর্ণ অক্ষরসমূহ দেখা যাইবে।

পুষ্পাদির বর্ণান্তরকরণ।—গন্ধকের ধূমে রক্তবর্ণ পুষ্প ধরিলে শ্বেতবর্ণ হইয়া আইসে। পরে পুনরায় সেই পুষ্প জলে ভিজাইয়া রাখিলে পূর্ব্ববর্ণ প্রাপ্ত হয়।

কৃত্রিম ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি।—গন্ধকচূর্ণ ২ সের ও ইস্পাতচূর্ণ ২ সের জল দ্বারা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া গর্ত্তমধ্যে পুতিয়া রাখিলে ৮ হইতে ১২ ঘণ্টার মধ্যে ভূমিকম্প হইবে। যদি বায়ু উত্তপ্ত থাকে, তাহা হইলে ভূমি স্ফীত ও বিদীর্ণ হইয়া অগ্নিশিখা, ধূম ও ধূলিরাশি উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে।

কাচের গ্লাস দ্বারা শিলা উত্তোলন।—একখানি সরল প্রস্তরফলকের উপর সুজীর রোলাম করিয়া রাখিবে, পরে প্রজ্বলিত দীপশিখার উপর উপুড় করিয়া একটী গেলাস ধরিবে। গ্লাসের অভ্যন্তর ভাগ উত্তমরূপে উত্তপ্ত হইলে তাহা সত্বর ঐ সুজীর কাইয়ের উপর চাপিয়া বসাইবে। যেন কোনরূপে অভ্যন্তরস্থ উষ্ণ বায়ু বহির্গত হইতে অথবা বহির্ভাগস্থ শীতল বায়ু অন্তঃপ্রবিষ্ট হইতে না পারে। ঐ গ্লাস শীতল হইয়া আসিলে উহা বহিস্থ শীতল বায়ুর চাপ পাইয়া পাথরে এরূপ আট্‌কাইয়া যায় যে, কিছুতেই প্রস্তরখানি গ্লাস হইতে নিপতিত হয় না।

উপরে যে সকল ভোজবাজীর প্রকরণ লিখিত হইল, তাহা ইংরাজী মেজিক ও আমাদের দেশীয় বাজিকরদিগের ভোজবাজী হইতে সংগৃহীত। ইংরাজী ভোজবাজী বা Magic এই একই প্রথায় অন্যান্য উপায়ে সংশোধিত হইয়াছে।

ইংরাজী ম্যাজিক বা Black Art, উক্ত ভোজবাজী হইতে স্বতন্ত্র। উহা অনেকাংশে মারণ উচ্চাটনাদি ইন্দ্রজাল বা ভোজবিদ্যার অনুরূপ। Mr Sibily কৃত ফলিতজোতিষবিষয়ক গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, এককালে য়ুরোপে এই ম্যাজিক-বিদ্যার বহুলপ্রচার ছিল। ভূতসাধন, কবচ, চক্র ও যন্ত্র চিহ্নাদি ধারণ দ্বারা উপদেবতার প্রভাব বা আবেশ প্রতিষেধ প্রভৃতি ভৌতিকতত্ত্বের (Black Art) ব্যাপারসমূহ তথাকার মগীয় বিদ্যাবিশারদ (Magicians)গণের দ্বারা বিশেষ রূপে আলোচিত হইত। বিখ্যাত ইংরাজ-ভূততত্ত্ববিদ্ Edward Kelly ও তাহার সহযোগী Dr Dee কিরূপে ইন্দ্রজাল ও

ভৌতিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থপাঠে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়।

[বিস্তৃত বিবরণ ভৌতিকবিদ্যা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ভোজাধিপ (পুং) ভোজস্য অধিপঃ। কংসরাজ (শব্দরত্না°)

ভোজান্তা (স্ত্রী) নদীভেদ। (হরিবংশ ১৫০৮)

ভোজিক (পুং) ব্রাহ্মণভেদ। (কথাসরিৎসা° ৩৯)

ভোজিন্ (ত্রি) ভুজ-ণিনি। ভোজনকর্ত্তা। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

ভোজ্য (ত্রি) ভুজ্যতে ইতি ভুজ-কর্ম্মণি ণ্যৎ (ভোজ্যং ভক্ষ্যে। পা ৭।৩।৬৯) ইতি নিপাতনাৎ ন কুত্বং। ভোজনযোগ্য।

"ভোজ্যং ভোজনশক্তিশ্চ রতিশক্তির্বরাঃ স্ত্রিয়ঃ।

বিভবো দানশক্তিশ্চ নাল্পস্য তপসঃ ফলম্॥" (চাণক্যশতক ৫১)

ভাবপ্রকাশ মতে চুষ্য, পেয় ইত্যাদি আহার ছয় প্রকার। তন্মধ্যে'ভোজ্যং ভক্তসূপাদি'ভাত ও ব্যঞ্জনাদির নামই ভোজ্য।

"আহারং ষড়্‌বিধং চুষ্যং পেয়ং লেহ্যং তথৈব চ।

ভোজ্যং ভক্ষ্যং তথা চর্ব্ব্যং গুরু বিদ্যাৎ যথোত্তরম্॥"(ভাবপ্র°)

২ শ্রাদ্ধানুকল্পে পিতৃদিগের তৃপ্তির জন্য দেয় অন্নাদি। স্ত্রীলোকদিগের পার্ব্বণশ্রাদ্ধে অধিকার নাই, তাহারা ঐ শ্রাদ্ধের পরিবর্ত্তে ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। পুরুষেরা যে স্থলে শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ হয়, তথায় তাহারাও ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। পিতৃ বা দেবকার্য্যে ভোজ্যোৎসর্গ অবশ্যকর্ত্তব্য। পিতা ও মাতার আদ্যকৃত্যের সময় ষোড়শ বা অন্নজল দানের পর তদনুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ করিতে হয়।

শ্রাদ্ধতত্ত্বে ভোজ্যদানের কর্ত্তব্যতা ও তদ্‌বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, "ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ একোদ্দিষ্টবিধিকসাম্বৎসরিক-শ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ অক্ষয়স্বর্গ-কামঃ সঘৃতসোপকরণামান্ন-ভোজ্য-মর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি, ততো দক্ষিণা, ততঃ কৃতৈতৎ সঘৃতসবস্ত্রোপকরণামান্ন-ভোজ্যদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।' (শ্রাদ্ধতত্ত্ব) ভোজ্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়।

ভোজ্যকাল (পুং) ভোজ্যস্য ভোজ্যদানস্য কালঃ। ভোজ্য-দানের সময়।

ভোজ্যতা (স্ত্রী) ভোজ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ ভোজ্যের ভাব বা ধর্ম্ম। ২ চলিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত খাওয়া দাওয়া থাকা।

ভোজ্যময় (ত্রি) খাদ্যপূর্ণ।

ভোজ্যসম্ভব (পুং) সম্ভবত্যস্মাদিতি সম্ভব উৎপত্তিকারণং, ভোজ্যং সম্ভবোঽস্য। শরীরস্থিত রসধাতু, ভোজ্যজাত শরীরস্থিত রসধাতু।

ভোজ্যা (স্ত্রী) ১ ভোজনযোগ্যা। ২ ভোজবংশীয় রাজকন্যা।

ভোজ্যোষ্ণ (ত্রি) উষ্ণ খাদ্যদ্রব্য।

ভোট (পুং) দেশভেদ, চলিত তিব্বত দেশ। [তিব্বত দেখ।]

ভোট, ভোটদেশ (তিব্বত)-বাসী জাতিবিশেষ। ইহারা সাধারণতঃ ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্ত্তী হিমালয়তটে বাস করে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে চীনরাজ্যপ্রান্ত তিব্বতভূমি ভোট-দেশ নামে উক্ত হইয়াছে। এই ভোটদেশে এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হয়। সেই সময় হইতে ভোটগণের ভারতীয় সংস্রব ঘনীভূত হইতে থাকে। বাণিজ্যব্যপদেশে বা অন্যান্য নানা কারণে ভোটগণ স্বদেশ ছাড়িয়া ভারতক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছে। এইরূপে এক সময়ে ভূটান রাজ্যে ভোট-দস্যুর ঘোর বিপ্লবের পর তদ্দেশে একটী ভোট-সর্দ্দার-বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়া যায়।

মধ্যতিব্বতবাসী হইতে ইহারা জাত্যংশে, আচারব্যবহারে ও সামাজিকতায় অনেকাংশে ভিন্ন। ইহাদের মধ্যে জোচো, লোন্‌পা, ছজঙ্গ ও লোবান্ নামে চারিটী শ্রেণী আছে।

কুমায়ুন জেলাবাসী ভোটগণ রাজবংশী রাজপুত ও নেপাল-বাসী ভূতবালবংশের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। অযোধ্যা-রাজ নবাব আসফ উদ্দৌলার রাজত্বকালে (১৭৭৫-১৭৯৭ খৃঃ) তাহারা ভারতে আসিয়া বসবাস করিয়াছে। এখানে আসিয়া তাহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনেক আচারব্যবহারের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। বিবাহাদি কার্য্যে এক্ষণে তাহারা হিন্দুর ন্যায় গোত্রপ্রবরাদির অনুসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু অনেক স্থলে তাহাদের মধ্যে পার্ব্বত্য রীতিরও অনুষ্ঠান দেখা যায়।

ইহাদের বিবাহোৎসব সর্ব্বতোভাবে হিন্দুর অনুরূপ। বর কন্যাগৃহে উপনীত হইলে 'চারহানা' বা দর্বাজাচার উৎসব সমাহিত হয়। তৎপরে বর ও কন্যাকে 'মাড়োঁ' মধ্যে আনয়ন করা হয়। এই সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ পুরোহিত যথাযথ মন্ত্র-পাঠপূর্ব্বক বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। সম্প্রদান হইলে পর কন্যার ভ্রাতা আসিয়া নবদম্পতির মস্তকে চাউল ছড়াইয়া দেয়। উহাকে 'লাই ভুজুয়া' বলে। অতঃপর মৃত্তিকোপরি কতকগুলি ধান্য বিছাইয়া বরকে তাহার উপর একখণ্ড প্রস্তর গড়াইতে দেওয়া হয়। উহাই 'পাথর কি লকির' উৎসব। ইহাই তাহাদের বিবাহবন্ধন দৃঢ়ীকরণের মূল মন্ত্র।

অতঃপর গাঁইটবন্ধন, পাসাসার (অলঙ্কার বদল), ভনবারী (হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ), বাসিথিলান (বরভোজন) ও জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ হইয়া থাকে। বিবাহান্তে 'ময়ূরসের্বানা' বা বিবাহের টোপরাদি নদীজলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। কন্যার পালকী বরগৃহে উপনীত হইলে দেবদেবীর পূজা সমাপনান্তে

তাহাকে স্বামিগৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। গৃহে আসিয়া বর স্বীয় পত্নীর হস্তে চাল, রূপা বা সোণা দেয়। পক্ষান্তরে কন্যা তাহা নাপিতানীকে দান করিয়া থাকে। ইহাকে থর্জ্জাভরণা বলে।

ইহারা বহুবিবাহ করিতে পারে। প্রথমা পত্নী ২য়, ৩য় বা ৪র্থ অপেক্ষা দশাংশ স্বামিসম্পত্তি অধিক পাইবার অধিকারিণী। সে স্বামীর জীবৎকালে গৃহকর্ত্রী বলিয়া গণ্য হয়। সাধারণতঃ ১৫শ বর্ষের অনধিকবয়স্কা বালিকারই বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন বর্ষীয়সীর বিবাহ হইতেও দেখা যায়। দেবরবিবাহ নিষিদ্ধ নহে। বিবাহিতা পত্নী ব্যতীত অপর পত্নীরক্ষার নিষেধ নাই। ইহাদের পতিপত্নীবিচ্ছেদ প্রথা নাই। যদি কোন পুরুষ বা রমণী অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে সে জাতিচ্যুত হইয়া থাকে। পরে জাতীয় ভোজ দিলে সে পুনরায় সমাজে উঠিতে পারে।

ইহাদের মধ্যে বিবাহ ৩প্রকার।—১ম উচ্চ অঙ্গের বিবাহ, ইহা শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্ম-বিবাহের অনুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ২ পৈরপুঙ্গা বা নিম্নশ্রেণীর বিবাহ, এই বিবাহে সকল কার্য্যই বরগৃহে আচরিত হয়। কন্যাকে বরগৃহে আনিয়া সম্প্রদান করা হয়. ৩ধরৌয়া বা অবিবাহিত পত্নীরক্ষা—যাহারা বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত বিবাহ করে না, তাহারা এইরূপে একটা পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে।

বিসূচিকা, সর্পাঘাত বা শিশুসন্তানের মৃত্যু হইলে পুতিয়া ফেলা হয়। অন্যান্য রোগে মৃত্যু ঘটিলে তাহাকে দাহ করে। শব কবরস্থ করিবার জন্য তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট সমাধিস্থান নাই। ধনী ব্যক্তিগণ কোন পুণ্যতোয়া নদীতে ভাসাইয়া দিবার জন্য শবের ভস্ম রাখিয়া দেয়। অন্যান্য সকলে সেই ভস্ম পুতিয়া ফেলে। অন্ত্যেষ্টির পর তাহারা নিকটবর্ত্তী কোন জলাশয়তীরে একটা তৃণ পুতিয়া দেয় এবং দশদিন পর্য্যন্ত তদুপরে জল ঢালে।

সকল ক্রিয়াকলাপে ব্রাহ্মণেরাই তাহাদের পৌরোহিত্য করে। শক্তিরূপা দেবীই তাহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। দেবীপূজায় তাহারা ছাগ ও বন্যশূকরাদি বলি দিয়া থাকে। পরে প্রসাদী মাংস আপনারাই রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করে। অন্যান্য হিন্দু-পর্ব্বোৎসবেও তাহাদের বিশেষ আস্থা দেখা যায়। 'বর্ষাতি অমাবস' বা জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যায় রমণীগণ নানা উপচারে গ্রামস্থ বটবৃক্ষের পূজা করে। তাহাদের বিশ্বাস, এই বটের পূজায় স্বামীর আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। নারায়ণরূপী বটকে তাহারা স্বামিজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করে অথবা নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া তাহাদের স্বামীকে জীবিত রাখিবেন, এই সদুদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা পূজা করিতে বাধ্য হয়। ভাদ্রতৃতীয়া ও কার্ত্তিকী পঞ্চমীতে উপবাস তাহাদের মধ্যে মহাপুণ্যজনক, নাগদেবতা ও মহাদেবপূজাও তাহারা বিশেষ সমাদরের সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকে।

তাহারা শালগাম ভক্ষণ করে না। ধোবী, ভঙ্গী, চামার ও কোড়ি প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতিকে তাহারা অস্পৃশ্য জ্ঞান করে। শূকর, গোরু প্রভৃতি মাংস ভক্ষণ সাধারণতঃ নিষিদ্ধ। কিন্তু দেবোপহারে প্রদত্ত শিশু-শূকরমাংস নিষিদ্ধ নহে। ভাঙ্গ বা গাঁজা সেবনে কোন বাধা নাই, কিন্তু মদ্যপান করিলে জাতিচ্যুতি ঘটে।

ভোটদেশ, হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরস্থিত দেশভেদ। ইহার বর্ত্তমান নাম তিব্বত। এখানে বহু পূর্ব্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মশ্রী প্রভাসিত হইয়াছিল। এখনকার অধিবাসিবৃন্দ সেই সৌম্যমূর্ত্তি শাক্যবুদ্ধের উপাসনা করিতেছে। সংসারী গৃহস্থ ব্যক্তিগণ সামাজিক আচারে অনেকাংশে হিন্দুর অনুকরণশীল। বৌদ্ধযতি লামাগণ যোগি-ঋষির ন্যায় স্বধর্ম্মনিরত থাকিয়া ক্ষুদ্রজীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি-বর্ণিত ভোট বা মহাভোট রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহার প্রকৃত সীমানির্দ্দেশ সুকঠিন। অনেকে হিমালয়ের অপর পারস্থিত তটভূমিকে ভোটদেশ বলিয়া অভিহিত করেন, কিন্তু এক্ষণে সাধারণতঃ চীনসাম্রাজ্যাধিকৃত তিব্বত রাজ্যই ভোট বা মহাভোট শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভোটরাজ্যের ইতিবৃত্ত, ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রত্নতত্ত্বাদির বিষয় তিব্বত শব্দে যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। এখানকার বৌদ্ধকীর্ত্তিসমূহ বৌদ্ধযুগের প্রাধান্যব্যঞ্জক। মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি অনেক বৌদ্ধমহারথী এই প্রদেশে ধর্ম্মালোক প্রচার করিয়া গিয়াছেন। [তিব্বত দেখ]

ভোটমারি, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৬°১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°১৩´ পূঃ। এখানে পাট, তামাকু, শুঁট ও চাউলাদির বিস্তৃত কারবার আছে।

ভোটবর্ম্মদেব, জনৈক হিন্দুরাজা। পঞ্জাবের অন্তর্গত চম্বা (চম্পকা) নগরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল।

ভোটাঙ্গ (পুং) ভোটস্তজ্জাতিরঙ্গমস্য। দেশবিশেষ, ভোটান্ দেশ। ইহার পাঠান্তর ভোটান্ত। [ভূটান দেখ।]

ভোটীয় (ত্রি) ভোটদেশজাত।

ভোটীয় কোশী, নদীভেদ।

ভোটীয়া, তিব্বত ও ভূটানদেশবাসী।

[তিব্বত ও ভোট দেখ।]

ভোট্যা, সিন্ধুদেশবাসী ক্ষত্রিয়জাতির শাখাবিশেষ।

ভোডেশ্বর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুবিভাগের শিকারপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। নগরপার্কার হইতে ২ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত, এখানে রাজা ভোজ পরমার নির্ম্মিত একটী দীর্ঘিকা ও শিবমন্দির এবং তৎসন্নিকটে একটী প্রাচীন মস্‌জিদও বিদ্যমান আছে।

ভোগগাঁও, উঃ পঃ প্রদেশের মৈনপুরী জেলার অন্তর্গত একটি তহশীল। ভূপরিমাণ ৪৬৩ বর্গ মাইল। এখানে অরিন্দ ও ঈশান নদী এবং গঙ্গার একটী খাল প্রবাহিত।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও তহশীলের বিচার-সদর। অক্ষা° ২৭°১৫´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°১২´৪৫´´ পূঃ। প্রবাদ, রাজা ভীমসেন এই নগর স্থাপন করেন। তিনি স্থানীয় মন্দির-সম্মুখস্থ ঝিলে স্নান করিয়া কুষ্ঠরোগ-মুক্ত হন। মোগল-অধিকারে এখানে একটী দুর্গ স্থাপিত হইয়াছিল।

ভোগিঙ্গদেব, জনৈক হিন্দুরাজা। ইনি কলচুরিবংশীয় হৈহয়রাজ রামদেবের হস্তে নিহত হন।

ভোতা (দেশজ) ধারহীন, অতীক্ষ্ণ।

ভোপৎগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার শাহপুর তালুকের অন্তর্গত একটী দুর্গ।

ভোপা, ভৈরবোপাসক সাধুসম্প্রদায়বিশেষ। ইঁহারা প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া সর্ব্বদা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সকলেই দীর্ঘকেশ ও শ্মশ্রু রাখেন ও ললাটদেশে সিন্দূর ধারণ করেন। কেহ কেহ কোমরে বড় বড় ঘুঙ্গুর বাঁধিয়া বা কেহ কেহ পায়ে লোহার শিকল দিয়া নৃত্য ও ভৈরবের গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া বেড়ান।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ইঁহারা অবস্থিতি করেন। কখন কখন কলিকাতায় আসিয়াও দেখা দেন। ইঁহাদের মধ্যে গৃহস্থ ও উদাসীন দুই সম্প্রদায়ই আছে।

ভোঁপা, সিন্ধুপ্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। মাতাদেবীর পৌরোহিত্য করে বলিয়া তাহারা এই নামে খ্যাত। কোথাও ইহারা রেবারী নামে প্রসিদ্ধ।

ইহারা সাধারণতঃ গো, মেষ, মহিষ ও উষ্ট্রাদি পালন করে। ইহাদের স্ত্রীলোকগণ পশমসঞ্চয়ে ব্যাপৃত থাকে। মারবাড় হইতে তাহারা এদেশে আসিয়া বাসস্থাপন করিয়াছে। ইহাদের মুখাকৃতি দেখিলে ইহাদিগকে পারস্যদেশীয় বলিয়া অনুমান হয়। ইহারা দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ; মুখ সুগঠিত ও নাসা তিলপুষ্পের ন্যায়। কখন কখন ইহারা উষ্ট্রের দুগ্ধ পান করিয়া সপ্তাহ কাল অতিবাহিত করিয়া থাকে।

ভোপাল, ভূপালরাজ্য। [ভূপাল দেখ।]

ভোভো (অব্য°) সম্বোধন। (হলায়ুধ)

"ভোভো ভুজঙ্গ ! তরুপল্লবলোলজিহ্ব !" (মহানাটক১।১৪)

ভোমরা (দেশজ) ভ্রমর।

ভোমরাগুড়ি, আসাম প্রদেশের দরঙ্গ জেলার অন্তর্গত একটী রক্ষিত বনবিভাগ। ভূপরিমাণ ৩৮৬৭ বর্গ মাইল।

ভোমা (দেশজ) ভূলোম। চক্ষুর পাতার লোমকেও ভোমা কহে।

ভোমীরা (স্ত্রী) প্রবাল।

ভোমর্ষি, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক ঋষি। (সহ্যা° ৩৪।১৮)

ভোর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা রাজকীয় এজেন্সীর অধীনস্থ একটী সামন্ত রাজ্য। ভূপরিমাণ ১৪৯১ বর্গ মাইল। এই রাজ্যের সর্ব্বত্রই পর্ব্বতময়। এখানকার সামন্তগণ প্রাচীন সাতারা-রাজের অধীন ছিলেন। ইঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইংরাজরাজসরকার হইতে ইঁহারা দত্তকগ্রহণের অধিকার লাভ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজসিংহাসনের একমাত্র অধিকারী। এখানকার সর্দ্দারগণ জায়গীরদার ও পন্তসচিব উপাধিতে ভূষিত। দাক্ষিণাত্যের মধ্যে ভোরের সামন্তরাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ইঁহার সৈন্যসংখ্যা প্রায় ৫॥০ শত।

২ দাক্ষিণাত্যের উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৮°৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৫৩´২০´´ পূঃ। এখানে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত আছে।

ভোর (দেশজ) প্রাতঃকাল।

ভোরঘাট, বোম্বাই প্রদেশের পশ্চিমঘাট-পর্ব্বতমালার মধ্যস্থিত একটী গিরিসঙ্কট। বোম্বাই ও পুণানগরের মধ্যস্থলে প্রায় ২০ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮°৪৬´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°২৩´৩০´´ পূঃ। এই গিরিসঙ্কট পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তার শিল্পবিদ্যার (Engineering) অদ্ভুত নিদর্শন। এরূপ ২০২৭ ফিট্ উচ্চ সুবিস্তৃত পথে টানেল, সেতু ও খিলান দ্বারা বর্ত্ম নির্ম্মাণ ভারতের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ৫ বৎসর পরে উহার কার্য্য সমাধা হয়। মহারাষ্ট্র অধিকারে ইহা দাক্ষিণাত্যের দ্বাররূপে গণ্য ছিল।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনানী ওয়েলেস্‌লি বোম্বাই হইতে দাক্ষিণাত্যবক্ষে অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া গমনাগমনের সুবিধার্থ ভোরঘাটপথ পুণানগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও সুগম করিয়া যান। তৎপরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সার জন ম্যাকম্ বাহাদুর ইহা যানবাহনের উপযোগী করেন। উক্ত মহাত্মা স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন যে, 'এই প্রশস্ত পথবিস্তারে কোঙ্কণ ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের একটী দেউল ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেনাপরিচালনের ও

বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে। এমন কি, দাক্ষিণাত্য-বাসী কোন ব্যক্তিকেই আর দ্রব্যাদির অভাবে কষ্ট পাইতে হইবে না।'

ভোরার (দেশজ) গুল্মভেদ। Rhizophora mangle.

ভোর্পী, দাক্ষিণাত্যবাসী নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ। ইহারা নানা স্থানে ঘুরিয়া অত্যন্ত ব্যায়ামক্রীড়া ও কৌতুক প্রদর্শনাদি দ্বারা সাধারণের মনোরঞ্জনপূর্ব্বক জীবিকা অর্জ্জন করে। ইহারা অনেকাংশে স্থানীয় কুণবীদিগের মত। নিরন্তর ব্যায়াম-শিক্ষার দ্বারা তাহাদের শরীরপেশীসমূহ সুবলিত হইয়াছে। সাধারণতই তাহারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু। মদ্য ও গোশূকরাদি নিন্দিত মাংসভোজনে তাহাদের কোন আপত্তি দেখা যায় না।

ইহারা যে সাধারণতঃ ব্যায়ামকুশল তাহা নহে, অনেকে ইতস্ততঃ ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। কেহ কেহ বা দ্বারে দ্বারে গীত গাহিয়া বা নাট্য-রহস্যাদি প্রদর্শন করিয়া সাধারণের প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে এবং সেইরূপে লব্ধ অর্থ দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন অর্থবান্ ব্যক্তি গোমেষাদিও পুষে। বালকেরা যুবা বা প্রৌঢ়গণের সহিত গোচারণে যায়। রমণীগণ বনস্থলী হইতে রন্ধনোপযোগী কাষ্ঠ ও ঘুঁটে প্রভৃতি আহরণ করে।

ইহারা স্মার্ত্তমতে ধর্ম্মকর্ম্মাদি সমাহিত করিয়া থাকে। পর্ব্বদিনে তাহারা স্নানান্তে পুষ্পচন্দনাদি লইয়া স্থানীয় বাহ-রোবা, জানাই, জোখাই ও খান্‌হোবা প্রভৃতি দেবমূর্ত্তির পূজা করে এবং তৎপরে আহারাদি করিয়া থাকে। স্থানীয় অপর দেবদেবীসমূহের প্রতি ইহাদের বিশেষ ভক্তি দেখা যায়। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ইহারা স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগকে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করে। জাতীয় ও সামাজিক বিভ্রাট্ পঞ্চায়ৎসভা কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

ভোলা (দেশজ) ১ ভুলিয়া যাওয়া। ২ মৎস্যবিশেষ।

ভোলানাথ, জনৈক প্রাচীন কবি। ইনি পান্থদূতকাব্য, বৈষ্ণবামৃত ও সন্দর্ভামৃততোষিণী নামে মুগ্ধবোধটীকা প্রণয়ন করেন।

ভোলানাথ (পুং) শিব, মহাদেব।

"ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা ভোলানাথঃ কৃপানিধিঃ।
সংহৃত্য তাং মহাজ্বালাং সগণোঽন্তরগাত্মনে॥"
(শিবপুরাণ উত্তরখ° ২৫অ°)

ভেলি (পুং) উষ্ট্র। (ত্রিকা°)

ভোস্ (অব্য°) ভা ডোসি, নিপাতনাৎ সিদ্ধং। ১ সম্বোধন। ২ প্রশ্নবিধান। (শব্দরত্না°)

ভোস্‌ভোস্ (দেশজ) মহিষাদির অস্ফুট শব্দ।

ভোস, সাতারা জেলার তাসগাঁও তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। তাসগাঁও নগরের ৪॥০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬°৫৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৪৮´ পূঃ। এই গ্রাম-পার্শ্বস্থ শৈলে মহাদেবের গুহামন্দির অবস্থিত রহিয়াছে। এই মন্দিরে উঠিবার জন্য পটবর্দ্ধন সামন্তগণের ব্যয়ে নির্ম্মিত একটী পথ আছে।

এখানকার ৬১১ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি হইতে কৌশল্যাপুরাধিপ রাজা শৃঙ্গণের নাম পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণের বিশ্বাস, উক্ত রাজা শৃঙ্গণ সম্ভবতঃ দেবগিরির যাদব-রাজ সিজ্যন হইবেন এবং তাঁহার দ্বারাই কুণ্ডল ও মালকে-শ্বরের মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। স্থানীয় প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, কৌণ্ডল্যপুরে হিঙ্গনদেব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি মহাদেবের প্রীতির জন্য অনেক যাগযজ্ঞ করেন। কেহ কেহ এই শৈবপ্রধান হিঙ্গনদেবকেই শৃঙ্গণ-রাজ বলিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন এখানে কণাড়ীভাষায় উৎকীর্ণ আরও কএকখানি আধুনিক শিলালিপি পাওয়া যায়। শিব-মূর্ত্তি ব্যতীত এই গুহামন্দিরে অষ্টভুজা ভবানী, নন্দী ও বীরভদ্রমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সমগ্র গুহামন্দিরটী ৫৮ ফিট্ লম্বা ও ৩৬ ফিট্ প্রশস্ত। ইহার কারুকার্য্য নিতান্ত মন্দ নহে। প্রতি শ্রাবণ-সোমবারে এখানে বহুলোক-সমাগম হয়।

এই মন্দিরের পার্শ্বস্থ উচ্চ চূড়ে ইংরাজ গবর্মেণ্টের ত্রিকোণমিতি-জরিপের জন্য একটী আড্ডাগৃহ স্থাপিত আছে।

ভোস্কার, সম্বোধন জন্য বিনীত বাক্যপ্রণালী। (দিব্যা° ৪৮।৫।৭)

ভোহর, শার্ঙ্গধরপদ্ধতিধৃত জনৈক কবি। কেহ কেহ ইহাঁকে ডোহর নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

ভৌগিক, ভোগকের গোত্রাপত্য।

ভৌজকট (ত্রি) ভোজকট দেশসম্বন্ধীয়।

ভৌজি (পুং) ভোজদেশে ভবঃ ইঞ্। ভোজদেশভব।°

ভৌজীয় (ত্রি) ভৌজে ভোজদেশে ভবঃ, গহাদিত্বাৎ ছ। ভোজদেশভব।

ভৌত (পুং) ভূতানি প্রাণিনোঽধিকৃত্য প্রবৃত্তঃ অণ্। বলিকর্ম্ম। ইহা পঞ্চ যজ্ঞের অন্তর্গত।

"হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

১ ভোজনের পূর্ব্বে প্রাণিগণের উদ্দেশে যে বলি দেওয়া হয়, তাহাকে ভৌত কহে। ২ দেবল। (শব্দমালা) ভূত-ভিক্ষাদি-ভ্যোঽণ্। ৩ ভূতসজ্ঞ। ভূত-তস্যেদমিত্যণ্, (ত্রি) ৪ ভূতসম্বন্ধী।

ভৌতিক (ক্লী) ভূতানাং বিকারঃ,ইতি ঠক্। ১মুক্তা। (রাজনি) (ত্রি) ২ ভূতসম্বন্ধী। ৩ সৃষ্টিবিশেষ।

"অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যগ্‌যৌনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥"
(সাংখ্যকা° ৫৩)

ভৌতিক সৃষ্টি।—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ এই আট প্রকার দেবযোনি; পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর এই পাঁচ প্রকার তির্য্যগ্‌ যোনি আর মনুষ্যযোনি; এক প্রকার সংক্ষেপে ইহাই ভৌতিক সৃষ্টি। চৈতন্তের উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে ভৌতিক সৃষ্টির উর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য এই ত্রিবিধ বিভাগ কল্পিত হয়। তন্মধ্যে উর্দ্ধ লোক অর্থাৎ পশ্বাদি স্থাবরান্ত তির্য্যক্‌ শরীর। রজোবহুল মধ্যলোক, দেবলোক সত্ত্ববহুল,তমোবহুল অধোলোক অর্থাৎ মানবযোনি। উর্দ্ধতম ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই ভৌতিক সৃষ্টি।

যতদিন না লিঙ্গদেহের নিবৃত্তি হয়, ততদিন যে কোন শরীর উৎপন্ন হউক, সকল শরীরেই লিঙ্গশায়ী চেতন জরা-মরণাদি জনিত দুঃখ প্রাপ্ত হয়। দুঃখ বস্তুতঃ প্রাকৃতিক, কিন্তু প্রাকৃতিক লিঙ্গের সহিত অভেদ অধ্যাস থাকায় আত্মা সেই প্রাকৃতিক লিঙ্গস্থ দুঃখ আপনাতে অধ্যাস করেন। অতএব ভৌতিক সৃষ্টিই দুঃখের কারণ। (সাংখ্যদর্শন)

৪ ভূতসম্বন্ধিগুণবিশেষ। দর্শনশাস্ত্রে এই ভৌতিকগুণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, অগ্নি, বায়ু, জল, আকাশ ও মৃত্তিকা এই পাঁচটী ভূত। বিশেষ বিশেষ গুণ দেখিয়া বস্তুর পার্থক্য ও তাহার লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। অন্বয় ও ব্যতিরেক এই দ্বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ, বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ, তেজের বিশেষ গুণ রূপ, জলের বিশেষ গুণ রস এবং পৃথিবীর বিশেষ গুণ গন্ধ।

বস্তু ব্যবহারের কতকগুলি কাল্পনিক ভাব আছে, তাহাও গুণ নামে অভিহিত হয়। যথা সংখ্যা, পরত্ব ও অপরত্ব প্রভৃতি। এতজ্জাতীয় গুণ ব্যবহারমূলক ও উপাধি-পক্ষপাতী। যাহা পারিণামিক গুণ তাহা দ্বিবিধ। সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক। যাহা স্বতঃসিদ্ধ, আশ্রয় বস্তু থাকিলে থাকে, না থাকিলে থাকে না, যাহা আশ্রয়ের সহিত একত্র উৎপন্ন, একত্র অবস্থিত ও একত্র বিধ্বস্ত হয়, তাহা সাংসিদ্ধিক নামে খ্যাত। যেমন অগ্নির উষ্ণতা ও জলের দ্রবত্ব।

যাহা আগমাপায়ী অর্থাৎ নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন হয়, তাহা নৈমিত্তিক। যেমন জলের কাঠিন্য ও বায়ুর শৈত্য।

চক্ষু যাহা গ্রহণ করে এবং যাহা শ্বেত, পীত, লোহিত ইত্যাদি শব্দে উল্লিখিত হয়, তাহা রূপ শব্দের অভিধেয়। এইরূপ আবার কোথায়ও বর্ণ ও চলিত ভাষায় রঙ্‌ নামে অভিহিত হয়। শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ সাদারঙ্‌, কালরঙ্‌ ইত্যাদি। বর্ণ বহুবিধ হইলেও মূলবর্ণ তিনটীর অতিরিক্ত নহে। শ্বেত, লোহিত ও কৃষ্ণ। এই তিন বর্ণের নামান্তর অমিশ্রবর্ণ। এতদ্ভিন্ন যাহা মিশ্রণে জন্মে, তাহা মিশ্রবর্ণ বলিয়া খ্যাত। মূলবর্ণ তিনটীর ন্যূন নহে, অতিরিক্তও নহে, তাহার কারণ এই যে, বর্ণগুণটী ভৌতিক। আকাশ ও বায়ু-ভূতের কোন বর্ণ নাই, কেবল পৃথিব্যাদি তিন ভূতেরই আছে, সেই কারণে মূলবর্ণ তিন। কোন্‌ ভূত হইতে কোন্‌ বর্ণ হয়, তাহার সিদ্ধান্ত এইরূপ আছে। পৃথিবী হইতে কৃষ্ণ, জল হইতে শ্বেত ও অগ্নি হইতে লোহিত।

"যদগ্নে রোহিতং রূপং তত্তেজসঃ যচ্ছুক্লং তদপাং
যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য" (ছান্দোগ্য উপ°)

এই তিন বর্ণে বিশেষ বিশেষ বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

গুরুত্ব।—গুরুত্ব গুণটী ক্ষিতি ও জল উভয়বর্ত্তী। অন্য কোন ভূতে ইহার সত্তা নাই। সেইজন্যই পৃথিবীর অভিমুখে পার্থিব ও জলময় বস্তুর গতি হইয়া থাকে। সে গতির নাম পতন ও স্যন্দন। তেজে ও বায়ুভূতে আদৌ গুরুত্ব নাই, অধিকন্তু এই দুয়ে গুরুত্বের বিপরীত লঘুত্বই আছে। সেই জন্যই তাহাদের ও তজ্জাত পদার্থের বিপরীত দিকে অর্থাৎ উর্দ্ধে গতি হইয়া থাকে। এ গতির নাম উৎপতন। কখন কখন অন্যান্য তেজোময় বস্তুকে যে পৃথিবীর অভিমুখে আসিতে দেখি, তাহা গুরুত্বপ্রেরিত নহে, বেগ-প্রেরিত। অধঃসংযোগ অর্থাৎ পৃথিবীতে সংলগ্ন হইবার জন্য উপরিস্থ বস্তুর যে গতি হয়, তাহারই নাম পতন। পতনের প্রতি দ্বিবিধ কারণ আছে, যথা গুরুত্ব ও বেগ। উল্কা ও বজ্রাগ্নি প্রভৃতি যে পৃথিবীতে আইসে, তাহার কারণ বেগ, গুরুত্ব নহে। গুরুত্ব গুণটী অতীন্দ্রিয়, কিন্তু বল্লভাচার্য্যের মতে স্পর্শের অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারাও গুরুত্বানুভব হইতে পারে।

ক্ষিতি, জল ও তেজ এই ভূতত্রয়ে দ্রবত্ব অবস্থিত। দ্রবত্ব দ্বিবিধ, সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক। জলে সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব এবং অন্য দুইটীতে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব। নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন। স্যন্দন অর্থাৎ চুঁইয়ে পড়া দ্রবত্ব গুণেরই কার্য্যান্তর। শক্তু প্রভৃতি দ্রব্য যে জলসংযোগে পিণ্ডাকৃতি হয়, তাহা স্নেহসংযুক্ত দ্রবত্বের প্রভাব।

(ন্যায় ও সাংখ্যদ°) [পঞ্চভূত ও মহাভূত শব্দ দেখ।]

(পুং) ৫ মহাদেব। (ত্রিকা°) ৬ উপদ্রব। ৭ আধি প্রভৃতি। ৮ চক্ষুরাদি। ৯ শরীরাদি। ১০ বৌদ্ধবিশেষ। 'ভূতেষু

মহদাদিক্ষিত্যন্তেষু আত্মবুদ্ধ্যা উপাসকাঃ ভৌতিকাঃ বৌদ্ধবিশেষাঃ "ভৌতিকাস্ত শতং পূর্ণং সহস্রস্বাভিমানিকাঃ।"
(পাতঞ্জলভাষ্যটীকায় বাচস্পতিমিশ্র)

ভৌতিককাণ্ড (ক্লী) ভূতসম্বন্ধিনী ক্রিয়া। যে ব্যাপার সমূহ ভূতযোনির আবেশসাধ্য বলিয়া সাধারণে উক্ত হইয়াছে।
[ভৌতিকবিদ্যা দেখ]

ভৌতিকতত্ত্ব (ক্লী) ভূত-জগতের আলোচনাবিষয়ক বিদ্যাবিশেষ। [ভৌতিকবিদ্যা দেখ।]

ভৌতিকবিদ্যা,—ভূত, প্রেত, দানব, দৈত্য, পিশাচ, পিশাচী, ডাকিনী, যোগিনী ও নায়িকা প্রভৃতির পরিচয়, অমানুষিক ব্যাপার বা ভৌতিককাণ্ড যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাই ভৌতিকবিদ্যা। আমাদের শাস্ত্রমতে যে সকল নিশাচর দিব্যভাব প্রাপ্ত হইয়াও হিংসাপরায়ণ, তাহাদিগকে ভূত বলে। যে বিদ্যা দ্বারা ভূতের সংজ্ঞা ও স্বভাবাদি জানা যায়, তাহাকে ভূতবিদ্যা কহে*।

পৃথিবীর সকল সভ্য ও অসভ্য জাতির মধ্যেই ভূত, প্রেত, ডাকিনী প্রভৃতির অস্তিত্বে বিশ্বাস ও ভূতাদি ঝাড়াইবার নানা প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে। উনবিংশ শতাব্দীর উন্নতিশীল বৈজ্ঞানিকগণ অনেকেই ভূতাদির অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতেন, এখন আবার বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে মার্কিণের অনেক বৈজ্ঞানিক ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। থিওসফীর বিস্তার ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

হিন্দুদিগের বিশ্বাস।

ভারতবর্ষে কেবল অসভ্য ও অনার্য্য জাতি বলিয়া নহে, সুসভ্য আর্য্য হিন্দুগণও বহু পূর্ব্বকাল হইতে ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। অথর্ব্ববেদে যাতুধান, দুর্ম্মতি প্রভৃতি অপদেবতার স্তব আছে। অপদেবতার আবেশে মানব নানারূপে পীড়িত হইত, এ বিশ্বাসও তখন ছিল। কিন্তু ঋক্, যজু ও সামসংহিতায় এরূপ অপদেবতার ভয়ের কোন উল্লেখ নাই। মরণের ভয়ের সঙ্গে অথর্ব্ববেদের সময় আর্য্যদিগের হৃদয়ে অপদেবতার ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু অপদেবতার উৎপত্তিকথা বৈদিক গ্রন্থে নাই। পৌরাণিক সময়ে ভূতপ্রেতাদিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। মার্কণ্ডেয়পুরাণে বালকদিগের শান্তির জন্য মাতৃগণের সহিত ভূতগণের পূজা-বিধান আছে—

"বিক্ষিপেজ্জুহুয়াচ্চৈবানলং মিত্রঞ্চ কীর্ত্তয়েৎ।
ভূতানাং মাতৃভিঃ সার্দ্ধং বালকানান্ত শান্তয়ে॥" (মার্ক° ৫১।৫৩)

ভাগবতে লিখিত আছে—দুর্য্যোগের সময় মহাদেবের অনুচর ও ভূতগণ বিচরণ করিয়া থাকে।

"এষা ঘোরতমা বেলা ঘোরাণাং ঘোরদর্শনা।
চরন্তি যস্যাং ভূতানি ভূতেশানুচরাণি চ॥" (ভাগ° ৬।১৪।২৯)

কিন্তু ঐ সকল ভূতের উৎপত্তি কিরূপে হইল, বহুপুরাণেই এ সম্বন্ধে সবিশেষ কোন কথা নাই। তবে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ও গরুড়পুরাণ হইতে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে,—মরণের পর দাহাদি শেষ হইলে আতিবাহিক দেহ হয়। ইহা কেবল মানবদিগেরই হইয়া থাকে, অপর কোন প্রাণীর হয় না। তৎপরে তাহার উদ্দেশে পিণ্ড দিলে প্রেত ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। প্রেতপিণ্ড না দিলে কিন্তু তাহার মুক্তি নাই, সে আকাশে শীত, বাত ও তাপে ঘোরতর যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। সপিণ্ডীকরণের পর সে অন্য ভোগ দেহ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে সে নিজ কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে যায়*।

গরুড়পুরাণে প্রেত সম্বন্ধে সবিস্তার লিখিত আছে। যথা,—

'মৃতের চিতাকার্য্য শেষ হইলেই প্রেতত্ব জন্মে। কেহ বলেন, চিতায় দিবার সময় হইতেই প্রেতত্ব ঘটে। আবার কোন কোন শাস্ত্রবিদ্ বলেন, যখনই প্রেতের নাম করিয়া পিণ্ড দেওয়া যায়, তখনই প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয়। প্রাণ বহির্গত হইলেই প্রথম পিণ্ড, শ্মশানে যাইবার সময় অর্দ্ধপথে দ্বিতীয় পিণ্ড ও চিতারোহণকালে তৃতীয় পিণ্ড দিলে শবের আর কোন দোষ থাকে না। প্রথম দিবসে যেরূপ পিণ্ড দিবে, সেইরূপ দশ দিনেও দিতে হইবে। প্রথম দিনের পিণ্ডে মূর্দ্ধা, দ্বিতীয় দিনের পিণ্ডে গ্রীবা ও স্কন্ধ, তৃতীয় দিনের পিণ্ডে হৃদয়, চতুর্থ দিনের পিণ্ডে হস্ত, পঞ্চম দিনের পিণ্ডে নাভি, ষষ্ঠদিনের পিণ্ডে কটি, সপ্তমদিনের পিণ্ডে গুহ্য, অষ্টম দিনের পিণ্ডে উরুদ্বয়, নবম দিনের পিণ্ডে জানু ও চরণদ্বয়, এবং দশম দিবসে প্রেত বায়ুদেহ ও অতিশয় ক্ষুধাতুর হয়। এই দিবস আমিষ পিণ্ড দিবার ব্যবস্থা আছে। একাদশ ও দ্বাদশ দিবসে প্রেত খাইয়া থাকে, ঐ দিন দীপ, অন্ন, জল, বস্ত্র ও আর যাহা কিছু দেওয়া যায়, সে সকলই প্রেতশব্দ উল্লেখে দিতে হইবে। এই পিণ্ড জন্য দেহ পাইলে যমদূতেরা প্রেতকে

---

* "হিংসাবিহারা যে কেচিদ্দিব্যং ভাবমুপাশ্রিতাঃ।
ভূতানীতি কৃতা সংজ্ঞা তেষাং সংজ্ঞা প্রবক্তৃভিঃ॥
গ্রহসংজ্ঞাভিভূতানি যস্মাদ্বেত্ত্যনয়া ভিষক্।
বিদ্যয়া ভূতবিদ্যাত্বমত এব নিরুচ্যতে॥"

* প্রেত শব্দ ৫২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মহাপথে লইয়া যায়। এইরূপে যমদূত কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া প্রেত 'অসিপত্র' বন দিয়া ক্ষুৎপিপাসাতুর হইয়া যমলোকে যায় ও অষ্টাদশ দিনে যমের পূর্ব্ব পুরে আসিলে ত্রিপক্ষ পর্য্যন্ত পুত্রপ্রদত্ত অন্নযুক্ত জল পান করে। পরে ভয়ঙ্কর বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল সুরেন্দ্র নগরে আসিয়া কাঁদিতে থাকে, এখানে দুই মাস তাহারা যমদূত কর্ত্তৃক বিশেষরূপে নিগৃহীত হইতে থাকে। তৃতীয় মাসে গন্ধর্ব্বনগরে আসিয়া পুত্রাদির প্রদত্ত পিণ্ড আহার করে। চতুর্থ মাসে শৈলাগমপুরে নীত হয়। এখানে প্রেতের মাথায় ও পৃষ্ঠের উপর বড় বড় পাথর পড়িতে থাকে। এ সময়ে তাহারা পুত্রাদি-প্রদত্ত শ্রাদ্ধে কতকটা তৃপ্তি লাভ করে। তৎপরে পঞ্চম মাসে ক্রূরপুরে ও ষষ্ঠমাসে চিত্রনগরে আনীত হয়। এই সময় প্রেতেরা পুনঃ পুনঃ ক্ষুধাতুর ও শোকাতুর হয়, ষাণ্মাসিক-প্রদত্ত পিণ্ডে কতকটা তৃপ্তি লাভ করে। ইহার পর শতযোজন বিস্তীর্ণ পূয়-শোণিত-পূর্ণ উত্তপ্ত বৈতরণীতে আনীত হয়। এখানে পরিক্লিষ্ট যমদূত কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া প্রতিদিন ২৪৭ যোজন চলিতে থাকে। অষ্টম মাসে পিণ্ড খাইয়া অতি দুঃখপ্রদ পুরে ও নবম মাসে নানাক্রান্তপুরে নীত হয়। এখানে নবম-মাসিক পিণ্ড পাইয়া নানাক্রন্দপুর ও তপ্তপুরে আসে। পরে দশমমাসে সুতপ্ত নগর, একাদশ মাসে রুদ্রস্থান ও দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইলে শীতপুরে নীত হয় ও সকল স্থানে যথাক্রমে মাসিক পিণ্ড ভোজন করে। তৎপরে বিচারার্থ যমরাজ ও চিত্রগুপ্ত সমীপে আনীত হয়। বিচারের পর তাহার স্বর্গ বা নরক ঘটিয়া থাকে।' (গরুড়পু° উত্তর খ° প্রেতকল্প)

প্রেত হইবার কারণ।

কোন্ মানব প্রেতত্ব লাভ করে, এ সম্বন্ধে গরুড়পুরাণে (উত্তরখণ্ডে ১২ অঃ) লিখিত আছে—

'যাহারা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত, যাহারা পুষ্করিণী, কূপ, দীর্ঘিকা, উপবন, দেবালয়, পানীয়শালা, সুবৃক্ষ, ভোজনশালা, ও পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম বিক্রয় করে, যাহারা লোভবশে গোচারণ স্থান, গ্রামসীমা, তড়াগ, উপবন, ও গহ্বর কর্ষণ করে, চণ্ডালের আঘাতে, জলপতনে, সর্পাঘাতে, ব্রাহ্মণ হইতে, বিদ্যুৎপাতে, দংশক জন্তু হইতে ও পশুগণের আঘাতে যে সকল পাপকর্ম্মার মৃত্যু হয়; উদ্বন্ধনে, আত্মহত্যায়, বিষ ও শস্ত্রাদির আঘাতে, বিসূচিকারোগে, অগ্নিদাহে, মহারোগে ও পাপরোগে, দস্যুগণের হস্তে, অসংস্কারাবস্থায়, ও বিহিত আচারবর্জ্জিত হইয়া যাহাদের মৃত্যু হয়, যাহাদের বৃষোৎসর্গাদি ক্রিয়া ও মাসিক পিণ্ডাদি লুপ্ত হইয়াছে, শূদ্রগণ যে দ্বিজের অগ্নি, তৃণ, কাষ্ঠ ও ঘৃতাদি আহরণ করে; পর্ব্বতাদি হইতে পতনে, রজস্বলাদি দোষে, ভূমিতে মরণ না হইলে অথবা শূন্যে মৃত্যু ঘটিলে, বিষ্ণুনামস্মরণে পরাঙ্মুখ, সূতকাদি সম্পর্ক-বিশিষ্ট, দুষ্ট শল্যাদিতে মৃত ও অন্যান্য অপমৃত্যুর বশবর্ত্তী হইলে তাহারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ ভূত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে*। এ ছাড়া যে ব্রহ্মস্ব, দেবদ্রব্য ও গুরুদ্রব্য চুরি করে, যে শুল্ক লইয়া কন্যা প্রদান করে, যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে মাতা, ভগিনী, ভার্য্যা, পুত্রবধূ ও কন্যাকে পরিত্যাগ করে, ন্যাসাপহারী, মিত্রদ্রোহী, পরদারগামী, বিশ্বাসঘাতক, ভ্রাতৃদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গোহত্যাকারী, মদ্যপায়ী, গুরুপত্নীগামী, কুলমার্গ-পরিত্যাগকারী, সর্ব্বদা মিথ্যাবাদী, স্বর্ণ ও ভূমিহরণকারী এই সকল ব্যক্তিও মরিলে প্রেতত্ব পাইয়া থাকে।† গারুড়ে পরে আবার লিখিত আছে, যাহারা তাপসী, স্বগোত্রা ও অগম্যা নারীতে গমন করে, তাহারা মহাপ্রেত হয়।‡

---

* "যে কেচিৎ পাপকর্ম্মাণঃ পূর্ব্বকর্ম্মবশানুগাঃ।
জায়ন্তে তে মৃতাঃ প্রেতাঃ শৃণুধ্বং বদাম্যহং॥
বাপীকূপতড়াগানি হ্যারামঞ্চ সুরালয়ং।
প্রপাং সদ্যঃ সুবৃক্ষাংশ্চ তথা ভোজনশালিকাম্॥
পিতৃপৈতামহং ধর্ম্মং বিক্রীণাতি স পাপকৃৎ।
মৃতঃ প্রেতত্বমাপ্নোতি যাবদাভূতসংপ্লবং॥
গোচরং গ্রামসীমা চ তড়াগারামগহ্বরং।
কর্ষয়ন্তি চ যে লোভাৎ প্রেতাস্তে সম্ভবন্তি হি॥
চণ্ডালাদুদকাৎ সর্পাৎ ব্রাহ্মণাদ্বৈদ্যুতাত্তথা।
দংষ্ট্রিভ্যশ্চ পশুভ্যশ্চ মরণং পাপকর্ম্মণাম্॥
উদ্বন্ধনমৃতা যে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যে।
আত্মোপঘাতিনো যে চ বিসূচ্যগ্নিহতাশ্চ যে॥
মহারোগৈর্মৃতা যে চ পাপরোগৈশ্চ দস্যুভিঃ।
অসংস্কৃতপ্রমৃতাশ্চ বিহিতাচারবর্জ্জিতাঃ॥
বৃষোৎসর্গাদিসংস্কারৈর্লুপ্তৈঃ পিণ্ডৈশ্চ মাসিকৈঃ।
যস্যানয়তি শূদ্রোঽগ্নিং তৃণং কাষ্ঠং হবীংষি চ॥
পতনং পর্ব্বতাদিভ্যো ভিত্তিপাতেন যে মৃতাঃ।
রজস্বলাদিদোষৈস্তু ন ভূমৌ ম্রিয়তে যদি॥
অন্তরীক্ষে মৃতা যে চ বিষ্ণুস্মরণবর্জ্জিতাঃ।
সূতকাদিষু সম্পর্কা দুষ্টশল্যামৃতাস্তথা॥
এবমাদিভিরন্যৈশ্চ কুমৃত্যোর্ব্বশগাশ্চ যে।
তে সর্ব্বে প্রেতযোনিস্থা বিচরন্তি মহীস্থলীম্॥"
(গারুড়ে উত্তরখণ্ড ১২ অঃ)

† "ব্রহ্মস্বং দেবদ্রব্যঞ্চ গুরুদ্রব্যং হরেত্তু যঃ।
কন্যাং দদাতি শুল্কেন স প্রেতো জায়তে নরঃ॥
মাতরং ভগিনীং ভার্য্যাং স্নুষাং দুহিতরং তথা।
অদৃষ্টদোষান্ ত্যজতি স প্রেতো জায়তে নরঃ।
ন্যাসাপহর্ত্তা মিত্রধ্রুক্ পরদাররতঃ সদা।
বিশ্বাসঘাতী কূটশ্চ স প্রেতো জায়তে নরঃ।
ভ্রাতৃধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গোঘ্নঃ সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
কুলমার্গং পরিত্যজ্য হ্যনৃতেষু সদা রতঃ।
হর্ত্তা হেম্নশ্চ ভূমেশ্চ স প্রেতো জায়তে নরঃ॥" (গরুড়)

‡ "তাপসীঞ্চ স্বগোত্রাঞ্চ অগম্যাঞ্চ ভজন্তি যে।
ভবন্তি তে মহাপ্রেতা অম্বুজানি হরন্তি যে॥" (গরুড় ১৭।৩৫)

গারুড়ে উত্তরখণ্ডে (৩০ অধ্যায়) প্রেতের আবার একটু বিশেষত্ব লিখিত আছে,—

'যে সকল ব্রাহ্মণ খাইতে না পাইয়া শুকাইয়া মরে, যাহারা হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক অপঘাতে মরে, গলায় ফাঁস দিয়া, হঠাৎ গুরুতর আঘাতে, ব্যাঘ্র, অগ্নি ও বিষাদি দ্বারা অথবা বিসূচিকা রোগে মরে, যে আত্মহত্যা করে, পতনে, উদ্বন্ধনে, অথবা জলে যাহারা মরে, ম্লেচ্ছের হস্তে, উল্লম্বনে, মহারোগে অথবা স্ত্রীর পাপে বা চণ্ডাল, জল, সর্প, রজস্বলা, অশুচি, শূদ্র ও রজকাদি স্পর্শে যাহারা মরে, তাহারা নরক ভোগের পর প্রেত বা ভূত হইয়া থাকে।'*

প্রেতের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি প্রয়োজন। যদি কোন ক্রিয়া না করা যায়, তাহা হইলে সেই প্রেত পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয়।†

আবার যাহাদের সন্তান সন্ততি নাই, তাহারা শতবর্ষ ঘোরতর নরকভোগের পর যমদূত হইয়া থাকে।‡

পাদ্মোত্তর খণ্ডেও লিখিত আছে—সপ্তবিংশতি যুগ দারুণ নরকযন্ত্রণা ভোগের পর পিশাচ হইয়া থাকে।

[প্রেত শব্দ ৫২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

পিশাচদিগের রূপ অতি বিকট অথচ করাল, দীনভাবাপন্ন ও ভীতিপ্রদ, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট ও পিঙ্গলবর্ণ, কেশ সকল ঊর্দ্ধমুখী, অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ, লক্ লক্ জিহ্বা, ওষ্ঠ লম্বা, দীর্ঘ জঙ্ঘা, দেহ অতিশয় শিরাল, হস্ত দীর্ঘ, মুখ শুষ্ক ও আকৃতি যমদূতের ন্যায়।

গরুড়পুরাণের মতে, প্রেত নিজ কর্ম্মানুসারে বায়ুরূপ দেহযুক্ত ও অতি ক্ষুধাতুর হইয়া থাকে।§ আবার অন্য স্থলে লিখিত আছে, ভূতগণ দিগ্‌বাসী।

"পিশাচা রাক্ষসা যক্ষা যে চান্যে দিশিবাসিনঃ।"

(প্রেতকল্প ৫।৩৫)

একজন প্রেত নিজের স্বরূপ এইরূপ বলিতেছে—

"হতবাক্যা বয়ং সর্ব্বে নষ্টসংজ্ঞা বিচেতসঃ॥
ন জানীমো দিশং তাত বিদিশং চাতিদুঃখিতাঃ॥
গচ্ছামঃ কুত্র বৈ মূঢ়াঃ পিশাচাঃ কর্ম্মজা বয়ং॥
ন মাতা ন পিতাস্মাকং প্রেতত্বং কর্ম্মভিঃ স্বকৈঃ।
প্রাপ্তাঃ স্ম সহসা তদ্বৈ দুঃখোদ্বেগসমাকুলম্॥"(প্রেতক: ১২অ°)

আমরা সকলেই হতবাক্য, নষ্টসংজ্ঞ ও বিচেতন। আমরা দিগ্‌বিদিক্ কিছুই জানি না, তাই অতিদুঃখে কালযাপন করিতেছি। আমরা মূঢ়, কর্ম্মদোষে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, কোথায় যাইতেছি, তাহা কিছুই জানিতে পারিতেছি না। আমাদের পিতা নাই, মাতা নাই, নিজ নিজ কর্ম্মদোষে পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়া নানা দুঃখ ও উদ্বেগ ভোগ করিতেছি।

গারুড়ে আরও লিখিত আছে—

"কলৌ প্রেতত্বমাপ্নোতি তার্ক্ষ্যাশুদ্ধক্রিয়াপরঃ।
কৃতাদৌ দ্বাপরং যাবন্নপ্রেতো নৈব পীড়নম্॥" (১০।১৭)

কলিকালেই অশুদ্ধ-ক্রিয়াশীল মানবগণ প্রেতত্ব লাভ করে। কিন্তু সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে প্রেতও ছিল না, পীড়নও ছিল না।

প্রেতের বিচরণ-স্থান।

যে কেহ প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়, সে কোন্ স্থানে বাস করে? প্রেতলোক হইতে মুক্ত হইয়া আবার কিরূপে পাপ ভোগ করে? প্রেতগণ চতুরশীতি লক্ষ নরক ভোগ করে ও তথায় সহস্র সহস্র কিঙ্কর দিবারাত্র প্রেতগণকে রক্ষা করিতেছে, এরূপ স্থলে তাহারা নরক হইতে কিরূপে বাহির হইয়া লোক মধ্যে বিচরণ করে? ইহার উত্তরে গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

'যাহারা পরস্ব অপহরণে অভিলাষী, পত্নী ও পুত্রগণের অন্বেষণে তৎপর, সেই সকল অশরীর পাপিষ্ঠ প্রেত ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত পরিপীড়িত হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে। বন্দিগ্রহ ছাড়া পশু যেমন ঘুরিয়া মরে, প্রেতও সেইরূপ সহোদরাদিকে বধ করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহারা পিতৃমার্গ উচ্ছেদক ও পিতৃদ্বাররোধক। তস্কর যেমন পথিকের সর্ব্বস্ব হরণ করে, ইহারও সেইরূপ পিতৃভাগ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহারা সুযোগ মতে আবার নিজগৃহে আসিয়া মলমূত্রত্যাগের স্থানে অবস্থান করে। সেখানে থাকিয়া রোগী ও শোকার্ত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। উচ্ছিষ্টাদি ফেলিবার জঘন্য স্থানে থাকিয়া কাহাকে একাহ (একদিন অন্তর একদিন) জ্বররূপে পীড়া দেয়। ভূতজাতি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া উচ্ছিষ্ট পানীয় সেবন ও পুত্রাদির ছল খুঁজিতে থাকে*। প্রেতগণ

* "তেন পাপেন নরকান্মুক্তাঃ প্রেতত্বভাগিনঃ।" (গরুড়পু° ৩০।৯)

† "কর্ত্তব্যঞ্চ খগশ্রেষ্ঠ ক্রিয়াদি প্রেততৃপ্তয়ে।
যদা ন ক্রিয়তে সর্ব্বং পিশাচত্বং স গচ্ছতি॥" (গরুড় উত্তর ১৫।১৯)

‡ "যেষান্তু নরকে ঘোরে গতান্যব্দশতানি বৈ॥
সন্ততির্নৈব বিদ্যেত দূতত্বং তে প্রযান্তি হি॥" (ঐ ৮।৩৪)

§ "বায়ুভূতঃ ক্ষুধাবিষ্টঃ কর্ম্মজং দেহমাশ্রয়েৎ।" (ঐ ৯।১)

* "পরস্বহরণার্থী যে পত্ন্যন্বেষণতৎপরাঃ॥ ৪
তথৈব সর্ব্বপাপিষ্ঠা আত্মজান্বেষণে রতাঃ।
বিচরন্ত্যশরীরাস্তে ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা ভৃশং॥ ৫
বন্দিগ্রহবিনির্মুক্তা যথা নশ্যন্তি জন্তবঃ।
তথা নশ্যন্তি তে প্রেতা বধং কৃত্বা সহোদরে॥ ৬
পিতৃদ্বারাণি রুন্ধন্তি তন্মার্গচ্ছেদকাস্তথা।
পিতৃভাগাংশ্চ গৃহ্ণন্তি পথিকান্ তস্করা ইব॥ ৭

নিজ কুলকেই বেশী পীড়িত করে। ছিদ্র পাইলে অপরকেও পীড়ন করে। জীবৎকালে যে যত স্নেহ করিয়া থাকে, প্রেত তাহারই তত অনিষ্ট করিতে চেষ্টা পায়। (গরুড়পু° প্রেতকল্প)

প্রেতদোষ বা প্রেতসম্ভব হইলে কিরূপ লক্ষণ দেখা যায়, তৎসম্বন্ধে গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"বহূনামেকজাতীনামেকঃ সৌখ্যং সমশ্নুতে।
একো দুষ্কৃতকর্ম্মা চ হ্যেকঃ সন্ততিবর্জ্জিতঃ ॥১৮
একঃ সংপীড্যতে প্রেতৈরেকঃ পুত্রসমন্বিতঃ।
একস্য পুত্রনাশঃ স্যাৎ পুত্রো ন লভতে সদা ॥১৯
বিরোধো বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং প্রেতদোষোঽস্তি তত্র বৈ।
সন্ততির্নৈব দৃশ্যেত সমুৎপন্নো বিনশ্যতি।
পশুদ্রব্যবিনাশশ্চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২০
প্রকৃতিশ্চ বিবর্ত্তেত বিদ্বেষঃ সহ বন্ধুভিঃ।
অকস্মাদ্ব্যসনপ্রাপ্তিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২১
নাস্তিক্যং ব্রতলোপশ্চ মহালোভস্তথৈব চ।
দম্ভশ্চ কলহো নিত্যং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২২
মাতাপিত্রোশ্চ হন্তা চ দেবব্রাহ্মণদূষকঃ।
হত্যাদোষমবাপ্নোতি সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২৩
নিত্যকর্ম্মবিমুক্তশ্চ জপহোমবিবর্জ্জিতঃ।
পরদ্রব্যাপহর্ত্তা চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২৪
তীর্থং গত্বা পরাসক্তঃ স্বকৃত্যঞ্চ পরিত্যজেৎ।
ধর্ম্মকার্য্যে ন সম্পত্তিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২৫
সুভিক্ষে কৃষিনাশঃ স্যাৎ ব্যবহারো বিনশ্যতি।
লোকে কলহকারী চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২৬
মার্গে তু গচ্ছতশ্চৈব পীড়য়েদ্বাথ মণ্ডলী।
তত্র সংপীড্যতে প্রেতৈরিতি সত্যং বচো মম ॥২৭
হীনজাতিষু সম্বন্ধো হীনকর্ম্ম করোতি চ।
অধর্ম্মে রমতে নিত্যং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২৮
ব্যসনৈর্দ্রব্যনাশঃ স্যাদুপক্রান্তঞ্চ নশ্যতি।
চৌরাগ্নিরাজভির্হানিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২৯
মহারোগোপপত্তিশ্চ স্বতনূপীড়নন্তু যৎ।
জায়া সংপীড্যতে যত্র সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥৩০
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু ধর্ম্মকার্য্যেষু চৈব হি।
অভাবো জায়তে যেষাং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥৩১
দেবতীর্থদ্বিজাতীনাং ভাবশুদ্ধ্যা ন মন্যতে।
প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা দূষয়েৎ প্রেতভাবতঃ ॥৩২
স্ত্রীণাং গর্ভবিনাশঃ স্যান্ন পুষ্পং দৃশ্যতে তথা ॥
বালানাং মরণং যত্র সা পীড়া প্রেতসম্ভবা। ৩৩
পুষ্পং প্রদৃশ্যতে যত্র ফলং নৈব প্রদৃশ্যতে।
বিরোধো ভার্য্যয়া সার্দ্ধং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৪
ভাবশুদ্ধ্যা ন কুরুতে শ্রাদ্ধং সাম্বৎসরাদিকম্।
স্বয়মেব ন কুর্ব্বীত সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৫
কলহো ঘাতকাশ্চৈব পুত্রাঃ শত্রুরিবাত্মজাঃ।
ন প্রীতির্ন চ সৌখ্যঞ্চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৬
গৃহে দন্তকলিশ্চৈব ভোজনে কোপসংযুতঃ।
পরদ্রোহমতিশ্চৈব সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৭
পিত্রোর্ব্বাক্যং ন কুরুতে স্বপত্নীং ন চ সেবতে।
পরদারাপকর্ষী চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৮
বিকর্ম্মণা ভবেৎ প্রেতো বিধিহীনক্রিয়স্তথা।
তৎকালে দুষ্টসংসর্গাৎ বৃষোৎসর্গাদৃতে তথা ॥ ৩৯
দুষ্টমৃত্যুবশাদ্বাপি হৃদগুবপুষস্তথা।
প্রেতত্বং জায়তে তার্ক্ষ্য পীড্যন্তে যেন জন্তবঃ ॥৪০
দাহক্রিয়াদিলোপশ্চ খট্টাদিমৃতিদোষতঃ।
প্রেতত্বং সুস্থিরং তস্য বাক্‌চেষ্টাদিবিবর্জ্জিতম্ ॥" ৪১

প্রেত হইতে কাহারও সুখ, কাহারও বা দুঃখ ঘটে, কাহারও পুত্র হয়, আবার কাহারও পুত্র মরে। কাহারও অদৃষ্টে আদৌ পুত্র লাভ ঘটে না। বন্ধুর সহিত বিরোধ, সন্তান হইয়া বাঁচিয়া না থাকা, পশুনাশ ও দ্রব্যনাশজনিত কষ্ট, প্রকৃতির বিপর্য্যয়, অকস্মাৎ বিপৎপাত, নাস্তিকতা, ব্রতলোপ, দম্ভ, নিত্যকলহ, মাতাপিতার হিংসা, দেবনিন্দা, সদ্‌ব্রাহ্মণের দোষকীর্ত্তন, হত্যাদোষ, নিত্যকর্ম্ম ও জপহোমপরিত্যাগ, পরদ্রব্যাপহরণ, তীর্থে গিয়া পরের প্রতি আসক্তি, নিত্যক্রিয়া-পরিত্যাগ, ধর্ম্মকর্ম্মে অনিচ্ছা, সুসময়ে কৃষিনাশ, সদ্ব্যবহার-বিলোপ, লোকে কলহকারী, পথে চলিবার সময় বায়ুমণ্ডলী হইতে পীড়া, হীনজাতির সহিত বন্ধুতা, হীনকর্ম্মে অনুরাগ, অধর্ম্মে রতি, ব্যসনে দ্রব্যনাশ, কার্য্যারম্ভে তাহার হানি, চৌর, রাজা ও অগ্নি দ্বারা অনিষ্ট ঘটনা, মহারোগের উৎপত্তি, নিজ দেহ ও ভার্য্যার পীড়ন, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ধর্ম্মকর্ম্মে মানসিক অরতি, সর্ব্বদা অভাব; দেবতা, তীর্থ ও দ্বিজাতিগণকে ভাবশুদ্ধিতে না দেখা, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেবব্রাহ্মণের দোষকীর্ত্তন, স্ত্রীগণের গর্ভপাত, ঋতু না হওয়া, বালকদিগের মৃত্যু, ভার্য্যার সঙ্গে বিরোধ, শুদ্ধভাবে সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ না করা, কলহ, ব্যাঘাত, আত্মজ পুত্রগণের সহিত শত্রুবৎ ব্যব-

স্ববেশ্ম পুনরাগত্য মুত্রোৎসর্গং বিশন্তি তে।
তত্র স্থিতা নিরীক্ষন্তে রোগশোকাদিনা জনং ॥ ৮
জ্বররূপেণ পীড্যন্তে হ্যেকান্তরাদিষেণ তু।
চিন্তয়ন্তি সদা তেষামুচ্ছিষ্টাদিস্থলস্থিতাঃ ॥" (প্রেতকল্প ১০ অ°)

হার,প্রীতি ও সুখের অভাব, সর্ব্বদা গৃহে কলহ, ভোজনকালে ক্রোধ, পরদ্রোহ, পিতার কথা না শুনা, নিজ পত্নীর সহিত সহবাস না করা ও পরদারসেবা, এই সকল প্রেত হইতে ঘটিয়া থাকে। বিধিহীন ক্রিয়া, জীবৎকালে দুষ্ট সংসর্গ, মরণান্তে সকল বৃষোৎসর্গাভাব, অপঘাত মৃত্যু, মৃতের দাহক্রিয়াদি লোপ এই সকল প্রেতত্বের কারণ।

প্রেতাবেশ।

গরুড় পুরাণে (১১ অঃ) প্রেতাবেশের লক্ষণাদিও এইরূপ লিখিত আছে—

"যদ্ যৎ কুর্ব্বন্তি তে প্রেতাঃ পিশাচত্বে ব্যবস্থিতাঃ ॥
তেষাং স্বরূপং বক্ষ্যামি চিহ্নং স্বপ্নং যথাতথম্।
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতাস্তে বৈ প্রবিশেয়ুঃ স্ববেশ্মনি ॥৯
প্রবিষ্টা বায়ুরূপেণ শয়ানান্ স্বস্ববংশজান্।
তত্র লিঙ্গানি যচ্ছন্তি নির্দ্দিশন্তি খগেশ্বর ॥৬
স্বপুত্রস্বকলত্রাণি স্ববন্ধূন্ তে প্রয়ান্তি বৈ।
গজো হয়ো বৃষো ভূত্বা দৃশ্যন্তে বিকৃতাননাঃ ॥৭
শয়নং বিপরীতং বা আত্মানঞ্চ বিপর্য্যয়ং।
উত্থিতঃ পশ্যতি তু যঃ স প্রেতৈঃ পীড্যতে ভৃশম্ ॥৮
নিগড়ৈর্বধ্যতে যস্তু বধ্যতে বহুধা যদি।
অন্নঞ্চ যাচতে স্বপ্নে কুরুতে পাপমাত্মনা ॥
ভুঞ্জমানস্তু যঃ স্বপ্নে গৃহীত্বান্নং পলায়তে।
আত্মনস্তু পরস্যাপি তৃষার্ত্তস্তু জলং পিবেৎ ॥
বৃষভারোহণং স্বপ্নে বৃষৈভঃ সহ গচ্ছতি।
উৎপত্য গগনং যাতি তীর্থে যাতি ক্ষুধাতুরঃ ॥
স্বকলত্রং স্ববন্ধূংশ্চ স্বসুতং স্বপতিং বিভুং।
বিদ্যমানং মৃতং পশ্যেৎ প্রেতদোষেণ নিশ্চিতম্ ॥
যস্তপো যাচ্যতে স্বপ্নে ক্ষুত্তৃষাভ্যাং পরিপ্লুতঃ।
তীর্থে যাতি দদেৎ পিণ্ডান্ প্রেতদোষৈর্ন সংশয়ঃ ॥
নির্গচ্ছতো গৃহাদ্রাত্রৌ স্বপ্নে পুত্রাংস্তথা পশূন্।
পিতৃভ্রাতৃকলত্রাণি প্রেতদোষৈঃ স পশ্যতি ॥"

প্রেতগণ পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়া যে যে কর্ম্ম করে, তাহার স্বরূপ ও চিহ্নাদি যথাযথ বলিতেছি। তাহারা ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া বায়ুরূপে স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করে ও শয়ান নিজবংশীয়দিগকে চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। হস্তী, অশ্ব, বৃষ অথবা বিকৃত মুখ ধারণ করিয়া নিজ পুত্র, ভার্য্যা ও বন্ধুগণের নিকট যায়। যে হঠাৎ নিদ্রা হইতে উঠিয়া বিপরীতভাবে শয়ন অথবা আত্মার বিপর্য্যয় দেখে, সেই ব্যক্তি প্রেত কর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হয়। যদি কেহ আপনাকে নিগড়ে বদ্ধ অথবা বহুপ্রকারে বদ্ধ মনে করে, স্বপ্নে অন্ন চায় ও আপনাপনি পাপ করে, স্বপ্নে আপনার বা ভোজন-পর অপর ব্যক্তির অন্ন লইয়া যে পলায় ও তৃষার্ত্তের জল পান করে, স্বপ্নে বৃষভারোহণ অথবা বৃষের সঙ্গে যে গমন করে, লম্ফ দিয়া যে আকাশে উঠিতে যায়, ক্ষুধাতুর হইয়া তীর্থে যায়, যে নিজভার্য্যা, বন্ধু, পুত্র, পতি ও প্রভুকে বিদ্যমান থাকিতে মৃত দর্শন করে, তাহার প্রেত দোষ বা প্রেতাবেশ ঘটিয়াছে বুঝিবে। স্বপ্নে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জল প্রার্থনা করিলে সেও প্রেতদোষে দূষিত হইয়াছে,বুঝিতে হইবে, এরূপস্থলে তীর্থে গিয়া পিণ্ড দান করা কর্ত্তব্য। প্রেতাবিষ্ট ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে তাহার পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভার্য্যা সকলেই রাত্রিকালে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

আমাদের বৈদ্যকশাস্ত্রে ভূতের ও ভূতাবেশের লক্ষণ সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে লিখিত হইল—

"গুহ্যানাগতবিজ্ঞানমনবস্থা সহিষ্ণুতা।
ক্রিয়া বাহমানুষী যস্মিন্ স গ্রহঃ পরিকীর্ত্যতে ॥
অসঙ্খ্যেয়া গ্রহগণা গ্রহাধিপতয়স্তু যে।
ব্যজ্যন্তে বিবিধাকারা ভিদ্যন্তে তে তথাষ্টধা ॥"

যে সকল প্রাণী গুহ্য ও অনাগতবিজ্ঞান অর্থাৎ কোন রূপেই যাহাদের প্রত্যক্ষ হয় না, এবং যাহাদের অবস্থানের কোন নিরূপিত স্থান নাই ও যাহাদের কার্য্য সকল অমানুষেয়, তাহাদিগকে গ্রহ বা ভূত বলে। গ্রহগণ ও গ্রহাধিপতি সকল অসংখ্য এবং তাহাদের আকার নানা প্রকার। ঐ সকল গ্রহ আবার অষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—

"দেবাস্তথা শত্রুগণাশ্চ তেষাং গন্ধর্ব্বযক্ষাঃ পিতরো ভুজঙ্গাঃ।
রক্ষাংসি যা চাপি পিশাচজাতিরেষোহষ্টধা দেবগণগ্রহাখ্যঃ ॥"

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পিতৃগ্রহ (প্রেত), ভুজঙ্গ, রাক্ষস ও পিশাচজাতি মনুষ্যের প্রতি এই অষ্ট প্রকার ভূতাধিষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহাদের সাধারণ সংজ্ঞা দেবগ্রহ।

উক্ত আটপ্রকার ভূতাধিষ্ঠিত ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ হইয়া থাকে। যাহার প্রতি দেবগ্রহের আবির্ভাব হয়, সেই ব্যক্তি সন্তুষ্ট, শুদ্ধমতি, গন্ধমাল্যপ্রিয়, তন্দ্রাহীন, অসম্বদ্ধ সংস্কৃতভাষী, তেজস্বী, স্থিরনেত্র, বরদাতা, ও ব্রহ্মতেজা হইয়া থাকে।

যাহার প্রতি দানবগ্রহের আবেশ হইবে, সেই ব্যক্তির শরীরে ঘর্ম্ম হইতে থাকে এবং সেই ব্যক্তি দ্বিজ, গুরু ও দেবতার দোষ বর্ণনা করে, সে কুটিলনয়ন, নির্ভয়, বিমার্গ-দৃষ্টি, অন্নপানাদিতে অসন্তুষ্ট ও দুষ্টাত্মা হয়।

গন্ধর্ব্ব-গ্রহপীড়িত ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্ত, পুলিন ও উপবন-সেবী, স্বাচারনিরত এবং গীত ও গন্ধমাল্যপ্রিয় হয়। কথন

নৃত্য করে, কখন বা হাসে ও কোন সময়ে মনোরম অল্প শব্দ করে।

যক্ষ-গ্রহাভিভূত ব্যক্তির চক্ষু তাম্রবর্ণ হয়। এই ব্যক্তি সূক্ষ্ম রক্তবর্ণবস্ত্রধারী ব্যক্তিকে ভাল বাসে এবং গাম্ভীর্য্যশীল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সহিষ্ণু ও তেজস্বী হয়, এবং অল্প বাক্য বলে ও কাহাকে কি দিব? এইরূপ বাক্য বলিয়া থাকে।

"প্রেতেভ্যো বিসৃজতি সংস্তরেষু পিণ্ডান্
শাস্তাত্মা জলমপি চাপসব্যবস্ত্রঃ।
মাংসেপ্সুস্তিলগুড়পায়সাভিকাম-
স্তদ্ভক্তো ভবতি পিতৃগ্রহাভিভূতঃ॥"

যাহার প্রতি প্রেতাবেশ হয়, সেই ব্যক্তি দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয় ধারণ করিয়া কুশাস্তরণে মৃত ব্যক্তিকে পিণ্ড ও জল প্রদান করে, এবং প্রশান্ত চিত্ত, মাংসলিপ্সু ও তিল, গুড় ও পায়সাভিলাষী হয়।

যে ব্যক্তি ভুজঙ্গমগ্রহ কর্ত্তৃক পরিপীড়িত হয়, সে কদাচিৎ সর্পের ন্যায় ভূমিতে গমন করে এবং জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠের প্রান্তদ্বয় লেহন করিয়া থাকে এবং নিদ্রালু ও গুড়, দুগ্ধ, মধু ও পায়সলিপ্সু হয়। রাক্ষস গ্রহাভিভূত ব্যক্তি মাংস, রক্ত, বিবিধ মদ্য-বিকার-লিপ্সু, নির্লজ্জ, অতি নিষ্ঠুর, অতিবীর, ক্রোধশীল, বিপুল বলশালী, নিশাবিহারী ও শৌচদ্বেষী হইয়া থাকে।

"উদ্ধস্তঃ কৃশপরুষশ্চিরপ্রলাপী
দুর্গন্ধো ভৃশমশুচিস্তথাতিলোলঃ।
বহ্বাশী বিজনহিমাম্বুরাত্রিসেবী
ব্যাচেষ্টং ভ্রমতি রুদন্ পিশাচজুষ্টঃ॥"

পিশাচ-গ্রহাধিষ্ঠিত ব্যক্তি ঊর্দ্ধহস্ত, কৃশ ও কঠোর হয়, বহুপ্রলাপী, দুর্গন্ধযুক্ত, অশুচি, অতিচঞ্চল ও বহ্বাহারী হয় এবং নির্জ্জন স্থান, হিম, জল ও রাত্রিসেবী এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া ভ্রমণ ও রোদন করিয়া থাকে।

"দেবগ্রহঃ পৌর্ণমাস্যামসুরাঃ সন্ধ্যয়োরপি।
গন্ধর্ব্বাঃ প্রায়শোঽষ্টম্যাং যক্ষাশ্চ প্রতিপদ্যথ॥" ইত্যাদি।

পূর্ণিমাতিথিতে দেবগ্রহ, প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা সময়ে অসুর, অষ্টমীতে গন্ধর্ব্ব, প্রতিপদে যক্ষ, কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগ্রহ, পঞ্চমীতিথিতে ভুজঙ্গম, রাত্রিতে রাক্ষস ও চতুর্দ্দশীতে পিশাচ মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করে। যেরূপ দর্পণাদি স্বচ্ছপদার্থে ছায়া, প্রাণিশরীরে শীতোষ্ণতা, সূর্য্যকান্ত মণিতে সূর্য্যকিরণ, এবং দেহে প্রাণ প্রবেশ করে, তদ্রূপ গ্রহগণ অলক্ষিত ভাবে শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

"তপাংসি তীব্রাণি তথৈব দানং ব্রতানি ধর্ম্মো নিয়মশ্চ সত্যম্।
গুণাস্তথাষ্টাবপি তেষু নিত্যা ব্যস্তাঃ সমস্তাশ্চ যথা প্রভাবম্॥"

তীব্র তপস্যা, দান, ব্রত, ধর্ম্মনিয়ম, সত্যবাদিতা ও অষ্টবিধগুণ তাহাদের নিত্যধর্ম্ম। কোন কোন গ্রহের এই সকল গুণ আছে, আবার কাহারও বা গুণের অল্পতা আছে। ইহা গ্রহদিগের প্রভাব অনুসারে জানিতে হইবে।

"তেষাং গ্রহাণাং পরিচারকা যে কোটীসহস্রাযুতপদ্মসংখ্যাঃ।
অসৃগ্ বসামাংসভুজাঃ সুভীমা নিশাবিহারাশ্চ তমাবিশন্তি॥"

পূর্ব্বোক্ত গ্রহগণের মধ্যে কাহার কোটী, কাহার সহস্র, কাহারও বা দশ সহস্র পরিচারক আছে, ঐ সকল পরিচারকগণ রক্ত, মাংস ও বসা ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদের আকৃতি ভয়ঙ্কর ও ইহারা রাত্রিচর। এই ভয়ঙ্করাকৃতি পরিচারকগণই কখন কখন মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত গ্রহগণের মধ্যে যাহারা দেবগণ-সংসৃষ্ট, তাহারা দেবতার সংসর্গে দেবতুল্য হইয়াছে। অতএব ঐ সকল গ্রহ দেব নামে খ্যাত। দেবতার ন্যায় ইহাদিগকে পূজা ও প্রণাম করা আবশ্যক। দেবতার নিকট যেরূপ বরপ্রার্থনা করা যায়, ঐ গ্রহগণের নিকটও তদ্রূপ বরপ্রার্থনা করিতে হয়। গ্রহাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যেরূপ শীলাচারসম্পন্ন, গ্রহও তদ্রূপ শীল ও আচারযুক্ত।

গ্রহরোগচিকিৎসার জন্য নিয়মপূর্ব্বক জপ ও হোম করা আবশ্যক এবং রক্তবর্ণ গন্ধমাল্য ও সর্ব্ব প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য তদুদ্দেশে বলি দিতে হইবে। ইহা ভূতোৎপাতশান্তির সামান্য বিধান। বস্ত্র, মদ্য, মাংস, ক্ষীর, রুধির প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য যে যে গ্রহের অভিলষিত, সেই সেই গ্রহকে তত্তদ্ দ্রব্য বলি দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে হয়। গ্রহগণ যে সকল দিনে মানবগণকে হিংসা করিয়া থাকে, ভূতোৎপাত-নিবৃত্তির জন্য সেই সকল দিনে গ্রহগণের পূজা করা আবশ্যক। দেবালয়ে অগ্নি স্থাপন করিয়া হোম ও দেবগ্রহের বলি দিবে। কুশা, তণ্ডুল, পিষ্টক, ঘৃত, ছত্র ও পায়স এই সকল দ্রব্য চত্বরাদি স্থানে দানবকে অর্পণ করিবে।

চতুষ্পথে বা ভয়ঙ্কর বনমধ্যে রাক্ষসগ্রহের বলি, এবং শূন্যগৃহে পিশাচগ্রহের বলি দিতে হয়।

ভূতশাস্ত্রোক্ত মন্ত্র দ্বারা বলি দেওয়া আবশ্যক। কেবল বলি দ্বারা ভূতোৎপাত নিবৃত্তি হয় না, তজ্জন্য ঔষধপ্রয়োগও আবশ্যক।

ঔষধ যথা—ছাগল, ভল্লুক, শজারু ও পেচক ইহাদিগের চর্ম্ম ও রোম এবং হিঙ্গু ও ছাগলের মূত্র এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূম প্রদান করিলে গ্রহদোষ শান্তি হয়। গজপিপ্পলীর মূল, ত্রিকটু, আমলকী ও সর্ষপ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া গোসাপ, বেজী, বিড়াল, ও ভল্লুকের পিত্তে

ভাবনা দিবে। এই ঔষধ নস্য, অঙ্গমর্দ্দন ও স্নানে হিতকর, অর্থাৎ অচিরে ইহাতে ভূতাধিষ্ঠান নিরাকৃত হয়।

গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর, পেচক, হস্তিশাবক, কুক্কুর, শৃগাল, গৃধিনী, কাক ও শূকর এই সকল জন্তর বিষ্ঠা ছাগলের মূত্রের সহিত পেষণ করিয়া এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈল ভূতকৃত রোগে বিশেষ হিতকর। শিরীষবীজ, লসুন, শুঁঠ, শ্বেতসর্ষপ, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও তেউড়ী এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তত করিবে। এই বর্ত্তি ছায়াতে শুকাইয়া তদ্দারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে ভূতজনিত রোগ শান্তি হয়। ডহরকরঞ্জের মূল, ত্রিকটু, সোণামূল, বিল্বমূল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তত করিবে। এই বর্ত্তির কাজল চক্ষুতে দিলে ভূত ছাড়িয়া যায়।

যে যে ভূত অন্যান্য বিবিধ ঔষধাদি সেবনে নিবৃত্ত হয় না, তাহারও নয়নাঞ্জনে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সৈন্ধব, ত্রিকটু, হিঙ্গু, হরীতকী ও বচ এই সকল দ্রব্য একত্র ছাগমূত্র ও মৎস্তপিত্তের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তত করিবে। চক্ষুতে এই বর্ত্তির কাজল দিলে তৎক্ষণাৎ ভূত ছাড়িয়া যায়।

পুরাতন ঘৃত, লশুন, হিঙ্গু, শ্বেতসর্ষপ, বচ, শ্বেতদুর্ব্বা, অজলোমী, শেফালিকা, শিবজটা, শাল্মলী বৃক্ষ, লবঙ্গ, কাণ-বিষাণিকা, শূকশিম্বী, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মোহনবল্লী, আকন্দমূল, ত্রিকটু, নতাঞ্জন, স্রোতোঞ্জন, অর্জ্জুনবৃক্ষ, নৈপালী, হরিতাল, শ্বেতসর্ষপ এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বিড়াল, চিত্রব্যাঘ্র, অশ্ব, গো, কুক্কুর, মেষ, গোসাপ, উষ্ট্র, বেজী ও শজারু, ইহাদিগের বিষ্ঠা, চর্ম্ম, রোম, বসা, মূত্র, রক্ত, পিত্ত ও নখ এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৈল ও ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান, অঞ্জন ও নস্যে প্রয়োগ করিলে ভূতাধিষ্ঠান নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সকল দ্বারা অঞ্জন করিতে হইলে, ঔষধ সকল পেষণ করিয়া গুটিকা করিতে হইবে। এই গুটিকা ঘসিয়া অঞ্জন দিতে হয়। পান ও সেবন করিতে হইলে কাথ করিয়া পান ও সেবন করিবে। উদ্বর্ত্তন করিতে হইলে ঔষধ সকল চূর্ণ করিয়া কিংবা পেষণ করিয়া গাত্রে ম্রক্ষণ করিবে। তৈল ও ঘৃত সেবনে অল্পকালে রোগ প্রতীকার হয়। ভূতোৎপাত শান্তিতে কোনরূপ অযৌক্তিক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। দেবগৃহে এই শান্তি করা আবশ্যক। পিশাচ প্রতিক্রিয়া ভিন্ন কদাচ প্রতিকূল আচরণ করিবে না। ভূতাধিষ্ঠানের প্রতিকূল প্রক্রিয়া করিলে রোগী ও বৈদ্য উভয়কেই ভূতগণ বিনাশ করিয়া থাকে। অতএব বৈদ্য সাবধান হইয়া হিতাহিত বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিবেন। (বৈদ্যক)

পূর্ব্বে যে সকল ভূতোৎপাতের বিষয় অভিহিত হইয়াছে, তাহা প্রাপ্তবয়স্কের জানিতে হইবে। ইহা ভিন্ন বালকদিগেরও আক্রমণকারী কতকগুলি গ্রহ আছে।

সুশ্রুতাদি বৈদ্যক গ্রন্থে ঐরূপ নয়টী বালগ্রহের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাদের নাম স্কন্দ, স্কন্দাপস্মার, শকুনি, রেবতী, পূতনা, অন্ধপূতনা, শীতপূতনা, মুখমণ্ডিকা ও নৈগমেশ। এতদ্ভিন্ন অনেক বৈদ্যকগ্রন্থে ভূতরূপিণী নন্দনা, সুনন্দা, মুখ-মণ্ডিকা, কটপূতনা, শকুনিকা, শুষ্করেবতী, অর্য্যকা, ভূসূতিকা, নির্ঋতা, পিলিপিচ্ছিকা ও কামুকা এই একাদশ মাতৃকার উপদ্রবের কথাও লিখিত আছে।

ধাত্রী ও মাতার পূর্ব্বকৃত অপকার, মঙ্গলাচারশূন্যতা এবং শৌচহীনতাদি কারণে বালকদিগের প্রতি ভূতাধিষ্ঠান হইয়া থাকে। বালকের প্রতি ভূতাবেশ হইলে তাহারা কখন ভীত বা তর্জ্জিত হয়, কখন বা হাসে, বা কাঁদে। পূজার জন্য ভূতগণ বালকদিগের প্রতিহিংসা করিয়া থাকে। ভূতদিগকে বলি দিলে তাহারা সন্তুষ্ট হয়, তখন বালকেরও ভূত-বিকার দূরীভূত হয়।

[বিশেষ বিবরণ নবগ্রহ ও বালগ্রহ শব্দে দ্রষ্টব্য]

পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত ভূতগণ।

পূর্ব্বোক্ত ভূত, প্রেত ও পিশাচ ব্যতীত পুরাণ ও বিশেষতঃ তন্ত্রে নানাপ্রকার অপদেবতার নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ভৈরব ও ভৈরবীগণই প্রধান। অগ্নিপুরাণে (৩২২ অঃ) শাকিনী, ক্ষেত্রপাল ও বেতালের কথা আছে। স্কন্দপুরাণে দক্ষখণ্ডে দক্ষযজ্ঞ-বিনাশের জন্য ডাকিনী, শাকিনী, হাকিনী প্রভৃতির উৎপত্তিকথা লিখিত আছে। কিন্তু প্রাচীন পুরাণ-সমূহে ঐ সকল বিভিন্ন অপদেবতার বিশেষ কোন পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় নাই। তান্ত্রিকতার প্রভাবে ভূতের বিশ্বাস আরও গাঢ়তর এবং সেই সঙ্গে অসংখ্য অসংখ্য ভূতমূর্ত্তি কল্পিত হইতে থাকে। পুরাণে গণপতি বা গণেশই ভূতগণের নায়ক বলিয়া বর্ণিত। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে গণপতি মন্দিরের দ্বাররক্ষকরূপে অভিহিত। (১১অঃ) কিন্তু তন্ত্রে ভৈরবী-গণই ভূতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেবগণের ন্যায় ইহাদেরও পূজাবিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ক্রমে তান্ত্রিকগণ নিম্নশ্রেণীর ভূতপূজায়ও বিশেষ মনো-যোগী হইয়াছিলেন। সেইজন্য শারদাতিলকে বটুকভৈরবের সঙ্গে ডাকিনী, রাকিণী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী, হাকিনী ও মালিনী এবং তত্তৎপুত্রগণের পূজাও দৃষ্ট হয়।

দুর্গোৎসবের সময় ঐ সকল ভূতদেবীগণ দুর্গাদেবীর সহচরী-রূপেও পূজা পাইয়া থাকে।

শাকিনী, হাকিনী প্রভৃতি মূর্ত্তি কিরূপ তাহা তন্ত্রে অস্পষ্ট, তবে তাহাদের মূর্ত্তি যে, অতিভীষণা, তাহার আভাস পাওয়া যায়। ভৈরবতন্ত্রে ছিন্নমস্তার বামপার্শ্বস্থ ডাকিনী ও দক্ষিণে অবস্থিতা বর্ণিনীর রূপ এই প্রকার বর্ণিত আছে—

"বর্ণিনীং লোহিতাং সৌম্যাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাম্।
কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ ॥
নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং জ্বলন্তেজোময়ীমিব।
প্রত্যালীঢ়পদাং দিব্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্ ॥
সদা দ্বাদশবর্ষীয়ামস্থিমালাবিভূষিতাম্।
ডাকিনীং বামপার্শ্বে তু কল্পসূর্য্যানলোপমাম্ ॥
বিদ্যুজ্জটাং ত্রিনয়নাং দন্তপঙ্‌ক্তিবলাকিনীম্।
দংষ্ট্রাকরালবদনাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ॥
মহাভীমাং মহাঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাম্।
লেলিহানললজ্জিহ্বাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ॥
কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ।
দেবীগলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকুর্ব্বতাম্ ॥
করস্থিতকপালেন ভীষণেনাতিভীষণাম্।"

বর্ণিনীর রূপ—ঘোর লাল, অথচ সুন্দর, এলো চুল, উলঙ্গ, বাম হাতে মড়ার মাথা ও ডান হাতে কাটারি, গলায় সাপের পৈতা, মুখখানি তেজে ভরা, যেন জ্বলিতেছে, হাটু গাড়িয়া বসা ভাব, নানা গহনায় ও হাড়ের মালায় ঢাকা, বয়স বারর বেশী নহে।

ডাকিনীর রূপ বড় ভয়ানক, যেন প্রলয়কালের সূর্য্য-তেজের মত, মাথার জটায় যেন বিদ্যুৎ, তিনটী চোখ, দাঁতের পাটি যেন সাদা হাঁসের রঙ্, কিন্তু দাঁতাল মুখ কি ভয়ানক! অতি প্রচণ্ড ও বিকট মুখ, পয়োধর দুটী সরু অথচ উন্নত, এলো চুল, উলঙ্গ, লক্ লক্ জিহ্বা, মুণ্ডমালায় ভূষিত, বাম হাতে মড়ার মাথা ও ডান হাতে কাটারি, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, হস্তস্থিত মড়ার মুখ দিয়া ছিন্নমস্তার গলা হইতে উচ্ছলিত রক্ত-ধারা পান করিতেছে।

হিন্দুশাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে, ভূতাবেশ হইলে এমন বুঝিবে না যে, ভূতগণ মানবের দেহ আশ্রয় করিয়াছে, কারণ ভূতগণ মনুষ্যের সহিত বাস করে না, অথবা কখন মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করে না, যাহারা না জানিয়া এরূপ কথা বলিয়া থাকে, তাহারা ভূতবিদ্যা অবগত নহে।* এদেশীয় অনেকেরই বিশ্বাস যে, ভূতের দৃষ্টি হইলে বা ভূতের বায়ু লাগিলে ভূতা-বেশ হইয়া থাকে।

মুক্তির উপায়।

ভূতে পাইলে নানামন্ত্র বা প্রক্রিয়া দ্বারা ভূত ছাড়াইবার ব্যবস্থাও নানাতন্ত্রে বর্ণিত দেখা যায়। কি প্রকার ভূতা-বেশ হইয়াছে, তাহা রোগীর লক্ষণ দেখিয়া নিশ্চয় করিতে হয়। যথা—অগ্নিপুরাণে—"যক্ষাংশো ভূষণপ্রিয়ঃ ॥
গন্ধর্ব্বাংশোঽতিগীতাদিভীমাংশো রাক্ষসাংশকঃ।
দৈত্যাংশঃ স্যাদ্‌যুদ্ধকার্য্যো মানী বিদ্যাধরাংশকঃ ॥
পিশাচাংশো মলাক্রান্তো মন্ত্রং দস্থাগ্নিরীক্ষ্য চ।"

ভূতাবেশে যক্ষাংশ থাকিলে অলঙ্কারপ্রিয়, গন্ধর্ব্বাংশ থাকিলে অতি গীতবাদ্যাদি-প্রিয়, রাক্ষসাংশ থাকিলে ভয়ানক স্বভাব, দৈত্যাংশ থাকিলে যুদ্ধকার্য্যে অনুরাগ, বিদ্যাধরের অংশ থাকিলে অতিশয় অভিমানী এবং পিশাচাংশ থাকিলে মলাক্রান্ত থাকিতে চায়। এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মন্ত্র প্রয়োগ করিবে।

গরুড়পুরাণে প্রেতমুক্তির উপায় এইরূপ লিখিত আছে, দুইটী সুবর্ণ আনিয়া তদ্দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে, তাহা সকল প্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত, দুইখানি পীতবস্ত্র আচ্ছা-দিত ও অগুরু-চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া নারায়ণের দেবমূর্ত্তি বলিয়া কল্পনা করিবে। পরে সেই মূর্ত্তি বিবিধ জল দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া অধিবাস এবং পূর্ব্বে শ্রীধর, দক্ষিণে মধু-সূদন, পশ্চিমে বামন, উত্তরে গদাধর, মধ্যে ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের পূজা করিতে হইবে। পরে সেই দেবমূর্ত্তিকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিতে দেবতাদিগের এবং ঘৃত, দধি ও ক্ষীর দ্বারা বিশ্ব-দেবগণের তর্পণ করিবে। তৎপরে স্নান করিয়া বিনীতভাবে সমাহিতচিত্তে জপমগ্ন হইয়া নারায়ণাগ্রে বিধিবৎ ঔর্দ্ধ-দেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। বিনীত ও ক্রোধ-লোভ-বর্জ্জিত হইয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। সর্ব্ব প্রকার শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া বৃষোৎসর্গ কর্ত্তব্য। তৎপরে ১৩টী ব্রাহ্মণকে ছত্র, পাদুকা, অঙ্গুরী, রত্ন, পাত্র, আসন ও ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করিতে হইবে। প্রেতমঙ্গলের জন্য অন্ন, জলপূর্ণ কলসী ও শয্যা ঘট প্রভৃতিও প্রদান করিতে হয়। শেষে নিজে 'নারায়ণ' এই নাম দ্বারা সংপুটিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিবে।

বিধিপূর্ব্বক এইরূপ কার্য্য করিলে হাতে হাতে শুভ ফল হইয়া থাকে।

উড্ডীশ, ডামর, শাবর প্রভৃতি নানাগ্রন্থে ভূত ঝাড়াইবার মন্ত্র, যন্ত্র, চক্র, কবচ, ঔষধ, তৈল, বর্ত্তি, অঞ্জন, নস্য প্রভৃতি নানা উপায় বর্ণিত আছে। অতি সংক্ষেপে দুই একটা প্রক্রিয়া লিখিত হইল—

* "ন তৈর্ম্মনুষ্যৈঃ সহ সংবিশন্তি ন বা মনুষ্যান্ কচিদাবিশন্তি।
যে বাবিশন্তীতি বদন্তি মোহাত্তে ভূতবিদ্যাবিষয়াদপোহ্যাঃ ॥"

বন্ধনমন্ত্র—ভূত ঝাড়াইবার অগ্রে অনেক স্থলেই বন্ধনের আবশ্যক। ডামরে এইরূপ বন্ধনের মন্ত্র আছে—

"ওঁ অইঈ ক্লীং পুরু পুরু সিদ্ধেশ্বরি অবতর স্বাহা। ওঁ দশাঙ্গুলি ডীন্দলি বিরুস্তহারি ভৈরুস্ত ভৈরবী বিপ্রারাণী রোগাবন্ধ মুষ্টিবন্ধ, বাণবন্ধ, কৃত্যবন্ধ রুদ্রবন্ধ নৈঋবন্ধ গ্রহবন্ধ প্রেতবন্ধ ভূতবন্ধ রাক্ষসবন্ধ কঙ্কালবন্ধ বেতালবন্ধ পাতালবন্ধ আকাশবন্ধ পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সর্ব্বদিশাবন্ধ বেআচ বেআচ কহ কহ হস হস অবতর অবতর অবতর দশাবিপ্রা রাণী দশাঙ্গুলী শতাস্ত্রবন্ধিনী বন্ধাসি ফট্ স্বাহা।"

উক্ত মন্ত্র দ্বারা চতুর্দ্দিকে রেখা টানিয়া গণ্ডী দিয়া তন্মধ্যে থাকিলে আর কোন প্রকার ভূতের উৎপাতের সম্ভাবনা থাকে না।

"হুঁ হুঁ অমিনিয়া মঞ্জিবন্ধ নিমিনাঘপতে নমানিকং স্বাহা।" এই মন্ত্র দ্বারা ডাকিনীকে বন্ধন করা যায়। ডাকিনীর মুণ্ড বন্ধন করিতে হইলে 'ওঁ মরালং মরালং করে ওঁ স্বাহা।' এই মন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

দমন মন্ত্র—'ওঁ হ্রীঁ কুরু কুরু স্বাহা।' এই মন্ত্র স্মরণ করিলে ডাকিনী রাক্ষস দমন হয়।

'ওঁ নমো ভগবতে মহানীলোৎপল মল জাম্বুবৎ বালি সুগ্রীবাঙ্গদ-হনুমন্তসহিতায় বজ্রহস্তেন শাকিনীনাং হন হন দম দম মারয় মারয় ভেদয় ভেদয় ছেদয় ছেদয় সর্ব্বদোষাদ্ আকর্ষয় আকর্ষয় ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হুঁ ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্রে শাকিনীদমন হয়।

'ওঁ অঘোরে অঘোরেশ্বরি ঘোরমুখি চামুণ্ডে উর্দ্ধকেশি হ্রীং ক্ষীং ফট্ হুঁ স্বাহা' এই মন্ত্রেও সর্ব্বভূতডাকিন্যাদি দমন হয়। ভূত-প্রেত-ডাকিনী-দমনের জন্য 'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় চণ্ডেশ্বরায় হুঁ হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সর্ষপ প্রহারেরও বিধান আছে।

ঝাড়নমন্ত্র।—"তেলিনীর তেল, পগার চৌরাশী সহস্র ডাকিনীর তেল। এ তেলের ভার মুই তেল পড়িয়া দেম। অমুকার অঙ্গে অমুকারে ভার। আড়দলশূলে যক্ষা যক্ষিণী দৈত্য দৈত্যানী ভূতা ভূতী প্রেতা প্রেতী দানবা দানবী নিশাচোরা সূচীমুখা গাভূরডলনম্ বারভইয়া লাড়ি ভোগাই চামী পিশাচী অমুকার অঙ্গে ঘা, কালজটার মাথা খা, 'হ্রীং ফট্ স্বাহা' সিদ্ধি গুরুর চরণ রাঢ়ের কালিকা চণ্ডীর আজ্ঞা"—এই মন্ত্রে সর্ষপ তৈল পড়িয়া গা ঝাড়াইয়া দিলে ভূত ছাড়ে। এইরূপ আরও অনেক মন্ত্র আছে।

জলপড়া।—'ওঁ আং ক্রীঁ হুঁ মার হস্ত গাং হ্রীং কারে সমস্ত দোষান্ হর হর বিগর বিগর হুং ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্রে জল পড়িয়া ভূতগ্রস্তকে খাওয়াইবে ও তাহার গায়ে ছিটাইয়া দিবে, সে সময়ে কাঁচা নিমপাতার ধূঁয়া দিবে। এরূপ করিলে দৈত্যদানবাদি ছাড়িয়া পলায়।

ভূতশান্তির ঔষধ।—১ শ্বেত-অপরাজিতার মূল চালুনির জল দিয়া পিষিয়া তাহার নস্য প্রদান করিলে ভূত ছাড়িয়া যায়। ২ মরিচের সহিত বকফুল একত্র করিয়া তাহার নস্য। ৩ সাপের খোলস, হিং, নিমপাতা, যব ও সাদা সরিষা এক সঙ্গে পিষিয়া তাহার প্রলেপ। ৪ গোরোচনা, মরিচ, পিপুল, সৈন্ধব ও মধু একত্র করিয়া চক্ষুতে তাহার অঞ্জন। ৫ বচ, ত্রিকটু, ডহরকরঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, শ্বেতকণ্টকারী, শিরীষ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু ও নিম্ব গোমূত্রে পেষণ করিয়া নস্যগ্রহণ, শরীরে লেপন, স্নান ও তদ্দ্বারা গাত্রমার্জ্জন। ইত্যাদি নানা দ্রব্যগুণেও ভূতশান্তি হয় বা ভূত ছাড়িয়া যায়।

আলকুশী-মূলের ঘ্রাণ লইলে বা গায়ে মাখিলেও ডাইন ছাড়ে।

যন্ত্র।—ভূত বা ডাকিনীর ভয়নিবারণের জন্য নানাপ্রকার যন্ত্র প্রচলিত আছে। অনেক ওঝার কাছে যন্ত্রের চিত্র দেখা যায়। এখানে একটী যন্ত্র উল্লেখ করিলাম :—

দুইটী বৃত্ত আঁকিয়া তাহাতে চারিটী মায়াবীজ লিখিবে, তাহার বহির্ভাগে দুইটী চতুষ্কোণ আঁকিয়া ধারণ করিলে আর ডাকিন্যাদির ভয় থাকে না, এমন কি, ইহাতে মৃতবৎসারও পুত্র হইয়া থাকে।*

কবচ।—ভূত-প্রেতাদির ভয় দুর করিবার জন্য নানাপ্রকার কবচ প্রচলিত আছে; ভূর্জ্জপত্রে কবচ লিখিতে হয়। কবচের মধ্যে নৃসিংহ-কবচই প্রধান। অনেকেরই বিশ্বাস, উপযুক্ত লোক দ্বারা বিশুদ্ধভাবে এই কবচ প্রস্তুত হইলে ও তাহা ধারণ করিলে ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানব, রাক্ষস কেহই আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, দেখিলেই ভয়ে পলাইয়া যায়। এমন কি কাকবন্ধ্যা, মৃতবৎসা, জন্মবন্ধ্যা প্রভৃতিরও এই কবচধারণে বহুপুত্র হইয়া থাকে। ভূর্জ্জপত্রে শ্লোকাদি লিখিয়া এই নৃসিংহকবচ ধারণের পূর্ব্বে পঞ্চগব্যাদি দ্বারা শোধন এবং পূজা করিয়া লইতে হয়। যথা—

---

* "বৃত্তযুগ্মং লিখেত্তত্র মায়াবীজচতুষ্টয়ম্।
চতুষ্কোণদ্বয়ং বাহ্যে লিখিত্বা ধারয়েদ্ যদি॥
নাশয়েৎ ক্ষণমাত্রেণ ডাকিন্যাদিবিনাশনম্।
মৃতবৎসা যদি ভবেন্নারী দুঃখপরায়ণা।
ধারয়েৎ পরমং যন্ত্রং জীববৎসা ততো ভবেৎ॥"

নারদ উবাচ।

অথ নৃসিংহকবচং। ওঁ নমো নৃসিংহায় ॥
ইন্দ্রাদিদেববৃন্দেশ তাতেশ্বর জগৎপতেঃ।
মহাবিষ্ণোর্নৃসিংহস্য কবচং ব্রূহি মে প্রভো।
যস্য প্রপঠনাদ্বিদ্বান্ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পুত্র শ্রেষ্ঠ তপোধন।
কবচং নরসিংহস্য ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্ ॥
যস্য প্রপঠনাদ্বাগ্মী ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।
স্রষ্টাহং জগতাং বৎস পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ।
লক্ষ্মীর্জগত্রয়ং পাতি সংহর্ত্তা চ মহেশ্বরঃ।
পঠনাদ্ধারণাদ্দেবা বভূবুশ্চ দিগীশ্বরাঃ।
ব্রহ্মমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদিবিনিবারকম্।
যস্য প্রসাদাদ্দুর্ব্বাসাস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী মুনিঃ।
পঠনাদ্ধারণাদ্ যস্য শাস্তশ্চ ক্রোধভৈরবঃ।
ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাপি কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দোহস্য গায়ত্রী নৃসিংহো দেবতা বিভুঃ।
ক্ষ্রৌং বীজং মে শিরঃ পাতু চন্দ্রবর্ণো মহামনুঃ।
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্।
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ।
কণ্ঠং পাতু ধ্রুবং ক্ষ্রৌং হৃদ্ভগবতে চক্ষুষী মম।
নরসিংহায় জ্বালামালিনে পাতু মস্তকং
দীপ্তদংষ্ট্রায় তথাগ্নিনেত্রায় চ নাসিকাং।
সর্ব্বরক্ষোঘ্নায় সর্ব্বভূতবিনাশায় চ সর্ব্বজ্বরবিনাশায়
দহ দহ পচ পচ দ্বয়ং।
রক্ষ রক্ষ বর্ম্ম চাস্ত্র স্বাহা পাতু মুখং মম।
তারাদিরামচন্দ্রায় নমঃ পায়াদ্গুদং মম ॥
ক্লীং পায়াৎ পার্শ্বযুগ্মঞ্চ তারো নাম পদং ততঃ।
নারায়ণায় পার্শ্বঞ্চ আং হ্রীং ক্রোং ক্ষ্রৌঞ্চ হুং ফট্।
ষড়ক্ষরঃ কটিং পাতু ওঁ নমো ভগবতে পদং।
বাসুদেবায় পৃষ্ঠং ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীঁ উরুদ্বয়ম্।
ক্লীঁ কৃষ্ণায় সদা পাতু জানুনী চ মনূত্তমঃ।
ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদ্বয়ম্।
ক্ষ্রৌং নৃসিংহায় ক্ষ্রৌঞ্চ সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু।
ইতি তে কবচং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥
গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহ্ণীয়াৎ কবচং ততঃ।
সর্ব্বপুণ্যযুতো ভূত্বা সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ॥
শতমষ্টোত্তরঞ্চাপি পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ।
হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা তৎ সাধকোত্তমঃ।
ততস্তু সিদ্ধকবচঃ পুণ্যাত্মা মদনোপমঃ।
স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় ভবনে লক্ষ্মীর্ব্বাণী বসেত্ততঃ।
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
অপি বর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ।
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহো ভবেৎ স্বয়ম্।
যোষিদ্বামভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে করে।
বিভৃয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ।
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ।
জন্মবন্ধ্যা নষ্টপুত্রা বহুপুত্রবতী ভবেৎ।
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।
ভূতপ্রেতাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ যে।
তং দৃষ্ট্বা প্রপলায়ন্তে দেশাদ্দেশান্তরং ধ্রুবম্।
যস্মিন্ গৃহে চ কবচং গ্রামে বা যদি তিষ্ঠতি।
তং দেশন্তু পরিত্যজ্য প্রয়ান্তি চাতিদূরতঃ।"

এতদ্ভিন্ন ভূতশান্তিকর ও ভূতভয়হর নানা প্রকার স্তোত্রাদিও বর্ণিত দেখা যায়, তন্মধ্যে বটুকভৈরবস্তোত্র ও বিপরীত-প্রত্যঙ্গিরাস্তোত্র প্রধান। ভূতপিশাচাদির শান্তির জন্য বনদুর্গা, দ্বাদশ দানব (বার ভাই) ও রণযক্ষিণীর পূজার ব্যবস্থাও দেখা যায়।

বনদুর্গার পূজা।

পবিত্রস্থানে একটা বেদী করিয়া তাহার চারিদিকে কদলী-বৃক্ষ স্থাপন করিবে। গুঁড়ি দিয়া অষ্টপদ্মযুক্ত মণ্ডল করিয়া তন্মধ্যে সিন্দুরমণ্ডিত ঘট স্থাপন করিবে। প্রথমে শুদ্ধাসনে বসিয়া কুশহস্তে আচমন করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক এইরূপ মন্ত্রপাঠ করিবে—

'সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা।
পবনো দিক্পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্ ॥"

তৎপরে ফল, ফুল ও জলপূর্ণ তাম্রপাত্র লইয়া 'বিষ্ণুরোম-ত্তেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বনদুর্গাপ্রীতিকামঃ কৃষ্ণকুমারাদিসহিত-বনদুর্গাদেবী-পূজনমহং করিষ্যে॥' এই-রূপে সঙ্কল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্তপাঠ করিবে। পরে আসনশুদ্ধি করিয়া

"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥"

এই মন্ত্রে ভূতাপসরণ করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক 'গাং হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করাঙ্গন্যাসাদি করিতে হয়। তৎপরে 'খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং' ইত্যাদি মন্ত্রে গণপতির ধ্যান ও বাহ্যপূজা করিয়া "একদন্তং' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে। এবং শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পাল,মৎস্যাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীকে নামের আদিতে 'ওঁ' ও নামের শেষে 'নমঃ' যোগ করিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা ও নমস্কার করিবে। ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস, অঙ্গন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিয়া গুরু-পঙ্‌ক্তি নমস্কারপূর্ব্বক কূর্ম্মমুদ্রাক্রমে পুষ্প লইয়া এইরূপ ধ্যান করিবে।

"ওঁ দেবীং দানবমাতরং নিজমদাঘূর্ণমহালোচনাম্
দংষ্ট্রাভীমমুখীং জটালিবিলসন্মৌলীং কপালস্রজাম্।
বন্দে লোকভয়ঙ্করীং ঘনরুচিং নাগেন্দ্রহারোজ্জ্বলাং
সর্পাবদ্ধনিতম্ববিম্ববিপুলাং বাণান্ ধনুর্ব্বিভ্রতীম্ ॥"

ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে ফুল দিয়া মানসোপচারে পূজা, বিশেষ অর্ঘ্যদান, পীঠপূজা, পুনঃ অঙ্গন্যাস ও করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া আবার ধ্যান করিবে ও ঘটে পুষ্প দিয়া দেবীর আবাহন করিবে। মন্ত্র—

'ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা' এই মন্ত্রে আসন, 'ওঁ হ্রীঁ বনদুর্গায়ৈ নমঃ' ইত্যাদিক্রমে ষোড়শোপচারে যথাসম্ভব পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। অনন্তর 'ওঁ ক্ষং ক্ষাং ক্ষিং ক্ষীং ক্ষুং ক্ষূং ক্ষেং ক্ষৈং ক্ষোং ক্ষৌং ক্ষঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ' এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে ন্যাসাদি করিয়া যথাবিধি দ্বাদশ দানবের ও তাঁহাদের ভগিনী রণযক্ষিণীর পূজা করিবে।

দ্বাদশ দানব যথা—কৃষ্ণকুমার, পুষ্পকুমার, রূপকুমার, হরিপাগল, মধুভাঙ্গর, রূপমালী, গাভুরডলন, মোচরাসিংহ, নিশাচোর, সূচীমুখ, মহামল্লিক ও বালিভদ্র।

কৃষ্ণকুমারের ধ্যান—

"ওঁ কৃষ্ণবর্ণং মহাকায়ং খড়্গখট্বাঙ্গধারিণং।
শ্বেতাশ্ববাহনং দৈত্যং রক্তমাল্যানুলেপনম্ ॥
স্মেরাস্যং সুন্দরস্কন্ধং পিঙ্গাক্ষং পিঙ্গকেশকম্।
বন্দে কৃষ্ণকুমারঞ্চ ভয়দং পীতবাসসম্ ॥"

পূজামন্ত্র—'ওঁ ক্রাং ক্রীং ক্রূং ক্রৈং ক্রৌং ক্রঃ কৃষ্ণকুমারায় নমঃ।'

পুষ্পকুমারের ধ্যান—

"ও পুষ্পহস্তং মহাকায়ং পুষ্পচাপকরং পরম্।
পুষ্পমালাধরং কান্তং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ॥
রক্তাশ্ববাহনং ক্রূরং রক্তাস্যং রক্তবাসসম্।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং বন্দে পুষ্পকুমারকম্ ॥"

পূজামন্ত্র—'ওঁ পুষ্পায় পুষ্পহস্তায় স্বাহা। ওঁ পুষ্পকুমারায় নমঃ"

রূপকুমারের ধ্যান—

"ওঁ বন্দে কাঞ্চনবর্ণাভং দ্বিভুজং শূলহস্তকম্।
সুন্দরাৎ সুন্দরং কান্তং নানাপুষ্পবিহারিণং ॥
রক্তনেত্রং রক্তবস্ত্রং রক্তমাল্যানুলেপনম্।
ধ্যাত্বৈবং পূজয়েদ্ধীমান্ দৈত্যং রূপকুমারকম্ ॥"

পূজামন্ত্র—'রূপকুমারায় নমঃ।'

হরিপাগলের ধ্যান—

"ওঁ উন্মত্তবেশং করপঙ্কজাভ্যাং ধৃতং লগুড়ং পরশুঃ সপাশম্।
আঘূর্ণিতং নিজমদৈঃ স্খলিতং সুকান্তং যজ্ঞেমহান্তং হরিপাগলাখ্যং ॥"

পূজামন্ত্র—'ওঁ হ্রীং হুঁ হরিপাগলায় নমঃ।'

মধুভাঙ্গরের ধ্যান—

"ওঁ রক্তাস্তনেত্রং পিশুনস্বভাবং সদা জয়ন্তং পরিপূর্ণবক্ত্র্ম্।
আঘূর্ণিতং নিজমদৈঃ স্খলিতাগ্রপাদং ধ্যায়েৎ সুদৈত্যং মধুভাঙ্গরাখ্যম্ ॥"

পূজামন্ত্র—ওঁ মাং মাং মীং মীং মৌং মঃ মধুভাঙ্গরায় নমঃ।

রূপমালীর ধ্যান—

"রূপমালাধরং শ্বেতং রুক্ষবস্ত্রং চতুর্ভুজম্।
শূলবজ্রশরাংশ্চাপং ধারিণং সুমনোহরম্ ॥
কৃষ্ণাশ্ববাহনং কান্তং কুমারং রূপধারিণম্।
দীর্ঘহস্তং দীর্ঘকায়ং পাশখট্বাঙ্গধারিণম্ ॥"

পূজামন্ত্র—'ওঁ রাং হুঁ ফট্ রূপমালিনে নমঃ।'

গাভুরডলনের ধ্যান—

"ওঁ দীর্ঘহস্তং দীর্ঘকায়ং পাশখট্বাঙ্গধারিণম্।
কৃষ্ণবর্ণং রক্তনেত্রং লম্বকর্ণং কৃশোদরম্ ॥
রক্তবস্ত্রধরং ক্রূরং রক্তগন্ধানুলেপনম্।
গাভুরডলনং বন্দে সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥"

পূজামন্ত্র—'ওঁ গাভুরডলনায় নমঃ।'

মোচরাসিংহের ধ্যান—

"ওঁ রক্তাঙ্গনেত্রো ভয়দো জনানাং শূলং সপাশং করপঙ্কজেন।
রক্তাস্যহস্তঃ পিশুনস্বভাবঃ সদা জরাভীমমুখো বিভাতি ॥"

পূজামন্ত্র—'ওঁ মাং মোচরাসিংহায় নমঃ।

নিশাচোরের ধ্যান—

"ওঁ কৃষ্ণবর্ণং রক্তনেত্রং নিশাচোরং ভয়ানকম্।
শক্তিহস্তং দীর্ঘজঙ্ঘং বিকটাস্যং দিগম্বরম্ ॥
করালবদনং ভীমং শুষ্কদেহং কৃশোদরম্।
ধ্যায়েৎ সদা ক্রোধযুতং ঘণ্টাঘর্ঘরবাদিনং ॥"

পূজামন্ত্র—ওঁ নাং নীং নিশাচোরায় নমঃ।

সূচীমুখের ধ্যান—

"দীর্ঘাস্যনেত্রঃ পিশুনস্বভাবঃ সদা কৃশাঙ্গো ভয়দো জনানাম্।
সুরঙ্গবক্ত্রো বিরসঃ প্রমাদী খট্বাঙ্গহস্তো বিমুখো বভাসে ॥"

পূজামন্ত্র—ওঁ সাং হুং সূচীমুখায় নমঃ।'

মহামল্লিকের ধ্যান—

"ওঁ বিশালনেত্রঃ পরিপূর্ণবক্তো রক্তৈঃ সমাংসৈর্ভয়দো জনানাম্।
করালদংষ্ট্রঃ কমলাসনস্থঃ কদম্বমালী কুটিলঃ কৃশাঙ্গঃ ॥
শ্রীমন্মহামল্লিক এষ ভাতি গোমায়ুরাবী দ্বিভুজো জটৌঘঃ।
খট্বাঙ্গধারী নৃকপালমালী শার্দ্দূলচর্ম্মাবৃতসর্ব্বগাত্রঃ ॥"

পূজামন্ত্র—ওঁ মাং মহামল্লিকায় নমঃ।'

বালিভদ্রের ধ্যান—

"ওঁ কৃষ্ণাঙ্গবক্ত্রঃ স্ফটিকাঙ্গযষ্টিঃ সক্রোধনেত্রঃ কপিলাক্ষকেশঃ।
খট্বাঙ্গহস্তঃ খরগৃধ্ররাবী স বালিভদ্রঃ পশুসিংহকায়ঃ॥"

রণযক্ষিণীর ধ্যান—

"ওঁ দীর্ঘাঙ্গী দীর্ঘনেত্রা গুরুকুচযুগলা ঘোরদংষ্ট্রা করালা।
রক্তাক্ষী কৃষ্ণবর্ণা রুধিরচসকহস্তা মুণ্ডমালাবৃতাঙ্গী॥
ঘণ্টাখট্বাঙ্গপাশং করযুগবিধৃতা দ্বীপচর্ম্মাপিনদ্ধা।
নিত্যং মাংসাস্থিভক্ষা চলতুরগগতা যক্ষিণী দীর্ঘবক্ত্রা॥"

পূজামন্ত্র—ওঁ হ্রীং হ্রীং রণযক্ষিণ্যৈ নমঃ।

পঞ্চোপচারে পূজা, যথাশক্তি প্রাণায়াম, বলিদান, হোম ও দক্ষিণা দিয়া পূজা শেষ করিতে হয়।

পূর্ব্বে এদেশে অনেকেই ভূতঝাড়ান, চণ্ডুনামান প্রভৃতি ভৌতিক বিদ্যায় পারদর্শী ছিল, অনেকেই গুহ্য তন্ত্র মন্ত্র জানিত ও তাহার প্রত্যক্ষ ফলও দেখাইতে পারিত। এখন পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে ও উপযুক্ত গুরুর অভাবে ক্রমে এই গুহ্যবিদ্যা বিলুপ্ত প্রায়। আমরা বাল্যকালে যেরূপ গুণী ও ভূতের ওঝা দেখিয়াছি, এখন সেরূপ লোক অতি বিরল।

তিব্বতে ভূতবিদ্যা।

তিব্বত ও চীনবাসীরা ভূত-প্রেতকে যথেষ্ট ভয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে ৩৬ প্রকার ভূত-প্রেতের উল্লেখ আছে, যথা—১ চেপ্টাদেহী, ২ সূচীমুখ, ৩ বমনভুক্, ৪ মলভুক্, ৫ কুহেলিপায়ী, ৬ জলগ্রাহী, ৭ অদৃশ্যদেহী, ৮ নিষ্ঠীবনভোজী, ৯ কেশভুক্, ১০ শোণিতপায়ী, ১১ মতগ্রাহী, ১২ মাংসপ্রিয়, ১৩ ধূপভোজী, ১৪ অরকারী, ১৫ ছিদ্রান্বেষী, ১৬সুযোগমত পরহিংসাকারী, ১৭ প্রেতপ্রহর্ত্তা, ১৮ অগ্নিদীপক, ১৯ ছেলেধরা (বালগ্রহ), ২০ সাগরবাসী, ২১ নরকদ্রোহী, ২২ যমদূত (যমরাজের দণ্ডধারী), ২৩ ক্ষুৎপিপাসী, ২৪ বালভুক্, ২৫ প্রাণভুক্, ২৬ রক্ষঃ, ২৭ ধূমপায়ী, ২৮ জলাবাসী, ২৯ বায়ুভুক্, ৩০ ভস্মভোজী, ৩১ বিষভুক্, ৩২ মরুবাসী, ৩৩ স্ফুলিঙ্গভোজী, ৩৪ বৃক্ষাবাস, ৩৫ মার্গবাসী ও ৩৬ দেহনাশী।

হিন্দুদিগের মত তিব্বতীয়েরাও মৃত্যুর পর মানবের প্রেতত্ব প্রাপ্তি স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে, যমলোক বা নরকের উপর এবং রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী সিতবনের নিম্নে প্রেতলোক অবস্থিত। ইহলোকে যাহারা অর্থগৃধ্নু, কৃপণ, পরশ্রীকাতর, অতিথিদ্বেষী ও ঔদরিক হয়, তাহারাই মৃত্যুর পর প্রেত হইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণায় দারুণ ক্লেশ ভোগ করে। হিন্দুদিগের মধ্যে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান যেমন প্রেতের প্রীতিজনক ও প্রেতত্বমুক্তির উপায় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, তিব্বতীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যেও এইরূপ বিশ্বাস আছে। মহালয়ার দিন যেমন হিন্দুগণ পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ ও পিণ্ডদান করিয়া থাকেন, তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থেও ঐ দিন যাজক কর্তৃক প্রেতোদ্দেশে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয় দিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস, ঐ দিন উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও পানীয় প্রদান করিলে প্রেত অচিরাৎ প্রেতযোনি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করে।

প্রেতরাণী হারিতী।

হিন্দুতন্ত্রে যেমন ভূতশান্তির জন্য রণযক্ষিণীর পূজা বিধান আছে, বৌদ্ধদিগের রত্নকূটসূত্রে হারিতীনামে এক যক্ষিণীরও পূজার বিধি দৃষ্ট হয়। এই যক্ষিণী ক্ষুধাতুর প্রেতদিগের রাণী। ইহার উত্তপ্ত বদনমণ্ডল ও পঞ্চশত সন্তান। হারিতী সন্তানদিগকে জীবৎ শিশু ধরিয়া খাওয়াইত। একদিন বুদ্ধমহামুদ্গলপুত্র হারিতীর গৃহে গেলেন। নিজ কমণ্ডলু মধ্যে তাহার পিঙ্গল নামক ছোট ছেলেটিকে লুকাইয়া ফেলিলেন। প্রিয়শিশুকে দেখিতে না পাইয়া হারিতী ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। অবশেষে সে সর্ব্বজ্ঞ মহামুদ্গলপুত্রের নিকট গিয়া শিশুর জন্য কান্দিতে লাগিল। সেই বুদ্ধ কহিলেন, বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, তুমি নিজ পাঁচশত পুত্রের সঙ্গে দুই তিন বর্ষের মানব-শিশুকে অনায়াসেই ভক্ষণ করিতেছ! তাহাতে তোমার মনে কোন কষ্ট হয় না, আর তোমার এতগুলি ছেলের মধ্যে একটীমাত্র পাইতেছ না বলিয়া তোমার এত কষ্ট! হারিতী তখন প্রতিজ্ঞা করিল যে, যদি আমার এই প্রিয়তম শিশুকে ফিরিয়া পাই, তাহা হইলে আর কোন মানুষের ছেলেকে গ্রাস করিব না। বুদ্ধ পিঙ্গলকে বাহির করিয়া দিলেন, ও নির্দ্দেশ করিলেন যে, ভবিষ্যতে বৌদ্ধ-যতিমাত্রেই আহারের সময় তোমার উদ্দেশ্যে এক এক গ্রাস অন্ন রাখিয়া দিবে।

নেপাল, তিব্বত, চীন প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ-মন্দিরদ্বারে হারিতীমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। ইহার পূজা দিলে আর ভূত-প্রেতের আশঙ্কা থাকে না।

ডাকিনী ও মাতৃকা।

তিব্বতীয় বৌদ্ধশাস্ত্রে নানা নাথ (গোঁ-পো), নানাপ্রকার ডাকিনী (ম্ক্র্হো-মা) ও মাতৃকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এক এক ডাকিনী এক এক নাথ বা ডাকের স্ত্রী, নাথ ও মহাকালীর সেনানী। ডাকিনীদিগের মধ্যে সিংহগ্রীবা ডাকিনীই প্রধানা। লাস্যা (গেগ্-মো মা), মালা (প্রেং-বা-মা), গীতা (লুমা), নৃত্যা (গরমা), পুষ্পা (মে-তোগ্-মা), ধূপা (দুগ্-পোস্-মা), দীপা (নেঙ্-সল্-মা) ও গন্ধা (ড্রি-চা-মা) এই অষ্ট মাতৃকা। এতদ্ভিন্ন হয়গ্রীব (তম্দিন্) ও মহাকাল অনেকটা ভূতপতি বলিয়াও পূজিত হইয়া থাকে। ভূতগণের

মধ্যে প্রেত (য়ি-দ্বগ্), কুম্ভাণ্ড (গ্রুল্-বুম্), পিশাচ (সা-জা), ভূত (ব্যুং-পো), পূতনা (শ্রুল্-পো), কটপূতনা (লুস্-শ্রুল্-পো), উন্মাদ (ম্যো-য়েদ্), স্কন্দ (ক্যেম্-য়েদ্), অপস্মার (ব্রজেদ্-বেদ্), যক্ষ (গ্রিব্-শেন), রক্ষঃ (শ্রিন্ পো), রেবতী (নম্-গ্রু-হি- দোন্), শকুনী (ব্য-হি-দোন্), ব্রহ্মরাক্ষস (ব্রম্-জেহি-শ্রিন্-পো) প্রভৃতি নানা অপদেবতার উৎপাতের কথাও তাঁহারা বিশ্বাস করেন।

সিদ্ধ।

এদেশে যেমন ভূতের ওঝা দেখা যায়, তিব্বতেও সেই রূপ 'গ্রুব্ চেন্' বা সিদ্ধ আছে। এদেশে ওঝারা তেমন সম্মানিত নয় বটে, কিন্তু তিব্বতে সিদ্ধের মহাসম্মান। প্রত্যেক লামারই এক এক জন সিদ্ধ সহচর আছেন। ভূত-পিশাচসিদ্ধ ও ভূতগণের সঙ্গে ইহাদের বিশেষ সম্বন্ধপ্রযুক্ত অসাধারণ ক্ষমতাশালী মনে করিয়া সকলেই ইহাদিগকে ভয় ও ভক্তি করিয়া থাকেন। অধিকাংশ সিদ্ধমূর্ত্তি অনেকটা দিগম্বর ও লম্বিতকেশজাল। এ পর্য্যন্ত তিব্বতে যত সিদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে পদ্মসম্ভবই প্রধান। ইনিই লামামতের প্রবর্ত্তক। পদ্মসম্ভব ব্যতীত শাবরী (সা-প-রি-পা), রাহুলভদ্র বা শরভ (সরে হ-পা), মৎস্যোদর (লু-ই-পা), ললিতবজ্র, কৃষ্ণাচার্য্য বা কালাচারী (নগ্-পো-স্পোদ্-পা), তিলোপা ও নারো-ই প্রধান। তিলোপা ও নারো বেশীদিনের সিদ্ধ নহেন। এই সকল সিদ্ধ ভূত ঝাড়াইতে, ভূত নামাইতে ও অলৌকিক কাণ্ড করিতে সমর্থ ছিলেন।

ভৌতিক নৃত্য ও চড়ক।

তিব্বতের ভৌতিক নৃত্যের (Devil dance) কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। প্রধানতঃ এই উৎসব বৎসরের শেষ দিন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হিমিস্, লদাক, সিকিম, ভোটান প্রভৃতি সকল স্থানের লামারাই এই উৎসবে যোগ দিয়া থাকেন। এই উৎসব কোথায় লো-সি-স্কু-রিং আবার কোথাও চোড় বা চোড়গ নামে প্রসিদ্ধ। এই চোড়গ উৎসব বর্ষ-শেষে তিন চারিদিন থাকিতে আরম্ভ হয়। আরম্ভের পূর্ব্বে বহু দূরস্থিত গ্রাম হইতে জন সাধারণ দলে দলে আসিয়া উৎসব স্থানে সম্মিলিত হয়। কোন বৃহৎ মঠের সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গণে উৎসবমণ্ডপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তিব্বতীয় লামাদিগের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রধান উৎসব। এ উৎসবের উদ্দেশ্য এই যে, লামারা জন সাধারণকে দেখাইয়া থাকেন যে, তাঁহারা ভূত, পিশাচাদির কত নৈসর্গিক উপদ্রব হইতে সাধারণকে রক্ষা করিতেছেন। এ সময়ে তাঁহারা দেবী, নাথ, ধর্ম্মরাজ, হয়গ্রীব, ক্ষেত্রপাল, মহাকাল, জিনমিত্র, ডাকিরাজ প্রভৃতি নানা মূর্ত্তিতে রণস্থলে অভিনয় করিয়া থাকেন। এদেশে রামলীলার সময় যেমন মুখোস পরা বিকট মূর্ত্তি দেখা যায়, লামারাও সেইরূপ মুখোস পরিয়া বা নানা রঙ্গে সাজিয়া দর্শক-বৃন্দের ভয়ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এই চোড় বা চোড়গ উৎসবই বাঙ্গালায় চড়ক নামে সর্ব্বজনবিদিত। আজ কাল নিম্নশ্রেণীর ডোম প্রভৃতি জাতিই ধর্ম্মের গাজন বা শিবের গাজন করিয়া থাকে। কিন্তু ইহারা নিম্নশ্রেণীর হইলেও চড়কের কয়দিন উপবীত ধারণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে ও হিন্দু সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হয়। এই চড়ক উৎসবের ব্যাপার হিন্দুশাস্ত্রে নাই। ইহা বৌদ্ধকাণ্ড। বৌদ্ধপ্রাধান্যকালে তিব্বতীয় লামাদিগের মত এদেশীয় শ্রমণেরাই এই উৎসব করিতেন। তৎকালে বৌদ্ধ রাজা হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা প্রজা সাধারণে মহোৎসাহে এই উৎসব দেখিতেন। শ্রমণেরা নানাসাজে সাজিয়া তিব্বতীয় লামা-গণের মত নানা অভিনয় ও ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন, মহা-সমারোহে ধর্ম্মরাজ ও মহাকালের পূজা হইত। তিব্বতে এখন তাহার পূর্ণ নিদর্শন রহিয়াছে, বঙ্গে চড়কের সং ও অন্যান্য ব্যাপারে সেই প্রাচীন বৌদ্ধ উৎসবের ক্ষীণস্মৃতি-মাত্র জাগরূক। চড়কের পূর্ব্ব দিনে এদেশে যেমন বাণফোড়া হইয়া থাকে, অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় কোমরে ধুণাচীর দোবা বাঁধিয়া ধুপ পোড়ান হয়, তিব্বতে লামাদিগের মধ্যেও এ সকল প্রক্রিয়ার অভাব লক্ষিত হয় না। এখানে যেমন চড়কের সন্ন্যাসীরা ভূতনাথ বা ভূতাদি সাজিয়া নানাস্থানে নাচিয়া বেড়ায়, তিব্বতে কিন্তু সেরূপ হইবার যো নাই। কেবল নির্দ্দিষ্ট উৎসবক্ষেত্রেই সেই চড়কপূজা বা ভূতের নাচ অভিনীত ও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। রাজা হইতে অতি দীনদরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান-পূর্ব্বক উৎসব দর্শন করেন। তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস, এই উৎসবের ভীষণ বাদ্যরবে ভূতগণ দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। চড়কের সময় অনেকেই সন্ন্যাসিগণের প্রচণ্ড তাণ্ডব দর্শন করিয়াছেন, তিব্বতীয়েরা তাহা 'মরাভূতের নাচ' বলিয়া গণ্য করেন।*

ভূত-শান্তি।

হিন্দুদিগের মত তিব্বত, চীন, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি সকল দেশের বৌদ্ধসমাজে ভূতশান্তি বা ভূতের ভয়-নিবারণার্থ নানাবিধ যন্ত্র, কবচ, ধারণী ও তাহার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

* Waddell's Buddhism in Tibet (p. 528.) গ্রন্থে ঐরূপ ভূতের নাচের ছবি দ্রষ্টব্য।

হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন ভূতপ্রেতের ভয়-নিবারণার্থ নির্জ্জন-প্রান্তরে বা বন্য-প্রদেশে গিয়া পুষ্করাদি শান্তির ব্যবস্থা আছে, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণের মধ্যেও তদনুরূপ ভৌতিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। এই সকল অনুষ্ঠানে তাহারাও হিন্দুদিগের মত 'ওম্ নমো তথাগত অভিক্ষিত সময় শ্রীহম্ নমঃ চন্দ্রবজ্রক্রোধ অমৃত হুম্ ফট্' এইরূপ নানাতান্ত্রিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

মুসলমানদিগের বিশ্বাস।

সকল স্থানের মুসলমানেরাই জিন বা ভূতের বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আবু-হুরায়রী-রচিত সুরাই-বোখারি নামক পুস্তকে লিখিত আছে, ঈশ্বর যেমন ক্ষিতি ও অপ্ হইতে আদমের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ জিনেরা 'মরিজ' অর্থাৎ তেজ ও বায়ু হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। জিনেরা জাহান্নমে বাস করে। ইচ্ছামত যে কোনরূপ ধারণ করিয়া তাহারা মানবের সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারে। কোন কোন পীরের মতে জিনদিগের দেহ আছে। কিন্তু দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়া তাহারা জিন বা অন্তর্যামী নামে খ্যাত। যেমন আদম ও হবা মানব জাতির আদি পিতামাতা, সেইরূপ 'জান' ও 'মরিজা' জিনদিগের আদি জনক-জনকী। প্রকৃতি, আকার ও ভাষায় মনুষ্য হইতে জিনগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ইহাদের মধ্যে যাহারা সৎকার্য্য করে, তাহারা 'জিন' এবং যাহারা নিত্য অসৎকার্য্য করে, তাহারা 'সয়তান' নামে আখ্যাত। জিনেরা কখন মানবের মন্দ করিতে চায় না। তবে ওঝা বা সিদ্ধগণের মন্ত্রপ্রভাবে তাহারা মানবের অনিষ্ট করিতে বাধ্য হয়। ইহারা অস্থিভুক্ ও বায়ুভুক্। জিনদিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরের অতিপ্রিয়, তাহারা 'হুরা' নামে প্রসিদ্ধ। জানের পুত্র সুমাস্, তৎপুত্র তার্ণুস্, তৎপুত্র হুলিয়ানুস্। এই হুলিয়ানুসের পুত্র মানবদ্বেষী মহাক্রুর সয়তান।

তফ্সির্-ই-বৈজাবি নামক কোরাণের টীকায় ও তবারিখ্-ই-রোজৎ উস্ সফা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সয়তান জিনের পুত্র হইলেও ঈশ্বর দয়া করিয়া জিব্রাইল, মিকাইল, ইস্রাইল প্রভৃতি দেবদূতের ন্যায় তাহাকে আজাজিল অর্থাৎ পতিত দেবদূত উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। আদমের সমক্ষে মাথা হেঁট না করায় ও ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় সয়তান 'ইব্লিস্' অর্থাৎ অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইয়াছে, সয়তানের চারি জন খলিফা বা সহকারী আছে। ১ম আলিকার পুত্র মলিকা, ২য় জনুসের পুত্র হামুস, ৩য় বল্লাবতের পুত্র মর্লুৎ, ও ৪র্থ যাসিকের পুত্র যুসুফ। সয়তানের পত্নীর নাম আক্বা। তাহার পুত্র ৯টী যথা—১ জলবায়নুন, ২ বাসিন, ৩ আবান, ৪ হফ্কান, ৫ মরা, ৬ লাকিস্, ৭ মস্বুত, ৮ দাসিম, ৯ দলহান।

১ জলবায়নুন্—নিজ অনুচর সহ বাজারে থাকে, তথায় যত কিছু মন্দ কার্য্য, তাহা দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। ২ বাসিন্ (ওয়াসিন্)—যত কিছু দুশ্চিন্তা ও দুঃখ ইহা দ্বারা পরিচালিত হয়। ৩ আবান রাজগণের পার্ষদ। ৪ হফ্কান—মদ্যপায়ীদিগের উৎসাহদাতা। ৫ মরা—নৃত্যগীতের পরিচালক। ৬ লাকিস্—অগ্নিপূজকদিগের অধিপতি। ৭ মস্বুত—বার্ত্তাবহদিগের কর্ত্তা, নিজ অনুচর দ্বারা পরকুৎসা ও মানিকর মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া থাকে। ৮ দাসিম্—গৃহপতি, কাহারও মতে দস্তার-খান বা ভোজন-স্থানের অধিপতি; কেহ বহু দূর হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ঈশ্বরের নাম মুখে না আনে অথবা ভোজনকালে 'বিসমিল্লা' উচ্চারণ করিতে না পারে, দাসিমের কেবল তাহাই চেষ্টা। ৯ দল্হান—নমাজ বা ভোজনাগারে থাকে, সাধু কার্য্যে নানা বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করে।

উক্ত নয় জনেই মানবের ঘোর শত্রু। ইহারা মানবদিগকে পাপ কর্ম্মে লিপ্ত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে।

জিনদিগের অধিপতি মল্লিক গৎসান, কাফপর্ব্বতে তাঁহার বাস। এই শৈলের পশ্চিমে তাঁহার ৩ লক্ষ পরিজন অবস্থান করিতেছে। পশ্চিমাংশে তাঁহার জামাতা আবদুল রহমন ৩৩০০০ অনুচর সহ রাজত্ব করিয়া থাকেন।

জিনদিগের অধিপতিগণের উপাধির পার্থক্য আছে, মুসলমান হইলে উপাধি 'নুস্' যেমন তারনুস্, হুলিয়ানুস্; অগ্নিপূজক হইলে ছুস্, যেমন সিহুস্, য়িহুদী হইলে নাস্, যেমন জত্তুনাস্ এবং হিন্দু হইলে 'তস্' যেমন নকৃতস্। হিন্দু হইলেও নকৃতস্ শিস্ নামক প্যাগম্বরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

মুসলমান জিন বা ভূতদিগের মধ্যে আবার কতকগুলি ইজাম্ আছে, তাহাদের নাম আবু-ফর্দ্দা, মন্সুর, দরবাগ, কলিম্ ও আবুমালিক।

তফ্সীর-ই-কবীর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, জিন চারি প্রকার। ১ ফল্কিউ (নভঃস্থলবাসী), ২ কুনবিউ (উত্তরকেন্দ্রবাসী), ৩ বক্ষিউ (মর্ত্ত্যবাসী) ও ৪ ফর্দু সীউ (স্বর্গবাসী)।

আবার তফ্সীর ই-নিআবিউ নামক গ্রন্থে ১২ দল জিনের উল্লেখ আছে, এতন্মধ্যে ছয় দল রুম (তুরুষ্ক সাম্রাজ্য), ফিরঙ্গ (য়ুরোপ), য়ুনান (গ্রীস), রুঁষ, বাবেল ও সম্বতান দেশে এবং বাকি ছয় দল মগ (কালমকৃদিগের দেশ),

মাগগ (শাকদ্বীপ), নৌবা (নিউবিয়া), জম্বুবর (জাঞ্জিবর) হিন্দ (হিন্দুস্থান) ও সিন্ধ (সিন্ধু) প্রদেশে বাস করে। এই সকল জিনদিগের আকৃতি ৯এর ১০ ভাগ বায়বীয় ও ১এর ১০ ভাগ মাংসবিশিষ্ট।

মুসলমানেরাও ভূতশান্তির জন্ম অথবা ভূত ছাড়াইবার জন্ম নানাপ্রকার মন্ত্র, যন্ত্র, চক্র, কবচ, মাদুলী, পলিতা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন। যন্ত্র ও চক্রাদি সাধারণতঃ নানারঙ্গে, গোময়ে ও কয়লায় অঙ্কিত হইয়া থাকে, ভূতাবিষ্টকে তাহার মধ্যস্থলে বসাইয়া মন্ত্রপাঠ করা হইয়া থাকে। সেই যন্ত্র বা চক্রের চারি পার্শ্বে ফল, ফুল, পাণ, সুপারি, তাড়ি ও নানাপ্রকার মন্ত রাখিতে হয়। কেহ বা সেই চক্রের সম্মুখে একটী মহিষ কাটিয়া তাহার চারিদিকে রক্ত ছিটাইয়া সম্মুখে মহিষমুণ্ড রাখে ও তদুপরে বাতিদান রাখিয়া অভিমন্ত্রিত পলিতা জালিয়া দেয়। মহিষের স্থলে কেহ বা মুরগী উৎসর্গ করে, কেহ বা তৎপরিবর্ত্তে রোগীর হস্তে দিয়া দুই একটী টাকাও সেই স্থানে রাখে। তৎপরে উচ্চৈঃস্বরে আরবী মন্ত্র পাঠ করে ও নানাপ্রকার অঙ্গচালনা করিতে থাকে।

মন্ত্রটী এই—"আজমতো আলেকুম, ফথহু ফথহু, হব্বিবায়কা, হব্বিবায়কা আলমীন আলমীন, সক্কিকা সক্কিকা, আকাইসন আকাইসন্, বল্লিসন্ বল্লিসন্, তলিসন্ তলিসন্, সুরদন সুরদন, কহলন কহলন, মহলন্ মহলন্, সখিবন্ সখিবন্, সদিদন সদিদন্, নবিঅন্ নবিঅন্, বায়হকে খাতিমাই সুলেমান বিন্ দাউদ (আলী হিম্ মুস্ সলাম্) ওঝায়রু মিন্ জানায় বিল মঘারায়কায় বল্ মগরায়বায় বো মিন্ জানেবিল্, ই মন্নে বল্ ই-সন্-রো।"

অবশেষে রোজা রোগীকে জিজ্ঞাসা করে, তাহার কোন প্রকার অঙ্গমর্দ্দ বা নেশা হইয়াছে কি না, মাথায় ভার বোধ, অথবা মনে কোন প্রকার আতঙ্ক হইতেছে কি না? অথবা পশ্চাৎ হইতে কেহ যেন তাহার মাথা নাড়িতেছে এরূপ বোধ হইতেছে কি না? রোগীর অবস্থা বুঝিয়া তাঁহার ভূতাবেশ হইয়াছে কি না রোজা ঠিক করিয়া ফেলে। মানুষের শরীরে ভূতাবেশ করিবার জন্ম অথবা ভূত ঝাড়াইবার জন্ম আরব্য, পারস্ত ও হিন্দুস্থানী ভাষায় রচিত নানাপ্রকার মন্ত্র আছে। মুসলমান ওঝাদিগের নিকট সেই সকল মন্ত্র শুনিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন সয়তান মানব দেহ-আশ্রয় করিলে ভূতাবিষ্টকে দুই চারি সপ্তাহ পর্য্যন্ত অচল করিয়া ফেলে, সে সময়ে কোন কথাই বলে না, কাহারও সঙ্গে কথা কয় না। এই ভূতকে ধরিবার জন্ম ওঝা কোরাণ হইতে "ইন্নমা আম্রাহু ইজা আরাদুশৈম্ অন্ ইউকুল্লা লহু কুন্-ফুই আয়কুণা ক সুভান ল্লজী বে এউদেহিল্ মল্লকুতো কুল্ল শৈন্ ব ইল্লহে তুর্জাউনা" এই সুরাটি ৩বার উচ্চারণ করিয়া থাকে।

কখন কখন মুসলমান ওঝারা ভূতাবিষ্টের কাণে 'ইআ সম্মিও তম্মখ্যাতা বিস্ সম্মে বস্ সম্মে কি সম্মে সমুকা ইআ সম্মিও' এই মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে ফুক্ দেয়।

যখন ভূত ভাল করিয়া চাপিয়া বসে, তখন ভূতাবিষ্ট প্রচণ্ড ভাব ধারণ করে। কখন বড় পলিতা লইয়া আলো জ্বালায়, আবার কখন সেই পলিতার জ্বলন্ত অংশ মুখের ভিতর পুরিয়া নিবাইয়া ফেলে, কেহ বা মুরগীর ঘাড় কামড়াইয়া টাটকা রক্ত পান করে। যখন আবলতাবল বকিতে থাকে, ওঝা প্রথমে সেই ভূতের নাম, চিহ্ন, ধাম, বদ্ধ কি মুক্ত, কখন সে যাইতে চায়, আর ভূতাবিষ্টের দেহে কি করিতে ইচ্ছা করে, এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করে। ভূত যদি যথাযথ উত্তর দেয় ত ভালই, উত্তর না দিলে ওঝা উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পড়িতে থাকে ও মারিতে থাকে, তাহাতে ভূত অবশেষে সকল কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। ভূতের পরিচয় পাইলে ওঝা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করে, কি লইয়া প্রস্থান করিবে, অথবা কি চিহ্ন রাখিয়া যাইবে। ভূতও প্রধানতঃ একসের বা আধসের জোয়ারী, খই, মুড়কি, দধি, ভাত, মৎস্ত বা মাংসের ঝোল, ডিম্ব, মহিষ, তাড়ী, শরাব, শিরণি, নানাপ্রকার ফল ফুল, ময়দার প্রস্তুত বাতি বা নরনারী মূর্ত্তি, অথবা অপর কোন দ্রব্য চাহিয়া বসে। ওঝা ভাঙ্গা সরায়, কুলায় অথবা চুবড়ীতে ভূতের অভিপ্রেত দ্রব্য সাজাইয়া ভূতাবিষ্টের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সম্মুখে ও পশ্চাতে তিনবার ঘুরাইয়া রাখে। পরে সেই সকল দ্রব্য কোন বৃক্ষতলে বা নদীতীরে রক্ষা করে অথবা ভিক্ষুকদিগকে বিতরণ করিয়া দেয়।

ভূত ছাড়িবার অগ্রে ওঝা জিজ্ঞাসা করে যে, কোন স্থানে রোগীকে ফেলিয়া যাইবে ও কি লইয়া যাইবে। ভূত স্থান ও দ্রব্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু ওঝার তাহাতে মনঃপূত না হইলে ভূতকে সম্বোধন করিয়া বলে, 'এখান হ'তে ছাড়িয়া যা, মুখে ছেঁড়া জুতা ও মাথায় শিল লইয়া যা' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সময় ভূতাবিষ্ট কখন বা প্রবলবেগে ছুটিতে থাকে, তদ্দৃষ্টে উপস্থিত সকলে ভয়ে সরিয়া যায়। কখন বা ৪।৫ মণ পাথর (যাহা ২।৩ ব্যক্তি সহজে তুলিতে পারে না) অনায়াসে তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া পলায়। ওঝা তাহার মস্তকের কেশগুচ্ছ ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে যায়, পড়িবার সময় ছাড়িয়া দেয়। পড়িবার

কালে ভূতাবিষ্ট প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। এ সময় ওঝা "আএত উল্ কুরসি" ইত্যাদি কোরাণোক্ত মন্ত্র পাঠ করে ও একটা লোহার চিম্‌টা বা কাঠের গোঁজ মাটিতে ঠুকিতে থাকে। যে মুহূর্ত্তে ভূতাবিষ্ট ভূতলশায়ী হয়, তৎক্ষণাৎ ওঝা তাহার দুই এক গাছি চুল ছিঁড়িয়া লইয়া তাহা একটী বোতলে পূরিয়া ছিপি আঁটিয়া রাখে। সকলে মনে করে যে, এইরূপ করিলেই বুঝি ভূত চিরদিন বন্দী থাকে। পরে সেই বোতলটী মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করে, অথবা পোড়াইয়া ফেলে। এরূপ হইলে আর ভূত আসিতে পারে না।

ভূত ছাড়িয়া গেলে পর ভূতাবিষ্ট সংজ্ঞা লাভ করে। তখন রোগীর চোকে মুখে জল দিয়া ওঝা 'আত্‌মথ্ আতমথ্ তন্মাথ তন্মাথ, তরসিহিং কল্ কম্মসে কানহু জম্মাল-লাতিন্, সকরিন্ ওটিক্ ওটাক' এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করে ও পরে 'লাহোব্‌ল্ বো লাকুব্-বতা ইল্লা বিল্লা হিল্ আল্লি উল্ আজিম' এই মন্ত্রে জল পড়িয়া সেই জল পীড়িতকে পান করিতে দেয়।

তৎপরে তাহাকে ঘরে আনিয়া তাহার হাতে পায়ে জল দিয়া ধুইয়া দেওয়া হয় ও ওঝা ভয়-নিবারণের জন্য কণ্ঠে বা বাহুতে মন্ত্রযুক্ত তাবিচ বা কবচ বাঁধিয়া দেয়।

এইরূপ নানাপ্রকার প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে; বাহুল্য ভয়ে সে সকল লিখিত হইল না*।

মুসলমানেরা ভূতশান্তির জন্য যেরূপ চক্র বা যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, নিম্নে তাহার এক একটী চিত্র প্রদর্শিত হইল :—

ভৌতিক চক্র।

ভূতনাশক চতুরস্র যন্ত্র।

অপর একটী চক্র।

[ভূতাবিষ্ট শব্দে চক্র দেখ।]

পাশ্চাত্যমত।

পূর্ব্বকালে গ্রীক ও রোমকগণ জগতের অপর স্থানের লোকের ন্যায় সকলেই জিন ও সয়তান বিশ্বাস করিতেন। জিন বা দেবগ্রহেরা লোকের মঙ্গলের চেষ্টা পায়, সয়তান বা অপদেবগণ নিয়তই মানবের অনিষ্ট করিয়া বেড়ায়, এরূপ সকলেরই বিশ্বাস ছিল।

সুগ্রহগণ মুসলমান-শাস্ত্রে 'জিন', গ্রীক, রোমক ও য়িহুদী-দিগের নিকট 'এঞ্জেল্' বা দেবদূত বলিয়া গণ্য। য়িহুদীদিগের 'তালমুদ' নামক প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রত্যহই এঞ্জেলের সৃষ্টি হইতেছে, তাহারা সৃষ্টিমাত্রই ভগবানের নাম গান করিয়া লীলা শেষ করে। আবার কোন কোন এঞ্জেল জড়-জীব, ও বিরাট্ কায়, শত বর্ষ চলিয়া যতটা স্থান অতিক্রম করা যায়, এক একটী এঞ্জেলের আকার তত বড়। কেহ বা অগ্নি, কেহ জল, কেহ বা বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বেরেসিথ রব্বানামক য়িহুদীগ্রন্থে লিখিত আছে যে, ভগবান্ সৃষ্টির প্রথম দিনেই এঞ্জেলের সৃষ্টি করেন, মতান্তরে ৫ম দিনে ইহারা সৃষ্ট হইয়াছে; মানব সৃষ্টিকার্য্যে কেহ ভগবানকে পরামর্শ দিয়াছিল, আবার কেহ কেহ নিষেধ

* তফ্‌সীরই কবীর, জবাহিরুই খম্‌সা, মুরাই-খোবারি প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

করিয়াছিল। বাইবেলে লিখিত আছে, ভগবানের বদন-নিঃসৃত প্রতিশব্দে এক একটী এঞ্জেল আবির্ভূত হইয়াছিল। (Psalm XXXIII, 6.)

রাব্বিদিগের গ্রন্থে ৭০টী এঞ্জেলের উল্লেখ আছে। বাবেল-নির্ম্মাণকালে এই ৭০ জন ৭০টী জাতির অধিদেবতারূপে গণ্য হইয়াছিল। এই ৭০টার মধ্যে কতকগুলি জ্যোতিষ্মান্ দেবদূত, আবার কতকগুলি গাঢ় অন্ধকারের পিশাচ। জগতের সমস্ত পদার্থ, এমন কি তৃণ-গুল্মের পর্য্যন্ত এক একটী এঞ্জেল 'মাসাল' অর্থাৎ অধিদেবরূপে বা ক্ষেত্রপালরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই সকল অধিদেবগণের মধ্যে ভগবান্ ইস্রাইলকে সর্ব্বপ্রধান করিয়াছিলেন। এ ছাড়া আকৃতরি-এল্, মেতাত্রোণ ও সোদালকোন নামা তিন জন এঞ্জেলের নাম পাওয়া যায়। ইহারা ইস্রাইল-ধর্ম্মীদিগের স্তবগুলি লইয়া মালা প্রস্তুত করিত। ইহাদের মধ্যে মেতাত্রোণই এঞ্জেলদিগের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত। হিব্রুজাতি বাবেলে বন্দী হইবার পূর্ব্বে এঞ্জেলের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। তাঁহারা এই বাবিলন হইতে এঞ্জেলের নাম শুনিয়াছিলেন। রাফাএল্, মিকাএল্, জব্রিএল্ ও উরিএল্ এই কয়জন এঞ্জেলের নাম তাঁহাদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। বাই-বেলের নববিধানে কেবল মিকাএল্ ও জব্রিএলের কথা বিবৃত হইয়াছে।

য়ুরোপীয়েরা এখন 'এঞ্জেল' বলিলে ঈশ্বর-দূত মনে করেন, কিন্তু প্রাচীন গ্রীক ও রোমকেরা এরূপ মনে করিতেন না; গ্রীকগণ তাহাদিগকে ভূত বা দানব এবং রোমকেরা জিন বা অপদেবতা বলিয়া মনে করিতেন।

বাইবেলে লিখিত আছে,—এঞ্জেলগণ সকলেই প্রথম অবস্থায় নিষ্পাপ ও পবিত্রচেতা ছিলেন। তখন তাঁহারা ভগবানের নিকট স্বর্গধামে বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পাপভাগী হইলেন। পাপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা স্বধাম-চ্যুত অর্থাৎ স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন। তাঁহাদের বিশুদ্ধ স্বভাব চিরকালের জন্য চলিয়া গেল, ভয়ানক ভাব ধারণ করিল, ভুবনের পাপরাশি মধ্যে তাহারা বাস করিতে লাগিল। তাহারা পাপকে পুণ্য ও পুণ্যকে পাপ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। হিংসা, দ্বেষ, জিঘাংসা, পাপেচ্ছা ও দুর্দ্দমনীয় ক্রোধ নিয়তই তাহাদের হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। এই জন্যই বাইবেলে ইহারা "evil angel" বা "unclean spirit" বলিয়া গণ্য। তাহাদের অধিপতিই সয়তান। মানবদেহের উপর তাহারা শক্তি বিস্তার করিয়া থাকে। যখন তাহারা কাহারও উপর শক্তি বিস্তার করে, তখনই সেই ব্যক্তিকে ভূতাবিষ্ট বলা হয়। বাইবেলে লিখিত আছে, 'সয়তান' বা ভূতের কার্য্য ধ্বংস করিবার জন্য যীশু আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

য়িহুদীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ তালমুদে বর্ণিত হইয়াছে—'এই ভূতদিগের উৎপাতেই কোন মানব তিষ্ঠিতে পারে না। মান-বের সংখ্যা হইতে তাহারা সংখ্যায় অনেক বেশী। যেমন কোন বাগানের চারিদিকে ঘন ঘন বেড়া দেওয়া থাকে, ইহারাও সেইরূপ আমাদের চারিদিকে খাড়া রহিয়াছে। যদি কেহ ভূতের উপস্থিতি জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে কতক-গুলি পরিষ্কৃত ভস্ম চালুনী দ্বারা ছাকিয়া আপনার বিছা-নার চারিপাশে ছড়াইয়া রাখ, প্রভাতে কুক্কুটের পদবৎ চিহ্ন দেখিয়া ভূতের উপস্থিতি বুঝিতে পারিবে। যদি কেহ চর্ম্ম চক্ষে ভূত দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যে কৃষ্ণবিড়াল তাহার মাতার গর্ভে প্রথম জন্মিয়াছে, সেই বিড়ালের জরায়ু লইয়া তাহা অগ্নিতে দাহ করিবে, পরে তাহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহার অল্পমাত্রা নেত্রদ্বয়ে লাগাইয়া দাও, তখন অনায়াসে ভূত দেখিতে পাইবে।

ভূত ঝাড়ান।

পূর্ব্বকালে য়ুরোপীয় সকল জাতিই ভূতাবেশ বিশ্বাস করিত ও উপযুক্ত লোক দ্বারা ভূত ঝাড়াইত। রোমক ও গ্রীক সমাজ-ভুক্ত খৃষ্টীয় যাজকদিগের মধ্যে ঝাড়ান-প্রথা এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে কোন দেবোপাসককে খৃষ্টীয়-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সময় বিসপ তাহাকে ঝাড়াইয়া লইতেন। ঝাড়াইবার সময় দীক্ষাগ্রহণকারী বলিত যে, আমি এই সঙ্গে দেবদূত, ভূত ও সয়তান প্রভৃতি সকলকে পরিত্যাগ করি-লাম। বাইবেল হইতে জানা যায় যে, যীশুখৃষ্ট ভূত ঝাড়াইতে পারিতেন। এমন কি খৃষ্টানগণের বিশ্বাস ছিল যে, যীশুখৃষ্টের নাম করিলে ভূত সকল দূরে পলাইয়া যায়। খৃষ্টান-যাজক কর্ত্তৃক ভূত ঝাড়াইবার প্রথা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে প্রথম প্রবর্ত্তিত হইলেও খৃঃ ৩য় শতাব্দেই সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। ঝাড়াই-বার পূর্ব্বে ও পরে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হইত। যথা—উপবাস, স্তোত্রপাঠ, জানু পাতিয়া প্রণাম, শিরে হস্তদান, পাদুকা ও বস্ত্রমোচন, পশ্চিমমুখীকরণ, সয়তান ও তাহার কার্য্যবর্জ্জন, ত্রিতয়ের (Trinity) নাম করিয়া দীক্ষিতের মস্তকে ২।৩ বার ফুৎকার বা নিশ্বাস প্রদান। খৃষ্টজন্মের প্রথম হইতে তৃতীয় শতাব্দ পর্য্যন্ত কেবল প্রধান যাজক ও পুরোহিতেরাই, ঝাড়াইতেন। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর পরে এই কার্য্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারিগণের উপর বিন্যস্ত হইয়াছিল। রোমক-খৃষ্টান-সমা-জের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি মধ্যে (Rituale Romanum) প্রায়

ত্রিশ পৃষ্ঠা ভূত ঝাড়াইবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। উন্মত্ততা হইতে ভূতাবেশের লক্ষণ কতই প্রভেদ, এ সম্বন্ধে উক্ত পদ্ধতি গ্রন্থে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে,—

'যাহাদিগকে ভূতে পায়, তাহারা অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট ভাষা অনর্গল প্রয়োগ করিতে থাকে, কিংবা যাহা তাহারা বকে, সমস্তই বুঝিতে পারে। যে দুরবগাহ গুহ্যবিষয় অপরে জানে না, তাহারা সে রহস্যও প্রকাশ করিতে পারে; তাহাদের ক্ষমতার অতীত শক্তি ও বয়োবৃদ্ধির পরিচয় দিতে সমর্থ। যখন অধিকাংশ উক্ত চিহ্ন প্রকাশ পাইবে, তখন ভূতাবেশের লক্ষণ বুঝিতে হইবে।' এদেশে যেমন ওঝা, তিব্বতাদি স্থানের বৌদ্ধগণের সিদ্ধ ও মুসলমানদিগের মধ্যে 'সিয়ানা' আখ্যাত ব্যক্তি বিশেষ যেমন ভূত ঝাড়াইয়া থাকে, রোমক-সমাজভুক্ত খৃষ্টানদিগের মধ্যে Exorcist বা ঝাড়ানিয়াগণ সেইরূপ ঝাড়াইয়া থাকেন।

ঝাড়ানিয়া লক্ষণ দেখিয়া যদি বুঝিতে পারেন যে, ভূতাবেশ হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি প্রথমে একটী ক্রুশ লইয়া ভূতাবিষ্টের হস্তে বা সে দেখিতে পায়, এমন স্থানে রাখিয়া দেন। নিকটে যদি কোন খৃষ্টান সাধুর দেহাবশেষ বা প্রসাদিত দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা লইয়া পীড়িতের বক্ষে ও মস্তকে মাখাইয়া দেওয়া হয়। যদি সে বেশী বকিতে থাকে, তাহা হইলে ঝাড়ানিয়া তাহাকে নীরব হইতে ও কেবল তাঁহার প্রশ্নেরই উত্তর দিতে আদেশ করেন। প্রথমে ভূতের সংখ্যা, নাম ধাম, তাহাদের আগমন কাল,আগমন কারণ ইত্যাদি বহুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। যদি সে বলে, আমি অমুক সাধু বা দেবদূত আসিয়াছি। ঝাড়ানিয়া সে কথায় কখন বিশ্বাস করিবেন না। ঝাড়াইবার সময় পীড়িতকে গীর্জ্জার ভিতর এক কোণে লইয়া যাওয়া হয়। ঝাড়ানিয়া ক্রুশ লইয়া পীড়িতকে দৈখান ও তাহাকে জানুপাতিয়া বসিতে বাধ্য করেন, তৎপরে তাহার মাথায় পবিত্র বারি ছিটাইয়া দেন। অনন্তর তিনি প্রার্থনামন্ত্র, স্তোত্রগান ও স্তব পাঠ করিতে থাকেন। পরে ভূতের নাম জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহার পর ভূতছাড়ান মন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে। তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ—

"I exorcise thee, unclean spirit, in the name of Jesus Christ, tremble, O Satan thou enemy of the faith, thou foe of mankind, who has brought death into the world; who hast deprived men of life, and hast rebelled against Justice; thou seducer of mankind, thou root of all evil, thou source of avarice, discord and envy."

যদি এই সকল কথাতেও ভূত ছাড়িতে না চায়, এরূপস্থলে ঝাড়ানিয়া অতি কঠোরতা অবলম্বন করেন এবং যে কথায় ভূতগণ কাঁপিবে, এরূপ শব্দ সকল উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, ও ক্রুশাঘাত করিতে থাকেন। এইরূপে কখন কখন ঝাড়ানিয়া ৩।৪ ঘণ্টা ভূতের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করেন ও চীৎকার করিতে থাকেন। অবশেষে ভূত ছাড়িয়া যায়।

হিন্দুদিগের ওঝারা যেমন জলপড়া, ভূত-প্রবেশ-নিবারণার্থ গৃহবন্ধন, দেহবন্ধনাদি করিয়া থাকেন, রোমক-সমাজের ঝাড়ানিয়াকেও সেইরূপ বন্ধনাদি করিতে দেখা যায়। তাঁহারা ঝাড়াইবার সময় অনেক স্থলেই পেটার নষ্টার (Pater Noster), আবে মরিয়া (Ave Maria) প্রভৃতি নাম করিয়া থাকেন।

গ্রীকসমাজস্থ-খৃষ্টানেরা ভিন্ন প্রকারে ভূত ঝাড়াইয়া থাকেন। কাহারও ভূতাবেশ হইলে তাহাকে শৃঙ্খল দ্বারা খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখে। গীর্জার পোষাকে সাজিয়া কয়েকজন যাজক তাহার নিকট উপস্থিত হন ও প্রায় ছয় ঘণ্টা বাইবেলের চারি অংশের (Gospels) কোন কোন অংশ পাঠ করিতে থাকেন। পাঠ করিবার পূর্ব্বে ২৪ ঘণ্টা উপবাসী থাকিতে হয়। দ্বিতীয় দিনেও উপবাসী থাকিয়া পূর্ব্ববৎ পাঠ করিতে থাকেন। তৃতীয় দিনে পাঠকার্য্য সমাপ্ত হয়। পাঠকালে ভূতাবিষ্ট ভগবানের নিন্দা, মানবজাতির উপর আক্রোশ, অভিসম্পাত, নানা প্রতিজ্ঞা, বিকটরব ও গালাগালি করিতে থাকে, কিন্তু যাজকেরা তাহাতে কর্ণপাতও করেন না। তাঁহারা এক মনেই উক্ত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে থাকেন। পাঠকার্য্য অতি সাবধানে, সুনিয়মে ও বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন হয়। এক জনের পাঠ যেমন শেষ হয়, সঙ্গে সঙ্গে অপর ব্যক্তি আরম্ভ করেন; একটা বর্ণ ও মাত্রাও পরিত্যক্ত হইতে পারে না। ঐ সমস্ত যাজকের পাঠ শেষ হইল আর একজন শুদ্ধাচারী গুণী যাজক আসিয়া বাসিল (St Basil) নামক এক সিদ্ধের ঝাড়ান মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মন্ত্রপাঠ শুনিয়া ভূত স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। তখন সেই গুণী অতি কঠোরভাবে সেই ভূতকে গালি দিতে থাকেন। সেই উত্তেজনায় ভূত ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়। ছাড়িবার সময় ভূত বহু কষ্ট দেখায় ও ছাড়িয়া গেলে ভূতাবিষ্ট মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূপতিত হইয়া থাকে।

এখনও রোমক ও গ্রীকসমাজে ঝাড়ানিয়া বা ওঝা দৃষ্ট হয়। এমন কি, তজ্জন্য রোমক ধর্ম্মাচার্য্যগণের নিকট নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে ব্যক্তিবিশেষ দীক্ষিত হইয়া থাকেন এবং স্ব স্ব ধর্ম্মসমাজের একজন কর্ম্মচারী বলিয়া গণ্য হন।

উপসংহার।

উপরে সভ্য-সমাজের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান লিপিবদ্ধ হইল। কিন্তু সভ্যসমাজ অপেক্ষা বন্য ও অসভ্যদিগের মধ্যেই ভূতের

ভয় কিছু বেশী। ভূতের ভয় হইতে নিস্তার পাইবার জন্য তাহারা নানা ব্যাপার করিয়া থাকে। এদেশে ভূতচতুর্দ্দশীর দিন ভূতভয়নিবারণ ও ভূত তাড়াইবার জন্য অপামার্গশাখাঘূর্ণন চতুর্দ্দশ শাক ভক্ষণ, অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ বা অগ্নিস্পর্শ প্রভৃতি যেরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবহার দৃষ্ট হয়, দক্ষিণগিনির অসভ্য লোকেরাও সেইরূপ একদিন এক এক গ্রামের সমস্ত লোকে একত্র হইয়া সন্ধ্যাকালে আগুন জ্বালাইয়া মহাকোলাহল করিয়া ভূত তাড়াইয়া থাকে।

[কোল, ভীল প্রভৃতি শব্দে অসভ্যজাতির বিশ্বাসাদি দ্রষ্টব্য]

ভৌতী (স্ত্রী) ভূতানাং ভূতযোনীনামিয়মিতি ভূত-অণ্, ঙীপ্, তস্যাং ভূতানামধিকারিত্ববিদ্যমানত্বাত্তথাত্বং। রাত্রি। (হেম)

ভৌত্য (পুং) ভূতেরপত্যং পুমান্, ভূতি-অপত্যার্থে ষ্যঞ্। ভূতিমুনিপুত্র, চতুর্দ্দশ মনু।

ভূতিমুনির ঔরসে ভৌত্য নামে মনু পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। এই মন্বন্তরে চাক্ষুষ, কনিষ্ঠ, পবিত্র, ভ্রাজির ও ধারাবৃক এই পঞ্চ দেবগণ আবির্ভূত হইবেন, শুচি এই মন্বন্তরে ইন্দ্রত্ব পদ পাইবেন, তিনি অন্যান্য ইন্দ্রের ন্যায় সমুদয় গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, শুচি, মুক্ত, মাধবশক্র ও অজিত এই সাতজন সপ্তর্ষি; গুরু, গভার, ব্রধ্ন, ভরত, অনুগ্রহ, স্ত্রীমানী, প্রবীর, বিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বী ও সুবল, ইঁহারা তাঁহার পুত্র। (মার্কণ্ডেয়পু° ১০০ অ°) [মনু দেখ]

ভৌম (পুং) ভূমেরপত্যং ভূমি-শিবাদিত্বাৎ অণ্। ১ মঙ্গলগ্রহ। (বৃহৎস° ৫।৬০) ২ নরকরাজ। তস্যেদমিত্যণ্। (ত্রি) ৩ ভূমিভব।

"ভৌমেন প্রাবিশদ্ ভূমিং পর্ব্বতেনাভবদ্ গিরিঃ।
অন্তর্দ্ধানেন চান্দ্রেণ পুনরন্তর্হিতোঽভবৎ ॥" (ভারত ১।১৩৬।২০)

৪ অম্বর। ৫ রক্তপুনর্ণবা। (রাজনি°) ৬ আসনভেদ।

'ভৌমং বীরাসনং চৈব যোগসাধনকারণম্'। (বৃহন্নারদীয়পু°)

ভৌমিক (পুং) ১ভূম্যধিকারী। ২রাবণার্জ্জুনীয় কাব্যপ্রণেতা। ক্ষেমেন্দ্রকৃত সুবৃত্ততিলকে ইঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভৌমচার (ত্রি) জ্যোতিষোক্ত মঙ্গলগ্রহের সঞ্চারবিশেষ। মানবপ্রকৃতিতে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা মঙ্গলের প্রকোপ জন্যই হইয়া থাকে।

"মেষে তু ভৌমো রভসং প্রচণ্ডং শূরং নরং সাহসকর্ম্মশীলম্।
তেজস্বিনং সাত্ত্বিকমপ্রধৃষ্যং দুর্মর্ষণং দানপরং প্রসূতে ॥"
(মীনরাজজাতক)

ভৌমজল (ক্লী°) ভূমি-অণ্, ভৌমং জলং। ভূমিসম্বন্ধি সলিল।

"ভৌমমম্ভো নিগদিতং প্রথমং ত্রিবিধং বুধৈঃ।
জাঙ্গলং পরমানূপং ততঃ সাধারণং ক্রমাৎ ॥" (ভাবপ্রকা°)

ভৌমজল তিন প্রকার—জাঙ্গল, আনূপ ও সাধারণ। যে দেশ অল্পজল ও অল্পবৃক্ষ-সমন্বিত এবং রক্তপিত্তের প্রকোপজনক, তাহাকে জাঙ্গলদেশ এবং সেখানকার জলকে জাঙ্গল-জল বলা যায়। যে দেশ জলবহুল ও বহুবৃক্ষযুক্ত এবং যে স্থলে প্রায়ই বাতশ্লেষ্ম রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আনূপ দেশ ও সেখানকার জলকে আনূপ-জল এবং যেখানে আনূপ ও জাঙ্গল এই উভয় দেশের লক্ষণই লক্ষিত হয়, তাহা সাধারণদেশ এবং তথাকার জল সাধারণ-জল পদবাচ্য।

জাঙ্গলজল—রুক্ষ, লবণরস, লঘু, পিত্তঘ্ন, অগ্নিবর্দ্ধক, কফকারক, হিতকর এবং বহু বিকারের উৎপাদক। আনূপ-জল অভিষ্যন্দী, মধুররস, স্নিগ্ধ, গাঢ়, গুরু, অগ্নিবর্দ্ধক, কফকারক, হৃদয়গ্রাহী, এবং বহুবিকারজনক। সাধারণ জল—মধুররস, অগ্নিপ্রদীপক, শীতল, লঘু, তৃপ্তিকারক, রুচিকর, এবং পিপাসা, দাহ ও ত্রিদোষনাশক। (ভাবপ্র°)

ভৌমদেবলিপি (পুং) লিপিবিশেষ। (ললিতবিস্তর)

ভৌমন (পুং) আদিসর্গে ভবতীতি ভূ কর্ত্তরি মন্, ভূমা ব্রহ্মা, তস্যাপত্যং অণ্, মনন্তত্বাৎ ন টের্লোপঃ। বিশ্বকর্ম্মা।

"সসর্জ্জ যং সুতপসা ভৌমনো ভুবনপ্রভুঃ।
প্রজাপতিরনির্দ্দেশ্যং যস্য রূপং রবেরিব ॥" (ভারত ১।২২৬।১২)

ভৌমপাল, গোয়ালিয়ারের কচ্ছবাহবংশীয় জনৈক রাজা।

ভৌমব্রত, (ক্লী) ব্রতবিশেষ।

ভৌমরত্ন (ক্লী°) ভূমৌ জাতং, ভূমি-অণ্, তাদৃশং রত্নং। প্রবাল। (রাজনি°)

ভৌমিক (ত্রি) ভূমিমধিকরোতি যঃ ভূমি-ঠন্। ১ ভূম্যধিকারী। ভূঁয়া। [বার ভূঁয়া দেখ।] ২ ভূমিস্থিত।

"স্পৃশন্তি বিন্দবঃ পাদৌ য আচাময়তঃ পরান্।
ভৌমিকৈস্তে সমাজ্ঞেয়া ন তৈরপ্রয়তো ভবেৎ ॥" (মনু ৫।১৪২)

৩ ভূমিসম্বন্ধীয়।

ভৌমী (স্ত্রী) ভূম্যাং জাতা ভূমি-অণ্, স্ত্রীত্বাৎ ঙীষ্। সীতা।

ভৌমেন্দ্রপাল, গোয়ালিয়ারের কচ্ছবাহবংশীয় জনৈক নরপতি।

ভৌর (পুং) ভূরির গোত্রাপত্য।

ভৌরিক (পুং) ভূরিসুবর্ণমধিকারোতীতি ঠক্। কনকাধ্যক্ষ।

ভৌরিকি (পুং স্ত্রী) ভূরিকস্য ঋষেরপত্যমিঞ্। ভূরিক ঋষির গোত্রাপত্য।

ভৌরিক্যাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত শব্দগণ, যথা—ভৌরিকি, ভৌলিকি, চৌপয়ত, চৈটয়ত, কাণেয়, বাণিজক, বালিকাজ্য, সৈকয়ত, বৈকয়ত। (পাণিনি)

ভৌলিকি (পুং স্ত্রী) ভৌরিকি বাহুলকাৎ রস্য ল। ভৌরিকি শব্দার্থ।

ভৌলিঙ্গ (পুং স্ত্রী) ভূলিঙ্গস্য খগভেদস্যাপত্যং অণ্। ভূলিঙ্গ-খগাপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ২ রাজপুতানার আরাবল্লি পর্ব্বত ও মরুভূমি-মধ্যবর্ত্তী স্থানভেদ।

ভৌবন (ত্রি) ভুবন সম্বন্ধীয়।

ভৌবনায়ন (পুং) ভুবনের গোত্রাপত্য।

ভৌবাদিক (পুং) ভ্বাদৌ গণে পঠিতঃ ঠক্। ভ্বাদিগণে পঠিত ধাতু।

ভৌবায়ন (ত্রি) ভুবনামক অগ্নির অপত্য। "অয়ং পুরো ভুবঃ, তস্য প্রাণো ভৌবায়নঃ" (শুক্লযজু° ১৩৫৪) 'ভৌবায়নঃ ভুবস্য অগ্নেরপত্যং ভুব-নড়াদিত্বাৎ ফক্।' (বেদদীপ)

ভ্যস, ভয়। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ ভ্যসতে। লোট্ ভ্যসতাং। লুঙ্ অভ্যসিষ্ট।

ভ্যসতে, (অব্য°) উত্তর দিক্। (নিঘণ্টু)

ভ্রাশ, ভাস, দীপ্তি। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ ভ্রাশতে। লিট্ ভ্রেশে, বভ্রাশে। ঋদিৎ লুঙ্ পরস্মৈপদী অবভ্রাশৎ। (দুর্গাদাস)

ভ্রাশ, দীপ্তি। দিবাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ ভ্রাশ্যতে। (দুর্গাদাস)

ভ্রাস, দীপ্তি। ভ্বাদি° পক্ষে দিবাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ ভ্রাসতে। দিবাদিপক্ষে ভ্রাস্যতে। (দুর্গাদাস)

ভ্রংশ (ভ্রন্শ), ১ অধঃপতন। ২স্খলন। ৩ পলায়ন। দিবাদি° পক্ষে ভ্বাদি° পরস্মৈ অক° সেট্। লট্ ভ্রশ্যতি। লিট্ বভ্রংশ, বভ্রংশতুঃ। লুট্ ভ্রশিতা। লৃট্ ভ্রংশিষ্যতি। লুঙ্ অভ্রশৎ, অভ্রশতাং। সন্ বিভ্রংশিষতি। যঙ্ বাভ্রশ্যতে। যঙ্ লুক্ বাভ্রংষ্টি। ণিচ্ ভ্রংশয়তি। লুঙ্ অবভ্রংশৎ। ভ্বাদিপক্ষে আত্মনেপদী। লট্ ভ্রংশতে।

ভ্রংশ (পুং) ভ্রন্শ-ভাবে ঘঞ্। ১ অধঃপতন।
"উদ্বেজনাদধর্ম্মস্তু তস্মাদ্ ভ্রংশো মহীপতেঃ।"(কামন্দক° ১।৩৯)
২ নাশ।

ভ্রংশকলা (অব্য°) হিংসা। (গণরত্নটীকা)

ভ্রংশথু (পুং) ভ্রংশ-অথুচ্। ভ্রংশ, অধঃপতন।

ভ্রংশন (ত্রি) অধঃপতন।

ভ্রংশিন্ (ত্রি) ভ্রংশ-ইনি। ভ্রংশযুক্ত, নাশবিশিষ্ট। প্রায়ই উপপদপূর্ব্বক ভ্রংশ ধাতুর উত্তর ইন্ হইয়া থাকে। যথা—
"দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা।" (শকুন্তলা)

ভ্রকুংশ (পুং) ভ্রুবা কুংসো ভাষণং যস্য, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তকপুরুষ। (অমরটীকা ভরত)

ভ্রকুংস (পুং) ভ্রুবা কুংসো ভাষণং শোভা যস্য বাসঃ, "ভ্রুকুংসাদীনামকারো ভবতীতি বক্তব্যং" ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা উকারস্যাত্বং। স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তকপুরুষ। পর্য্যায়—ভ্রূকুংস, ভ্রূকুংস, ভ্রূকুংস, ভ্রকুংশ।

ভ্রকুটি (স্ত্রী) ভ্রুবোঃ কুটিঃ কৌটিল্যং "ভ্রুকুংসাদীনামকারো ভবতীতি বক্তব্যং" ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা উকারস্যাত্বং। ক্রোধাদি-দ্বারা ভ্রূর কৌটিল্য, ভ্রূভঙ্গ। ইহার রূপান্তর—ভ্রুকুটি, ভ্রূকুটি, ভ্রূকুটী, ভৃকুটি, ভ্রকুটী, ভৃকুটী। (অমর ও ভরত)

ভ্রণ, শব্দ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ভ্রণতি। লুঙ্ অভ্রণীৎ, অভ্রাণীৎ।

ভ্রভঙ্গ (পুং) ভ্রুবো ভঙ্গঃ, ভ্রকুংশাদিবৎ উকারস্যাত্বং। ভ্রূভঙ্গ।

ভ্রম্, ১ চলন। ২ অনবস্থান। ৩ ভ্রমণ। ভ্বাদি° পক্ষে দিবাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ ভ্রমতি, ভ্রম্যতি, ভ্রাম্যতি। লিট্ বভ্রাম, বভ্রমতুঃ, ভ্রেমতুঃ। লুট্ ভ্রমিতা। লৃট্ ভ্রমিষ্যতি। লুঙ্ অভ্রমীৎ, অভ্রমিষ্টাং, অভ্রমিষুঃ। দিবাদিপক্ষে লুঙ্ অভ্রমৎ, অভ্রমতাং অভ্রমন্। সন্ বিভ্রমিষতে। যঙ্ বম্ভ্রম্যতে। যঙ্ লুক্ বম্ভ্রন্তি। ণিচ্ ভ্রময়তি। লুঙ্ অবিভ্রমৎ।

ভ্রম (পুং) ভ্রমু-অনবস্থানে ইতি ভ্রম-ভাবে ঘঞ্। ১ মিথ্যা-জ্ঞান। পর্য্যায়—ভ্রান্তি, মিথ্যামতি। (অমর)

ন্যায়মতে অপ্রমার নাম ভ্রম। এক প্রকার বস্তুতে অন্য প্রকার জ্ঞান হওয়ার নামই ভ্রম। যাহার যে গুণ ও দোষ নাই, তাহাকে সেই সেই গুণ বা দোষশালী বলিয়া জানাকে অযথার্থ জ্ঞান বা ভ্রম কহে। যেমন পণ্ডিতকে মূর্খ বলিয়া এবং রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা।

দর্শনশাস্ত্রসমূহে ভ্রমের উৎপত্তি ও নিবৃত্তির কারণ এবং অবান্তরপ্রভেদও নির্ণীত আছে। সাংখ্য ও বেদান্ত বলেন, ভ্রম-জ্ঞান নিজে মিথ্যা, কিন্তু তাহার ফল সত্য, যথা,—রজ্জুসর্প দেখিলে ভয় ও কম্প দুইই জন্মে। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি মৃগতৃষ্ণিকায় প্রতারিত হইয়া পানীয় আহরণে ধাবিত হইয়া থাকে। যদিও ভ্রমমাত্রেই অসম্বন্ধ-অবগাহী, তথাপি তাহার কোন না কোন ফল আছে, অর্থাৎ তাহা দ্বারা জীবের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, ভ্রমের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ও ফলভেদ আছে, তাহা দেখিয়া শাস্ত্রকারেরা ভ্রমজ্ঞানের শ্রেণীভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভেদে দুই, তৎপরে সম্বাদী, বিসম্বাদী, আহার্য্য ও ঔপাধিক আহার্য্য এই চারি ভেদ বা চারি শ্রেণী কল্পিত হইয়াছে।

সোপাধিক-ভ্রম।—যদি দুই বা ততোধিক বস্তু পরস্পর সন্নিহিত থাকে, আর সেই সন্নিধানবশতঃ এক বস্তুর গুণ বা কোন প্রকার ধর্ম্ম অন্য বস্তুতে মিথ্যা বা সত্যভাবে সংক্রান্ত হয়, তাহা হইলে যাহার গুণ অন্যত্র সংক্রান্ত হইয়াছে,

তাহাকে উপাধি, আর যাহাতে সংক্রান্ত হইতেছে, তাহাকে উপহিত সংজ্ঞা দেওয়া যায়। যে স্থলে উক্ত প্রকার উপাধির সংসর্গে এক প্রকার স্বভাবাপন্ন বস্তু অন্য প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়, সে স্থলে সোপাধিক ভ্রম জানিতে হইবে। যথা,—

স্ফটিক স্বভাবস্বচ্ছ এবং শুভ্রবর্ণ, কিন্তু কখন কোন রঞ্জক পদার্থের সন্নিধানবশে পীত বা লোহিত আকারে পরিদৃষ্ট বা প্রতীত হয়। এই "স্ফটিক রক্তবর্ণ"-প্রতীতি সোপাধিক ভ্রম বলিয়া গণ্য। তত্রস্থ উপাধি (রঞ্জকবস্তু) তৎকালে প্রত্যক্ষ গোচর হউক বা না হউক, 'রক্তবর্ণ স্ফটিক' এই জ্ঞান ভ্রম ও সোপাধিক শ্রেণীভুক্ত।

নিরুপাধিক-ভ্রম।—যে স্থলে দেখিবে, কোন প্রকার উপাধির সন্নিধান নাই, অথচ অন্যথা জ্ঞান, অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ এক প্রকার, কিন্তু জ্ঞান অন্য প্রকার সে স্থলে নিরুপাধিক ভ্রম। যেমন নীল আকাশ, বস্তুতঃ আকাশের কোন বর্ণ নাই, অথচ নিরভ্র অবস্থাতেও আকাশ প্রগাঢ় নীল বলিয়া বোধ হয়। আকাশে নীলিমভ্রম নিরুপাধিক শ্রেণীভুক্ত।

সম্বাদী ও বিসম্বাদী ভ্রম।—ভ্রমপ্রবৃত্ত ব্যক্তি অভীষ্টলাভে বঞ্চিত হয়, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। কিন্তু কখন কখন কাকতালীয়ের ন্যায় ভ্রমজ্ঞানও ফলপ্রদ হইয়া থাকে। যে স্থলে ভ্রমজ্ঞানে ফললাভ হয়, সে স্থলে তাদৃশ ভ্রমের নাম সম্বাদী। যে স্থলে ফললাভে বঞ্চিত হওয়া যায়, সে স্থলে তাহা বিসম্বাদী। বিসম্বাদি-ভ্রমই প্রায় হইয়া থাকে। সম্বাদী ভ্রম অল্প অর্থাৎ কখন কখন হয়।

মনে কর, কোন এক ব্যক্তির দূর হইতে বাষ্পে ধূম ভ্রম জন্মিয়াছে। অনন্তর সেই ভ্রান্ত ব্যক্তি তৎপ্রদেশে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করিয়া অগ্নি-আহরণার্থ উপস্থিত হইল। পরে দৈবাৎ তথায় অগ্নি প্রাপ্ত হইল, এরূপ স্থলে ঐ ভ্রান্ত ব্যক্তির ধূম-ভ্রম সম্বাদী হইয়াছে। যদি সে অগ্নি প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে তাহার ভ্রম বিসম্বাদী হইত। অথবা দুই ব্যক্তি দূর হইতে দুই প্রভায় অর্থাৎ মণিপ্রভায় ও দীপপ্রভায় মণিভ্রান্ত হইয়া মণি লইতে গিয়াছিল, তন্মধ্যে যে ব্যক্তির মণিপ্রভায় মণিভ্রম হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি মণি লাভ করিয়া সম্বাদিভ্রমের এবং অপর ব্যক্তি বিসম্বাদিভ্রমের নিদর্শন হইল।

"দূরে প্রভাদ্বয়ং দৃষ্ট্বা মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ।
প্রভায়াং মণিবুদ্ধিস্তু মিথ্যাজ্ঞানং দ্বয়োরপি ॥
ন লভ্যতে মর্ণিদীপপ্রভাং প্রত্যভিধাবতা।
প্রভায়াং ধাবতাহবশ্যং লভ্যতে চ মণির্ম্মণেঃ ॥"

আহার্য্য ও ঔপাধিক আহার্য্য-ভ্রম।—যত্নপূর্ব্বক এক প্রকার বস্তুতে অন্য প্রকার জ্ঞান সম্পাদন করার নাম আহার্য্য ভ্রম, উক্ত লক্ষণাক্রান্ত আহার্য্য ভ্রম যদি কোন উপাধি অবলম্বন করিয়া সম্পাদিত হয়, তবে তাহা ঔপাধিক আহার্য্য হইবে। চন্দ্র এক, কিন্তু অঙ্গুলি দ্বারা নেত্রপ্রান্ত চাপিয়া দেখিলে চন্দ্র দুই বা ততোধিক দেখা যায়। ক্ষুদ্রতম অক্ষরকে বা বৃহত্তম পর্ব্বতকে কাচ-বিশেষসংসর্গে বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম আকারে অবলোকন করা, এইরূপ অনেক উদাহরণ আছে।

কি ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞান, কি যৌক্তিক জ্ঞান ও কি ঔপদেশিক জ্ঞান সমুদায় জ্ঞানের অন্তরালে কথিত প্রকারের শত শত ভ্রম লুক্কায়িত আছে। যতদিন না এই ভ্রম নিরাকৃত হয়, ততদিন মোক্ষের আশা সুদূরপরাহত।

ভ্রমোৎপত্তির কারণ ও তাহার নিবৃত্তির উপায়।—ভ্রমোৎপত্তির কারণ প্রধানতঃ তিনটী। দোষ, সম্প্রয়োগ ও সংস্কার; তন্মধ্যে দোষ নানা প্রকার, নিমিত্তগত, কালগত ও দেশগত। নিমিত্তগত দোষ এই যে, যে ইন্দ্রিয় যে প্রত্যক্ষের জনক, সেই ইন্দ্রিয় দোষ-দুষ্ট হওয়া। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের জনক চক্ষুঃ, সেই চক্ষু যদি পিত্তদোষে বিকৃত হয়, তাহা হইলে অতি শ্বেত বস্তুও হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। সন্ধ্যাদি কালের মন্দান্ধকার প্রভৃতি দোষ কালদোষ এবং অতি দূরত্ব, অতি সামীপ্য প্রভৃতি দেশগত দোষ।

সম্প্রয়োগ।—সম্প্রয়োগ শব্দের অর্থ এইস্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যে বস্তুতে ভ্রম জন্মে, সেই বস্তুর সর্ব্বাংশস্ফূর্ত্তি না হওন অর্থাৎ কোন এক সামান্যাংশমাত্রের প্রকাশ মাত্র।

সংস্কার।—সংস্কার শব্দে এখানে সদৃশ বস্তুর স্মরণ বুঝিতে হইবে। কোন মতে সংস্কারের পরিবর্ত্তে সাদৃশ্যই ভ্রমোৎপত্তির কারণ, এইরূপ বর্ণিত আছে। সেই মতের অভিপ্রায় এই যে, বস্তুর কোন এক অংশে সাদৃশ্য না থাকিলে ভ্রম জন্মে না। রজ্জুতেই সর্পভ্রম জন্মে, চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে সর্পভ্রম জন্মে না। অতএব কোন সাদৃশ্যবান্ পদার্থেই দোষ বা সম্প্রয়োগ বশতঃ ভ্রম জন্মিয়া থাকে।

একস্থানে কতকগুলি লোক উপবিষ্ট আছে, সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় তন্মধ্য হইতে হঠাৎ এক ব্যক্তি ঐ রৌপ্য বলিয়া ধাবিত হইল। অন্যান্য ব্যক্তিরা দেখিল, সে যাহার জন্য দৌড়িয়াছে, তাহা রৌপ্য নহে, শুক্তিখণ্ড। এই যে রজতজ্ঞান, ইহা দৃষ্টান্তস্বরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য-কারণভাব বুঝিতে হইবে। যৎকালে পুরোবর্ত্তী শুক্তিতে ঐ রজত ইত্যাকার জ্ঞান হইয়াছিল, তখন সেই সমুদিত জ্ঞান একেবারে হয় নাই। প্রথমে পুরোবর্ত্তি-পদার্থে চক্ষুঃসংযোগের অনন্তর

'এ' ইত্যাকার জ্ঞান, পরে তাহাতে 'রজত' এই জ্ঞান হইয়াছিল। তাহাতে 'এ' ইত্যাকার জ্ঞান, এবং তদ্বোধক বাক্য ও তৎসংলগ্নভাবে 'রজত' ইত্যাকার জ্ঞান ও তদ্বোধক বাক্য এক অভিন্ন সংসর্গে উপস্থিত হইয়াছিল। চক্ষুঃ যখন শুক্তি খণ্ডে প্রসর্পিত হইয়াছিল, তখন সে দৃষ্টপদার্থের সর্ব্বাংশ গ্রহণ করে নাই, চাকৃচিক্যরূপ বিশেষণ মাত্র গ্রহণ করিয়াছিল। দোষবশতঃ সম্প্রয়োগ হওয়ায়, অর্থাৎ চক্ষু শুক্তির সর্ব্বাংশ গ্রহণ না করায় এবং চাকৃচিক্যমাত্র বিশেষণ গ্রহণ করায় অন্য এক পূর্ব্বদৃষ্ট চাকৃচিক্যবান্ বস্তু অর্থাৎ চিরাভ্যস্ত রজত স্মৃতিপথারূঢ় হইয়াছিল। সেই স্মরণাত্মক জ্ঞান তৎকালে পৃথক্‌রূপে দণ্ডায়মান না হইয়া 'এ' ইত্যাকার সম্মুগ্ধ জ্ঞানের সহিত মিলিয়া গিয়া 'এ রজত' ইত্যাকারে এক জ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। স্মরণাত্মক রজতজ্ঞান ঐ ইত্যাকার সম্মুগ্ধজ্ঞানের (প্রথমোৎপন্ন অবিবেচিত জ্ঞানকে সম্মুগ্ধজ্ঞান বলে) সহিত মিলিত হইবার কারণ এই যে, জ্ঞানমাত্রই অগ্রে বস্তুর বিশেষণ অবগাহন করে, পরে তাহা বিশেষণে গিয়া পর্য্যবসিত হয়। শুক্তি রজত স্থলেও জ্ঞান চাকৃচিক্যরূপ বিশেষণ অবগাহন করিয়া প্রকৃত বিশেষ্য আবৃত থাকাতে অন্য এক কল্পিত বিশেষ্যে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এক বস্তুর বিশেষণ অন্য বস্তুতে কল্পিত বা পর্য্যবসিত হইলেই তাহা মিথ্যা বা ভ্রম হয়। শুক্তি-অধিকরণে শুক্ত্যাকার জ্ঞান না হইয়া রজতজ্ঞান হইয়াছে। সেই কারণে তাহা মিথ্যা। আহার্য্য ভ্রম ব্যতিরেকে সমুদায় ভ্রমের প্রণালী এইরূপ। ঐ প্রণালী-অনুসারে সর্ব্বত্র একপ্রকার স্বভাবাপন্ন বস্তু অন্য প্রকারে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এতাদৃশ ভ্রমের বিনাশোপায় কেবল আলম্বন পদার্থের সর্ব্বাংশস্ফূরণ বা স্বরূপসাক্ষাৎকার। যতক্ষণ না আলম্বনতত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত হয়, অর্থাৎ যে বস্তুতে ভ্রম, সেই বস্তুর সর্ব্বাংশ প্রকাশ না পায়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার বাধ বা বিলয় হয় না। সাংখ্যদর্শনে এইরূপ ভ্রম অন্যথাখ্যাতি নামে পরিচিত।

শঙ্করাচার্য্য বলেন, ভ্রমোৎপত্তির মূল অজ্ঞান। অজ্ঞান অনির্ব্বচনীয় এবং দোষস্থানীয়। দোষস্থানীয় অজ্ঞানের স্বভাব এই যে, যদি কোন বস্তুর সর্ব্বাংশ বা কিয়দংশ তাহার অধিকারভুক্ত হয়, তাহা হইলে দোষ সেই বস্তুতে তৎসদৃশ অপর এক বিপরীত বস্তু উৎপাদন করিবেই করিবে। পুরোবর্ত্তী শুক্তির কিয়দংশ অজ্ঞানের বিষয় বা অধিকৃত হওয়াতে, অজ্ঞান তাহাতে মিথ্যা রজতের সৃষ্টি করিয়াছিল। কেবল অজ্ঞানেরই যে ঐরূপ স্বভাব এমত নহে, অন্যবস্তুও দোষদুষ্ট হইলে বিপরীত সৃষ্টিকারী হয়। দাবদগ্ধ বেত্রবীজ বেত্রাঙ্কুর উৎপত্তি না করিয়া কদলীবৃক্ষের উৎপত্তি করে। দোষ যে কি করিতে পারে ও না পারে, তাহা কে বলিতে পারে? দোষ হইতেই শত শত নূতন বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে।

মীমাংসকেরা বলেন, জ্ঞানমাত্রই সত্য অর্থাৎ সদ্বস্তু-বিষয়ক। জগতে মিথ্যাজ্ঞান নাই, মিথ্যা বস্তুও নাই। শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানে মিথ্যা রজত দৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ তাহা প্রবাদমাত্র। তৎকালে শুক্তিতে শুক্তিজ্ঞান এবং রজতজ্ঞানই হইয়াছিল। দোষ ও সম্প্রয়োগ ঘটনায় সেই জ্ঞানদ্বয়ের পার্থক্য জন্মে নাই, এই মাত্র প্রভেদ। জ্ঞানদ্বয়ের পার্থক্য না হইলেও তাহা ভ্রম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। জগতে কথিত প্রকার ভ্রম ব্যতীত মিথ্যা বস্তু-অবগাহী মিথ্যা-জ্ঞানাত্মক ভ্রম নাই। যাহা হউক, ভ্রমের প্রণালীবিষয়ে মতভেদ থাকিলেও ভ্রমের আকার ও ফল সম্বন্ধে সকলেরই এক মত দেখা যায়।

নির্দ্দিষ্ট লক্ষণান্বিত ভ্রমের অনেকগুলি অবান্তর প্রভেদ আছে। সে সকল প্রভেদের ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে। যথা,—সাদি-অধ্যাস ও অনাদি-অধ্যাস। তদ্দ্বয়ের অবান্তর-প্রভেদ তাদাত্ম্যাধ্যাস ও সংসর্গাধ্যাস। সারূপ্য প্রাপ্তে যে অধ্যাস, তাহা তাদাত্ম্যাধ্যাস। যাহা সম্বন্ধমাত্রের অধ্যাস, তাহা সংসর্গাধ্যাস। লৌহ ও অগ্নি একীভূত হইয়া পরস্পর সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। সে স্থলে লৌহে যে অগ্নির অধ্যাস, যে অধ্যাসের বলে লোকে লৌহে পুড়িয়াছি বলে, সেই অধ্যাস তাদাত্ম্যাধ্যাস নামে পরিচিত। শরীরে কোন প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে জীব যে 'আমি গেলাম, আমি মরিলাম' বলিয়া অভিভূত হয়, তাহা তাদাত্ম্যাধ্যাসের ফল। আমার পুত্র, আমার কলত্র ইত্যাদি স্থলে পুত্রে ও কলত্রে বাস্তবিক আত্মত্ব না থাকিলেও আত্মসম্বন্ধ অধ্যাস করা হয়, সুতরাং তাহা সংসর্গাধ্যাসের মহিমা। জগতে যত প্রকার অধ্যাসপ্রভেদ আছে, সমস্তই বাহ্যপদার্থের ন্যায় অধ্যাত্মপদার্থে বিদ্যমান। কখন আমরা ইন্দ্রিয়ের সহিত একীভূত হইয়া বলি,—'আমি' হইতেছি 'আমি' কাণা, 'আমি' খোঁড়া, ইত্যাদি। বস্তুতঃ কাণত্বাদি ধর্ম্ম আমাতে নাই। কখন বা দৃশ্য শরীরে আত্মত্ব স্থাপন করিয়া 'আমি' হইতেছি, যথা আমি স্থূল, আমি কৃশ ইত্যাদি। যাহা আমি, তাহা স্থূলও নহে, কৃশও নহে। স্থূলত্ব কৃশত্ব দেহের ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম নহে। আমি কি প্রকার, তাহা আমরা কেহই অবগত নহি। যদি অবগত থাকিতাম, তাহা হইলে 'আমি' ব্যবহার আজীবন এক রূপেই চলিত, কিন্তু তাহা চলে না, তাহা প্রতিক্ষণে অন্যথা বা পরিবর্ত্তিত হয়।

এই সকল অধ্যাস কখন একীভূত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, কখন বা সম্বন্ধমাত্র প্রকাশ করিতেছে, বাহ্যজগতে ও আত্মরাজ্যে প্রোক্ত লক্ষণান্বিত অসংখ্য অধ্যাস বিরাজ করিতেছে, মানুষ তাহা জানিয়াও জানিতে পারে না। কখন কখন বাহ্য অধ্যাস নিবৃত্ত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু কাহারও আধ্যাত্মিক অধ্যাস-নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না।

অধ্যাস নিবৃত্তির উপায় কি ? কপিল প্রভৃতি ঋষিরা ইহার উত্তরে বলেন, অধিকরণের স্বরূপ সাক্ষাৎকৃত হওয়াই ভ্রমনিবৃত্তির উপায়। যে অধিষ্ঠানে ভ্রম হয়, তাহার যথার্থ রূপ প্রকাশ পাইলেই তদ্‌গত ভ্রম নিবৃত্ত হয়। অধিষ্ঠানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হওয়ার উপায় বিশেষ দর্শন। বিশেষ দর্শন একস্থলে একরূপ নহে, অর্থাৎ স্থলবিশেষে বিভিন্নপ্রকার। কোথায় বা বারংবার দর্শন, কোথায়ও বা উপযুক্ত পরীক্ষাপ্রয়োগ,—যাহা দ্বারা দোষ উপার্জ্জিত হয়—সম্প্রয়োগ তিরোহিত হয়, তাহাই পরীক্ষা শব্দের অভিধেয়। সেই সেই পরীক্ষা প্রযুক্ত হইলে দোষাদি বিদূরিত হয়, অনন্তর সত্যজ্ঞান আসিয়া থাকে। দোষাদি হইতে উত্তীর্ণ হইলাম কি না ? এ অংশ অপরীক্ষার্হ অর্থাৎ তাহার আর পরীক্ষা নাই। না থাকার কারণ এই যে, যথার্থ জ্ঞান উপস্থিত হইলে সেই যথার্থজ্ঞানই দোষাদি হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করে।

বুদ্ধি সত্যপক্ষপাতী—'তত্ত্বপক্ষপাতো হি ধিয়াং স্বভাবঃ' তাহার টান সত্যের দিকে। বুদ্ধির তাদৃশ স্বভাব আছে বলিয়াই ভ্রম নিবৃত্তির পর 'জ্ঞাত হইলাম' 'জানা হইয়াছে' এইরূপ চিত্তস্ফূর্ত্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস জন্মিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে।

অধ্যাসনিবৃত্তিঘটিত আরও কতকগুলি নিয়ম দৃষ্ট হয়। যথা—অপরোক্ষ ভ্রম, সাক্ষাদ্‌ভ্রম, বা ঐন্দ্রিয়ক ভ্রম। ভ্রম যুক্তিতে ও উপদেশে নিবৃত্ত হয় না। সাক্ষাৎঘটিতভ্রমে বস্তু-সাক্ষাৎকার হওয়াই আবশ্যক। দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তি শত শত উপদেশ ও শত শত যুক্তি পাইলেও দিগ্‌ভ্রান্তি হইতে নির্ম্মুক্ত হয় না। ঔপদেশিক জ্ঞানে ভ্রম থাকিলে তাহা যুক্তি দ্বারা বিদূরিত হইতে পারে, কিন্তু যুক্তিতে ভ্রম থাকিলে তাহা সাক্ষাৎকার ও যুক্ত্যন্তর ব্যতীত মাত্র উপদেশ দ্বারা অপগত হইবার নহে। সাংখ্যাদি শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষজাতীয় সাক্ষাৎকার-ঘটিত পরীক্ষা সর্ব্বজাতীয় ভ্রমের বিঘাতক। আমাদের আধ্যাত্মিক ভ্রম অনেক আছে, সে সকল ভ্রম বিদূরিত করিবার জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসননামক বিশেষ দর্শনের উপদেশ আছে। অনাদিকালের আধ্যাত্মিক ভ্রম বিদূরিত করিতে হইলে সাক্ষাৎকার, যুক্তি ও উপদেশ এই তিনশ্রেণীর পরীক্ষার প্রয়োগ আবশ্যক। একটী দ্বারা অনাদিকালের আধ্যাত্মিক ভ্রম নিবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রবণ ও মনন এই দুইটী উপদেশজাতীয়। নিদিধ্যাসন প্রত্যক্ষশ্রেণীভুক্ত। যেমন অন্তরস্থিত সুখাদি নিজ মনের অনুভবনীয়, সেইরূপ আত্মাও সাধনসংস্কৃত মনের জ্ঞেয়। মন যৎপরোনাস্তি নির্ম্মল হইলে তাহাতে আত্মার প্রকৃত প্রতিবিম্ব পড়ে, অর্থাৎ তখনই আপনার অনধ্যস্তরূপ দর্শন হয়, তৎপূর্ব্বে হয় না।

সত্যের অধিকার অপেক্ষা অসত্যের (ভ্রমের) অধিকার অধিক বিস্তৃত। ভ্রান্তি পদে পদে, সত্য কখন কখন। প্রতিক্ষণে জীবের দৃষ্টিতে শ্রাবণাদি প্রত্যক্ষে ও মনঃকল্পিত যুক্তিতে অজ্ঞাতসারে শত শত ভ্রান্তি প্রবেশ করিতেছে, মানুষ তাহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না, বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না, ইহাই ভ্রান্তির মহিমা, ভ্রমবিজ্ঞান নিতান্ত দুরবগাহ। যাদুকরের যাদু, ঐন্দ্রজালিকের কুহক প্রভৃতি সমস্তই ভ্রান্তির মূলসূত্র-প্রসূত।

যতপ্রকার কৃত্রিম, অকৃত্রিম ও ভ্রান্তি থাকুক, সেই সকলের মূলে দোষ, সম্প্রয়োগ ও দৃষ্টসংস্কার এই তিন আছেই আছে।

"অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥"
(সাংখ্যকা° ৭)

এই সকলও ভ্রমের কারণ। যথা—অতিদূর, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়বৈগুণ্য, মনের অস্থিরতা, সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, অভিভব ও সমানাভিহার। এই সকল প্রতিবন্ধক ছাড়াইতে পারিলে ভ্রম হইবে না, পক্ষী অতিদূরে উঠিলে দৃষ্টি-বহির্ভূত হয়, লোচনস্থ অঞ্জন বা নাসামূল অতি সামীপ্য বশতঃ দেখা যায় না। চক্ষুগোলকের বা ইন্দ্রিয়ের কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মিলে জ্ঞানেরও ব্যাঘাত ঘটে। বিমনা উন্মনা হইলেও দৃষ্ট-দৃশ্যের জ্ঞান হয় না। পরমাণু অতি সূক্ষ্ম বলিয়া দেখা যায় না। সৌরালোকে অভিভূত থাকে বলিয়া দিবাতে গ্রহনক্ষত্রাদির দর্শন হয় না। স্বজাতীয় বস্তুদ্বয় একত্র হইলে তাহার প্রত্যেকটী লক্ষ্য হয় না। কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি আছে, দুগ্ধ মধ্যে দধি আছে, ঘৃতও আছে, কিন্তু যতক্ষণ না মানবীয় ব্যাপারে অভিব্যক্ত হয়, ততক্ষণ তাহা প্রত্যক্ষবিষয়ে আইসে না। এই সকল দেখিয়াই ইহা ভ্রমের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।
(সাংখ্যদর্শন)

ভাষাপরিচ্ছেদে ইহার লক্ষণ 'অতস্মিন্ তদ্‌গ্রহঃ', [প্রমা ও জ্ঞান দেখ] অবস্তুতে সেই বস্তুগ্রহণের নাম ভ্রম।

(ত্রি) ২ ভ্রমণশীল।

"অধভ্রমস্ত উর্ব্বিয়া বিভাতি" (ঋক্ ৬।৬।৪) 'ভ্রমঃ ভ্রমণশীলঃ' (সায়ণ) ৩ রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"মূর্চ্ছা পিত্ততমঃপ্রায়ো রজঃপিত্তানিলাদ্‌ভ্রমঃ।
চক্রবদ্ ভ্রমতো গাত্রং ভূমৌ পততি সর্ব্বদা॥
ভ্রমরোগ ইতি জ্ঞেয়ো রজঃপিত্তানিলাত্মকঃ॥"
(মাধবনিদান)

পিত্ত ও তমোগুণের আধিক্যে মূর্চ্ছা এবং পিত্ত, বায়ু ও রজোগুণের আধিক্যে ভ্রম রোগ হয়। ইহাতে গাত্র চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে এবং মানব সর্ব্বদা ভূমিতে পড়িয়া যায়।

ইহার চিকিৎসা—ভ্রমনিবারণের জন্য দুরালভার কাথ কিংবা হরীতকীর কাথ ঘৃতসহযোগে পান করিবে। আমলকীর রসের সহিত ঘৃত পান করিলেও ভ্রম প্রশমিত হয়। শুঁঠ, পিপুল, শতমূলী ও হরীতকী প্রত্যেকে ১ পল এবং গুড় ৬ পল, ইহা দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে ভ্রম নষ্ট হয়। দুরালভার কাথের সহিত ঘৃত ও মারিত তাম্র একত্র করিয়া পান করিলে ভ্রমরোগ আশু নিবারিত হয়। (ভাবপ্র° মূর্চ্ছাধিকার)

৩ মূর্চ্ছা। ৪ কুন্দযন্ত্র, কুঁদ। (ত্রিকা°) ৫ জলনির্গমস্থান, নর্দ্দামা। ৬ কুম্ভকারের চক্র।

ভ্রমণ (ক্লী) ভ্রম-ভাবে ল্যুট্। ১ গমনবিশেষ, পর্য্যটন।

"ভ্রমণং রেচনং স্পন্দনোর্দ্ধজ্বলনমেব চ।" (ভাষাপরি° ৭)

২ পুনঃ পুনঃ গমন।

"সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে ভ্রমণং নভচক্রবৎ॥"
(দেবীভাগ° ১।১৪।৪৬)

ভ্রমত্যস্মিন্ অনেনেতি বা, ভ্রম-ল্যুট্। ৩ মণ্ডল।

"কালেনাল্পেন ভ্রমণং ভুঙ্‌ক্তেঽল্পভ্রমণাশ্রিতঃ।
গ্রহঃ কালেন মহতা মণ্ডলে মহতি ভ্রমন্॥"
'অল্পভ্রমণং স্বল্পপরিধিমণ্ডলমানং' (টীকা)

হস্তী, অশ্ব, রথ ও দোলাদি দ্বারা ভ্রমণগুণ—বায়ুকোপন, অঙ্গস্থৈর্য্যকর, বল ও অগ্নিবিবর্দ্ধন। (রাজবল্লভ)

ভ্রমণী (স্ত্রী) ভ্রাম্যত্যনয়েতি ভ্রম-করণে ল্যুট্, ঙীপ্। ১ কারণ্ডিকা, ক্রীড়ার্থ পর্য্যটন। ২ তৎসাধন ক্রীড়া। (মেদিনী) ৩ জলৌকা। (বৈদ্যকনি°)

ভ্রমণীয় (ত্রি) ভ্রম-অনীয়র্। ভ্রমার্হ।

ভ্রমৎকুটী (স্ত্রী) ভ্রমন্তী চলন্তী কুটী ক্ষুদ্রগৃহমিব। তৃণাদিচ্ছত্র, পর্য্যায়—কাবারী, জঙ্গলকুটী। (ত্রিকা°)

ভ্রমত্ব (ক্লী) ভ্রমস্য ভাবঃ ত্ব। ভ্রমের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভ্রমর (পুং) ভ্রমতি প্রতিকুসুমং (অর্ত্তিকমীত্যাদিনা। উণ্ ৩।১৩২) ইতি অর্, বা ভ্রাম্যন্ সন্ রৌতি, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কীটবিশেষ। পর্য্যায়—মধুব্রত, মধুকর, মধুলিহ্, মধুপ, আলি, দ্বিরেফ, পুষ্পলিহ্, ভৃঙ্গ, ষট্‌পদ, অলী, কলালাপ, শিলীমুখ, পুষ্পন্ধয়, মধুকৃৎ, দ্বিপ, ভসর, চঞ্চরীক, সুকাণ্ডী, মধুলোলুপ, ইন্দিন্দির, মধুমারক, মধুপর, লষ, পুষ্পকীট, মধুসূদন, ভৃঙ্গরাজ, মধুলেহিন্, রেণুবাস। (শব্দরত্না°)

স্বনাম-প্রসিদ্ধ কীটবিশেষ। ইহা দেখিতে নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের কৃষ্ণবর্ণতা ও মধুলোলুপতা দেখিয়া সুরসিক প্রাচীন কবিগণ ভ্রমরের সহিত বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের তুলনা করিয়া গিয়াছেন। অনেক স্থলে তাঁহারা রসাস্বাদী সুপ্রেমিককেও 'কাল ভ্রমরা' শব্দে উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কাব্য-জগতে তাই ভ্রমরের এত অধিক সমাদর।

যে ভ্রমর বা ভৃঙ্গের রূপ ও গুঞ্জনগুণে কবিগণ মোহিত হইয়াছিলেন তাহাই কি আমাদের দৃষ্টিপথারূঢ় নীলকৃষ্ণ ভোম্‌রা পোকা অথবা তাহা মক্ষিকাজাতীয় অন্য কোন প্রকার কীট হইতে পারে?

সচরাচর আমরা দুই প্রকার ভোম্‌রাজাতীয় কীট দেখিতে পাই। উহার—১ নীলকৃষ্ণবর্ণ অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার কীট। উহারা ষট্‌পদী, কিন্তু মক্ষিকাদির ন্যায় সূক্ষ্ম ডানা বিরাজিত থাকিলেও তদুপরি একখানি মসৃণ কঠিন আবরণ দৃষ্ট হয়। এক পুষ্পের মধু আহরণের পর অন্য পুষ্পে যাইবার কালে ইহারা প্রথমে ঐ কঠিন আবরণ উন্মোচন করে, পরে ডানা বিস্তার করিয়া উড়িয়া যায়। ইহাদের ভোঁ ভোঁ স্বর বিশেষ আমোদপ্রদ নহে, কিন্তু দংশন বা হুলবিদ্ধকরণের জ্বালা সর্ব্বতোভাবে বৃশ্চিক-দংশনসদৃশ। দষ্টস্থানে পেঁয়াজের রস দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

মক্ষিকার ন্যায় ইহাদিগকে চক্র নির্ম্মাণ করিতে দেখা যায় না। ইহারা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে বটে, কিন্তু মধুচক্র নির্ম্মাণ করে না। সাধারণতঃ আম্রবৃক্ষের ফাটল্ বা ছিদ্র মধ্যে ও গৃহস্থের গৃহস্থিত শুষ্ক বংশখণ্ডে ইহাদিগকে বাস করিতে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন সুপক্ক আম্রফলের মধ্যেও এই জাতীয় ক্ষুদ্রাকার ভোম্‌রা পোকা জন্মিতে দেখা যায়। তাহারা আম্রের আঁটিতে এরূপভাবে থাকে যে, বাহির হইতে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না; কিন্তু খোসা ছাড়াইলে ঐ কীটটী বাহির হইতে দেখা গিয়াছে। ২ ভৃঙ্গরাজ বা ভীমরুল। ইহারা মক্ষিকাজাতীয় বোল্‌তার ন্যায় আকারবিশিষ্ট, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ হইলেও পুচ্ছদেশে পীতবর্ণের গোল দাগ দেখা যায়। হুলাগ্রভাগ ঈষৎ লালবর্ণ। ইহাদের দংশনবিদ্ধ দাহজনক। একত্র ২০ বা ২৫টী ভীমরুল কামড়াইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। ইহারা মধুচক্র

নির্ম্মাণ দ্বারা পুত্রোৎপাদন করে। ঐ ডিম্বে মৎস্যাদি ধরা যায়। পূর্ব্বোক্ত ভ্রমরগুলির ন্যায় ইহাদের পক্ষাবরক নাই। এই ভীমরুলগুলি কবিকথিত ভ্রমর নহে। উপরে যে ভোম্‌রা পোকার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই কবিগণের বর্ণনার ও উপমার সামগ্রী। বৃন্দাবনচারী বনমালী শ্যাম—ভ্রমরকৃষ্ণ এবং নায়িকা উপভোগে পুষ্পের সহিত গোপিকার তুল্যতঃ থাকায়, প্রাচীন কবিগণ ভ্রমরের এতাদৃশ পক্ষপাতী হইয়াছেন।

২ কামুক। (মেদিনী)

ভ্রমর, চম্পারণ্যের অন্তর্গত দেশভেদ।

ভ্রমরক (পুং) ভ্রমর ইবেতি ভ্রমর, (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬) ইতি কন্‌। ১ ললাটলম্বিত চূর্ণ কুন্তল। (অমর) স্বার্থে কন্‌। ২ ভৃঙ্গ। ৩ বালমুষিক। (মেদিনী) ৪ অম্বুভ্রম। (বিশ্ব) ৫ বেধনযন্ত্র বিশেষ, চলিত তুরমীন।

ভ্রমরকরণ্ডক (পুং) ক্ষুদ্র কৌটা বিশেষ। চোরেরা ইহার মধ্যে ভ্রমরকীট পুরিয়া রাখে, চুরি করিবার সময় এই কীট ছাড়িয়া দেয়, তাহাতে গৃহস্থিত দীপ নির্ব্বাণ হয়।

ভ্রমরকীট (পুং) ভ্রমর ইব কীটঃ। কীটবিশেষ, চলিত কুমুরে পোকা।

"জীবন্মুক্তিস্তু তদ্বিদ্বান্ পূর্ব্বোপাধিগুণাংস্ত্যজেৎ।
সচ্চিদানন্দধর্ম্মত্বাদ্ ভজেদ্ ভ্রমরকীটবৎ॥" (আত্মবোধ)

ভ্রমরকুণ্ড (ক্লী) কামরূপে নীলপর্ব্বতস্থ পুণ্যতোয়া সরিদ্ভেদ।

"তত্র স্নাত্বা মুনিবরং কামাখ্যাং সমপূজয়ৎ।
দেবীং সর্ব্বেষ্টদাং নত্বা শিষ্যসঙ্ঘৈরুপাসিতঃ॥
ততো রূপেশ্বরং দেবং দুর্ব্বাসাঃ সমনাম হ।
ততঃ স চ যযাবূন-কোটিলিঙ্গং মহামুনিঃ॥
তানি নত্বা স তু করমুক্তেশ্বরমপূজয়ৎ।
দুর্ব্বাসাস্তাপসশ্রেষ্ঠঃ শিষ্যসঙ্ঘৈরুপাসিতঃ॥
ততঃ সফলয়াখ্যে তু গিরৌ তিষ্ঠন্তমাদরাৎ।
যশোমাধবমানম্য ব্রহ্মসাগরমাযযৌ॥" (রসিকরমণ ১১।২-৭)

ভ্রমরচ্ছলী (স্ত্রী) ভ্রমরান্ ছলয়তীতি ছলি-অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। লতাবিশেষ। পর্য্যায়—ভৃঙ্গাহ্বা, ভ্রমরা, ভৃঙ্গমূলিকা। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, দীপন ও রোচন। (রাজনি°)

ভ্রমরদেব, জনৈক প্রাচীন কবি।

ভ্রমরপদক (ক্লী) ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিপাদে ১২টী করিয়া অক্ষর থাকে। "ভ্রমরপদকমিদমভিহিতম্" (বৃত্তরত্না°)

ভ্রমরপ্রিয় (পুং) ভ্রমরস্য প্রিয়ঃ। ধারাকদম্ব। (রত্নমালা)

ভ্রমরমারী (স্ত্রী) ভ্রমরান্ মারয়তি গন্ধোৎকর্ষেণ ব্যাকুলয়তীতি ভৃ-ণিচ্-অণ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মালবদেশপ্রসিদ্ধ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, পর্য্যায়—ভ্রমরাদি, ভৃঙ্গাদি, ভৃঙ্গমারী, মাংসপুষ্পিকা, কুষ্ঠারি, ভ্রমরী, যষ্টিলতা। ইহার গুণ—তিক্ত, পিত্ত-শ্লেষ্ম ও জ্বরনাশক, শোথ, কণ্ডূতি, কুষ্ঠ, ব্রণদোষ ও ত্রিদোষনাশক। (রাজনি°)

ভ্রমরবর, উৎকলাধিপ রাজা কপিলেন্দ্রদেবের বিরুদ।

[কপিলেন্দ্রদেব দেখ।]

ভ্রমরবিলাসিতা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপাদে ১১টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার লক্ষণ—

"ভোগো নৌগো ভ্রমরবিলসিতা" (ছন্দোমঞ্জরী)

এই ছন্দের ১, ২, ৩, ৪, ও ১১ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু।

ভ্রমরহস্ত, নাটকোক্ত চতুর্দ্দশ প্রকার অসংযুত হস্তবিন্যাসের অন্তর্গত বিন্যাসভেদ। (হস্তরত্নাবলী)

ভ্রমরাম্বক্ষেত্র, দাক্ষিণাত্যের কাণাড়া-উপকূলবর্ত্তী একটী হিন্দুতীর্থ। এখানে দেবী দুর্গামূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত আছেন। ভ্রমরাম্বক্ষেত্রমাহাত্ম্যে দেবীতীর্থের সবিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

ভ্রমরশাল্মলী, একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। রাজা উদয়মান দেব এখানে রাজত্ব করিতেন। উক্ত রাজা উদয়মান মগধরাজ আদিসিংহের সমসাময়িক ছিলেন।

ভ্রমরা (স্ত্রী) ভ্রমর-অজাদিত্বাৎ টাপ্। ভ্রমরচ্ছল্লী। (রাজনি°)

ভ্রমরাতিথি (পুং) ভ্রমরঃ অতিথিরভ্যাগতো যস্য। চম্পকবৃক্ষ।

ভ্রমরানন্দ (পুং) মধুবাহুল্যাৎ ভ্রমরাণাং আনন্দো যস্মাৎ সঃ। ১ বকুল। ২ অতিমুক্তক। ৩ রক্তাম্লান। (রাজনি°)

ভ্রমরালক (পুং) ভ্রমর ইব অলতি ভূষয়তীতি অল-ণ্বুল্। ললাটস্থিত চূর্ণকুন্তল। পর্য্যায়—ভ্রমরক, কুরুল। (হেম)

ভ্রমরাবলী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

ভ্রমরী (ত্রি) ভ্রমর-ঙীপ্। ১ জতুকা। ২ পুত্রদাত্রী। ৩ ষট্‌পদী।

ভ্রমরেষ্ট (পুং) ভ্রমরাণামিষ্টঃ। শ্যোণাকভেদ। (রাজনি°)

ভ্রমরেষ্টা (স্ত্রী) ভ্রমরাণামিষ্টা। ১ ভার্গী। ২ ভূমিজম্বু।

ভ্রমরোৎসবা (স্ত্রী) ভ্রমরাণাং উৎসবঃ প্রমোদো যস্যাং। মাধবী। (রাজনি°)

ভ্রমাসক্ত (পুং) ভ্রমে ভ্রমণে আসক্তঃ যুক্তঃ। ১ শস্ত্রমার্জ্জক, অস্ত্রপরিষ্কারক। (ত্রি) ২ ভ্রমান্বিত।

ভ্রমি (স্ত্রী) ভ্রম- বাহুলকাৎ ই। ভ্রমণ। পর্য্যায়—ভ্রম, ভ্রমী। (ভরত) ২ মণ্ডলাকারগতি।

"অচীকরচ্চারুহয়েন যা ভ্রমী-
র্নিজাতপত্রস্য তলস্থলে নলঃ॥" (নৈষধচরিত ১।৭৩)

৩ মণ্ডলাকার সৈন্যরচনা।

"বীরান্ সহস্রশো দৃষ্ট্বা ভ্রমিভিঃ পর্য্যবস্থিতান্।

লবো লবেন সন্ধায় শরান্ রোষপ্রপূরিতঃ ॥
ভ্রমিবান্তাসহস্রেণ দ্বিতীয়াযুতসংখ্যয়া।
তৃতীয়াযুতযুগ্মেন তুরীয়াযুতপঞ্চভিঃ ॥”
(পদ্মপু॰ পাতালখ॰ ৬১ অ॰)

৪ ঘূর্ণজল, আবর্ত্ত। ৫ কুলালচক্র।

ভ্রমিন্ (ত্রি) ভ্রমো বিদ্যতেঽস্যেতি ইনি। ভ্রমবিশিষ্ট।

ভ্রশ, অধঃপতন। দিবাদি, পরস্মৈ॰ অক॰ সেট্। লট্ ভ্রশ্যতি। লিট্ বভ্রংশ, বভ্রংশতুঃ। লুট্ ভ্রশিতা। লৃট্ ভ্রংশিষ্যতি। লুঙ্ অভ্রশৎ, অভ্রশতাং। সন্ বিভ্রংশিষতি। যঙ্ বাভ্রশ্যতে, বাভ্রংষ্টি। ণিচ্ ভ্রংশয়তি। লুঙ্ অবভ্রংশৎ।

ভ্রশিমন্ (পুং) ভৃশস্য ভাবঃ, অতিশয়ে বা ইমনিচ্, ঋতো রঃ। ১ ভৃশত্ব। ২ অতিশয় ভৃশ।

ভ্রশিষ্ঠ (ত্রি) ভৃশস্য অতিশয়ঃ অতিশয়ে ইষ্ঠন্। অতিশয় ভৃশ।

ভ্রষ্ট (ত্রি) ভ্রশ-কর্ত্তরি ক্ত। চ্যুত, অধঃপতিত।
“অর্থাদ্‌ভ্রষ্টস্তীর্থযাত্রান্তু গচ্ছেৎ
সত্যাদ্‌ভ্রষ্টো রৌরবং বৈ ব্রজেচ্চ ॥
যোগভ্রষ্টঃ সত্যধৃতিঞ্চ গচ্ছেৎ।
রাজ্যাদ্‌ভ্রষ্টো মৃগয়াং বৈ ব্রজেচ্চ ॥”
(গারুড় নীতিসার ১০৯ অ॰)

২ গলিত। ৩ অধার্ম্মিক। ৪ দোষযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। ভ্রষ্টা, পতিতা, ব্যভিচারিণী।

ভ্রস্‌জ, (ভ্রজ্‌জ), পাক। তুদাদি, উভয়পদী, সক॰ সেট্। লট্ ভৃজ্জতি-তে। লিট্ বভ্রজ্ঞ, বভ্রর্জ্জিথ, বভ্রষ্ঠ। বভ্রজ্জে। লুট্ ভ্রষ্টা, ভর্ষ্টা লৃট্ ভ্রক্ষ্যতি-তে। ভর্ক্ষ্যতি-তে। লুঙ্ অভ্রাক্ষীৎ, অভার্ক্ষীৎ। অভ্রাষ্টাং, অর্ভাষ্টাং। অভ্রাক্ষুঃ, অভার্ক্ষুঃ। অভ্রষ্ট, অভর্ষ্টঃ। সন্ বিভ্রক্ষতি-তে। বিভর্ক্ষতি-তে। বিভ্রজ্জিষতি-তে। যঙ্ বরীভৃজ্যতে। যঙ্লুক্, বাভ্রষ্টি, বাভর্ষ্টি। ণিচ্ ভ্রজ্জয়তি। লুঙ্ অবভ্রজ্জৎ, অবভর্জ্জৎ।

ভ্রাজ্ দীপ্তি। ভ্বাদি, আত্মনে॰ অক॰ সেট্। লট্ ভ্রাজতে, লিট্ বভ্রাজে, ভ্রেজে। লুট্ ভ্রাজিতা। লৃট্ ভ্রাজিষ্যতে। লুঙ্ অভ্রাজিষ্ট, অভ্রাজিষাতাং, অভ্রাজিষত। সন্ বিভ্রাজিষতে। যঙ্ বাভ্রাজ্যতে। যঙ্লুক্ বাভ্রাষ্টি। ণিচ্ ভ্রাজয়তি। লুঙ্ অবিভ্রাজৎ, অবভ্রাজৎ।

ভ্রাজ (ক্লী) সামভেদ। এই সাম বর্ষসাধ্য গবানয়নসত্রে বিষুবনামক প্রধানদিনে দিবাভাগে গান করিতে হয়।
“ভ্রাজাভ্রাজে পবমানমুখে ভবতো মুখত এবাস্ত তাভ্যাং তমোঽপঘ্নন্তি” (তাণ্ড্যব্রা॰ ৪।৬।২৪)

ভ্রাজক (ক্লী) ভ্রাজ (ণ্বুল্‌তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) ইতি ণ্বুল্। পিত্তভেদ। যে পিত্ত ত্বকে সংস্থিত, তাহাতে ভ্রাজক নামে অগ্নি অবস্থিত, এইজন্য ঐ পিত্তের নাম ভ্রাজক পিত্ত। তৈলমর্দ্দন, অবগাহন, আলেপন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা যে সকল স্নেহ প্রভৃতি দ্রব্য শরীরে লিপ্ত হয়, তাহা ভ্রাজক পিত্ত দ্বারা পরিপাক হয় এবং দেহের ছায়া প্রকাশ হইয়া থাকে। (সুশ্রুতসূত্রস্থা॰ ২১অ॰) [পিত্ত দেখ] ২ দীপ্তিশীল।

ভ্রাজথু (পুং) ভ্রস্‌জ অথুচ্। ১ দীপ্তি। ২ সৌন্দর্য্য। (ভট্টি ৭।৬৫)

ভ্রাজদৃষ্টি (ত্রি) ১ শাণিতাস্ত্র। ২ মরুদ্‌ভেদ। (ঋক্ ১।৩১।১)

ভ্রাজন (ক্লী) দীপন। (বাভট ১।১২।১৪)

ভ্রাজস্ (ক্লী) তেজঃ, দীপ্তি। (শুক্লযজু॰ ৩৫।৩)

ভ্রাজস্বৎ (ত্রি) ভ্রাজস্-মতুপ্ মস্য বঃ। দীপ্তিযুক্ত।

ভ্রাজিন্ (ত্রি) ভ্রাজ-অস্ত্যর্থে ইনি। দীপ্তিযুক্ত, শোভাযুক্ত।
“কুবলয়দলভ্রাজিকর্ণে” (মেঘদূত ৪৫)

ভ্রাজির (পুং) ভৌত্যমন্বন্তরের দেবভেদ। (মার্ক॰পু॰ ১০০ অ॰)

ভ্রাজিষ্ণু (ত্রি) ভ্রাজ্-ইষ্ণুচ্। অলঙ্কারাদি দ্বারা দীপ্তিযুক্ত।
“ভ্রাজিষ্ণুভির্যঃ পরিতো বিরাজতে
লসদ্বিমানাবলিভির্মহাত্মনাম্ ॥” (ভাগবত ২।৯।১২)
(পুং) ২ বিষ্ণু। “ভ্রাজিষ্ণুর্ভোজনং ভোক্তা সহিষ্ণুর্জগদাদিজঃ।”
(ভারত ১৩।১৪৯।২৯)

ভ্রাজিষ্ণুতা (স্ত্রী) ভ্রাজিষ্ণোর্ভাবঃ তল্-টাপ্। ভ্রাজিষ্ণুর ভাব বা ধর্ম্ম, দীপ্তিশীলত্ব।

ভ্রাতুষ্পুত্র (পুং) ভ্রাতুঃ পুত্রঃ ষষ্ঠ্যাঃ অলুক্। ভ্রাতার পুত্র। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভ্রাতার কন্যা।

ভ্রাতৃ (পুং) ভ্রাজতে ইতি ভ্রাজ (নপ্তৃ নেষ্টৃ ত্বষ্টৃ হোতৃতি। উণ্ ২।৯৬) ইতি তৃণ্, নিপাতনাৎ সাধুঃ। ভাই। পর্য্যায়— সহোদর, সমানোদর্য্য, সোদর্য্য, সগর্ভ, সহজ,সোদর, সহোদর।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, পিতার মৃত্যুর পর তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের প্রতিপালক হইয়া থাকেন।
“জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতৃতুল্যো মৃতে পিতরি শৌনক।
সর্ব্বেষাং স পিতা হি স্যাৎ সর্ব্বেষামনুপালকঃ ॥
কনিষ্ঠেষ্বেষু সর্ব্বেষু সমত্বেনানুবর্ত্ততে।
সমোপভোগজীবেষু তথৈব তনয়েষ্বথা ॥”(গরুড়পু॰ ১১৪অ॰)

জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপত্নী মাতৃতুল্যা, মাতার ন্যায় তাঁহাকে ভক্তি করা উচিত। জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী হরণ করিলে মাতৃহরণ তুল্য পাতক এবং শত শত ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপ হয়।
“ভ্রাতৃজায়াপহারী চ মাতৃগামী ভবেন্নরঃ।
ব্রহ্মহত্যাসহস্রঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥”
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ প্রকৃতিখ॰ ৫৩ অ॰)

পিতার মৃত্যুর পর ভাই ভাই ভিন্ন হইলে তাহাদের ধর্ম্মবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

"ভ্রাতৄণাং জীবতোঃ পিত্রোঃ সহবাসো বিধীয়তে।
তদভাবে বিভক্তানাং ধর্ম্মস্তেষাং বিবর্দ্ধতে॥
ভ্রাতৄণাং যস্ত নেহেত ধনং শক্তঃ স্বকর্ম্মণা।
স নির্ভাজ্যঃ স্বকাদংশাৎ কিঞ্চিদ্দত্ত্বোপজীবনম্॥" (ব্যাস)

পিতৃসম্পত্তি যে কয় ভাই থাকিবে, তাহারা সকলে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইবে।

ভ্রাতৃক (ত্রি) ভ্রাতুরাগত ইতি ভ্রাতৃ (ঋতষ্ঠন্। পা ৪।৩।৭৮) ইতি ঠঞ্। ভ্রাতা হইতে আগত ধনাদি। ২ ভ্রাতৃযোগ্য।

ভ্রাতৃজ (পুং) ভ্রাতুঃ সহোদরাৎ জায়তে ইতি জন-(পঞ্চম্যামজাতৌ। পা ৩।২।৯৮) ইতি ড। ভ্রাতার অপত্য। পর্য্যায়—ভ্রাতৃব্য, ভ্রাতৃপুত্র। (শব্দরত্না°) স্ত্রিয়াং টাপ্। ভ্রাতৃজা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাইয়ের কন্যা।

ভ্রাতৃজায়া (স্ত্রী) ভ্রাতুর্জায়া ৬তৎ। ভ্রাতৃভার্য্যা, পর্য্যায়—প্রজাবতী। (অমর)

"অব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াং" (মেঘদূত ১০)

ভ্রাতৃত্ব (ক্লী) ভ্রাতুর্ভাবঃ ত্ব। ভ্রাতার ভাব বা ধর্ম্ম।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া (স্ত্রী) ভ্রাতৃমঙ্গলার্থা ভ্রাতৃভোজনার্থা বা দ্বিতীয়া, মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা°। যমদ্বিতীয়া, কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া। এই দিনে যম ও চিত্রগুপ্তের পূজা করিতে হয়। দিনমানকে ৮ ভাগ করিয়া তাহার পঞ্চমভাগে অর্থাৎ ১২টার পর ১॥• টার মধ্যে এই পূজা করিতে হয়। তিথি যদি উভয় দিনে পঞ্চমযামব্যাপিনী হয়; তাহা হইলে যুগ্মাদরবশতঃ পরদিনে এই কার্য্য হইবে।

"যমঞ্চ চিত্রগুপ্তঞ্চ যমদূতাংশ্চ পূজয়েৎ।
অর্ঘ্যশ্চাত্র প্রদাতব্যো যমায় সহজদ্বয়ৈঃ॥" (নির্ণয়সিন্ধু)

যমদ্বিতীয়ার দিন যম,চিত্রগুপ্ত ও যমদূতদিগকে পূজা করিয়া যমকে অর্ঘ্য দিতে হয়।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে যমুনা যমকে নিজগৃহে পূজা করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম যমদ্বিতায়া। এই দিন নিজগৃহে ভোজন করিতে নাই। যত্নপূর্ব্বক ভগিনীর হস্তে ভোজন এবং ভগিনীকে নানাপ্রকার দানসামগ্রী ও স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি দিতে হইবে। এইরূপ কার্য্য অশেষ মঙ্গলজনক।

নিজের ভগিনী না থাকিলে খুড়্তুত, মাস্তুত প্রভৃতি ভগিনীর হস্তে ভোজন করা বিধেয়।*

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—যে নারী এই তিথিতে তাম্বুলাদি দ্বারা ভ্রাতাকে পূজা করেন, তাঁহার আর বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যদি কেহ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রাতার আয়ুঃক্ষয় হয়।

"যা তু ভোজয়তে নারী ভ্রাতরং যুগ্মকে তিথৌ।
অর্চ্চয়েচ্চাপি তাম্বুলৈর্ন সা বৈধব্যমাপ্নুয়াৎ॥
ভ্রাতুরায়ুঃক্ষয়ো রাজন্! ন ভবেত্তত্র কর্হিচিৎ॥"
(নির্ণয়সিন্ধুধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

কৃত্যতত্ত্বে ইহার পূজার বিধান এইরূপ লিখিত আছে। যমদ্বিতীয়ার দিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া নিম্নোক্তরূপে স্বস্তিবচন ও সঙ্কল্প করিতে হইবে। সঙ্কল্প যথা—"ওঁ তৎসদিত্যুচ্চার্য্য অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ অমুক-দেবশর্ম্মা স্বরক্ষণকামঃ যমাদিপূজনমহং করিষ্যে।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া শালগ্রাম শিলা বা ঘটাদিতে পূজার বিধানানুসারে পূজা করিবে। পরে এই মন্ত্রে অর্ঘ্য দিতে হইবে। মন্ত্র—"এহ্যেহি মার্ত্তণ্ডজ পাশহস্ত যমান্তকালোকধরামরেশ।
ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকৃতদেবপূজাং গৃহাণ চার্ঘ্যং ভগবন্নমস্তে॥"

ইদমর্ঘ্যং যমায় নমঃ। পূজার পরে এই মন্ত্রে প্রণাম করিতে হইবে।

"ধর্ম্মরাজ নমস্তুভ্যং নমস্তে যমুনাগ্রজ।
পাহি মাং কিঙ্করৈঃ সার্দ্ধং সূর্য্যপুত্র নমোঽস্তু তে॥"

পরে চিত্রগুপ্ত ও যম-দূতদিগকে পূজা করিয়া যমুনাকে পূজা করিতে হইবে।

"যমস্বসর্নমস্তেঽস্তু যমুনে লোকপূজিতে।
বরদা ভব মে নিত্যং সূর্য্যপুত্রি নমোঽস্তু তে॥"

এই মন্ত্রে যমুনাকে প্রণাম করিতে হয়। পরে দক্ষিণা-অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া পূজা শেষ করিতে হয়।

* "কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষস্য দ্বিতীয়ায়াং যুধিষ্ঠির।
যমো যমুনয়া পূর্ব্বং ভোজিতঃ স্বগৃহেঽর্চ্চিতঃ॥
অতো যমদ্বিতীয়েয়ং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
অস্যাং নিজগৃহে বিপ্র ন ভোক্তব্যং ততো নরৈঃ॥
স্নেহেন ভগিনীহস্তাৎ ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
দানানি চ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যো বিধানতঃ॥
স্বর্ণালঙ্কারবস্ত্রান্নপূজাসৎকারভোজনৈঃ।
সর্ব্বা ভগিন্যঃ সংপূজ্যা অভাবে প্রতিপন্নকাঃ॥
প্রতিপন্না মাতাভগিন্য ইতি হেমাদ্রিঃ।
পিতৃব্যভগিনীহস্তাৎ প্রথমায়াং যুধিষ্ঠির।
মাতুলস্য সুতাহস্তাৎ দ্বিতীয়ায়াং তথা নৃপ॥
পিতুর্মাতুঃ স্বস্রুঃ কন্যে তৃতীয়াং তয়োঃ করাৎ।
চতুর্থ্যাং সহজায়াশ্চ ভগিন্যা হস্ততঃ পরম্॥" (নির্ণয়সিন্ধু ২ পরি°)

এই দিন ভগিনী ভ্রাতার ভোজনকালে অন্নাদি দিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে,—

"ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

জ্যেষ্ঠা হইলে 'তবানুজাতাহং' স্থলে 'তবাগ্রজাতাহং' মন্ত্র বলিবে।

কোন কোন দেশ-প্রচলিত প্রথা, ভগিনী প্রতিপদের দিন ভ্রাতৃকপালে ফোটা এবং দ্বিতীয়ার দিন ভ্রাতাকে ভোজন করান। প্রতিপদে এই ফোটার বিষয় কোন শাস্ত্রেই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার এই ফোটা দিবার নানাপ্রকার ছড়া আছে।

ভ্রাতা আসনে উপবিষ্ট হইলে ভগিনী বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা চন্দন লইয়া 'ভায়ের কপালে দিলাম ফোটা, যমের দোরে পড়্‌লো কাঁটা, আমি দিই ভাইকে ফোঁটা যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা।' এই কথা বলিয়া ৩ বার ফোঁটা দিতে হয়।

"প্রতিপদে দিলাম ফোঁটা, দ্বিতীয়াতে নিতে,
যমের দোরে যেও না রে ভাই, নিমের অধিক তিতে,
ঢাক বাজে, ঢোল বাজে, আরও বাজে কাড়া,
প্রতিপদে দিলাম ফোঁটা না যেও রে ভাই যমপাড়া"

কোথাও কোথাও এই কথা বলিয়া ফোঁটা দিয়া থাকে।

ভ্রাতৃপত্নী (স্ত্রী) ভ্রাতা পতির্যস্যা ইতি ভ্রাতুঃ পত্নীতি বা 'ঋন্নেভ্যো ঙীপ্‌' ইতি ঙীপ্‌, ততঃ 'নিত্যং সপত্ন্যাদিষু' ইতি নান্তাদেশঃ। ভ্রাতৃজায়া। (শব্দরত্না°)

ভ্রাতৃপুত্র (পুং স্ত্রী) ভ্রাতুঃ পুত্রঃ। ভ্রাতৃজ, চলিত ভাইপো।

ভ্রাতৃভাব (পুং) ভ্রাতুর্ভাবঃ। জাত-বালকের লগ্নাবধি তৃতীয়-ভাব। ইহাকে ভ্রাতৃস্থান কহে। জ্যোতিষ মতে ভ্রাতার শুভাশুভের বিষয় এই ভাবে চিন্তা করিতে হয়। এই ভাব শুভ থাকিলে ভ্রাতৃভাব শুভ এবং অশুভ হইলে এই ভাব অশুভ জানিতে হইবে।

এই বিষয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"ভ্রাতৃস্থানং পঞ্চমঞ্চ নবমৈকাদশ সপ্তমম্।
তত্তদীশদশায়াঞ্চ ভ্রাতৃলাভো ভবেন্নৃণাম্॥
ভ্রাতৃস্থানেশতদ্দর্শিতদ্ভাবস্থদ্যচারিণাম্।
মধ্যে বলসমে তস্য দশা সোদরবৃদ্ধিদা॥" (পারিজাত)

লগ্নাবধি তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশ স্থান সাধারণতঃ ভ্রাতৃস্থান। ঐ সকল স্থানাধিপতি গ্রহের দশাভোগকালে জাতকের ভ্রাতার জন্ম হয়। ইহার মধ্যে ভ্রাতৃস্থানপতি, ভ্রাতৃস্থানদর্শী ও ভ্রাতৃভাবস্থিত গ্রহের মধ্যে যিনি বলবান্‌ হন, তাহারই দশাভোগকালে ভ্রাতার জন্ম হয়।

বহুভ্রাতৃ-সুখযোগ—যদি বৃহস্পতি ও তৃতীয়াধিপতি তৃতীয়-স্থানে থাকেন, তাহা হইলে জাতক ভ্রাতা দ্বারা বিশেষ সুখী হয়। শুভগ্রহযুক্ত তৃতীয়াধিপতি যদি লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশমস্থিত হন, অথবা শুভক্ষেত্রস্থ হইয়া শুভ-নবাংশগত হন, তাহা হইলে জাতকের অনেক ভ্রাতা হয়। তৃতীয়পতি বা ভ্রাতৃকারক গ্রহ শুভযুক্ত ও শুভদৃষ্ট হইলে অথবা ভ্রাতৃভাব-রাশি পূর্ণ বলী হইলে অনেক ভ্রাতা হয়। সপ্তমে মঙ্গল, অষ্টমে শুক্র, ও নবমে রবি থাকিলে সহোদর অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে। কিন্তু ভ্রাতৃস্থানে শুভগ্রহের যোগ ও দৃষ্টি থাকিলে সহোদর দীর্ঘায়ুঃ হয়। তৃতীয়স্থানে পাপগ্রহের যোগ ও দৃষ্টি থাকিলে ভ্রাতার হানি হয়।

"ষষ্ঠে চ ভবনে ভৌমঃ সপ্তমে রাহুসম্ভবঃ।
অষ্টমে চ যদা সৌরির্ভ্রাতা তস্য ন জীবতি॥
বিলগ্নস্থো যদা জীবো ধনে সৌরির্যদা ভবেৎ।
রাহুশ্চ সহজস্থানে ভ্রাতা তস্য ন জীবতি॥" (পারিজাত)

ষষ্ঠে মঙ্গল, সপ্তমে রাহু ও অষ্টমে শনি থাকিলে ভ্রাতা জীবিত থাকে না। লগ্নে বৃহস্পতি, দ্বিতীয়ে শনি ও তৃতীয়ে রাহু থাকিলে তাহার ভ্রাতৃনাশ হইয়া থাকে। ভ্রাতৃভাব হইতে কেন্দ্র ও ত্রিকোণস্থানে পাপগ্রহ থাকিলে ভ্রাতৃনাশ, শুভগ্রহ থাকিলে ভ্রাতৃবৃদ্ধি এবং শুভাশুভ গ্রহ থাকিলে শুভাশুভ মিশ্র ফল হয়।

পাপদৃষ্ট রবি তৃতীয়স্থ হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এবং পাপ-দৃষ্ট শনি তৃতীয়ে থাকিলে অব্যবহিত পরজ ভ্রাতার ও পাপ-দৃষ্ট মঙ্গল তৃতীয়ে থাকিলে পরজাত সমস্ত ভ্রাতার বিনাশ হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে একটু বিশেষ আছে, তাহা এই :— রবি তৃতীয়ে থাকিলে পূর্ব্বজাত ভ্রাতার, শনি তৃতীয়ে থাকিলে পরজাত ভ্রাতার এবং মঙ্গল তৃতীয়ে থাকিলে পূর্ব্বজ ও পরজ উভয় ভ্রাতারই বিনাশ হইয়া থাকে। ইহাতে পাপদৃষ্ট ও শুভ-দৃষ্টের কোন বিশেষত্ব নাই। তৃতীয়পতি ও ভ্রাতৃকারক গ্রহ নীচস্থ বা নীচ-নবাংশস্থ, পাপক্ষেত্রস্থ, পাপযুক্ত, অথবা ক্রূর ষষ্ঠাংশগত হইলে এবং তৃতীয়পতি ও ভ্রাতৃকারক গ্রহ পাপ মধ্যগত হইলেও ভ্রাতৃনাশ হইয়া থাকে।

ভ্রাতৃহীন যোগ—তৃতীয়পতিযুক্ত চন্দ্র যদি ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ হন, তাহা হইলে তাহার আর ভ্রাতা হয় না। তৃতীয়-পতি ও চতুর্থপতি চতুর্থস্থিত হইলে জাতকের ভ্রাতৃজননে ব্যাঘাত হয়। কিন্তু উক্ত তৃতীয় ও চতুর্থপতি মঙ্গলযুক্ত হইলে উক্ত ফল হয় না। তৃতীয়স্থিত শনি ভ্রাতৃনাশক এবং তৃতীয়স্থ রাহু ভ্রাতৃবৃদ্ধিকারক।

জ্যেষ্ঠানুজ-ভ্রাতৃসংখ্যা-নিরূপণ—জাতকের লগ্ন হইতে একা-

দশ ও দ্বাদশস্থানস্থিত গ্রহসংখ্যা দ্বারা অগ্রজ ভ্রাতার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থ গ্রহসংখ্যা দ্বারা অনুজভ্রাতার সংখ্যা নিরূপণ করিতে হইবে। তৃতীয়পতি, ভ্রাতৃকারক, ভ্রাতৃস্থানদর্শী এবং ভ্রাতৃস্থানযুক্ত গ্রহ ; ইহার মধ্যে যে গ্রহ বলবান্, সেই গ্রহসংখ্যা দ্বারা ভ্রাতৃসংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। উক্ত চারি প্রকার গ্রহ যদি নীচস্থশত্রুগৃহ-গত অথবা পাপাক্রান্ত বা অস্তগতাদি দোষজনিত মূঢ়-ভাবাপন্ন হয়, তাহা হইলে জাত ভ্রাতার নাশ হয়। আর সকলেই বলশালী হইলে ভ্রাতৃগণ দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে, উক্ত চারি প্রকার গ্রহের মধ্যে যদি অর্দ্ধেক বলবান্ এবং অর্দ্ধেক বলহীন হয়, তাহা হইলে যতগুলি ভ্রাতা হইবে, তাহার অর্দ্ধেক জীবিত থাকিবে। এইরূপ বলাবল দ্বারা কয়টী ভ্রাতা জীবিত থাকিবে, তাহা স্থির করিতে হইবে। উক্ত চারি প্রকার গ্রহ স্ত্রীগ্রহ হইয়া দুঃস্থানগত হইলে স্বল্প অনুজকারক হইয়া থাকে। তৃতীয়পতি যে নবাংশে থাকেন, সেই নবাংশপতি গ্রহের সংখ্যা দ্বারাও ভ্রাতৃসংখ্যা নিরূপণ করা যাইতে পারে। সূক্ষ্মরূপে দেখিতে হইলে তৃতীয়পতি, ভ্রাতৃকারক, ভ্রাতৃস্থানদর্শী ও ভ্রাতৃস্থানস্থিত এই চতুর্গ্রহের স্ফুট গণনা করিয়া স্ফুট-রাশ্যাদি যোগ করিতে হইবে, তাহার নবাংশসংখ্যা দ্বারা ভ্রাতৃসংখ্যা নির্দ্দেশ করিবে। ইহাদের মধ্যে যদি কোন গ্রহের নীচ-রাশ্যংশ বা শত্রু নবাংশ হয়, তাহা হইলে উক্ত ফল পূর্ণ হয় না। আর যদি উচ্চ-রাশ্যংশ হয়, তাহা হইলে উক্ত ফলের দ্বিগুণ ফল হয়। এই চতুর্গ্রহের স্বীয় স্বীয় দশা ও অন্তর্দ্দশা ভোগকালে তাহাদিগের অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা অনুসারে ভ্রাতৃগণের শুভাশুভ কল্পনা করিতে হইবে।

মতান্তরে ভ্রাতৃসংখ্যা-নিরূপণ।—মঙ্গলের অষ্টবর্গচক্রে মঙ্গলস্থিত রাশির তৃতীয়স্থানে যত সংখ্যক ফলরেখা হইবে, তত সংখ্যক ভ্রাতার জন্ম হয়, কিন্তু ঐ মঙ্গলের তৃতীয়স্থান মঙ্গলের নীচগৃহ বা শত্রুগৃহ হইলে উক্ত ফল হইবে না। ভ্রাতাদি সংখ্যানিরূপণের বিবিধ স্থল উপস্থিত হইলে বলবান্ গ্রহ হইলেই ফল কল্পনা করিতে হইবে।

ভ্রাতৃভাবপতি ও ভ্রাতৃকারক উভয়ের মধ্যে যে বলী হইবে, সেই গ্রহ হইতেই ভ্রাতৃসংখ্যা নিরূপণ করা আবশ্যক।

ভ্রাতৃ-ভগিনী-জন্মনিরূপণ।—যদি তৃতীয়পতি ওজোরাশিগত অর্থাৎ পুংগ্রহের ক্ষেত্রগত, পুংগ্রহ-দৃষ্ট বা পুংগ্রহযুক্ত হন, তাহা হইলে ভ্রাতা এবং তৃতীয়পতি যুগ্মরাশিগত অথবা চন্দ্র বা শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে ভগিনী হয়।

সুখী ও দীর্ঘায়ুঃ ভ্রাতৃযোগ।—কেন্দ্র বা ত্রিকোণস্থ তৃতীয়পতি শুভগ্রহের ক্ষেত্রস্থ হইয়া শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে চিরসুখী ও দীর্ঘায়ুঃ ভ্রাতা হয়। এই ভ্রাতার সহিত বিচ্ছেদ হয় না।

মাতৃগর্ভস্থিত ভ্রাতৃনাশযোগ—শনি তৃতীয়ে থাকিলে মাতৃগর্ভের দুইটী ভ্রাতার নাশ হয়, এবং জাতকের অপর ভ্রাতার দ্রব্যহানি হইয়া থাকে। একাদশে মঙ্গল, সপ্তমে শনি ও নবমে রাহু থাকিলে দুই বা তিন ভ্রাতা নষ্ট হয়।

বৃহস্পতি, শুক্র বা বুধ তৃতীয়ে থাকিলে তিনটী ভ্রাতা হয়, উক্ত গ্রহ পাপদৃষ্ট বা পাপযুক্ত হইলে দুইটী ভ্রাতার মৃত্যু হয়। লগ্ন বা মঙ্গল হইতে তৃতীয়ে শনি ও নবমে বুধ থাকিলে অথবা মঙ্গল হইতে তৃতীয়স্থ রাহু শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে তিনটী ভগিনী নাশ হয় এবং জাতকের বাহু ও কুক্ষিদেশে বহুতর চিহ্ন হইয়া থাকে। বুধ তৃতীয়স্থ, চন্দ্র তৃতীয়পতিযুক্ত এবং ভ্রাতৃকারক গ্রহ শনিযুক্ত হইলে এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও এক কনিষ্ঠ সহোদর এবং তৃতীয় ভ্রাতার নাশ হইয়া থাকে। তৃতীয় পতি নীচস্থ ও ভ্রাতৃকারক রাহুযুক্ত হইলে তিনটী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয়, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা ভগিনী হয় না। কেন্দ্রস্থ তৃতীয়পতির নবম বা পঞ্চম স্থানস্থিত ভ্রাতৃকারক গ্রহ বৃহস্পতির সহিত যুক্ত হইয়া উচ্চস্থ হইলে ১২টী সহোদর হয়, উক্ত ১২টী মধ্যে প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, সপ্তম, নবম ও দ্বাদশ ভ্রাতার এবং এই যোগে জাত বালকের মৃত্যু হইয়া থাকে। অবশিষ্ট পঞ্চ ভ্রাতা দীর্ঘজীবী হয়। এই দ্বাদশ সহোদরের ষষ্ঠ যমজ হয়। বৃহস্পতি বা চন্দ্রযুক্ত মঙ্গল, ব্যয়পতির সহিত যুক্ত হইয়া তৃতীয়স্থ হইলে ৭টী সহোদর হয়। উহার মধ্যে দুইটীর মৃত্যু হয়। কিন্তু শত্রুকর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে মৃত্যু হয় না। লগ্নপতি ও তৃতীয় পতির পরস্পর মিত্রতা বা শত্রুতা থাকিলে কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত শত্রুতা ও মিত্রতা হইয়া থাকে। যে যে ভাবপতির সহিত লগ্নপতির শত্রুতা বা মিত্রতা থাকে, সেই সেই ভাবেই স্বজনাদির শত্রুতা বা মিত্রতা হয়।

ভ্রাতৃবিচ্ছেদযোগ।—বলহীন লগ্নপতি ও তৃতীয়পতি অথবা ভ্রাতৃকারক গ্রহ পরস্পর শত্রু হইয়া তৃতীয় বা দুঃস্থানগত হইলে তত্তদ্গ্রহের দশা ও অন্তর্দ্দশায় ভ্রাতার সহিত কলহ, বিচ্ছেদ ও তজ্জন্য অর্থক্ষয় বা ভ্রাতৃনাশ হইয়া থাকে। উক্ত গ্রহগণ যে যে ঘটনার সূচক হয়েন, সেই সেই ঘটনা লইয়া ভ্রাতার সহিত বিবাদ হইয়া থাকে।

ভ্রাতার মৃত্যু-সময় নিরূপণ।—লগ্নপতির স্ফুটরাশ্যাদি হইতে সহজপতির স্ফুটরাশ্যাদি বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই রাশ্যংশাদি হইতে যে নক্ষত্র বুঝা যায়, সেই নক্ষত্রে শনি

আসিলে ভ্রাতার মৃত্যু হয়। লগ্নপতির স্ফুট হইতে দশমপতি ও মঙ্গলের স্ফুট বাদ দিয়া যাহা হইবে, সেই রাশ্যংশে অথবা লগ্নস্ফুট, সহজস্ফুট, দশমস্ফুট ও মঙ্গলস্ফুট যোগ দিলে যাহা হইবে, সেই স্ফুটাংশে শনি আসিলে ভ্রাতার মৃত্যু হয়। এই চারিটী স্ফুটাংশ নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রঘটিত যে গ্রহের দশা নিরূপিত হইবে, সেই গ্রহের দশা ও অন্তর্দ্দশায় ভ্রাতার সুখ-সম্পদ্ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মঙ্গলের স্ফুট হইতে রাহুস্ফুট বাদ দিয়া এবং রাহুস্ফুট হইতে মঙ্গলের স্ফুট বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই রাশ্যংশ হইতে পঞ্চম ও নবমপতির তত সংখ্যক অংশে বৃহস্পতি আসিলে ভ্রাতার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

তৃতীয়পতি রবিযুক্ত হইলে জাতক ধীর হয়। চন্দ্রযুক্ত হইলে মানসিক ধৈর্য্যশালী, মঙ্গলযুক্ত হইলে দুষ্ট, জড় ও ক্রোধী, বুধযুক্ত হইলে সাত্ত্বিক-প্রকৃতি, বৃহস্পতি যুক্ত হইলে ধীরগুণযুক্ত ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, শুক্রযুক্ত হইলে কামাতুর এবং কামপ্রসঙ্গাধীন কলহপ্রবীণ, শনিযুক্ত হইলে জড়, রাহুযুক্ত হইলে ভীত এবং কেতুযুক্ত হইলে শরীরের নানাপ্রকার পীড়াদায়ক হয়।

বলবান্ তৃতীয়পতি শুভ ষড়্বর্গস্থিত হইলে জাতক সাত্ত্বিক প্রকৃতির হয়। আর তৃতীয়পতি নীচস্থ, বিনষ্ট, শত্রুক্ষেত্রগত বা পাপযুক্ত হইলে অসাত্ত্বিক হয়। ভ্রাতৃভাবে রবি প্রভৃতি করিয়া নবগ্রহ থাকিলে নিম্নলিখিতরূপ ফল হইয়া থাকে। রবি ভ্রাতৃস্থানে থাকিলে জাতক প্রবল প্রতাপান্বিত, বিক্রমশালী, সোদর হইতে সন্তপ্ত, তীর্থভ্রমণশীল ও বিবাদে শত্রুবিজয়ী এবং রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। মতান্তরে রবি তৃতীয়ে থাকিলে সোদরনাশ এবং অন্য গ্রহ-কৃত রিষ্টনাশ, ধনবান্, স্ত্রীসুখান্বিত, গুণ ও ধৈর্য্যযুক্ত, প্রিয়জন-হিতকারী ও সহিষ্ণু হইয়া থাকে। পূর্ণচন্দ্র তৃতীয়ভাবস্থ হইলে জাতক স্বীয় বিক্রমে ধনোপার্জ্জন ও উত্তমা পত্নী লাভ করে এবং সেই ব্যক্তি দয়াশীল, অনেক দাস-দাসীযুক্ত এবং সহোদর দ্বারা বিশেষ সুখী হইয়া থাকে।

পাপ-ক্ষেত্রগত তৃতীয়ভাবস্থ ক্ষীণচন্দ্র ভগিনীনাশক এবং শুভক্ষেত্রগত তৃতীয়স্থ পূর্ণচন্দ্র সুরূপা ভগিনীপ্রদ হইয়া থাকেন। জাতকাভরণের মতে চন্দ্র তৃতীয়স্থ হইলে জাতক হিংস্র, গর্ব্বিত, কৃপণ, অল্পবুদ্ধি, বন্ধুজনের আশ্রিত, দয়াবিহীন ও রোগবর্জ্জিত হয়।

মঙ্গল তৃতীয়স্থানে থাকিলে জাতক স্বোপার্জ্জিত ধনে ধনবান্, ভ্রাতৃদুঃখী এবং তপশ্চরণে বিফল-মনোরথ হয়। উচ্চস্থ মঙ্গল তৃতীয়ভাবগত হইলে জাতক কৃষিজাত ধন দ্বারা সৌভাগ্যশালী ও বিলাসী হয় এবং নীচস্থ বা শত্রুগৃহী হইলে ধনসুখবিহীন ও কুৎসিত গৃহে অবস্থান করে।

বুধ তৃতীয়ভাবে থাকিলে বণিক্‌দিগের সহিত মিত্রতা ও জাতক বণিক্‌বৃত্তিশীল হয় এবং স্বীয় বুদ্ধিবলে অতি অবাধ্য ব্যক্তিকেও বাধ্য করিতে সমর্থ ও বিনীত হয়, সেই ব্যক্তি বহু ভ্রাতৃযুক্ত ও ভ্রাতৃগণের আশ্রয় এবং যৌবনে বিষয়সুখভোগে অতি আসক্ত হয় এবং বৃদ্ধ বয়সে সংসারবাসনা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধনে রত হইয়া থাকে। পাপযুক্ত ও অস্তগত বুধ তৃতীয়স্থ হইলে ভগিনীহানি হয়। আর শুভযুক্ত, শুভদৃষ্ট ও উদিত থাকিলে ভ্রাতা ও ভগিনী সম্বন্ধে শুভ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি তৃতীয়ভাবস্থ হইলে জাতক অতিশয় লঘু, পরাক্রমবিহীন ও দুর্ব্বল হয়। কিন্তু ঐ জাতক ভ্রাতৃসুখে সুখী, কৃতঘ্ন এবং মিত্র দ্বারা উপকৃত হইলেও মিত্রগণের কখন উপকার ও হিতাভিলাষ করে না। তাহার ভাগ্যোদয় হইলেও তাদৃশ অর্থলাভ হয় না। এই জাতক সৌজন্যবিহীন, কৃপণ, স্ত্রীপুত্র-সুখ-রহিত, অগ্নিমান্দ্য-রোগযুক্ত, ধনবান্ হইলেও নির্ধনভাবাপন্ন, এবং বহু কুটুম্বযুক্ত হয়।

শুক্র তৃতীয়ভাবে থাকিলে স্ত্রীর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত, এবং তাহার বন্ধুনাশ হয়। তাহার স্ত্রী অল্পপ্রসূতা হয়, এজন্য তাহার পুত্রলালসা পূর্ণ হয় না। এই জাতক ভীতচিত্ত, ধন থাকিলেও ব্যয়ে কুণ্ঠিত, কৃশাঙ্গ, কামাতুর, সাধুজনদ্বেষী, ক্রূর, সুন্দরী ভগিনীযুক্ত এবং কুচেষ্ট হয়।

শনি তৃতীয়ভাবে থাকিলে জাতকের চিত্ত শীতল হয় না, অর্থাৎ জাতক সর্ব্বদাই মানসিক সন্তাপ ভোগ করে। এই ব্যক্তি বিশেষ উদ্যোগী হয়, ইহার ভাগ্যোদয় কখনও নির্ব্বিঘ্নে হয় না। এই জাতক ভবিষ্যদ্‌বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাসী, অতি দুর্মুখ, রাজদ্বারে প্রতিষ্ঠিত, বাহনযুক্ত, গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বহুপরাক্রমী, বহুপ্রতিপালক, ভ্রাতৃদুঃখতপ্ত, বাহুরোগী, বিদেশবাসী, নীচসংসর্গযুক্ত, এবং ধর্ম্মসাধনে বিরত হয়।

রাহু তৃতীয়ভাবে থাকিলে জাতক বাহুবলশালী ও মল্লবিদ্যাবিশারদ হয়, তাহার ভ্রাতৃনাশ বা বিকৃতাঙ্গ ভ্রাতা হইয়া থাকে। এই জাতক ধনবান্, বীরভাবাপন্ন, স্ত্রী পুত্র ও মিত্রাদি সুখে সুখী এবং তাহার অন্য গ্রহরিষ্ট নষ্ট হয়। এই রাহুতুঙ্গী হইলে হস্তী, অশ্ব ও বহু ভৃত্য হইয়া থাকে।

কেতু তৃতীয়ভাবস্থ হইলে জাতকের শত্রু নাশ হয়, এবং তাহার বিবাদ, ধন, ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও তেজঃ এই সকল অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহার বন্ধুবর্গের নাশ ও পীড়া হয়, এবং সর্ব্বদা ভয়, উদ্বেগ ও চিন্তায় আকুল হইতে হয়। এই জাতক হস্তরোগযুক্ত, সুন্দরী স্ত্রীসম্ভোগী, মান-

সিক দুঃখে দুঃখিত এবং বন্ধুজনিত বিশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।

যদি তৃতীয় গৃহ পাপগৃহ হয়, এবং তাহাতে পাপগ্রহগণ অবস্থান করেন, তাহা হইলে সহোদর জন্মে না, যদি জন্মে, তাহা হইলে জীবিত থাকে না। ইহার বিপরীত হইলে বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ তৃতীয়গৃহ যদি শুভগৃহ হয় এবং তাহাতে শুভগ্রহগণ অবস্থান করেন, তাহা হইলে অনেক সহোদর হয়। যদি ভ্রাতৃস্থান শুভগ্রহের আলয় হয়, এবং তাহাতে সমস্ত শুভগ্রহ অবস্থান করেন, অথবা শুভকর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সোদরবর্গের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরন্তু মিশ্র হইলে অর্থাৎ পাপগ্রহ ও শুভগ্রহের স্থিতি বা দৃষ্টি থাকিলে শুভাশুভ ফল জানিতে হইবে।

তৃতীয়গৃহের যতগুলি নবাংশ চন্দ্র ও মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হয়, ততগুলি ভ্রাতা ও ভগিনী জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ঐ চন্দ্র মঙ্গলের শুভাশুভ গ্রহের দৃষ্টি অনুসারে ফল কল্পনা করিতে হইবে। যদি শনি তনুস্থানে থাকিয়া মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে সমুদয় সহোদর বিনষ্ট হয়। যদি ঐ তনু-স্থান-স্থিত শনি, বৃহস্পতি ও শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সহোদরগণের মঙ্গল হইয়া থাকে। ঐ তনুস্থ শনি মঙ্গল বা বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সকল সহোদর নাশ হয়।

যদি তৃতীয় গৃহ চন্দ্রের ক্ষেত্র হয় এবং তাহাতে যদি মঙ্গলের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সকল সহোদরই রুগ্ন হইয়া থাকে। যদি রবি স্বগৃহে থাকেন, এবং ঐ গৃহ যদি ধর্ম্মস্থান হয়, তাহা হইলে সহোদরের জীবন সংশয় হয়। কিন্তু এক ভ্রাতা দীর্ঘজীবী ও রাজতুল্য হয়। যদি তৃতীয়ভাবে চন্দ্র থাকেন, এবং ঐ চন্দ্র যদি কোন পাপগ্রহের তৃতীয় না হয় ও কোন শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট না হন, তাহা হইলে তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। তৃতীয়স্থানে রবি থাকিলে অগ্রজ ভ্রাতা, শনি থাকিলে অনুজ উভয় ভ্রাতারই মৃত্যু হইয়া থাকে এবং মঙ্গল থাকিলে অগ্রজ ও অনুজ উভয় ভ্রাতারই মৃত্যু নিশ্চিত।

জ্যোতির্বী পণ্ডিতগণ এইরূপে ভ্রাতৃস্থানে সহোদর,কিঙ্কর, অনুজীবী ও পরাক্রমের বিচার করিয়া থাকেন।

(জাতকাভরণ, কল্পতরু, বৃহজ্জাতক প্রভৃতি)

ভ্রাতৃমৎ (ত্রি) ভ্রাতা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্। ভ্রাতৃযুক্ত।

ভ্রাতৃবল (ত্রি) ভ্রাতা অস্ত্যস্য বলচ্। ভ্রাতৃযুক্ত। (ক্লী) ভ্রাতার বল।

ভ্রাতৃবধূ (স্ত্রী) ভ্রাতুঃ বধূঃ। ভ্রাতৃজায়া।

ভ্রাতৃভগিনী (স্ত্রী) ভ্রাতা চ ভগিনী চ, ইতি ইতরেতরদ্বন্দ্ব-সমাসঃ। ভ্রাতা ও ভগিনী। এই শব্দ দ্বিবচনান্ত।

ভ্রাতৃব্য (পুং) ভ্রাতুরপত্যমিতি (ভ্রাতুর্ব্যচ্চ। পা ৪।১।১৪৪) ব্যৎ। ভ্রাতৃপুত্র। চলিত ভাইপো।

"জয়রাজানুজং রাজ্ঞা যশোরাজং নিবেশিতম্।
তস্মাত্তেনাবচস্কন্দ ভ্রাতৃব্যং রাজকাবিধঃ ॥"

(রাজতরঙ্গিণী ৮।২৮৪২)

ভ্রাতৃ-(ব্যন্ সপত্নে। পা ৪।১।১৪৫) ইতি ব্যন্। ২ শত্রু।
"ভ্রাতৃব্যমেতং স্বমদভ্রবীর্য্যমুপেক্ষয়াধ্যেষিতমপ্রমত্তঃ।"

(ভাগবত ৫।১১।১৭)

'তস্মাৎ ভ্রাতৃব্যং শত্রুম্' (স্বামী)

ভ্রাতৃশ্বশুর (পুং) পত্যুর্জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্বশুর ইব পূজ্যত্বাৎ। ১ পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, চলিত ভাশুর। পর্য্যায়—শ্বশুরক। ২ ভ্রাতুঃ শ্বশুরঃ। ভ্রাতৃপত্নীর পিতা। চলিত তালুই মহাশয়।

ভ্রাত্র (ক্লী) ভ্রাতুরিদং, শিবাদিত্বাদণ্। ভ্রাতৃসম্বন্ধী।

ভ্রাত্রীয় (পুং) ভ্রাতুরপত্যং পুমানিতি ভ্রাতৃ (ভ্রাতুর্ব্যচ্চ। পা ৪।১।১৪৪) ইত্যত্র চকারাচ্ছশ্চ ইতি কাশিকোক্তেঃ ছ। ১ ভ্রাতৃপুত্র। (ত্রি) ২ ভ্রাতৃসম্বন্ধী।

ভ্রান্ত (ত্রি) ভ্রম-কর্ত্তরি ক্ত (অনুনাসিকস্যেতি। পা° ৬।৪।১৫) ইতি দীর্ঘঃ। ভ্রান্তিবিশিষ্ট, ভ্রমযুক্ত। "অতীন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানা-মধিষ্ঠানে।" (সাংখ্যসূ° ২।২৩) ২ ভ্রমণযুক্ত। (ক্লী) ৩ ভ্রমণ। ৪ ঘূর্ণায়মান। (পুং) ৫ মত্তহস্তী। ৬ রাজ-ধুস্তূর। (রাজনি°)

ভ্রান্তি (স্ত্রী) ভ্রম-ক্তিন্, (অনুনাসিকস্য কিজ্ঝলোঃ ক্ঙিতি। পা ৬।৪।১৫) ইতি দীর্ঘঃ। :ভ্রম।

"যুক্তিহীনপ্রকাশত্বাৎ ভ্রান্তের্নহন্তি লক্ষণম্।
যদি স্যাল্লক্ষণং কিঞ্চিদ্ ভ্রান্তিরেব ন সিধ্যতি ॥"

গর্ভাবস্থায় ছয় মাসের কালে ভ্রান্তি জন্মে।

"ষাণ্মাসিকে তু সংপ্রাপ্তে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি স্পষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

২ ভ্রমণ। ৩ অনবস্থিতি। (বিশ্ব)

ভ্রান্তিমৎ (ত্রি) ভ্রান্তিরস্ত্যস্য মতুপ্, মস্য ব। ১ ভ্রমজ্ঞানযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ অর্থালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ—

"সাম্যাদতস্মিংস্তদ্বুদ্ধির্ভ্রান্তিমান্ প্রতিভোত্থিতা।"

(সাহিত্যদ° ১০।৬৮১)

সাম্যবিষয়ে এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান হইলে এই অলঙ্কার হয়, কিন্তু এই জ্ঞান প্রতিভাবলে উত্থিত হওয়া চাই। সাদৃশ্যবশতঃ প্রকৃত বিষয়ে কবি-কল্পনাকৃত অন্য বস্তু ভ্রমের উদাহরণ—

"মুগ্ধা দুগ্ধধিয়া গবাং বিদধতে কুম্ভানধো বল্লবাঃ
কর্ণে কৈরবশঙ্কয়া কুবলয়ং কুর্ব্বন্তি কান্তা অপি।

কর্কন্ধূফলমুচ্চিনোতি শবরী মুক্তাফলাকাঙ্ক্ষয়া
সান্দ্রা চন্দ্রমসো ন কস্য কুরুতে চিত্তভ্রমং চন্দ্রিকা ॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

ভ্রান্তি যে স্থলে স্বরস দ্বারা উত্থাপিত হয়, তথায় এই অলঙ্কার হইবে না। 'শুক্তিতে রজত ভ্রম' স্থলে এই অলঙ্কার হইবে না। এবং ভ্রম যে স্থলে অন্যাদৃশমূল হয়, তথাও এই অলঙ্কারের বিষয় নহে। ইহার উদাহরণ—

"সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

ভ্রান্তিহর (পুং) ভ্রান্তিং হরতীতি হৃ-কর্ত্তরি পচাদ্যচ্। ১ মন্ত্রী, মন্ত্রণা দ্বারা ভ্রান্তি নিরাকৃত হয়, এই জন্য মন্ত্রীকে ভ্রান্তিহর কহে। (শব্দমা°) (ত্রি) ভ্রমনাশক।

ভ্রাম (ত্রি) ভ্রম-কর্ত্তরি জ্বলাদিত্বাৎ ণ। ১ ভ্রমযুক্ত। ২ সহ্যাদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য° ৩১।৩৫)

ভ্রামক (পুং) ভ্রাময়তি ভ্রমং জনয়তীতি ভ্রম-ণিচ্, (ণ্বুল-তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) ইতি ণ্বুল্। ১ শৃগাল। ২ ধূর্ত্ত। ৩ সূর্য্যাবর্ত্ত। ৪ প্রস্তরভেদ, চুম্বক পাথর। (মেদিনী) (ত্রি) ৫ ভ্রমজনক। ৬ কান্তলৌহ বিশেষ। (রাজনি°)

ভ্রামর (ক্লী) ভ্রমরৈঃ কৃতং সম্ভৃতমিতি ভ্রমর (ক্ষুদ্রাভ্রমর-বটরপাদপাদঞ্। পা ৪।৩।১১৯) ইতি অঞ্। মধু, ভ্রমরজ মধু।

"কিঞ্চিৎ স্থূলৈঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ ষট্পদেভ্যোহলিভিশ্চিতম্।
নির্ম্মলং স্ফটিকাভং যত্তন্মধু ভ্রামরং স্মৃতম্ ॥" (ভাবপ্র°)

ইহার গুণ—রক্তপিত্তনাশক, মূত্রজাড্যকর, গুরু, স্বাদুপাক, অভিষ্যন্দী। (ভাবপ্র°) [মধু দেখ]

২ নৃত্য বিশেষ। পর্য্যায়—রাস, মণ্ডলনৃত্য, হল্লীশ। (শব্দমালা) (ত্রি) ৩ ভ্রমরসম্বন্ধী।

"তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয়ষট্পদম্ ॥" (চণ্ডী)

(পুং) ভ্রাময়তি লৌহমিতি ভ্রামি (অর্ত্তি-কমি-ভ্রমি দেবীতি। উণ্ ৩।১৩২) ইতি অর। ৪ প্রস্তরভেদ, চুম্বক পাথর। (মেদিনী) ৫ অপস্মার রোগ।

ভ্রামরিন্ (ত্রি) ভ্রামরং ভ্রমরস্যেব ঘূর্ণনবত্বাৎ রূপমস্য, ইনি। অপস্মার-রোগযুক্ত।

"ভ্রামরী গণ্ডমালী চ শ্বিত্র্যথো পিশুনস্তথা।" (মনু ৩।১৬১)
'ভ্রামরী অপস্মারী' (মেধাতিথি)

ভ্রামরী (স্ত্রী) ভ্রমরস্যায়ং ভ্রামরো ভ্রমরবদ্ বর্ণঃ,সোঽস্যা অস্তীতি, অর্শ আদ্যচ্, ঙীপ্। পার্ব্বতী। ভগবতী বলিয়া ছিলেন,—অরুণাক্ষ নামে মহাসুর জগতের বিঘ্ন উৎপাদন করিলে, আমি জগতের শান্তির জন্য ষট্পদবিশিষ্ট ভ্রমরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐ মহাসুরকে বিনাশ করিব। এই জন্য আমার নাম ভ্রামরী হইবে।

"যদারুণাক্ষস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয়ষট্পদম্ ॥
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্।
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্ব্বতঃ ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৯১।৫৭-৪৯)

২ পুত্রদাত্রী লতা। (রাজনি°)

ভ্রাশ, ১ দীপ্তি, শোভা। দিবাদি° পক্ষে ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ ভ্রাশ্যতে। ভ্বাদি পক্ষে ভ্রাশতে। লিট্ বভ্রাশে, ভ্রেশে। লিট্ ভ্রাশিতা। লৃট্ ভ্রাশিষ্যতে। লুঙ্ অভ্রাশিষ্ট, অভ্রাশিষাতাং, অভ্রাশিষত। সন্ বিভ্রাশিষতে। যঙ্ বা ভ্রাশ্যতে। যঙ্লুক্ বাভ্রাষ্টি। ণিচ্ ভ্রাশয়তি, লুঙ্ অবভ্রাশৎ।

ভ্রাশ্য (ক্লী) আয়ুধ। (ঋক্ ১০।১১৬।৫)

ভ্রাষ্ট্র (ক্লী) ভ্রস্জ-ষ্ট্রন্। ১ আকাশ। (পুং) ভৃজ্জ্যতেঽত্রেতি ভ্রস্জ (ভ্রস্জিগমিনমিহনিবিশ্যশাং বৃদ্ধিশ্চ। উণ্ ৪।১৫৯) ইতি ষ্ট্রন্। ২ পাত্রবিশেষ, যাহাতে কলায় ও ছোলা প্রভৃতি ভাজা হয়, চলিত ভাজ্না খোলা। পর্য্যায় অম্বরীষ। (অমর)

"রৌদ্রে চক্ষুষি তজ্জিতত্তমনুভ্রাষ্ট্রঞ্চ যশ্চিক্ষিপে।"
(নৈষধচ° ৩।১২৮)

'অনুভ্রাষ্ট্রং ভর্জ্জনপাত্রসদৃশেন' (টীকা)

ভ্রাষ্ট্রকি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যা°)

ভ্রাষ্ট্রজ (ত্রি) ভাজ্না খোলায় উৎপন্ন বা যাহা ভাজা হইয়াছে।

ভ্রাষ্ট্রবতিন্ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যা°)

ভ্রাষ্ট্রেয় (পুং) বংশ বা জাতিভেদ।

ভ্রাস দীপ্তি, শোভা। দিবাদি° পক্ষে ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ ভ্রাস্যতে। ভ্বাদিপক্ষে ভ্রাসতে। লুঙ্ অভ্রাসিষ্ট। ণিচ্ লুঙ্ অবভ্রাসৎ।

ভ্রুকুংস (পুং) ভ্রুবঃ কুংসয়তি এরচ্ প্রত্যয়ঃ, হ্রস্বশ্চ বা। স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তক পুরুষ।

ভ্রুকুটী (স্ত্রী) ভ্রুবঃ কুটিকৌটিল্যমিতি ষষ্ঠীসমাসঃ, 'অভ্রুকুম্ সাদীনা' মিতি বা হ্রস্বঃ। ক্রোধাদি দ্বারা ভ্রূকৌটিল্য, ভ্রূভঙ্গ।

"বদ্ধা চ ভ্রুকুটিং বক্ত্রে ক্রোধস্য পরিলক্ষণম্।" (ভারত ৭।৭৬২)

ভ্রুকুটিমুখ (ক্লী) ভ্রূভঙ্গিযুক্ত মুখ। (পুং) ২ সর্পভেদ।

ভ্রুড়, ১ সংবরণ। ২সঙ্ঘাত। তুদাদি° পরস্মৈ° সেট্, সংবরণার্থে সক° সঙ্ঘাতার্থে অক°। লট্ ভ্রুড়তি। লিট্ বুভ্রোড়। অভ্রুড়ীৎ।

ভ্রুভঙ্গ (পুং) ভ্রুবো ভঙ্গঃ হ্রস্বশ্চ। ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূকৌটিল্য।

ভ্রূ (স্ত্রী) ভ্রাম্যতি নেত্রোপরি ইতি ভ্রম (ভ্রমেশ্চ ডূঃ। উণ্

২।৩৮) ইতি ডূ। চক্ষুদ্বয়ের উর্দ্ধভাগ, চক্ষুঃদ্বয়ের উর্দ্ধ ও ললাটের নিম্নস্থিত রোমরাজি। পর্য্যায়—চিল্লিকা। ইহার শুভাশুভ লক্ষণ—ভ্রূ বিশাল ও উন্নত হইলে সুখী এবং বিষম হইলে দরিদ্র হয়।

"বিশালোন্নতা সুখিনি দরিদ্রা বিষমভ্রুবঃ।
ধনী দীর্ঘা সংসক্ত ভ্রূর্বালেন্দুন্নতসভ্রুবঃ॥" (গরুড়পু° ৬৬অ°)

তন্ত্রমতে ভ্রূমধ্যে ষট্‌চক্রের অন্তর্গত আজ্ঞানামক চক্র আছে। ইহা হ, ক্ষ বর্ণদ্বয়যুক্ত দ্বিদল পদ্মাকার, ইহার মধ্যে মন অবস্থিত আছে।

"আজ্ঞানামাম্বুজং তদ্ধি মকরসদৃশং ধ্যানধামপ্রকাশং
হস্তাভ্যাং বৈকলাভ্যাং প্রবিলসিতবপুর্নেত্রপত্রং সুশুভ্রম্।
তন্মধ্যে হাকিনী সা শশিসমধবলা বক্ত্রষট্‌কং দধানা
বিদ্যাং মুদ্রাং কপালং ডমরুজপবটীং বিভ্রতী শুদ্ধচিত্তা॥"

ইত্যাদি। (তত্ত্বচিন্তামণি ও প্রকাশ)

ভ্রূকুংস (পুং) ভ্রূ-কুংস-অচ্। স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তক পুরুষ।

ভ্রূকুটি (স্ত্রী) ভ্রুবঃ কুটিঃ কৌটিল্যং। ক্রোধাদি দ্বারা ভ্রূর কৌটিল্য, বক্রতা, ভ্রূভঙ্গী।

ভ্রূক্ষেপ (পুং) ভ্রূবক্ষেপঃ। ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূচালন, সঙ্কেত-জ্ঞাপনার্থ ভ্রূর বক্রভাবে চালনা।

"ভ্রূক্ষেপমাত্রানুমিতপ্রবেশাং" (কুমার ৩।৬০)

২ ভ্রূবিলাস।

ভ্রূজাহ (ক্লী) ভ্রূমূল।

ভ্রূণ, ১ আশা। ২ বিশঙ্কা। চুরাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ ভ্রূণয়তে। লিট্ ভ্রূণয়াঞ্চক্রে। লুঙ্ অবুভ্রূণত।

ভ্রূণ (পুং) ভ্রূণ্যতে আশস্যতে ইতি ভ্রূণ-ঘঞ্। ১ বালক। ২ স্ত্রীগর্ভ। এই শব্দ ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

"তস্য সাধোরপাপস্য ভ্রূণস্য ব্রহ্মবাদিনঃ।
কথং বধং যথা বভ্রোর্মন্যতে সম্মতো ভবান্॥"
(ভাগবত ৯।৩।৩১)

যতদিন পর্য্যন্ত মাতৃগর্ভে থাকে, ততদিন ঐ গর্ভ ভ্রূণ নামে অভিহিত হয়।

ভ্রূণঘ্ন (ত্রি) ভ্রূণং হন্তি ভ্রূণ-হন্-ক। ভ্রূণহত্যাকারী।

ভ্রূণহতি (স্ত্রী) হন্-ক্তিন্ হতিঃ হননং, ভ্রূণস্য হতিঃ। ভ্রূণহত্যা।

ভ্রূণহত্যা (স্ত্রী) হননং হত্যা, হন-ভাবে ক্যপ্, ভ্রূণস্য হত্যা ৬তৎ। গর্ভস্থ বালক-হনন।

"ত্রিবিবাহং কৃতং যেন ন করোতি চতুর্থকম্।
কুলানি পাতয়েৎ সপ্ত ভ্রূণহত্যাব্রতঞ্চরেৎ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

ভ্রূণহন্ (ত্রি) ভ্রূণং হন্তীতি ভ্রূণ-হন্ (ব্রহ্মভ্রূণবৃত্রেষু। পা ৩।২।৮৭) ইতি ক্বিপ্। গর্ভস্থ-বালকহন্তা, ভ্রূণহত্যাকারক। ভ্রূণহত্যা করিলে মহাপাতক হয়। এই মহাপাতক প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা প্রশমিত হয়। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত আছে, ভ্রূণ যদি পুরুষ বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে পুংবধ-প্রায়শ্চিত্ত এবং স্ত্রী বলিয়া জানিলে স্ত্রীবধ-প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। যদি ভ্রূণের পুংস্ত্ব বা স্ত্রীত্ব জানা না যায়, তাহা হইলে পুংবধ-প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়। ভ্রূণ ব্রাহ্মণাদি যে বর্ণের হইবে, প্রায়শ্চিত্তও তদ্বর্ণানুরূপই করিতে হইবে। ভ্রূণহত্যা জ্ঞানকৃত হইলে, পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত এবং অজ্ঞানতঃ হইলে তদর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। জ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণগর্ভবধে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত, ক্ষত্রিয়-গর্ভবধে ত্রৈবার্ষিক ব্রত, বৈশ্যগর্ভবধে সার্দ্ধবার্ষিক ব্রত ও শূদ্রগর্ভবধে নবমাসিকব্রত করিলে সকল পাপ বিমুক্ত হয়। অজ্ঞানতঃ ইহার অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত।* [প্রায়শ্চিত্ত দেখ]

ভ্রূভঙ্গ (পুং) ভ্রূবো ভঙ্গঃ। ভ্রূকৌটিল্য। ক্রোধাদি-জ্ঞাপনের জন্য ভ্রূর তির্য্যক্ চালন।

"ক্ষুদ্রাঃ সন্ত্রাসমেতে বিজহত হরয়ো ভিন্নশক্রেভকুম্ভা
যুষ্মদ্দেহেষু লজ্জাং দধতি পরমমী সায়কা নিষ্পতন্তঃ।
সৌমিত্রে তিষ্ঠ পাত্রং ত্বমপি ন হি রুষাং নম্বহং মেঘনাদঃ
কিঞ্চিদ্ ভ্রূভঙ্গলীলানিয়মিতজলধিং রামমন্বেষয়ামি॥"
(কাব্যপ্র°)

ভ্রূভেদ (পুং) ভ্রূবো ভেদঃ। ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূবিকার।

ভ্রূভেদিন্ (ত্রি) ভ্রূভেদঃ অস্ত্যস্তীতি ইনি। ভ্রূভেদযুক্ত, ভ্রূভঙ্গযুক্ত।

"ভ্রূভেদিভিঃ সকম্পোষ্ঠৌ ললিতাঙ্গুলিতর্জ্জনৈঃ।"
(কুমারস° ৬।৪৫)

ভ্রূবিকার (পুং) ভ্রূবো বিকারঃ। ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূকৌটিল্য।

ভ্রূবিক্ষেপ (পুং) ভ্রূবো বিক্ষেপঃ। ভ্রূভঙ্গ।

ভ্রূবিচেষ্টিত (ক্লী) ভ্রূবো বিচেষ্টিতং। ভ্রূক্ষেপ।

ভ্রূবিলাস (পুং) ভ্রূবো বিলাসঃ। ভ্রূর বিলাস, ভ্রূভঙ্গ।

"ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ" (মেঘদূত পূঃ)

ভ্রূজ, ভাস, দীপ্তি। ভ্বাদি° আত্মনে সক° সেট্।

---

* ভ্রূণঘ্নস্য প্রায়শ্চিত্তং—তত্র পুংস্ত্বেন জ্ঞাতে পুংবধপ্রায়শ্চিত্তং, স্ত্রীত্বেন জ্ঞাতে স্ত্রীবধপ্রায়শ্চিত্তং, অবিজ্ঞাতে তু পুংবধপ্রায়শ্চিত্তমাহ মনু :—

"হত্বা গর্ভমবিজ্ঞাতমেতদেব ব্রতঞ্চরেৎ।
*   *   *   *
গর্ভহা চ যথাবর্ণং তথাত্রেয়ী নিসূদনঃ॥"

ব্রতপদোপাদানাৎ জ্ঞানত ইদং, অজ্ঞানতস্তদর্দ্ধং, তেন জ্ঞানকৃতে ব্রাহ্মণ-গর্ভবধে দ্বাদশবার্ষিকং, ক্ষত্রিয়গর্ভবধে ত্রৈবার্ষিকং, বৈশ্যগর্ভবধে সার্দ্ধবার্ষিকং, শূদ্রগর্ভবধে নবমাসিকং" (প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

লট্ ভ্রজতে। লিট্ বিভ্রেজে। লুট্ ভ্রেজিতা। লুঙ্ অভ্রেজিষ্ট। ণিচ্ ভ্রেজয়তি। লুঙ্ অবিভ্রেজৎ।

ভ্রেষ, ১ গমন। ২ ভয়। ভ্বাদি॰ উভয়॰ অক॰ সেট্। লট্ ভ্রেষতি-তে। লোট্ ভ্রেষতু-তাং। লুঙ্ অবিভ্রেষৎ-ত। ভ্লেষ ধাতুরও এইরূপ রূপ হইবে।

ভ্রৌণঘ্ন (ত্রি) ভ্রূণহত্যাকারী সম্বন্ধীয়।

ভ্রৌণহত্য (ক্লী) ভ্রূণহত্যা।

ভ্রৌবেয় (ত্রি) ভ্রুব ইদম্, 'ভ্রুবো বুক্ চ' ইতি টক্ বুক্চ। ভ্রূসম্বন্ধী।

ভ্লক্ষ, ভক্ষণ। ভ্বাদি॰ উভ॰ সক॰ সেট্। লট্ ভ্লক্ষতি-তে, লুঙ্ অভ্লক্ষীৎ-ত। দুর্গসিংহের মতে ইহা ভৃক্ষ ধাতু।

ভ্লাশ, দীপ্তি। ভ্বাদি॰ পক্ষে দিবাদি॰ অক॰ সেট্। দিবাদি-পক্ষে ভ্লাশ্যতে, ভ্বাদিপক্ষে ভ্লাশতে। লুঙ্ অভ্লাশিষ্ট। বোপদেবের মতে ইহা ভ্লাশ ধাতু। [ভ্লাশ দেখ]

ম

ম মকার। ব্যঞ্জনবর্ণের পঞ্চবিংশতি বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ ও নাসিকা। "উপূপধ্মানীয়ানামোষ্ঠৌ" (পাণিনি) জিহ্বাগ্র দ্বারা ওষ্ঠদ্বয় স্পর্শ হইলে এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। এই শব্দের উচ্চারণে আভ্যন্তরপ্রযত্ন, অতএব এই বর্ণ স্পর্শ বর্ণ ও অনুনাসিক। বাহ্যপ্রযত্ন-সংবার, নাদঘোষ ও অল্পপ্রাণ। ইহার স্বরূপ—

"মকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কম্।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা॥" (কামধেনুতন্ত্র)

এই বর্ণ সাক্ষাৎ পরমকুণ্ডলী স্বরূপ, তরুণ সূর্য্যসদৃশ ও চতুর্ব্বর্গপ্রদায়ক, পঞ্চদেবময় ও পঞ্চ প্রাণময়।

বঙ্গীয়াক্ষরে ইহার লিখনপ্রণালী—

"ঊর্দ্ধাধঃ ক্রমতো রেখা বামে বক্রা তু কুণ্ডলী।
পুনশ্চাধোগতা সৈব তত ঊর্দ্ধগতা পুনঃ॥
ব্রহ্মা শম্ভুশ্চ বিষ্ণুশ্চ ক্রমশস্তাসু তিষ্ঠতি॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ঊর্দ্ধাধঃক্রমে একটী রেখা করিয়া বামে বক্রভাবে কুণ্ডলী করিতে হইবে, পুনরায় উহা অধোগত করিয়া আবার ঊর্দ্ধদিকে দিলে এই অক্ষর হয়। এই কুণ্ডলীতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব অবস্থিত আছেন।

এই বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ধ্যান—

"কৃষ্ণাং দশভুজাং ভীমাং পীতলোহিতলোচনাম্।
কৃষ্ণাম্বরধরাং নিত্যাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্॥
এবং ধ্যাত্বা মকারন্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারত০)

এইরূপে ধ্যান করিয়া দশবার জপ, পরে প্রণাম করা উচিত। প্রণামমন্ত্র—

"ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা।
আত্মাদিতত্ত্বসংযুক্তং হৃদিস্থং প্রণমাম্যহম্॥" (বর্ণোদ্ধারত০)

ইহার বাচক শব্দ—কালী, ক্লেশিত, কাল, মহাকাল, মহান্তক, বৈকুণ্ঠ, বসুধা, চক্রী, রবি, পুরুষরাজক, কালভদ্র, জয়া, মেধা, বিশ্বধা, দীপ্তসংজ্ঞক, জঠর, ভ্রমা, মান, লক্ষ্মী, মাতা, উগ্রবন্ধনী, বিষ, শিব, মহাবীর, শশিপ্রভা, জনেশ্বর, প্রমত্ত, প্রিয়হৃ, রুদ্র, সর্ব্বাঙ্গ, বহ্নিমণ্ডল, মাতঙ্গমালিনী, বিন্দু, শ্রবণা, ভরণ, বিষয়।

"মঃ কালী ক্লেশিতঃ কালো মহাকালো মহান্তকঃ।
বৈকুণ্ঠো বসুধা চক্রী রবিঃ পুরুষরাজকঃ॥
কালভদ্রো জয়া মেধা বিশ্বধা দীপ্তসংজ্ঞকঃ।
জঠরঞ্চ ভ্রমা মানং লক্ষ্মীর্মাতোগ্রবন্ধনী॥
বিষং শিবো মহাবীরঃ শশিপ্রভা জনেশ্বরঃ।
প্রমত্তঃ প্রিয়হৃ রুদ্রঃ সর্ব্বাঙ্গো বহ্নিমণ্ডলম্।
মাতঙ্গমালিনী বিন্দুঃ শ্রবণা ভরণো বিষৎ॥" (বর্ণাভিধানতন্ত্র)

মাতৃকান্যাসে এই বর্ণ জঠরে ন্যাস করিতে হয়। কাব্যের আদিতে এই বর্ণের প্রয়োগ করিলে দুঃখ হয়।

"সুখভয়মরণং ক্লেশদুঃখং পবর্গঃ" (বৃত্তরত্নাকরটীকা)

ম (পুং) মাতি নির্ম্মাতি জগদিতি মা-ক। ১ শিব। ২ চন্দ্রমা। ৩ ব্রহ্মা। (একাক্ষরকোষ) ৪ যম। ৫ সময়। ৬ বিষ। ৭ মধুসূদন। (মেদিনী)

মই (দেশজ) বাঁশের শিঁড়ি।

মই দেওন (দেশজ) হলকর্ষণের পর মই দিয়া ক্ষেত্র সমতলকরণ।

মইল (দেশজ) ময়লা, মল।

মউ (দেশজ, মধু শব্দের অপভ্রংশ) মধু।

মউআ, স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ (Bassia latifolia)। পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যভারত, উত্তর-কুমায়ুন, কাঙ্‌রা ও অযোধ্যা-প্রদেশ, পশ্চিমঘাট-পর্ব্বতমালায়, দক্ষিণ-পূর্ব্বভারতে ও আবা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ব্রহ্মরাজ্যের পার্ব্বতীয় বন্যবিভাগে এই বৃক্ষ প্রভূত পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীতে এই জাতীয় ভিন্নশ্রেণীর মহুয়া বৃক্ষ (B. longifolia) জন্মিয়া থাকে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণ বৃক্ষপত্রের বিভিন্নতা হেতু এইরূপ নামস্বাতন্ত্র্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উত্তর-ভারতের বৃক্ষগুলির পত্র অপেক্ষাকৃত জম্বুপত্রের ন্যায় গোলাকার, কিন্তু মান্দ্রাজ-প্রদেশীয় বৃক্ষের পত্রগুলি আম্রপত্রের ন্যায় দুইদিকে ছুঁচাল।

বিভিন্নস্থানে এই বৃক্ষ বিভিন্ননামে পরিচিত। উঃ পঃ ও অযোধ্যা—মউআ, মহুআ, মহুলা, মউল, জাঙ্গলী, মোহা, জঙ্গলীমোহবা, মোবা; বাঙ্গালা—মউল, মহুল, বনমহুয়া, মউয়া; উড়িষ্যা—মোহা; কোল—মণ্ডুকুম্; ভূমিজ—মোহল, সাঁওতাল—মাটকোম; ভীল—মহুরা; গোঁড়—ইরূপ, ইরিপ,

হর্হ ; কুকু—নোহ ; বৈগাস—মাহ ; মধ্যপ্রদেশ—মহোবা ; বোম্বাই—মোহা, মোবা, মহুয়া ; দাক্ষিণাত্য—জাঙ্গলী, মোহা, মোহ ; গুজরাতী—মহুড়, মহুরা ; মরাঠী—মউদ, রাণাচ, মোহা চা ঝাড়, রাণাচ ইপ্পেগ ঝাড়, মোহো, মোরা, মাহা ; তামিল—ইল্লুপি, এলুপ, কাটইল্লিপি, কাঠি, হলুপ্পৈ, কার্ত্তু ইলুপ্পৈ, কাট্টু ইড়ুপৈ ; তেলগু—ইপ্পি, ইপ্পা, যেপ্প, অদবিইপ্পি চেট্টু ; কণাড়ি—হোগ্‌নে, হিপ্পে, কাদুইপ্পে-গিড় ; মলয়ালম্—পুনম্, কাট্টিরিপ্পঁবোনম্ ; সংস্কৃত—মধুক, আতাবী, মধুকবৃক্ষ ; পারস্য—দরথ্‌তে গুল্‌চাকাণে সন্থাই ; ব্রহ্ম—কালসন্।

জলহান পার্ব্বত্যপ্রান্তরে এই বৃক্ষ অধিক পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। তদ্দেশবাসী পার্ব্বতীয়গণ চাসবাস না করিলেও মহুয়া-বৃক্ষরক্ষায় বিশেষ যত্নশীল। চৈত্র ও বৈশাখে বৃক্ষগুলি ধবলপুষ্পে পূর্ণ হয় ; তৎপরে ক্রমে ফলবতী হইয়া থাকে। ফলগুলি পুষ্প-পতনের ৩ মাস পরে পাকিয়া উঠে। তখন কমলানেবুর মত লালাভ হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। ফল পাকিলে সাধারণে আগ্রহের সহিত তাহা রক্ষা করে। প্রত্যেক ফলে ১টী হইতে ৪টী পর্য্যন্ত বীজ হয়। ইহার ফুল, ফল, বীজ ও কাষ্ঠ তদ্দেশবাসী সাধারণের বিশেষ উপকারে আইসে।

ফল ধরিবার সময় বৃক্ষত্বক্ ছেদন করিয়া দিলে তাহা হইতে একপ্রকার আটাবৎ শ্বেতদুগ্ধ নির্গত হয়। ঐ আটা শুকাইলে গঁদের ন্যায় হয়, কিন্তু কোন কাজে আইসে না। কোন রঙ্গের কৃষ্ণতা গাঢ় করিতে হইলে ইহার ছালের কস দেওয়া হয়, কখন কখন চর্ম্মাদি পরিষ্কার করিবার সময় পত্রের সহিত ছালও দিতে দেখা গিয়াছে।

বীজের শাঁস হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয়, তাহা গৌড়দিগের নিকট 'ডোলি' ও সংস্কৃতে 'মধুকসার' নামে খ্যাত। উহা ঘৃতে ভেজাল দেওয়া যায়। ঐ তৈল শীতকালে উত্তম থাকে, গ্রীষ্ম-কালে তৈলভাগ ও সারাংশ আলাদা হইয়া যায় এবং একটু দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এই তৈল হইতে উৎকৃষ্ট সাবান ও বর্ত্তিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইহার ভেষজগুণ।—ফুলসিদ্ধ জল কাসরোগে বিশেষ উপকারী। ইহা উষ্ণবীর্য্য, ধারক, বলকারক, স্নিগ্ধকারক, আর্দ্রকারক, পুষ্টিকারক ও উত্তেজক। ইহার গাঢ় তৈল দ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া নিবারিত হয়, গাত্রক্ষতেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার খোল বমনকারক ও বিরেচক।

ইহার পুষ্পে এক্ প্রকার ধূম্রবর্ণ মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা ঝাল ও একপ্রকার গন্ধযুক্ত, বহুদিনের পুরাতন হইলে উক্ত গন্ধের হ্রাস হয়। সদ্যঃপ্রস্তুত মদ্য উত্তেজক ও পাকস্থলীর পীড়াদায়ক। সুশ্রুত মতে, উহা উষ্ণ, বীর্য্যধারক, বলকর ও অগ্নিমান্দ্য-দোষহারক। বর্ত্তমান চিকিৎসকগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ইহা 'রম' নামক মদ্যাপেক্ষা অধিক উপকারী।

পত্র জলে উত্তমরূপ সিদ্ধ করিয়া গাত্রমর্দ্দন করিলে খোস পাঁচড়া নিবারিত হয়। কচি ছালের ক্বাথ ধারক ও বলকর। কখন কখন ঐ ছাল বাটিয়া গাঁট বেদনায় প্রলেপ দিলে বাত-বেদনার উপশম হয়। ছালের রস ও কাঁচা ফলের দুগ্ধ গাত্র-ব্রণনাশক। ইহার খোল পোড়াইলে তাহার গন্ধ ও ধূমে গৃহস্থিত কীট মক্ষিকাদি ও ইন্দুর সকল পলায়ন করে। পুষ্ক-রিণীতে খোল ফেলিয়া দিলে জল দূষিত হইয়া মৎস্যাদি বিনষ্ট হয়। ইহার তৈল হাতে মাখিলে হস্তস্থিত খোস ও চুলকানি ভাল হয়। অর্দ্ধসের খাঁটি দুগ্ধে ১ ছটাক মহুয়া ফুল সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে ধাতু ও দেহদৌর্ব্বল্য বিদূরিত হয়। কোষ-প্রদাহে শুষ্ক পুষ্পের পুলটিস্ দিলে অণ্ডকোষস্থ শিরার স্ফীতি ও বেদনার উপশম ঘটে। ইহার পুষ্পের গন্ধ ইন্দুর গন্ধের ন্যায় এরূপ তীব্র যে, মলমূত্রাদি ত্যাগকালেও সেই গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণীর লোকে পুষ্প সিদ্ধ করিয়া খায়। অধিক খাইলে বমন হইবার সম্ভাবনা। কোন কোন স্থলে এই বমন হইতে শিরোবেদনা ও উন্মাদলক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

ফল ও ফুল নিম্নশ্রেণীর অনেক জাতির খাদ্য। ফুল দ্বারা রুটী প্রস্তুত করিয়া খায়। এতদ্ভিন্ন ফুল হইতে মদ্য প্রস্তুত হয়। শৃগাল, ভল্লুক, শূকর, হরিণ ও গবাদি মহুয়া ফুল খাইতে ভালবাসে। যখন মহুয়া বৃক্ষ কুসুমিত হয়, তখন তদ্দেশবাসী নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণ বৃক্ষতলস্থ আগাছাগুলি পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। পতিত পুষ্পগুলি সঞ্চয় করিয়া বিক্রয় করে। মদ্য-ব্যবসায়িগণ উহা সংগ্রহ করিয়া চোলাই করে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মুঙ্গের নগরে জনৈক ইতালীবাসী মহুয়া হইতে গন্ধহীন মদ্য উৎপন্ন করিয়াছিলেন, তাহার অধিক কাট্‌তি দেখিয়া ও কলিকাতাস্থ রম্ মদ্যসমিতি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গবর্মেণ্টের রাজ-কার বোর্ডে দরখাস্ত করেন। উক্ত আবেদনে গন্ধহীন মহুয়া মদ্যের উপর অধিক শুল্ক নির্দ্ধারিত হওয়ায় ঐ কারবার উঠিয়া যায়। এই মহুয়া ফুল দুই বৎসর রাখিয়া দিলেও খারাপ হয় না। ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশে নিকৃষ্ট মদ্যের জন্য মহুয়াফুল রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহার কাষ্ঠের সার সিন্দুরের ন্যায় লালাভ। এক হাত চতুষ্ক পাকা কাঠ ৩০ হইতে ৩৪ সের ওজনের হইয়া থাকে।

দাক্ষিণাত্য ও সিংহলে যে মধুক বৃক্ষ (B. longifolia)

জন্মে, তাহাও বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—মোহা, মোহুআ, বাঙ্গালা—মহুয়া, দক্ষিণভারত—মোহা, সংস্কৃত—মধুক; পারস্য—দরখ্‌তে গুল্‌চাকার; বোম্বাই—মউয়া, মোহি; কচ্ছা—মহুড়া; মহারাষ্ট্র—মোহাচা ঝাড়, ইপ্পিচাঝাড়, গুর্জ্জর—মহুড়া, মোবাহু ঝাড়; তামিল—ইল্লুপি, এলুপ, ইল্লুপ্পৈ ইড়ুপ্পৈ; তেলগু—ইপ্পি, ঘেপ্প, ইপ্পে-চেট্টু, পিন্নইপ্প; কণাড়ি—হিপ্পে, ইপ্পিগিড়; মলয়—এল্লুপী, ইড়িপ্প, সিংহল—মী, ব্রহ্ম—কনজায়ু কান্‌য়ো।

এই বৃক্ষের নির্য্যাস এল্লোপা নামে খ্যাত। ইহার তৈল সাবান ও বর্ত্তিকানির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। গোঁড়েরা উহাতে প্রদীপ জ্বালাইয়া থাকে। অপরাপর বিষয়ে ইহা পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষের সমগুণপ্রদ।

মউআলু, স্বনামপ্রসিদ্ধ কন্দ বা আলুবিশেষ (Dioscorea Aculeata)। মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে এই কন্দের বিশেষ চাস হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন গ্রামের লোকদিগের জন্য স্থানে স্থানে সামান্য উৎপন্ন হয়।

ইহা দেখিতে অনেকাংশে শাঁকালুর মত সাদা, কিন্তু ভিতরের শাঁসাংশ তদ্রূপ কোমল ও মধুর নহে। ইহা সিদ্ধ করিয়া খাইতে মিষ্ট লাগে। ইহার একএকটী কন্দ ২ সের হইতে ১।০ পোয়া পর্য্যন্ত বড় হয়।

স্থানবিশেষে ইহার নামের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। হিন্দি—মান-আলু, বাঙ্গালা—মৌ-আলু, মউআলু; বোম্বাই—কান্ত, কাণ্টেকাঙ্গী, বোটং; দাক্ষিণাত্য—ছোট পিণ্ডালু, তামিল-কান্ত কেলাঙ্গু, মিরুবুল্লি কেলাঙ্গু, তেলগু—কাট কেলেঙ্গ, কুম্মরবড্ডু, কণাড়ি—গোনস্থু; সিংহল—কহু-কুকুললু; মলয়—পুড়ে-কেলেঙ্গু; ইংরাজী Goa potato, সাঁওতাল—বীরসঙ্গি; সংস্কৃত—মধ্বালু।

ছোলা, কলাই প্রভৃতি বস্তুর সহিত সিদ্ধ করা মউআলু খাইতে ভাল লাগে। ইহা সারক, স্নিগ্ধ, বলকর, বীর্য্যকর, পুষ্টিবর্দ্ধক এবং স্তন্যদুগ্ধ-বৃদ্ধিকর।

মউচাক (দেশজ) মধুচক্র।

মউচুঙ্গ (দেশজ) ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। (Certhia Zeylanica and C. cruentata)

মউড় (দেশজ) মুকুট শব্দজ, মুকুট, টুপী।

"মাথায় মউড়ে আমি আসিয়াছি বাসে।
কভু নাহি বসি আমি প্রভুর সকাশে॥" (কবিকঙ্কণ)

মউমাছি (দেশজ) মধুমক্ষিকা।

মউরলা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। কেহ কেহ এই শব্দ মধুর-কণ্টকের অপভ্রংশ বলিয়া থাকেন। (Cyprinus Morala)

মউরি, স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুপবিশেষ (Peucedonum graveolens) গ্রীষ্মপ্রধান ভারতের সর্ব্বত্রই এই ক্ষুপ জন্মিতে দেখা যায়। শীতঋতুতে শাক সবজীর মত ইহার চাস হয়; মউরিবীজ রন্ধন-কার্য্যে, পাণের মসলায় ও ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

স্থানবিশেষে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। হিন্দি—সোবা, সোয়া, সুতোপ্‌সা; বাঙ্গালা—সুল্‌ফা, সোরা, শুল্‌পা, শল্‌ফা; উঃ পঃ প্রদেশ—সোবা, সাব; কুমায়ুন—সোয়, কাশ্মীর—সোই; পঞ্জাব—সোয়; বোম্বাই—বলণ্ডসেপ; গুজ-রাতী—সর্ব্বা, শুয়া; তামিল—শতকুপ্পী; আরব—স্থাবৎ; ইংরাজী Dill বা Sowa); সংস্কৃত—মিশ্রেয়া, শতপুষ্পী।

[মধুরিকা দেখ।]

বহু পূর্ব্বকাল হইতে, কি ভারতে কি প্রাচীন গ্রীসে এই মধুরিকা-ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থে এবং সেরেপিয়াস্ ও দিওসিক্রিদাস্ প্রভৃতির গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে। মউরির তৈল, আরক বা ভিজান জল বিশেষ উপকারী। তৈলমর্দ্দনে বায়ু শান্তি এবং অম্লজনিত শূলবেদনাদির উপশম হয়। অনেক সময় ইহার আরক সেবনে উপকার পাওয়া গিয়াছে। বিসূচিকা বা মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ইহার ভিজান জল উপকারক। তৈলে মৌরী পত্র সিক্ত করিয়া স্ফোটকের উপর পুলটিস্ দিলে পূয টানিয়া আনে। হাকিমী মতে ইহার গুণ—বিরেচক, বায়ু-নাশক, মূত্রকারক, রজোনিঃসারক ও স্নিগ্ধকারক।

মউল (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, মধুদ্রুম। (Bassia longlifolia) চলিত মউআ গাছ।

মওয়া (দেশজ) মন্থন, মথিতকরণ।

মংহ, বৃদ্ধি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ মংহতে। লোট্ মংহতাং। লুঙ্ অমংহিষ্ট। [মহ দেখ।]

মংহনেষ্ঠ (ত্রি) ভাগপ্রদানে বর্ত্তমান।

"ক্রাণা যদস্য পিতরা মংহনেষ্ঠাঃ" (ঋক্ ১০।৬১।১)

'মংহনেষ্ঠাঃ ভাগপ্রদানে বর্ত্তমানাঃ' (সায়ণ)

মংহয়ু (ত্রি) দানেচ্ছু। "ন মংহয়ুঃ পবিত্রং সোম গচ্ছসি" (ঋক্ ৯।২০।৭) 'মংহয়ুঃ সংহতির্দানকর্ম্মা, দানেচ্ছুঃ' (সায়ণ)

মংহিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয় বৃদ্ধিযুক্ত। "শতক্রতুং মংহিষ্ঠং সিঞ্চ ইন্দুভিঃ" (ঋক্ ১।৩০।১) "মংহিষ্ঠং মহিবৃদ্ধৌ অতিশয়েন মংহিতা, মংহিষ্ঠঃ তুশ্ছন্দসি (পা° ৫।৩।৫৯) ইতি তুজন্তাদি-ষ্ঠন্ প্রত্যয়ঃ।' (সায়ণ)

মক, ১ ভূষণ। ২ গতি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্, ইদিৎ। লট্ মঙ্কতে। লিট্ মমঙ্কে। লুঙ্ অমঙ্কিষ্ট।

মক (পুং ক্লী) ম ইব কায়তি, কৈ-ক। শিবাদি তুল্য।

মকক (পুং) জীবভেদ। (অথর্ব্ব)

মকর (পুং) কৃণাতীতি ক হিংসায়াং ক-অচ্, ততঃ মনুষ্যাণাং করঃ হিংসকঃ, বা মুখং কিরতীতি মুখ-কৃ-ক, উভয়ত্রাপি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। (অমরটীকায় রঘুনাথচক্রবর্ত্তী) জলজন্তু বিশেষ। ভাবপ্রকাশ-মতে, ইহা পাদিগণের অন্তর্গত জলজন্তু।

"কুম্ভীরকূর্ম্মনক্রাশ্চ গোধামকরশঙ্কবঃ।
ঘণ্টিকঃ শিশুমারশ্চেত্যাদয়ঃ পাদিনঃ স্মৃতাঃ॥"
(ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড দ্বিতীয় ভাগ)

মৎস্যের মধ্যে মকরই শ্রেষ্ঠ। ইহার গুণ—দীপন, বাতনাশন, রুচিপ্রদ, শুক্রকর, গ্রাহী, উষ্ণ ও বিকারঘ্ন, মূত্ররোগ, অশ্মরী, গুল্ম ও অতীসার-রোগনাশক। (হারীত ১ স্থান ১১অ) গঙ্গার ধ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়, মকর গঙ্গার বাহন। কামদেবের ধ্বজচিহ্নও মকর। সমুদ্রাধিপতি বরুণের বাহন।

২ মেষাদি দ্বাদশ রাশির অন্তর্গত দশম রাশি। পর্য্যায়—আকোকের। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মৃগাস্য মকর। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের শেষপাদত্রয়, সমুদয় শ্রবণা নক্ষত্র এবং ধনিষ্ঠার পূর্ব্বপাদদ্বয় এই নয় পাদে মকর রাশি হয়। এই রাশি পৃষ্ঠোদয়, ভূমিরাশি, অর্দ্ধশব্দকর, দক্ষিণদিকের স্বামী, পিঙ্গলবর্ণ, রুক্ষ, ভূমিচারী, শীতলস্বভাব, অল্প সন্তান, অল্প স্ত্রীসঙ্গ, বাতপ্রকৃতি, বৈশ্যবর্ণ এবং অঙ্গ সকল শিথিল।

মকর রাশিতে জন্ম হইলে পরদারাভিলাষী, লব্ধধনভোগী, রাজতুল্য প্রতাপশালী, মন্ত্রবাদে অতিশয় পটু, কুদেহবিশিষ্ট, অতিশয় বুদ্ধিমান্, বন্ধুবর্গের ভোক্তা ও বীরস্বভাব হয়। (কোষ্ঠীপ্র০) ৩ লগ্নভেদ, মকরলগ্ন। মকরলগ্নে জন্ম হইলে সমুদয় কর্ম্মে নিপুণ, অতিশয় ধৈর্য্যশীল, প্রণত, উপকারী এবং আপন ইচ্ছানুসারে বিহারকর্ত্তা, অতিশয় মুখর, দাতা, অহঙ্কারী এবং বিশুদ্ধচিত্ত হয় এবং তাহার দন্ত, ওষ্ঠ ও মুখ অতিশয় পুষ্ট থাকে। ঐ মকরলগ্নকে ষড়্‌বর্গ অর্থাৎ হোরা, দ্রেক্কাণ, সপ্তাংশ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ এবং ত্রিংশাংশে বিভাগ করিয়া ফল নিরূপণ করা আবশ্যক। লগ্নমানকে অর্দ্ধভাগে ভাগ করিলে হোরা, তিন ভাগ করিলে দ্রেক্কাণ, সাতভাগ করিলে সপ্তাংশ, নয় ভাগ করিলে নবাংশ, দ্বাদশভাগ করিলে দ্বাদশাংশ এবং ত্রিশ ভাগ করিলে ত্রিংশাংশ নিরূপিত হয়।

মকরের প্রথম হোরায় জন্ম গ্রহণ করিলে শ্যামবর্ণ, হরিণের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট, খ্যাতাপন্ন, স্ত্রীবিজিত, সৌম্যমূর্ত্তি, শঠ, ধনী, মিষ্টভোজী, উচ্চ নাসিকাযুক্ত ও উত্তম বেশকর হইয়া থাকে।

মকরের দ্বিতীয় হোরায় জন্ম গ্রহণ করিলে রক্তচক্ষুঃ, অলস, গুরুভারযুক্ত, দীর্ঘাঙ্গ, মূর্খ, শ্যামবর্ণ, রোমাবৃতশরীর, সাহসী এবং রৌদ্র কর্ম্মকারী হয়।

মকরের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে আজানুলম্বিতবাহু, শ্যামবর্ণ, পৃথুলোচন, শঠ, কমনীয়, মিতভাষী, স্ত্রীবিজিত ও মধ্যম-মেধাযুক্ত হয়।

দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে শ্যামবর্ণ, শঠ, মিতভাষী, পরস্ত্রী ও ধনাপহারী হইয়া থাকে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে দীর্ঘললাট, পাপাত্মা, কৃশ, লম্বাকৃতি এবং বিদেশবাসী হইয়া থাকে।

মকররাশির নবাংশফল।—মকরের প্রথম নবাংশে জন্ম হইলে দুর্ব্বলদন্ত, শ্যামবর্ণ, মিথ্যাবাদী, গায়ক, সর্ব্বদা হাস্যযুক্ত, বল ও ধনবান্ এবং কৃশশরীর হয়। দ্বিতীয় নবাংশে শ্যামবর্ণ, বক্র-নখবিশিষ্ট, গীতপ্রিয়, বলবান্, বহুদারসম্পন্ন, বহুভাষী ও যুদ্ধপ্রিয় হয়। তৃতীয় নবাংশে গীতবাদ্যানুরক্ত, গৌরবর্ণ, চক্ষু ও নখ রক্তবর্ণ, সুন্দর নাসিকাবিশিষ্ট, অনেক মিত্রযুক্ত, অভিমানী ও ইষ্ট-কর্ম্মকারী হয়। চতুর্থ নবাংশে জন্ম হইলে কৃষ্ণবর্ণ, গোলাকার চক্ষু, প্রশস্ত ললাট, বিস্তীর্ণ কেশ এবং বিরলদন্ত হয়। পঞ্চম নবাংশে ক্রোধী, সুন্দর নাসিকাযুক্ত, উত্তম ভোক্তা, সুন্দর স্কন্ধ, শ্যামবর্ণ, উরু ও ভুজ বর্ত্তুল এবং স্থিরারম্ভ হয়। ষষ্ঠনবাংশে জন্ম হইলে সুবেশধারী, ইচ্ছানুরতি, বক্তা ও প্রশস্তললাট, সপ্তম নবাংশে শ্যামবর্ণ, অলসপ্রকৃতি, সুবক্তা, কুঞ্চিত কেশবিশিষ্ট ও সুশীল; অষ্টম নবাংশে গম্ভীরদৃষ্টি, কুৎসিতপ্রকৃতি, বৃহৎশরীর ও সুশীল এবং নবম নবাংশে জন্ম হইলে বিপুলচক্ষু ও হৃদয়সম্পন্ন, মেধাবী, গীতবাদ্যরত ও সাধুপ্রকৃতি হইয়া থাকে।
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ প্রভৃতির অধিপতি অনুসারে ফল লাভ হয়। মকররাশিতে রবি প্রভৃতি গ্রহ সকল থাকিলে নিম্নলিখিত ফল হইয়া থাকে।

মকররাশিতে রবি থাকিলে,—লুব্ধ, কুস্ত্রীতে আসক্ত, কুকর্ম্মকারী, ভীরু, চঞ্চলপ্রকৃতি, ভ্রমণপ্রিয়, সকল সম্পত্তিবিনাশকর এবং বহুভোগী হইয়া থাকে। মকররাশিস্থিত রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মায়াপটু, চপলমতি এবং স্ত্রীসঙ্গ দ্বারা সকল সম্পত্তি ও সুখ-নাশকারী হয়, মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ব্যাধি, অরিগ্রস্ত ও বিকল হয়। বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শূর, ষণ্ডপ্রকৃতি, পরস্বাপহারী ও কুৎসিত দেহ, বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শোভনকর্ম্মা, মতিমান্, সকলের আশ্রয়, বিপুলকীর্ত্তি-সম্পন্ন ও মনস্বী হইয়া থাকে। শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শঙ্খ, প্রবাল ও মণি দ্বারা জীবনধারী এবং বেশ্যার ধনে ধনী ও সুখী হয়। শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শত্রু-ধ্বংসকারী ও রাজসম্মানিত হয়।

মকর রাশিস্থিত চন্দ্রফল।—মকর রাশিতে চন্দ্র থাকিলে নীতিজ্ঞ, শীতভীরু, উন্নতদেহ, বিখ্যাত, অল্প রোষপরায়ণ, মদনভয়যুক্ত, নির্ঘৃণ, নির্লজ্জ, গুর্ব্বঙ্গনারত, সৎকবি ও অতিশয় লুব্ধ হইয়া থাকে। মকর রাশিস্থিত চন্দ্র রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে দুঃখী, অটনশীল, নিঃস্ব, পরকর্ম্মকর, মলিন ও কুৎসিত বিষয়ের অধিপতি এবং অল্পমতিযুক্ত হয়। মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে—অতিশয় বিভবসম্পন্ন, সুন্দর-পত্নীযুক্ত, সৌভাগ্যবান্, ধন ও বাহনযুক্ত হয়। বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে—মূর্খ, প্রবাসশীল, স্ত্রীরহিত, অকিঞ্চন, উগ্র স্বভাব ও সুখরহিত, বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে নৃপতি, অত্যুত্তম বীর্য্যসম্পন্ন, নৃপগুণযুক্ত, চারুদেহ, অনেক পত্নী ও অনেক পুত্র এবং বহুমিত্রযুক্ত হইবে। শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে উত্তম যুবতী, ধন, বাহন, ভূষণ ও মানযুক্ত এবং জুগুপ্সাপরায়ণ হয়। শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে আলস্যযুক্ত, মলিন দেহবিশিষ্ট, ধনহীন, কামার্ত্ত, পারদারিক ও অসত্যপরায়ণ হইবে।

মকররাশিস্থিত মঙ্গলের ফল।—মকররাশিতে মঙ্গল থাকিলে—পুণ্যবান্, ধনাহরণকর্ত্তা, সুখভোগান্বিত, পুষ্টদেহ, শ্রেষ্ঠতম, বিখ্যাত, সেনানায়ক বা নৃপতি, উত্তম পত্নীযুক্ত লোকের চিত্তবেত্তা, আত্মবন্ধু কর্তৃক নিত্যসেবিত, সর্ব্বদা স্বতন্ত্র, বিশেষরূপে রক্ষক, সুশীল ও অনেক উপচাররত হয়। মকররাশিই মঙ্গলের উচ্চস্থান, দ্বাদশ রাশির মধ্যে মঙ্গল মকরে যেরূপ বলী আর কোন রাশিতে তদ্রূপ বলী নহেন।

মকররাশিস্থিত বুধের ফল।—মকররাশিতে বুধ থাকিলে নীচ, মূর্খ, ষণ্ডপ্রকৃতি, পরকর্ম্মকর,কলাদি গুণহীন, নানাদুঃখযুক্ত, শীঘ্রবিহারী, অতিশয় শীলসম্পন্ন, খল, অসত্যচেষ্টাবিশিষ্ট, বন্ধুবিযুক্ত, মলিনমূর্ত্তি, ভয়চকিত, এবং নিদ্রাহীন হয়।

মকররাশিস্থিত বৃহস্পতির ফল।—মকর রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে অল্প বলবান্, বহু শ্রম ও ক্লেশসহিষ্ণু, নীচাচার-পরায়ণ, মূর্খ, নিঃস্ব, শত্রুর ভৃত্য, মাঙ্গল্য, দয়া, শৌচ ও ধর্ম্মহীন, দুর্ব্বলদেহ, ভীরুস্বভাব, প্রবাসশীল ও বিবাদী হইবে। মকররাশি বৃহস্পতির নীচস্থান, বৃহস্পতি মকরে অতিশয় দুর্ব্বল।

মকররাশিস্থিত শুক্রের ফল।—মকররাশিতে শুক্র থাকিলে ব্যায়াম দ্বারা পরিশ্রান্ত, দুর্ব্বলদেহ, সাধারণাঙ্গনাসক্ত, কাসরোগী, ধনলুব্ধ, অনৃত ও বঞ্চনানিপুণ, ক্লীব, মূর্খ এবং ক্লেশসহনশীল হয়।

মকররাশিস্থিত শনিফল।—মকর রাশিতে শনি থাকিলে পরযোষিৎ ও পরক্ষেত্রের প্রভুতাযুক্ত, শিল্পবেত্তা, প্রধান পুরবৃন্দের সৎকৃত, বিখ্যাতস্নানভূষণে রত, প্রবাসশীল, সরলতাবিহীন, দাতা ও শৌর্য্যসম্পন্ন হয়। (কোষ্ঠীপ্র°)

গ্রহগণ মকররাশিতে থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত রূপ হইয়া থাকে। তবে ঐ রাশিতে অন্যান্য গ্রহ থাকিলে ফলের ব্যতিক্রম হয়। যে গ্রহের যেরূপ দৃষ্টি থাকে, তাহা বিবেচনা করিয়া ভাগহারের দ্বারা ফল নিরূপণ করিতে ইহবে।

মকরকুণ্ডল (ক্লী) কুণ্ডলং মকর ইব ইত্যুপমিতসমাসঃ। মকরাকৃতি কণ্ঠভূষণ।

"বনমালানিবীতাঙ্গো লসচ্ছ্রীবৎসকৌস্তুভঃ।

মহাকিরীটকটকঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ ॥" (ভাগবত ৬।৪।২৭)

মকরকেতন (পুং) মকরেণ চিহ্নিতং কেতনং ধ্বজো যস্য। কন্দর্প, কামদেব।

মকরধ্বজ (পুং) মকরেণ চিহ্নিতো ধ্বজো যস্য। কামদেব।

"শরীরিণা জৈত্রশরেণ যত্র নিঃশঙ্কমূষে মকরধ্বজেন।"

(মাঘ ৩।৬১)

২ রসৌষধ বিশেষ, রসসিন্দূর। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী,—পারা ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, যথাবিধি কজ্জলী করিয়া বটাঙ্কুরের কাথে তিন দিন ভাবনা দিতে হইবে, পরে উহা বোতলে পূরিয়া বস্ত্র-মৃত্তিকার লেপ দিয়া বালুকাপূর্ণ হাঁড়িতে বসাইয়া চারি প্রহরকাল জ্বাল দিলে রসসিন্দূর প্রস্তুত হয়। অনুপানবিশেষে সেবন করিলে ইহা দ্বারা বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

অন্যবিধ—পারদ,গন্ধক, নিশাদল, ঝুল ও স্ফটিক প্রত্যেকে সমভাগে কাগচী নেবুর রসে এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া বোতলের মধ্যে পূরিয়া পাষাণগুটিকা দ্বারা মুখ রুদ্ধ করিয়া সন্ধিস্থল লেপন করিতে হইবে। পরে মৃত্তিকা ও বস্ত্রে বোতলে লেপ দিয়া সচ্ছিদ্র মৃৎপাত্রে রাখিয়া হাঁড়ির গলা পর্য্যন্ত বালুকাপূর্ণ করিয়া অগ্নির মৃদু, মধ্য ও খর সন্তাপে চারি প্রহর কাল পাক করিতে হইবে। পরে উহা নামাইয়া, শীতল হইলে বোতলের গলদেশলগ্ন স্ফটিকাভ গন্ধক পরিত্যাগ করিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহা সকল কার্য্যে প্রয়োগ করা যায়।

সাধারণতঃ রসসিন্দূর মকরধ্বজ নামে খ্যাত, কিন্তু মকরধ্বজ রসসিন্দূর দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। [রসসিন্দূর দেখ।]

মকরধ্বজ প্রস্তুতপ্রণালী।—স্বর্ণ, বঙ্গ, লৌহ, জৈত্রী, জায়ফল, রৌপ্য, কাংস্য, রসসিন্দূর, প্রবাল, কস্তুরী, কর্পূর ও অভ্র প্রত্যেকে এক তোলা এবং স্বর্ণসিন্দূর চারিভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র খলে মাড়িতে হইবে, উত্তমরূপে মাড়া হইলে ইহা প্রস্তুত হয়। এই ঔষধ সেবনে সকল রোগ আরোগ্য হয়। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর নাই। সর্ব্বলোকের হিতের জন্য স্বয়ং মহাদেব এই ঔষধ বলিয়াছেন।

অন্যবিধ—স্বর্ণ ৮ তোলা, পারদ ১ সের, গন্ধক ২ সের, রক্তকার্পাস কুসুমের রস ও ঘৃতকুমারীর রসে ক্রমশঃ মর্দ্দন করিয়া বোতলে পুরিতে হইবে, পরে বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিবে ও তিন দিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া পল্লবরাগরঞ্জিত পারদ গ্রহণ করিবে। ইহা ৮ তোলা, কর্পূর, জাতিফল, মরিচ, ও লবঙ্গ, প্রত্যেকে ৩২ তোলা, কস্তূরী অর্দ্ধ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে খল করিয়া ১০ রতি পরিমাণ বটী করিবে। এই ঔষধ চন্দ্রোদয়-মকরধ্বজ নামে খ্যাত। অনুপান পাণের রস, ইন্দ্রযব, লবঙ্গ, বা কার্পাসফুলের রস। এই ঔষধ মদোন্মত্তা শত প্রমদাগণের গর্ব্বনিবারক, জরামরণ ও বলিপলিত-নাশক, বয়ঃস্থাপক, সর্ব্বরোগ-নিবারক, শুক্রবর্দ্ধক ও মৃত্যুঞ্জয়কারক।
(রসেন্দ্রসারস° বাজীকরণাধি°)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে মকরধ্বজ রস, এবং স্বল্প-চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ও বৃহচ্চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ নামক ঔষধের ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তুত-প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

মকরধ্বজ রসপ্রস্তুত প্রণালী।—শোধিত সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র ১ পল, পারদ ৮ পল, গন্ধক ২৪ পল, রক্তবর্ণ কার্পাসপুষ্প ও ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী অনুসারে পাক করিবে। বোতলের ঊর্দ্ধসংলগ্ন রস ১ তোলা, কর্পূর, লবঙ্গ, মরিচ, ও জায়ফল প্রত্যেকে ৪ তোলা, মৃগনাভি ও মাষা এই সকল একত্র সুন্দররূপে মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হইবে। অনুমান—পাণের রস। পথ্য—সুস্নিগ্ধ মধুর দ্রব্য, কোমল মাংস, চিনিমিশ্রিত দুগ্ধ ও গব্যঘৃত প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে অগ্নির বলবৃদ্ধি, বলি-পলিতাদি-নিবারণ, স্মরণশক্তির বৃদ্ধি ও কামোদ্দীপন হয়। ইহা কামিনীগণের দর্পনাশের মহৌষধ। (ভৈষজ্যরত্না° বাজীকরণাধি°)

স্বল্প-চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ-প্রস্তুতপ্রণালী—জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ প্রত্যেকে ১ তোলা, স্বর্ণ ৵০ আনা, মৃগনাভি ৵০ আনা, রসসিন্দূর ৪৷০ তোলা, এই সকল একত্র, মাড়িয়া ৪ রতি পরিমাণ বটিকা করিতে হইবে। অনুপান মাখন ও মিছরি, অথবা পাণের রস। ইহা সেবন করিলে নানাবিধ পীড়ার শান্তি ও বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

বৃহচ্চন্দ্রোদয়-মকরধ্বজ-প্রস্তুতপ্রণালী।—শোধিত সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র ১ পল ও শোধিত পারদ ৮ পল, এই উভয় একত্র উত্তমরূপে মাড়িয়া তাহার সহিত গন্ধক ১৩ পল মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে রক্তবর্ণ কার্পাসের পুষ্প ও ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া মাড়িয়া শুষ্ক করিয়া সমতল বোতলের মধ্যে স্থাপন করিয়া বোতলের মুখে এক খণ্ড খড়ি চাপা দিয়া বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে ঐ বোতল ঊর্দ্ধমুখে বসাইবে। বোতলের গলা পর্য্যন্ত বালুকা পূর্ণ থাকিবে। অনন্তর ক্রমাগত ৩ দিন জ্বাল দিবে, ইহাতে বোতলের গলদেশে অরুণবর্ণ যে সকল ঔষধাংশ সংলগ্ন হইবে, তাহা বাহির করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ পল, কর্পূর ৪ পল, জায়ফল, ত্রিকটু, লবঙ্গ ও মৃগনাভি প্রত্যেকে ৪ মাষা, এই সকল একত্র মাড়িয়া ৫ রতি বটী করিতে হইবে। এই ঔষধ পাণের সহিত সেবনীয়। পথ্য—ঘৃত, ঘনীভূত দুগ্ধ, মাংস ও পিষ্টক প্রভৃতি। ইহা মদোন্মত্তা প্রমদাগণের গর্ব্বনিবারক ও তাহাদের প্রিয়তালাভের অমোঘ ঔষধ। এই ঔষধ-সেবনে সকল রোগ নিরাকৃত হয়।
(ভৈষজ্যরত্না° ধ্বজভঙ্গাধি°)

মকরন্দ (পুং) মকরমপি অন্দতি বধ্নাতি ধারয়তীতি বা অদিবন্ধনে অণ্, ততঃ শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সাধুঃ। পুষ্পরস।

"প্রস্থানপ্রণতিভিরঙ্গুলীষু চক্রু-
মৌলি স্রকচ্যুত মকরন্দরেণুগৌরম্।" (রঘু ৪।৮৮)

২ কুন্দপুষ্পবৃক্ষ। (স্ত্রী) কিঞ্জল্ক। (রাজনি°)

মকরন্দ, জনৈক প্রাচীন কবি। ২ গণকতরঙ্গিণীপ্রণেতা জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি ১৩৬০ শকে প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

মকরন্দকণ (পুং) পুষ্পরসকণিকা।

"দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার-মকরন্দকণারুণা।
বিঘ্নান্ হরতু হেরম্ব-চরণাম্বুজরেণবঃ।" (গণেশপ্রণাম)

মকরন্দবতী (স্ত্রী) মকরন্দস্তৎসমূহোঽস্ত্যা অস্তীতি মকরন্দ-মতুপ্, মস্য ব ঙীপ্। ১ পাটলাপুষ্প। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ মধুবিশিষ্ট।

মকরন্দশর্ম্মন্ (পুং) জনৈক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।

মকরন্দিকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৯টা করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"রসৈঃ ষড়্ভির্লৈকৈ র্মন সজজা গুরুর্ম্মকরন্দিকা।"
(বৃত্তরত্নাকরটীকা)

মকরবল্লী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। স্থানীয় দেবালয়ে বিজয়নগররাজ ২য় হরিহরের শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

মকরবিভূষণকেতন (পুং) মকরকেতন, কামদেব।

মকরব্যূহ (পুং) মকরঃ মকরাকারঃ ব্যূহঃ। মকরাকার সৈন্য-বিন্যাস। (মহাভারত)

মকররী (আরবী) যাহা স্থায়িরূপে বন্দোবস্ত আছে, যে জমার খাজনার হার, কম বেশী করা যাইতে পারে না, তাহাকে মকররী জমা কহে।

মকরসংক্রান্তি (স্ত্রী) মকরে রাশৌ সংক্রান্তিঃ ৭তৎ। মকর-রাশিতে রবির সংক্রমণ। ২ তদুলক্ষিত পুণ্য দিন। মকর-সংক্রান্তি বিশেষ পুণ্য দিন, এই দিন স্নানদানাদি অশেষপুণ্য-জনক এবং পাতকনাশক। মকর-সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মাঘমাস গঙ্গাস্নান করা বিধেয়।

ইহা হিন্দুর একটী মহা পর্ব্বদিন। এই দিন সূর্য্যদেব মকর রাশিতে সংক্রামিত হন। হিন্দুপঞ্জিকার গণনানুসারে ২৯শে পৌষ অর্থাৎ পৌষ মাসের সংক্রান্তি বা শেষ দিন হইতে রবি মকররাশিতে পদার্পণ করেন, ঐ দিন হইতে সূর্য্যের উত্তরায়ণ গতি হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান য়ুরোপীয় ও ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের গণনানুসারে ৯ই বা ১০ই পৌষ হইতেই উত্তরায়ণ গতি স্থিরীকৃত হইয়াছে। বাস্তবিকই ঐ দিন হইতে সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে উন্নত গতি লাভ করেন। ১০ই পৌষ হইতে সূর্য্যদেব যে উত্তরায়ণ গতি লাভ করেন, তাহা আমরা মকরসংক্রান্তি দিনে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। সেই জন্যই প্রাচীন কবিগণ "মকরে প্রখরো রবিঃ' পদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

দক্ষিণায়নকালে কোন শুভকর্ম্মই করিতে নাই। উহা হিন্দুশাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে। মাঘে মকরসংক্রান্তির পর উত্তরায়ণ হইলে সকল শুভকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে। কুরু-ক্ষেত্র মহাসমরে পিতামহ ভীষ্ম পরাজিত হইয়া মৃত্যুকামনায় শরশয্যোপরি শায়িত রহিলেন। তৎকালে দক্ষিণায়ন ছিল। তিনি সেই সময়ে অধোগামী হইতে স্বীকৃত না হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন। পরে মকরসংক্রান্তির পর উত্তরায়ণ হইলে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

হিন্দুশাস্ত্রে মকরসংক্রান্তি মহাপুণ্যজনক বলিয়া কথিত। ঐ দিন স্বর্গের দ্বার খোলা হয়। ঐ দিন তীর্থক্ষেত্রে স্নান, দান ও শ্রাদ্ধ শুভ ফলপ্রদ। অনেক হিন্দু ঐ সময় গঙ্গাসাগর-সঙ্গমতীর্থে উপনীত হইয়া স্নান ও দানাদি করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ঐ দিনে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে হিন্দুরমণীগণ আপন সন্তানকে ভাসাইয়া দিত। ভারতের ইংরাজশাসনকর্ত্তা মাকুইস্ অব্ ওয়েলেস্লি উক্ত প্রথা রহিত করিয়া যান। [ভারতবর্ষ দেখ।]

ঐ দিন তিলতৈল মাখিয়া স্নান করাই শাস্ত্রীয় বিধি। স্নানান্তে ভোজ্য উৎসর্গ ও শ্রাদ্ধাদি করা কর্ত্তব্য। পরিশেষে ব্রাহ্মণভোজন ও দক্ষিণা দান। এতদ্ভিন্ন ঐ দিনে হিন্দু-রমণীগণ 'সোদোব্রত' করিয়া থাকে। ঐ ব্রতে নারায়ণপূজা এবং নৌকা-চালনই উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা কি মন্ত্রে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা বিশেষ-রূপে জানা যায় নাই, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ঐ দিন সন্তানসন্ততিগণ দক্ষিণায়নের হাত এড়াইয়া উত্তরায়ণে পদার্পণ করিলে ইহা স্থির করিয়া বঙ্গরমণীগণ স্ব স্ব পুত্রের মঙ্গলকামনায় এই হিতব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

মকরসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত সোদো ব্রত,—একখানি কলার পেটো নির্ম্মিত নৌকা উত্তমরূপে ফুল দিয়া সাজায়। ঐ নৌকা মধ্যে জোড়া কলা, জোড়া কুল, জোড়া শীম, কলাইশুটী ও ঘৃতবর্ত্তি প্রদীপ প্রভৃতি দেয়। পরে নারায়ণের পূজাদি করিয়া সন্ধ্যাকালে বালকগণ মহানন্দে ঐ ক্ষুদ্র পোতখানিতে প্রদীপ জ্বালাইয়া নিকটবর্ত্তী কোন জলাশয়ে ভাসাইয়া দেয়। পোত ভাসাইবার সময় তাহারা 'সোদো ভাসে মার পুত হাসে।' এই কথা উচ্চ রবে বলিতে বলিতে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগত হয়।

ঐ দিন 'পিঠা পার্ব্বণ' অর্থাৎ মকরসংক্রান্তির দিন প্রত্যেক গৃহে পিষ্টকাদি প্রস্তুত হয় এবং ইচ্ছামত জ্ঞাতি-কুটুম্বের ভোজ হইয়া থাকে। মকরসংক্রান্তির দিন প্রাতঃকালে পাঠশালের বালকেরা গঙ্গার বন্দনা গাইয়া গঙ্গাস্নানে আসিয়া মহানন্দে নৃত্যগীত করিয়া থাকে। উক্ত উৎসব কলিকাতা সহরে 'বন্দমাতা' নামে খ্যাত। প্রসিদ্ধ শিশুবোধকারকৃত 'বন্দ মাতা সুরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি' ছন্দোযুক্ত গঙ্গার বন্দনা হইতে মকরসংক্রান্তির এই উৎসবের নাম বন্দমাতা হইয়াছে।

মকরসপ্তমী (স্ত্রী) মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথি। সূর্য্যদেব মাঘমাসে মকররাশিতে উদিত হন, এইজন্য মকরসপ্তমী বলিলে মাঘমাসের সপ্তমী বুঝায়। এই দিন গঙ্গাস্নান অশেষ পাতকনাশক।

স্নান অরুণোদয়কালে করা আবশ্যক। এই সপ্তমী তিথি যদি উভয় দিনে অরুণোদয়কাল-ব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পরদিনে সপ্তমীকৃত্য অর্থাৎ স্নান-দানাদি হইবে।

এই দিন অরুণোদয়কালে যথাবিধি সঙ্কল্প করিয়া সপ্ত বদর-পত্র ও সপ্ত অর্কপত্র মস্তকে রাখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে গঙ্গায় স্নান করিবে।

মন্ত্র—"যদ্ যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী ॥"

মকরসপ্তমীতে স্নান করিলে সপ্তজন্মকৃত পাপ, ও রোগ-শোক বিদূরিত হয়। স্নানের পর সপ্তবদর ফল ও সপ্ত অর্ক-পত্র দ্বারা শ্রীসূর্য্যের অর্ঘ্য দিতে হয়। 'অর্ঘ্যমন্ত্র—

"ওঁ জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে।
সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে ॥"